ছত্রপতি শিবাজী

ছত্রপতি শিবাজী

"মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ" প্রণেতা

শ্রীভবসিন্ধু দত্ত কর্ত্তৃক

বিরচিত

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্

কলিকাতা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ

বৈশাখ, ১৩৩২

মূল্য ২৲

কলিকাতা,

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট্ ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্ এর পুস্তকালয়

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত

এবং

১০৮ নং নারিকেলডাঙ্গা মেন্ রোড, স্বর্ণপ্রেসে

শ্রীকরুণাময় আচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

কিছুদিন পূর্ব্বে সিটিবুক সোসাইটির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র সরকার মহাশয় ছেলেদের জন্য "ভারতগৌরব গ্রন্থাবলী" নাম দিয়া গুলি জীবনী প্রকাশ করেন। সেই পর্য্যায় ভুক্ত করিবার অ বর্ত্তমান গ্রন্থকারকে কয়েকটি জীবনী লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ যে-সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে "ছত্রপতি শিবাজী" এ প্রধান গ্রন্থ। ঐ পর্য্যায়ের অনেকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে "ছত্রপতি শিবাজী" প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং অনেকদিন গ্রন্থখানি ছেলেদের উপযোগী করিয়া রচিত হইয়া অপ্রকাশিত অ ছিল এবং ইহা যে কখন প্রকাশিত হইবে সে আশাও বড় ছি তাহার প্রধান কারণ এই যে কিছুদিন হইতে ভারতবর্ষে রাজ আন্দোলনের যে প্রবল স্রোত চলিয়াছে এবং এই আন্দোলন, অপ্র ভাবে যে আকার ধারণ করিয়া রাজপুরুষদিগের ও অপেক্ষাকৃত গ চিন্তাশীল স্বদেশবাসীগণের মনে একপ্রকার ভীতির সঞ্চার ক তাহাতে শিবাজীর জীবনী প্রকাশ করা সমীচীন হইবে কি না স বিষয় ছিল। কিন্তু বিধাতার কৃপাতে এক্ষণে দেশবাসীগণের অধী অনেক পরিমাণে শান্ত হইয়াছে এবং রাজপুরুষগণ ও শিবাজী- মহৎগুণ সমূহের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন। এতদ্ব্যতীত শিবাজীর এ বিস্তৃত জীবনী বাঙ্গলা সাহিত্যে নাই। ইহা অনুভব করিয়া "ভার গ্রন্থাবলী" ভুক্ত হইবার জন্য যাহা রচিত হইয়াছিল তাহা আমূল স পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইল।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে বাঙ্গলা সাহিত্যের অকৃত্রিম সেবক শ্রদ্ধাস্পদ নাথ বসু মহাশয় আমাকে নানারূপ সাহায্য করিয়া অশেষ ঋণে

করিয়াছেন। তাঁহার উৎসাহ না পাইলে এই পুস্তক প্রকাশিত হইত কি না গভীর সন্দেহের বিষয়। তাঁহার রচিত "শিবাজী" মহাকাব্য হইতে যে অনেক সাহায্য পাইয়াছি তাহা পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। তৎপরে Ranade's Rise of the Mahratta Power, Grant Duff's History of the Mahrattas, History of the Marhatta PeoplebyKincaid and Parasnis, Prof. Surendra Nath Sen's Siva Chattrapati, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত "ছত্রপতি শিবাজী" প্রভৃতি গ্রন্থ, এবং প্রবাসী ও Modern Review পত্রিকাদ্বয়ে প্রকাশিত শিবাজী সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলী হইতেও অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। অবশেষে, ভারতের ঐতিহাসিক ঘটনা সমূহের গভীর রহস্যোদ্ঘাটনকারী সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয়ের প্রকাশিত Shivaji গ্রন্থ হইতে বহুল পরিমাণে উপকার প্রাপ্ত হইয়া সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে প্রায় এক বৎসর সময় লাগিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ এই যে গ্রন্থকারকে বিশেষ কারণে গিরিধিতে থাকিয়া অধিকাংশ প্রুফ সংশোধন করিতে হইয়াছে। বিদেশে থাকিয়া প্রুফ সংশোধন এবং গ্রন্থকারের শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন পুস্তকের মধ্যে নানা-প্রকার ত্রুটি লক্ষিত হইতে পারে সন্দেহ নাই। আশা করি এজন্য পাঠক বর্গ ক্ষমা করিবেন। সর্ব্বশেষে ভারতের ভাগ্য-বিধাতা তাঁহার অসীম কৃপাগুণে আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকে যে ভারতবর্ষের একটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের কীর্ত্তিকাহিনী বর্ণনা করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া তাঁহার চরণে বারম্বার প্রণত হই।

গ্রন্থকার

বৈশাখ, ১৩৩২

Copper	—	13 *Nalo*
	...	3 candy
Ironware	...	20 candy
Lead vessels	...	450 *Nalo*
	...	450 candy
Mixed metal (Zinc and lead)		
Vessels	...	400 Nalo
	...	400 candy
Muradi	...	6 lakhs
Silver	...	4 nalo
	...	$5\frac{3}{4}$ candy
Bronze	...	275 nalo
	...	275 candy
Steel blocks	...	40 in number

Due from the provincial governors—3 lakhs of hun.

In the different forts—54 pitchers containing 30 lakhs hun [A hun was worth 3 Rs.]

Wardrobe :

Mungipatan òr gold-embroidered cloth—one lakh (pieces)

Do. patta, gold-embroidered and plain—one [illegible] (pieces)

Silk cloth—4 lakhs (of pieces)

Shawl and other woolen fabrics—one lakh pieces.

Waist band—50 than

Kinkhab—one lakh than

Kinkhab plain—one lakh than

Scarlet (woollen cloth)—one lakh pieces.

White paper—32000 quires

Afshani (paper sprinkled with gold dust)—11000 quires

Balapuri paper—20000 quires

Daulatabadi paper—2000 quires

Spices :

cloves	...	20 nalo
	...	20candy
Jawtri	...	3 candy
Jaifal	...	30 candy
Saffron	...	4 candy
Ambergris	...	10 candy
Arkaja	...	2 candy
Sandal	...	50 nalo
	...	50 candy
Krisnnaguru chandan		1 candy
Camphor	...	4 candy
Aloe wood	...	2 candy
Gulal	...	20 candy
Rakta chandan	...	20 candy
Dried grapes	...	1 candy
Walnut	...	3 nalo
Almond	...	2 candy
Date (Khurma)	...	30 candy
Indian date (Khejur)		40 candy
Cocoanut Kernels		50 candy
Cardamom	...	3 candy
Scented oil of mugra		4 candy
,, ,, Sugundh Rai		4 candy
,, ,, of chameli		1 candy
,, ,, of Aloes		30 candy
,, ,, of champabel		2 candy
Betel nut	...	70 candy
Incense (Gugal)		1 candy
Turmeric	...	500 candy

Haritaki	...	100
Zangi Haritaki	...	1000 candy
Red pepper (?)	...	50000 candy
Poppy seed	...	100 candy
Snuff	...	8000 candy
Quick Silver	...	2 candy

Jewells :

Diamond	Tunkul		
Manik	Kankan		
Panna	Patlia		
Pakhraj	Dheuri		
Pearl	Rice :		
Coral	Raibhog	...	100 candy
Lahsunia	Lala	...	200 ,,
Sapphire	Taliasar	...	100 ,,
Topaz	Mahwar	...	100 ,,
Rings	Jirisal	...	400 ,,
Jewelled Bashes	Dal :		
Padak or dhukdhuki	Arhar	...	20000 candy
Pearl bunch	Mug	...	200 ,,
Aigrette jewelled	Masur	...	100 ,,
Chandra-rekha	Sugar	...	1500 ,,
Sis-phal	Sugar candy	...	300 ,,
Nag-bini	Molasses	...	1600 ,,
Fan	Salt	...	1500 ,,
Bracelet	Garlic	...	5000 ,,
Ear-ring	Onion	...	300 ,,

Grain :

Shali paddy	... 17000 candy	Vermilion	...	30 candy.
Fruit of the jute	2 lakh ,,			

Vetch ...	50000 candy	Verdigris ...?	2 candy
Peas ...	12000 "	Long pepper ...	2 "
Mung ...	25000 "	pippal ...	2 "
Arhar ...	1000 "	Opium ...	100 "
Masur ...	500 "	Ajwan ...	100 "
Ghee ...	25000 "	Honey ...	100 "
Mustard oil ...	70000 "	Hartal ...	1000 "
Hing ...	30000 "	Mica ...	1000 "
Sandhav salt ...	270 "	Indigo ...	1000 "
Zira ...	200 "	Sulphur ...	200 "
Gum ...	300 "	Musada ...	100 "
Gopi chandan ...	200 "	Iron filings ...	900 "
White Til seed	1000 "	Black til seed ...	200 "
Kaiphal ...	50 "		

Armoury :

Swords ...	300 "	Jamdhar (dagger)	1000 "
Khanda ...	200 "	Pattah ...	1100 "
Aiti ...	600 "	Shield ...	1300 "
Spears ...	4000	Gunpowder	2 lakh candy
Chhara ...	1100	Palkis ...	3000
Arrows ...	4000 quiver-fuls	Umbrella ...	12000
Cuirass ...	4000	Buckets ...	1500
Coats of mail ...	1100	Cotton ...	7000 candy
Baneti ...	5000	Wax ...	1300 "
Helmet ...	4000	Resin ...	1000 "
Axes ...	3000	Iron balls ...	one lakh
Pick-axes ...	1100	Drums ...	6000
Thapiya ...	3000	Kettledrums	1200
Krot ...	5000	Bugles ...	8000

Stables :

Arab Horses	... 6000	Cows	...	1000
Turkish	... 8000	Oxen	...	5000
Deccan	... 1000	Cow buffaloes	...	5000
Mares	... 9000	Sheep	...	1000
Other Kinds	... 7000	Entrusted to the cavalry (Bargirs)	...	1000
Ponies	... 1000	Horses and 125 elphants		
Camels	... 3000			
Elephants	... 500			

Slaves :—

Males	... 100	Females	...	600

সম্পূর্ণ।

সূচীপত্র



"গৈরিক-রঞ্জিত র'বে পতাকা তোমার ;
হেরিবে যখন, তব পড়িবে স্মরণে,
এ রাজ্য ভোগীর নয়, যোগী সন্ন্যাসীর।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

শিবাজীর রাজ্যাভিষেক ব্যাপারে এবং ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহে অনেক অর্থ ব্যয়িত হওয়াতে রাজকোষ প্রায় শূন্য হইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং তিনি পূর্ব্ব উপকূলস্থিত কর্ণাটক প্রদেশে প্রবেশ করিবার জন্য এক মহা অভিযানের আয়োজন করিতেছিলেন। বহুকাল হইতে এই প্রদেশের অর্থসম্পদ অনেক দিগ্বিজয়ীকে প্রলুব্ধ করিয়াছে। সমুদ্রগুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মীরজুমলা পর্য্যন্ত অনেক ব্যক্তি এই প্রদেশে আগমন করিয়া প্রচুর অর্থ লইয়া গিয়াছেন। এমন কি মোগল সম্রাট আরংজেব ধনকুবের হইয়াও ইহার প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সেনাপতিকে লিখিয়াছিলেন "এই প্রদেশে অনেক প্রাচীনকাল হইতে বহু স্বর্ণ ও রজতাদি মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত হইয়া রহিয়াছে, এই প্রকার শুনিতে পাওয়া যায়। শিবাজীর পিতা সাহাজীর এক পুত্র তাঞ্জোরের জায়গীরদার। তাঁহার বাৎসরিক রাজস্ব ৭০ হইতে ৮০ লক্ষ হন্। এই জায়গীরদার অত্যন্ত অযোগ্য, সে কেন এই মূল্যবান্ সম্পত্তি সম্ভোগ করিবে? অতএব তুমি এই দেশের সমস্ত অবস্থা আমাকে জ্ঞাপন কর এবং কি উপায়ে এই স্থান তাহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইতে পারা যায়, তাহাও আমাকে জানাইবে।" মানুষ শক্তিশালী হইলে সে যে ন্যায়সঙ্গত-রূপে দুর্ব্বলের রক্তশোষণের অধিকারী, এই প্রকার নীতি বর্ত্তমান তথাকথিত উচ্চ সভ্যতার যুগেও সর্ব্বত্র প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

১৬৬৪ খৃঃ অব্দে সাহাজীর মৃত্যু হইলে তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে কনিষ্ঠ পুত্র ব্যাঙ্কোজী বিজাপুরের দক্ষিণ ও পূর্ব্বস্থিত প্রকাণ্ড জায়গীর অধিকার করেন। সাহাজী তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শিবাজীকে কেবলমাত্র পুনার নিকটস্থ কয়েকটী জায়গীরের অধিকার প্রদান করেন। চিরপ্রচলিত

নিয়মানুসারে জ্যেষ্ঠপুত্রেরই অধিক সম্পত্তি পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সাহাজী এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন। ইহার দুইটী কারণ ছিল মনে হয়। প্রথম, শিবাজী পিতার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া বিজাপুরের রাজ্য আক্রমণ করেন এবং এই জন্য সাহাজীকে বন্দীভাবে কয়েক বৎসর বিজাপুর নগরে যাপন করিতে হইয়াছিল। ইহাতে শিবাজীর প্রতি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হওয়া তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। দ্বিতীয়, সাহাজী জানিতেন শিবাজী যে প্রকার বলবীর্য্যশালী, তাহাতে তাঁহার পক্ষে ভবিষ্যতে প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। শিবাজী ইহাতে বিন্দুমাত্রও দুঃখিত ছিলেন না।* কর্ণাটক প্রদেশের জায়গীর সমূহের কার্য্য পরিচালন জন্য সাহাজী রঘুনাথ নারায়ণ হনুমন্তকে নিযুক্ত করেন। রঘুনাথ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি অসাধারণ নৈপুণ্য ও বুদ্ধির সহিত কার্য্য পরিচালনা করিতেন। সাহাজী তাঁহাকে ব্যাঙ্কোজীর মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরলোক গমন করেন। ব্যাঙ্কোজী অত্যন্ত অলস ও সুখপ্রিয় ছিলেন। সেইজন্য রঘুনাথ রাজকার্য্যে তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়াই অনেক সময়ে আপনার কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। ক্রমে ব্যাঙ্কোজীর ইহা অসহ্য হইয়া উঠিল। রঘুনাথের শক্তি ও প্রতিপত্তি দর্শন করিয়া সনাতন নিয়মানুসারে ব্যাঙ্কোজীর কোন কোন কর্ম্মচারীর মনে হিংসা ও বিদ্বেষের ভাব জাগ্রত হইয়া উঠিল। তাহারা সর্ব্বদা কুপরামর্শ দ্বারা রঘুনাথের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্কোজীর ক্রোধাগ্নিতে ফুৎকার প্রদান করিত। একদিন সভামধ্যে রঘুনাথ, শিবাজীকে আদর্শ রাজা বলিয়া প্রশংসা করেন

* শিবাজী ব্যাঙ্কোজীর দূতকে বলিতেছেন :—My father left me a Jagir of only four lakhs of hun a year, and now I own a territory yielding from 50 to 60 lakhs, besides realising 80 laks annually as black mail.

ং ব্যাঙ্কোজীকে অতি অযোগ্য বলিয়া তাঁহার নিন্দা করেন। ব্যাঙ্কোজী াতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শিবাজীকে বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া হাকে ভৎসনা করেন এবং রঘুনাথের ধৃষ্টতার জন্য তাঁহাকে তিরস্কার রেন। এই ব্যাপারে রঘুনাথ আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া াঙ্কোজীর কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন এবং তাঞ্জোর হইতে প্রস্থান করেন।

রঘুনাথ তাঞ্জোর পরিত্যাগের সময় প্রচার করিলেন যে বৃদ্ধ াসে তিনি আর রাজকার্য্য করিবেন না, কিন্তু জীবনের অবশিষ্ট কাল রাণসীধামে যাপন করিবেন। তিনি বারাণসী না গিয়া মহারাষ্ট্রের পথে গ্রসর হইলেন এবং পথিমধ্যে বিশ্রামের জন্য কয়েক দিবস হায়দ্রাবাদে পন করেন। এই স্থানে কুতুবসাহী রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মদন্না পন্থের হিত তাঁহার পরিচয় হয়। মদন্না পন্থ, রঘুনাথের শাস্ত্রজ্ঞান ও আশ্চর্য্য াতিভা দর্শনে মুগ্ধ হয়েন। রঘুনাথ এই সুযোগে শিবাজীর সহিত কুতুব াহের মিত্রতার প্রস্তাব করিলে, মদন্না পন্থ, সম্মত হইলেন। রঘুনাথ াতঃপর সেতারাতে উপস্থিত হইয়া শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং াহাকে নানাপ্রকার বহুমূল্য উপহার প্রদান করেন। রঘুনাথ, শিবাজীর ীরত্ব, সাহস ও কর্ম্মকুশলতা বহুদিন হইতে লক্ষ্য করিতেছিলেন। শিবাজী তই রাজ্যের পর রাজ্য অধিকার করিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিলেন, তই হিন্দু-স্বরাজ্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া রঘুনাথ গৌরবের আনন্দ আস্বাদন করিতেছিলেন। সুতরাং বহুকাল হইতে তিনি শবাজীর উপরে অনেক আশা স্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাকে র্শন করিয়া ও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং মান্দ্রাজ অঞ্চলে তাঁহার শাসন যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শিবাজীও রঘুনাথের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার সাহায্যে

ঐ অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া অনেক অর্থলাভ করিতে পারিবেন, এই আশায় তাঁহাকে আপনার কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন।

পূর্ব্ব উপকূলে অভিযান করিবার ইহাই তাঁহার পক্ষে উপযুক্ত সময় ছিল। তাঁহার শত্রুসংখ্যা বিস্তর, অথচ আপনার রাজ্য হইতে প্রায় ৭০০ মাইল দূরে তিনি বহু অর্থব্যয় করিয়া ও অধিকাংশ সৈন্য লইয়া গমন করিতেছেন ইহা তাঁহার দুঃসাহসের পরিচয় হইতে পারে, কিন্তু চতুর শিবাজী সে সময়ের চতুর্দ্দিকের অবস্থা এত সূক্ষ্মভাবে বুঝিয়া লইয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহাকে বর্ত্তমান সময়ের প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদগণের অনেকের অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিশালী বলিয়া মনে হয়। বিজাপুর তাঁহার চিরকালের নিকটতম প্রবল শত্রু কিন্তু আদিল সাহের মৃত্যুর পরে বিজাপুরের মধ্যে দুই দল প্রবল হইয়া সর্ব্বদাই আপনাদিগের মধ্যে যুদ্ধবিবাদে লিপ্ত ছিল। ইহাতে যে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হয় সে অবস্থাতে নিজেদের রাজ্যরক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল।

আমরা এই স্থানে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার তদানীন্তন অবস্থা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি। আলি আদিল সাহার মৃত্যুর পর বিজাপুরে দুই ব্যক্তি শক্তিশালী হইয়া উঠিলেন। ইঁহারা খব্বাস খাঁ ও বাহালোল খাঁ। ইতিপূর্ব্বে বাহালোলের কার্য্য সম্বন্ধে আমরা অনেক স্থানে উল্লেখ করিয়াছি। পাঠান কুলতিলক বিখ্যাত খাঁ জেহান লোদির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ইনি দাক্ষিণাত্যে আগমন করিয়াছিলেন এবং বিজাপুরের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আদিল সাহার জীবিতাবস্থায় ইনি মিরাজের শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। খব্বাস খাঁ একজন কাফ্রি। বিজাপুরে যে সমস্ত আফ্রিকাবাসী ও দেকানবাসী কর্ম্মচারী ছিলেন, ইনি তাঁহাদের দলপতি ছিলেন। আদিল সা, খব্বাস খাঁকে প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করিয়া পরলোক গমন করেন। আদিল সার মৃত্যুর পর ইনি

মোগল রাজপ্রতিনিধি বাহাদুর খাঁর সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হয়েন। বাহাদুর খাঁ আপনার পুত্রের সহিত খব্বাস খাঁর কন্যার বিবাহ দিবেন স্থির করেন। খব্বাস খাঁ ও মৃত আদিল সার কন্যা পাদসা বিবির সহিত সম্রাটের এক পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করেন এবং বিজাপুর, মোগল সম্রাটের জায়গীর বলিয়া স্বীকার করেন। খব্বাস খাঁ এইরূপে মোগলদিগের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইলে বাহালোল খাঁ ও তাঁহার দলস্থ অন্যান্য আফগান কর্ম্মচারীগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। বাহালোল খাঁ ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া কপট নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক খব্বাস খাঁকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া বন্দী করেন এবং বহুদিন পরে তাঁহাকে হত্যা করেন। আরংজেব এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বাহালোলের বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য বাহাদুর খাঁকে বিজাপুর আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন। ভীমা নদীর উপকূলে বাহালোলের সহিত বাহাদুর খাঁর এক যুদ্ধ হয়। রাত্রিকালে কতকগুলি বিজাপুরী সৈন্য মোগলদিগের শিবিরে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে এত ক্ষতিগ্রস্ত করে যে বাহাদুর খাঁ সসৈন্যে সেস্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। অতঃপর বাহাদুর খাঁ নূতন সৈন্য প্রাপ্ত হইয়া বাহালোলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েন। ইতিমধ্যে পাঠান সেনাপতি দিলির খাঁ আগ্রা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বাহাদুর খাঁর সহিত মিলিত হওয়াতে, স্বভাবতই তাঁহার এই ইচ্ছা হয় যে বাহালোলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা স্থগিদ থাকে। বাহাদুর খাঁর ইহাতে আপত্তি না থাকাতে বিজাপুর ও মোগলের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়।

এই সময়ে বিজাপুরের ন্যায় গোলকুণ্ডাতেও নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। ১৬৭২ খৃঃঅব্দে গোলকুণ্ডার সুলতান আবদুল কুতুব সার মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা আবু হোসেন সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন। প্রথম বয়সে আবু হোসেন অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ও রাজকার্য্যে উদাসীন হওয়াতে

দিল্লির সম্রাট গোলকুণ্ডাকে আপনার সাম্রাজ্যভুক্ত করিবার মধুর আশা লইয়া জীবন যাপন করিতেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ তাঁহার সেই আশা-তরু উন্মূলিত হইল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানলাভ করিয়া আবু হোসেন দেখিলেন সর্ব্বগ্রাসী মোগলশক্তি তাঁহাকেও গ্রাস করিবার জন্য মুখ-ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। তাঁহার আলস্য-তন্দ্রা ভাঙ্গিল, ভোগাভিলাষ ও বিলাসিতার সুখশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি মদন্নাপন্থ ও অকন্নাপন্থ নামক দুই বুদ্ধিমান ও রাজনীতিজ্ঞ মারাট্টা ব্রাহ্মণের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিলেন। এই দুই ভ্রাতার হস্তে গোলকুণ্ডার শাসন ভার ন্যস্ত হওয়াতে আরংজেব সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, কারণ আবদুল কুতুব সার সময়ে গোলকুণ্ডার উপরে সম্রাটের যে প্রভাব ছিল, এক্ষণে প্রায় সকলই নষ্ট হইয়া গেল। এই কারণে বাহালোল খাঁ এবং বাহাদুর খাঁ মিলিত হইয়া গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। শিবাজী বুঝিলেন যদি আবু হোসেন ইঁহাদের দ্বারা পরাস্ত হয়েন, তাহা হইলে কালে তাঁহারও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। এই জন্য বুদ্ধিমান্ শিবাজী গোলকুণ্ডার সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করেন। দিল্লীশ্বরের অসীম শক্তির বিষয় চিন্তা করিয়া যাহাতে তিনি দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিয়া হিন্দুরাজ্য বিনষ্ট করিতে না পারেন, তাহার জন্য তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে হিন্দু স্বরাজ্য স্থাপন করাই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। বিজাপুর অথবা মোগলের সহিত তাঁহার কোন শত্রুতা থাকিত না, যদি তাঁহারা আপন আপন রাজ্যে আপনাদিগের কার্য্য আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন, কিন্তু তাঁহারা তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া যখন মারাট্টা শক্তিকে খর্ব্ব ও দুর্ব্বল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন শিবাজী বাধ্য হইয়া তাঁহাদের সহিত শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। ভারতে হিন্দুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। হিন্দুস্থান হইতে হিন্দুর নাম বিলুপ্ত হইবে,

হা কোন জ্ঞানী ও ন্যায়বান্ ব্যক্তি কল্পনা করিতে পারেন না। কিন্তু সলমানগণ ভারতে পদার্পণ করা হইতে আরম্ভ করিয়া আরংজেবের সময় র্য্যন্ত প্রায় সকল নরপতিগণ উক্ত উদারনীতিকে পদদলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দু ইহা সহ্য করিতে পারে নাই, শিবাজীও সহ্য করিতে া পারিয়া মহারাষ্ট্রে হিন্দুর গৌরবান্বিত নামকে স্থায়ী করিতে াহিয়াছিলেন। তিনি চিরদিন মোগল সম্রাটের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। এমন কি মোগল সম্রাটের কপট নীতির জাল ছিন্ন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন তখনও তিনি সম্রাটের শ্যুতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত যদি সম্রাট তাঁহার স্বাধীনতা মানিয়া চলেন। কন্তু সম্রাট তাহা করেন নাই এবং কখনও যে করিবেন তাহার সম্ভাবনা া দেখিয়া শিবাজী, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সহিত মিলিত হইয়া মোগল াম্রাজ্য যাহাতে তাপ্তী নদীর পরপারে না পৌছায়, তাহার আয়োজন করিতে লাগিলেন। * দক্ষিণ ভারতবর্ষে বেদনুর হইতে তাঞ্জোর পর্য্যন্ত তনি যদি রাজ্য স্থাপন করিতে পারেন এবং যদি দুর্গশ্রেণীর দ্বারা াহারাষ্ট্রকে এই রাজ্যের সহিত যুক্ত করিতে পারেন. তাহা হইলে তিনি মাগল শক্তির অজেয় হইতে সমর্থ হইবেন, এই চিন্তা করিয়া কর্ণাটক াহাঅভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়েন।

তাঁহার এই গূঢ় অভিপ্রায় গোপন করিয়া তিনি প্রচার করেন ্যাঙ্কোজী, সাহাজীর সমস্ত সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেছেন, কিন্তু ন্যায়তঃ াহার অর্দ্ধাংশ শিবাজীর প্রাপ্য, এই প্রাপ্য সম্পত্তি আদায়ের জন্য তিনি াঞ্জোর গমন করিতেছেন। বাঙ্গালোর, কোলার, অসকোটা এবং াঁচীপুরের অন্তর্গত আরও অনেক স্থান ব্যাঙ্কোজীর জায়গীরভুক্ত ছিল।

* এ সম্বন্ধে মহামতি রাণাডে প্রণীত 'Rise of the Maratha Power'এর ৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মোগলেরা সে সময় তাঁহার সহিত যে প্রকার শত্রুতাচরণ করিতেছিল তাহাতে শিবাজীর পক্ষে তাঁহার রাজ্য ছাড়িয়া এত দূরে যাওয়া অসম্ভব, সেই জন্য বাহাদুর খাঁর সহিত সন্ধি স্থাপন করার প্রয়োজন ছিল।

শিবাজী, বাহাদুর খাঁর সহিত যে প্রকার সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা চিন্তা করিয়া তাঁহার সুদূর ভবিষ্যৎ দৃষ্টির প্রশংসা কে না করিবে? বাহাদুর খাঁ বহুকাল হইতে শিবাজীর ন্যায় চতুর ও প্রবল শত্রুর সহিত সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়া অত্যন্ত অবসন্ন হইয়াছেন, সুতরাং কোন প্রকারে তাঁহার সহিত সন্ধি প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি একটু বিশ্রামের শান্তি অনুভব করিতে পারেন। অন্যদিকে দাক্ষিণাত্যে আগমন অবধি তিনি সম্রাট আরংজেবের রাজ্যবিস্তারের কিছুই করিতে পারিতেছেন না বলিয়া মনে মনে লজ্জিত হইয়া বিজাপুরের অন্তর্বিপ্লবের সময় এই রাজ্যের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। কিন্তু শিবাজী যদি বিজাপুরের সাহায্য করেন, তাহা হইলে তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইবে ভাবিয়া শিবাজীর সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে তিনিও ব্যস্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে শিবাজী এই সন্ধির প্রার্থনা করাতে তিনি অতি আনন্দের সহিত সম্মতিদান করিলেন। শিবাজী এইজন্য অনেক উপহারের সহিত প্রধান বিচারপতি নীরাজী রাভজীকে বাহাদুর খাঁর নিকট প্রেরণ করেন। বাহাদুর, গোপনে অনেক উপহার গ্রহণ করিয়া সম্রাটের জন্য প্রেরিত উপহার সর্ব্বসমক্ষে গ্রহণ করিলেন এবং মারাট্টাদিগের সহিত সন্ধি ঘোষণা করেন। গোলকুণ্ডার সহিতও শিবাজীর সন্ধি স্থাপন করিবার প্রস্তাব ইতিপূর্ব্বে প্রধান উজীর মদন্নাপন্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিবাজী গোলকুণ্ডার নিকট এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে তাঁহার কর্ণাটক অভিযানে তিনি যদি শিবাজীকে কিছু সৈন্য দিয়া সাহায্য করেন ও কর্ণাটক গমনাগমনের সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করেন, তাহাহইলে শিবাজীও তাঁহাকে

লুণ্ঠিত দ্রব্যের কিয়দংশ প্রদান করিবেন। কুতুব সা ইহাতে সম্মত হয়েন।

শিবাজী হায়দ্রাবাদের মারাট্টা দূতকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন যেন কুতুব সাহার সহিত তাঁহার সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করেন। কুতুব সা প্রথমে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলেন, কারণ যিনি বীরবর আফজল খাঁকে হত্যা করিয়াছেন, প্রবীন রাজনীতিজ্ঞ সায়েস্তা খাঁকে তাঁহার নিজের শয়ন কক্ষে আহত করিয়াছেন এবং আরংজেবের কুটবুদ্ধি ও অসীম শক্তিকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন এরূপ দৈববলে বলীয়ান্ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতে কে না ভীত হয়? কিন্তু শিবাজীর দূত প্রহ্লাদ নীরাজী এবং প্রধান উজীর মদন্নাপন্থের অভয় বাণীতে কুতুব সার ভয় অপনীত হইল এবং তিনি শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন। শিবাজী রায়গড় হইতে ১৬৭৭ খৃঃ অব্দের জানুয়ারীতে ৭০০০০ সৈন্য লইয়া কর্ণাটক অভিমুখে যাত্রা করেন।* হায়দ্রাবাদে প্রবেশ করিয়া তিনি সৈন্যদিগের মধ্যে এই বিজ্ঞাপন প্রচার করেন যে যাহার কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে, সে যেন উপযুক্ত মূল্য দ্বারা সেই বস্তু ক্রয় করিয়া লয়, কিছুতেই যেন কোন ব্যক্তি নগরবাসীর উপর বল প্রয়োগ না করে। যদি কেহ ইহার অন্যথা করে তাহা হইলে তাহাকে কঠিন দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। সৈন্যদলের উপরে তাঁহার এরূপ প্রভাব ছিল যে কোন ব্যক্তি এই আদেশ অগ্রাহ্য করে নাই। ফেব্রুয়ারিতে তিনি হায়দ্রাবাদে উপস্থিত হইলেন। কুতুব সা এই সংবাদ

* The army that followed Shivaji into the Karnatak is estimated by H. Gary as 20000 horse and 40000 foot. Sabhasad mentions only a select force of 25000 horsemen; Dig. Page 297 gives 30 or 40 thousand cavalry and 40000 mavle infantry [J. N. Sircir's Shivaji]

প্রাপ্ত হইয়া কিঞ্চিৎ দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবেন এইরূপ স্থির করিলেন, কিন্তু বুদ্ধিমান্ শিবাজী বলিয়া পাঠাইলেন "আপনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, কনিষ্ঠের প্রতি এ প্রকার সম্মান প্রদর্শন আপনার পক্ষে উচিত নয়।" এই অমায়িক ব্যবহারে সুলতান শিবাজীর প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েন এবং মদন্না পন্থ, অকন্না পন্থ ও অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে শিবাজীর অভ্যর্থনার জন্য বহুদূর পর্য্যন্ত প্রেরণ করেন।

ছত্রপতি শিবাজীর আগমনে হায়দ্রাবাদ নগর নববেশ ধারণ করিয়াছে। সমস্ত রাজপথ কুঙ্কুম এবং জাফরাণের চূর্ণতে অণুরঞ্জিত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে উচ্চ তোরণ হইতে নানাবর্ণের পতাকা সমূহ বায়ুভরে আন্দোলিত হইতেছে, নগরের অসংখ্য দর্শকবৃন্দ রাজপথে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে। মারাট্টা ও মাবলা সৈন্যগণ আপনাদের সাধারণ বেশ পরিত্যাগ করিয়া মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছে। শিবা আপনার কর্ম্মচারী ও সেনাপতিগণকে প্রচুর স্বর্ণ এবং মণিমুক্তা প্রদান করাতে তাহারাও বহু মূল্যবান্ ভূষণে ভূষিত হইয়া দর্শকমণ্ডলীর লোলুপ দৃষ্টিকে ঝলসিত করিয়া বাহির হইয়াছে। ৫০০০০ মারাট্টা সৈন্য, সেনাপতি ও কর্ম্মচারী যখন এইরূপে সহরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন নগরবাসীগণ তাহাদের অদ্ভুত বীরত্ব ও সাহসের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল। যে সমস্ত মারাট্টা অশ্বারোহী কত বিজাপুরী ও মোগলসৈন্যকে তরবারি হস্তে প্রচণ্ড ঝটিকার আক্রমণে বিমথিত কদলীবৃক্ষের ন্যায় বিধ্বস্ত করিয়াছে, আজ তাহারা সম্মুখে দণ্ডায়মান। নেতাজী পলকর, সূর্য্যাজী মালসুরে, জেসাজী কঙ্ক, সোণাজী নায়ক, হাম্বীর রাও মোহিতে প্রভৃতি যে সমস্ত বীরগণের আশ্চর্য্য কীর্ত্তি কাহিনী তাহারা শ্রবণ করিয়াছিল, কে জানিত আজ তাহারা সশরীরে তাহাদের বীরমূর্ত্তি দর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য তাহাদেরই দ্বারে অতিথিরূপে সমাগত হইবে। রঘুনাথ ও জনার্দ্দন নারায়ণ

হনুমন্তে, প্রহ্লাদ নীরাজী প্রভৃতি মারাট্টা ব্রাহ্মণগণের সূক্ষ্মবুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচায়ক উচ্চ ললাট, দীর্ঘ এবং বক্র নাসিকা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যঞ্জক চক্ষু ও ওষ্ঠদ্বয় দর্শকগণের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। সেনাপতি ও কর্ম্মচারী-গণের মধ্যে ঘোটকে আরোহণ করিয়া যখন শিবাজী অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন দর্শকমণ্ডলী "জয় ছত্রপতি শিবাজীর জয়" রবে চতুর্দ্দিক বিকম্পিত করিতে লাগিল এবং গবাক্ষ হইতে কুলকামিনীগণ স্বর্ণ ও রজত নির্ম্মিত পুষ্পরাশি তাঁহার মস্তকোপরি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে চির প্রচলিত রীতি অনুসারে মহিলাগণ জ্বলন্ত দীপযুক্ত থালিদ্বারা তাঁহার ললাটদেশ স্পর্শ করিলেন। শিবাজীও মুক্তহস্তে স্বর্ণ রজতাদি দান করিলেন এবং নগরের প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ দ্বারা সম্মানিত করিলেন।

শিবাজী দাদ মহলের তোরণ দ্বারে (Palace of Justice) উপস্থিত হইলে সকলেই সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। কেবল শিবাজী পাঁচ জন কর্ম্মচারী সঙ্গে লইয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। সুলতান দূর হইতে শিবাজীকে দর্শন করিয়া কিয়ৎ দূর অগ্রসর হইলেন এবং তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে তাঁহাকে নিজের আসনের পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া মদন্না পন্থকেও উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন, অবশিষ্ট সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। দুই রাজার মধ্যে দীর্ঘকাল ব্যাপী আলাপ পরিচয় চলিতে লাগিল। শিবাজী যখন আফজল খাঁর হত্যা, সায়েস্তা খাঁর অপমান, মোগল সম্রাটের সভাতে তাঁহার সহিত বাদানুবাদ, সশস্ত্র-প্রহরীদের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করতঃ আগ্রা হইতে পলায়ন, সুরাট-লুণ্ঠন এবং অন্যান্য পার্ব্বতীয় দুর্গ সমূহ অধিকার প্রভৃতি নিজমুখে বর্ণনা করিতে লাগিলেন, তখন অলস ও বিলাসপরায়ণ কুতুব সা বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া শ্রবণ করিতে লাগিলেন এবং হয়ত বা

মনে করিলেন কোন অজ্ঞাত দেশের অধিবাসী ও দৈববলে বলীয়ান্ এই শিবাজী পৃথিবীতে আসিয়া অসম্ভব কার্য্য সমূহ সম্পন্ন করিতেছেন। অতঃপর সুলতান, শিবাজী ও তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে অলঙ্কার, মণি-মাণিক্য, অশ্ব, হস্তী ও বহুমূল্য পরিচ্ছদাদি উপহার প্রদান করিলেন। মুসলমানদিগের মধ্যে প্রচলিত নিয়মানুসারে কুতুব সা নিজহস্তে শিবাজীকে পান ও আতর প্রদান করিয়া সেই দিনের জন্য তাঁহাকে বিদায় দিলেন। শিবাজী সভা পরিত্যাগ করিলে সুলতানের হৃদয় শান্তিলাভ করিল। তিনি বুঝিলেন শিবাজীর কোন অসৎ অভিপ্রায় নাই, সুতরাং তাঁহার সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইবেন স্থির করিলেন। পরদিন মদন্না পন্থ, শিবাজী ও তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে এক মহাভোজে নিমন্ত্রণ করিলেন। মদন্নার বৃদ্ধা মাতা স্বহস্তে শিবাজীর জন্য রন্ধন করেন এবং মদন্না ও অকন্না শিবাজীর পার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করেন।

সুলতান, শিবাজীর উদারতা ও শিষ্টাচারে পরম প্রীতিলাভ করিয়া উজীরকে শিবাজীর সমস্ত প্রার্থনা পূর্ণ করিতে আদেশ করিলেন। তিনি শিবাজীকে ৫০০০ সৈন্য ও মাসিক সাড়ে চারি লক্ষ টাকা প্রদান করিতে সম্মত হয়েন। ইহার পরিবর্ত্তে শিবাজী তাঁহাকে কর্ণাটকের কোন কোন অংশ ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করেন। এই সময়ে মোগলদিগের আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁহাদের পূর্ব্বে যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহা নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সন্ধি অনুসারে কুতুব সা শিবাজীকে বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন এবং শিবাজী, কুতুব সাকে মোগল-দিগের আক্রমণের সময় সাহায্য করিবেন, এইরূপ স্থির হইল। অন্য একদিন শিবাজী সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিলে সুলতান তাঁহাকে অনেক মণিমাণিক্য উপহার প্রদান করেন, এমন কি শিবাজীর অশ্বের জন্য বহুমূল্য প্রস্তর শোভিত এক স্বর্ণ হার ও প্রদান করেন। আর এক

বস হায়দ্রাবাদের প্রধান অমাত্যবৃন্দ শিবাজীকে এক ভোজে নিমন্ত্রণ রেন। ভোজের পর এক ক্রীড়ার আয়োজন হয়। ক্রীড়াভূমিতে লতানের এক প্রকাণ্ড হস্তীর সহিত মাবলা সেনাপতি জেসাজী কঙ্কের দ্ধ হইবে, ইহা নির্দ্দিষ্ট ছিল। হস্তী যখন প্রচণ্ড বেগে জেসাজীকে আক্র ণ করিল, তখন জেসাজী নানাদিকে তাহার আক্রমণ হইতে নিজকে ক্ষা করিয়া অবশেষে তরবারির আঘাতে করিবরের শুণ্ড দ্বিখণ্ড করিলে স্তী চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিল। কুতুব সা এই ব্যাপার র্শনে মুগ্ধ হইয়া শিবাজীকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁহার এই প্রকার কত হস্তী াছে। শিবাজী তখন বলবান মাবলা সৈন্যগণকে সম্মুখ দিয়া গমন রিতে আদেশ করেন। তাহারা যখন গমন করিতে লাগিল তখন বাজী বলিলেন "এই সমস্ত আমার হস্তী।" এইরূপ আমোদ আহ্লাদ অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্য্যে শিবাজী হায়দ্রাবাদে এক মাস কাল যাপন রেন। অবশেষে ১৬৭৭ খৃঃ অব্দে মার্চ্চ মাসে তিনি হায়দ্রাবাদ পরিত্যাগ রেন।

শিবাজী সসৈন্যে হায়দ্রাবাদ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণা নদীর অভিমুখে গ্রসর হইতে লাগিলেন এবং নিবৃত্তি সঙ্গম নামক স্থানে নদী পার লেন। ইহা হিন্দুদিগের একটী তীর্থস্থান। এস্থানে স্নান ও পূজাদি াপন করিয়া শিবাজী শ্রীশৈলে উপস্থিত হয়েন। শ্রীশৈল মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কর্ণুল জিলায় অবস্থিত। এখানকার ঘাট, প্রাচীর ও বালয়গুলি প্রধানতঃ বিজয় নগরের অজ্ঞাতনামা রাজারাণীদিগের নির্ম্মিত লয়া প্রসিদ্ধ। বহুকাল হইতে তীর্থযাত্রীগণ এইস্থানে আসিয়া ল্লকার্জ্জুন নামক মহাদেবকে দর্শন করিয়া থাকেন। স্থানটী অতি নারম, পর্ব্বতের উপরে মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার পাদদেশ ধৌত করিয়া কৃষ্ণা নদী ভীমরবে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইতেছে।

প্রকাণ্ড প্রাচীর সুদৃঢ় প্রস্তরে রচিত হইয়া দেব মন্দিরকে রক্ষা করিতেছে। প্রাচীর গাত্রে পৌরাণিক দেবলীলা খোদিত হইয়াছে। কোনস্থানে শার্দ্দূল, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি পশুগণ সংগ্রামে মত্ত, অন্য কোন স্থানে যোগী-ঋষিগণ গভীর ধ্যানে নিমগ্ন, ইত্যাদি নানাপ্রকার মূর্ত্তি দ্বারা প্রাচীরগুলি শোভিত। শিবাজী এই স্থানে দশ দিন যাপন করিলেন। মন্দিরের শোভা, প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য এবং দেবতার পুণ্যপ্রভাব তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম-ভাবকে জাগ্রত করিয়া তুলিল। তিনি সম্পদ, ঐশ্বর্য্য, হিন্দুরাজত্ব স্থাপনের চেষ্টা, কর্ণাটক অভিযান প্রভৃতি সমস্ত ভুলিয়া জপতপ পূজাতে মগ্ন হইলেন। শিবাজীচরিত্রের ইহাই বিশেষত্ব। তিনি রাজা হইয়াছেন বটে, কিন্তু রাজার ভোগবিলাস তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি সেই সময়ে সম্মান ও গৌরবের অত্যুচ্চ আসন লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তজ্জন্য ধর্ম্মের গৌরব ভুলেন নাই। প্রয়োজন মত তাঁহাকে স্বর্ণ, রজত ও হীরকাদি খচিত বহুমূল্য পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে হইত বটে, কিন্তু সেজন্য রামদাস স্বামী প্রদত্ত গৈরিকের প্রভাব হইতে তিনি বঞ্চিত হয়েন নাই। সকল রাজকার্য্যে, সকল গৌরবে, সকল প্রকার শৌর্য্য-বীর্য্য-প্রদর্শনের মধ্যে তাঁহার গুরু[illegible] অমরমন্ত্র তাঁহাকে ধর্ম্মের পথে পরিচালন করিত। শ্রীশৈলের স্থা[illegible]হাত্ম্যে এবং তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবণতাতে অভিভূত হইয়া আত্মহত্যা করিবার জন্য কোষ হইতে তরবারি নিষ্কাষণ করিলেন। তাঁহার কর্ম্মচারীগণ এই ব্যাপারে অত্যন্ত ভীত হইয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করেন। তাঁহারা বলিলেন "আপনি যে মহৎকর্ম্ম সাধনের জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করিতেছেন, এত বিপদকে অগ্রাহ্য করিতেছেন, আপনি এ পৃথিবী হইতে চলিয়া গেলে সেই মহৎকার্য্য কে সম্পন্ন করিবে? বিশাল হিন্দুসমাজ আপনার কল্যাণের জন্য ভগবৎ চরণে নিয়ত প্রার্থনা করতঃ আপনার মুখেরদিকে চাহিয়া আশা ও আনন্দে

সেই গৌরবময় দিনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, সে কথা বিস্মৃত হওয়া আপনার তো উচিত নয়। এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার চৈতন্য হইল, তিনি তরবারি কোষবদ্ধ করিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার উপাস্য দেবতার প্রত্যাদেশ জানিবার জন্য একান্তে উপবেশন করতঃ গভীর ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন। * অতঃপর এইস্থানে তিনি একটী ঘাট ও একটী ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়া এক লক্ষ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া বহু অর্থ দান করিলেন।

কর্ণাটকে উপস্থিত হইলে রঘুনাথের প্রভাবে বহু জায়গীরদার তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। যখন তিনি দশ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া জিঞ্জির নিকটে উপস্থিত হয়েন, তখন ঐ দুর্গের সেনাপতিদ্বয় বিনা যুদ্ধে তাঁহার হস্তে দুর্গ সমর্পণ করেন। অতঃপর ভেলোর ও তিরুভেদি দুর্গ অধিকার করেন। এই দুর্গ অধিকারের সময় তাঁহাকে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। কিছুকাল পরে তিনি যখন তিরুমেলাভাদীতে উপস্থিত হয়েন, তখন মাদুরার রাজার দূত আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। শিবাজী

* Throughout his career on all occasions of great trial, when the times were so critical that a single false step would prove the ruin of all his hopes, he resigned himself to prayer and asked for a sign and awaited in expectation and manifestation of a higher voice speaking through him when he was beside himself in a fit of possession. The ministers were made to write down the reply so vouchsafed for their master's information and Shivaji acted upon it with implicit faith, whether the voice told him to make his peace with Aurangzeb and go to Delhi to be a prisoner of his enemies or to meet Afzal khan, single handed, in a possibly mortal combat. These stories of self-resignation and self-possession distinctly point out and emphasize the fact that it was not merely secular consideration or deep policy which governed his motions. The impulse came from a higher part of our common or rather uncommon nature. [Ranade's Rise of the Maratha Power]

তাঁহার নিকট হইতে ব্যয়ের দরুণ এক কোটি টাকা চাহিলেন। কিন্তু দূত তাহা প্রদান করিতে অস্বীকার করেন। তৎপরে শিবাজী রঘুনাথকে মাদুরাতে প্রেরণ করাতে রাজা ৬ লক্ষ হন প্রদান করিতে স্বীকৃত হয়েন। ইতি মধ্যে শিবাজীর সহিত ব্যাঙ্কোজীর সংবাদ প্রেরণাদি চলিতে লাগিল। ব্যাঙ্কোজী তাঁহার মন্ত্রীদিগকে শিবাজীর নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহার মতামত অবগত হইলেন। শিবাজী তাঁহার ভ্রাতাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন, কিন্তু ব্যাঙ্কোজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভীত হওয়াতে তাঁহার মন্ত্রী তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে শিবাজী প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাঁহা ভয়ের কোন কারণ নাই।

শিবাজী, ব্যাঙ্কোজীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি এই ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন যে সাহাজীর মৃত্যুর পর হইতে মান্দ্রাজ অঞ্চলের সমস্ত জায়গীর ব্যাঙ্কোজীর হস্তে ছিল, সুতরাং এ পর্য্যন্ত তিনি একাকী এই সমস্ত সম্পত্তি সম্ভোগ করিতেছেন। কেননা এই সম্পত্তির অংশ তাঁহারও প্রাপ্য, সুতরাং এ পর্য্যন্ত সমস্ত হিসাব তিনি যেন শিবাজীকে প্রেরণ করেন ও সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দ ভাট, কাশীপন্থ, নীলো নায়ক রঘুনাথ নায়ক, এবং তোমাজী নায়ককে যেন শিবাজীর নিকট প্রেরণ করা হয়, কারণ ইঁহাদের সঙ্গে বিষয় সম্পত্তির মীমাংসা সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা হইবে। সম্পত্তির অংশ দেওয়া সম্বন্ধে ব্যাঙ্কোজীর আপত্তি ছিল। আপত্তির প্রধান কারণ এই যে যে-সম্পত্তি ব্যাঙ্কোজী এখন ভোগ দখল করিতেছেন তাহা তিনি সাহাজীর মৃত্যুর পর বিজাপুরের সুলতানের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু সাহাজীর নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন নাই। সুতরাং ইহা পৈতৃক সম্পত্তি নহে। ইহার উত্তরে শিবাজী বলিতেছেন এই সম্পত্তি নাম মাত্র বিজাপুরের যাগীজর সম্পত্তি কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা বিজাপুরের জায়গীর ছিল না

কারণ সাহাজী স্বাধীন রাজা ছিলেন। সাহাজীর মৃত্যুর পর বিজাপুর যখন ব্যাঙ্কোজীকে এই জায়গীর পুনঃপ্রদান করেন, তখন বিজাপুর একতরফা বিচারের দোষে দুষ্ট হইয়াছেন, কারণ সে সময়ে শিবাজী অনুপস্থিত থাকাতে তাঁহার বক্তব্য কিছুই শ্রবণ করা হয় নাই। অবশেষে ব্যাঙ্কোজী স্থির করিলেন শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এ বিষয়ের মীমাংসা করাই ভাল। তদনুসারে তিনি দুই সহস্র অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া তিরুমেলাভেদী অথবা ত্রিবেদীতে উপস্থিত হয়েন। শিবা কিয়ৎদূর অগ্রসর হইয়া ভ্রাতাকে অভ্যর্থনা করেন। বহুকালের পর দুই ভ্রাতার পরস্পর সম্মিলনে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহারা এক সপ্তাহ কাল এই আনন্দ উৎসবে যাপন করিলেন। তৎপর শিবাজী ব্যাঙ্কোজীকে বলিলেন এ পর্য্যন্ত সাহাজীর প্রায় সমস্ত সম্পত্তি তিনি একাকী সম্ভোগ করিয়াছেন কিন্তু এক্ষণে তিনি পৈতৃক সম্পত্তির তিন চতুর্থাংশ দাবী করিয়া অবশিষ্ট এক চতুর্থাংশ ব্যাঙ্কোজী প্রদান করিতেছেন। ব্যাঙ্কোজী ইহাতে অসম্মত হওয়াতে শি জী তাঁহাকে ভৎর্সনা করেন। ব্যাঙ্কোজী ভীত হইয়া সেই রাত্রিতে প জন অশ্বারোহী সমেত তাঞ্জোরে পলায়ন করেন।

শিবাজী ইহা অবগত হইয়া তাঞ্জোরের মন্ত্রীদিগের পরামর্শে ব্যাঙ্কোজী পলায়ন করিয়াছেন ভাবিয়া তাঁহাদিগকে বন্দী করিলেন এবং জনার্দ্দন নারায়ণ হনুমন্তকে তাঞ্জোর আক্রমণের জন্য প্রেরণ করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন। বস্তুতঃ ব্যাঙ্কোজীর পলায়নের কোন কারণ ছিল না, কারণ ইতিপূর্ব্বে তিনি তাঁহার কোন অনিষ্ট করিবেন না বলিয়া তাঁহার মন্ত্রীদিগের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কোজীর এই ব্যবহার দর্শনে শিবাজী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সভামধ্যে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "আমি কি তাহাকে বন্দী করিতাম? আমার

খ্যাতি সমস্ত ভারতে বিস্তৃত হইয়াছে। আমার পৈতৃক সম্পত্তি আমি নিজে রাখিতে ইচ্ছা করিয়া তাহার নিকট হইতে অংশ চাহিয়াছি। এই অংশ যদি সে আমাকে অর্পণ না করিত, আমি তাহার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক ইহা গ্রহণ করিতাম না। অগ্রজেরা চিরকাল কনিষ্ঠদিগকে শাসন করিয়া থাকে, তাহাদের অন্যায় ব্যবহার দর্শন করিলে ভৎর্সনা করিবার দাবিও করে। আমার পৈতৃক সম্পত্তির অংশ দিতে অস্বীকার করা তাহার পক্ষে অন্যায় হইয়াছে, সেই জন্য আমি তাহাকে ভৎর্সনা ও শাসন করিয়াছি। সে কেন পলায়ন করিল, ইহা তাহার বালকোচিত কার্য্য হইয়াছে।" কিছুকাল পরে ব্যাঙ্কোজীর মন্ত্রীদিগকে মুক্তি দিয়া অনেক উপহার সহ তাঁহাদিগকে তাঞ্জোরে প্রেরণ করেন। শিবাজী তাঞ্জোর আক্রমণের অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়া কোলিরণ (Kolerun) নদীর উত্তরস্থিত কর্ণাটকের সমস্ত অংশ অধিকার করেন। যে সমস্ত দুর্গ রক্ষকগণ তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহারা পরাস্ত হইয়া অবশেষে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল।



দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

১৬৭৭ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে শিবাজী ভেল্লর নদী পার হইয়া সমস্ত সৈন্যদিগকে ইলাবাণেশ্বরে (Elavanasur) পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজে কয়েক জন প্রধান ব্যক্তি লইয়া ১৬ মাইল উত্তর পূর্ব্বে বৃদ্ধাচলমে উপস্থিত হয়েন। এই স্থানে বহু প্রাচীনকাল হইতে এক শিবমন্দির আছে। শিবাজী, মন্দিরের দেবতাকে পূজা করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বহু অর্থ বিতরণ করেন। ২২শে সেপ্টেম্বর শিবাজী বাণীয়মবাড়ীতে (Vaniamvadi) উপস্থিত হইয়া মান্দ্রাজের ইংরাজ শাসনকর্ত্তাকে লিখিলেন "আমি কর্ণাটকে অনেক দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছি। যদি তোমাদের মধ্যে এমন লোক থাকে, যাহারা এই কার্য্যে নিপুণ এবং এমন লোক যদি ২০।২৫ জন আমার নিকট প্রেরণ করিতে পার তাহা হইলে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইব এবং তাহাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার ও বৃত্তি দিয়া আমার কার্য্যে নিযুক্ত করিব।" ইংরাজেরা শিবাজীকে বিলক্ষণ ভয় করিত, সুতরাং তাহারা ভাবিল খাল কাটিয়া ঘরের মধ্যে কুম্ভীর আনার কোন প্রয়োজন নাই। তাহারা অতি ভদ্রতা ও বিনয়ের সহিত উত্তর দিল "আমরা বণিক হইয়া এখানে আসিয়াছি, সুতরাং কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহাদিগের সাহায্য করা আমাদিগের কর্ত্তব্য নয়।" এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে শিবাজী পোর্টোনভো লুণ্ঠন এবং দক্ষিণ আরকট অধিকার করেন। অক্টোবরে আর্ণি এবং উত্তর আরকটের অন্যান্য দুর্গ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে।

১৬৭৭ খৃঃ অব্দে নবেম্বর মাসে শিবাজী ৪০০০ অশ্বারোহী লইয়া কর্ণাটক পরিত্যাগ করেন এবং কোলার, উসকোটা, বাঙ্গালোর, বালাপুর এবং সেরা অধিকার করেন। তৎপরে বেলারি ও ধরওয়ার প্রদেশের

মধ্য দিয়া ১৬৭৮ অব্দে এপ্রিল মাসে পানহালাতে উপস্থিত হয়েন। ১৬৭৭ খৃঃ অব্দে আগষ্ট মাসে ১৪ মাস অবরোধের পর শিবাজীর সৈন্যগণ ভেলোর দুর্গ অধিকার করে। দুর্গ রক্ষক আবদুল্লা খাঁ দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া যখন দেখিলেন আর কতিপয় মাত্র সৈন্য জীবিত আছে, তখন দুর্গরক্ষা অসম্ভব জানিয়া মারাট্টা সৈন্যদিগের হস্তে দুর্গ সমর্পণ করেন। মারাট্টাগণ এই জন্য আবদুল্লা খাঁকে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা প্রদান করে। কর্ণাটক অভিযানে শিবাজী প্রায় একশত দুর্গ ও বাৎসরিক এক কোটি টাকা আয়ের সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েন। এজন্য তাঁহাকে অধিক পরিশ্রম বা সৈন্যক্ষয় করিতে হয় নাই।* কর্ণাটকের অধিকৃত স্থান সমূহ শাসন করিবার জন্য সাহাজীর পুত্র সা[illegible]কে শাসনকর্তার পদে স্থাপন করিয়া রঘুনাথ নারায়ণ হনুমন্তকে [illegible]র প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেন। মহীশুরের অধিকৃত স্থান সমূহ রঙ্গ[illegible]রায়ণের শাসনাধীনে রাখিলেন, কিন্তু সকলের উপরে কর্তৃত্ব করিবার ভা[illegible] জিঞ্জির শাসনকর্তার উপর অর্পণ করিলেন।

ব্যাঙ্কোজী, তাঞ্জোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মদুরা [illegible]ং মহীশুরের নায়কদিগের সহিত শিবাজীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেন। [illegible]ন কি তিনি এজন্য বিজাপুর ও তাঁহার নিকটস্থ অন্যান্য মুসলমান শা[illegible]পুঞ্জের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু ইঁহাদের কেহই তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন না। অবশেষে ব্যাঙ্কোজী ৪০০০ অশ্বারোহী এবং ১০০০০ পদাতিক লইয়া শান্তাজীকে আক্রমণ করিলে তিনি ১২০০০ সৈন্য লইয়া প্রাতঃকাল

* এ সম্বন্ধে ইংরাজেরা লিখিতেছেন :—with a success as happy as Cœser's in spain, he came, saw and overcame, and reported so vast a treasure in gold, diamonds, emeralds, rubies and wrought coral that have strengthened his arms with very able sinews to prosecute his further victorious designs.

হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অক্লান্ত ভাবে যুদ্ধ করেন, কিন্তু ব্যাঙ্কোজীর দ্বারা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়েন। ব্যাঙ্কোজীর অশ্বারোহীগণ এক মাইল পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিয়া নিজেদের শিবিরে প্রত্যাগমন করে। সান্তাজী পরাস্ত হইয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং সেনাপতিদের সহিত পরামর্শ করিয়া গভীর রজনীতে আপনার সৈন্য লইয়া ব্যাঙ্কোজীর সৈন্যদল আক্রমণ করেন। তখন তাহারা সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর গভীর নিদ্রাতে মগ্ন ছিল, সুতরাং তাহারা প্রস্তুত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই অনেকে নিহত হইল। সান্তাজী ১০০০ অশ্ব, তিনজন প্রধান সেনাপতি এবং যুদ্ধের অন্যান্য অনেক দ্রব্য লইয়া প্রস্থান করেন। ব্যাঙ্কোজীর অবশিষ্ট সৈন্য তাঞ্জোরে পলায়ন করে। বিজেতৃগণ তাহাদের অনুসরণ করাতে ব্যাঙ্কোজী সন্ধির প্রস্তাব করেন। রঘুনাথ হনুমন্তের মধ্যস্থতাতে শান্তাজীর সহিত সন্ধি স্থাপিত হয়। প্রায় একবৎসর কাল শিবাজী কর্ণাটক প্রদেশ নিজ অধিকারে রাখিয়া ব্যাঙ্কোজীকে সমস্ত প্রত্যর্পণ করেন। কেবল মহীশুর এবং দুর্গ সমূহ নিজের অধীনে রাখিলেন। ব্যাঙ্কোজী এজন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ১৫ লক্ষ মুদ্রা প্রদান করেন। অতঃপর হাম্বীররাও শিবাজীর সহিত মিলিত হয়েন এবং শিবাজীর আদেশে রঘুনাথ দশ সহস্র অশ্বারোহী সংগ্রহ করিয়া ব্যাঙ্কোজীর মন্ত্রী স্বরূপে তাঁহার পরামর্শদাতা হইয়া তাঞ্জোরে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুই জনের মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় বিবাদ বিরোধ চলিতে লাগিল। শিবাজীকে উভয়েই ভয় করিয়া চলিতেন, সুতরাং কেহই তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন না। অবশেষে রঘুনাথ যখন বুঝিতে পারিলেন ব্যাঙ্কোজীই তাঁহার নিজের রাজ্যের প্রকৃত রাজা তখন আপনাকে সংযত করিয়া চলিতে লাগিলেন।

শিবাজী কর্ণাট দিগ্বিজয়ে আশ্চর্য্য কৃতিত্ব ও সফলতা প্রদর্শন করিয়া

মাদ্রাজ পরিত্যাগ করেন ও মহীশুরে উপস্থিত হয়েন। অতঃপর তিনি যে সমস্ত স্থানের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছিলেন সে সমস্ত স্থান তাঁহার অধিকার-ভুক্ত হয়। সেরা, কোপাল, গডগ, মনগণ্ড, বাঙ্কাপুর প্রভৃতির মধ্য দিয়া তিনি বেলগাঁওতে উপস্থিত হয়েন। বেলভেদি নামক এক ক্ষুদ্র পল্লীর মধ্য দিয়া যখন মারাট্টাগণ গমন করিতেছিল তখন সাবিত্রীবাই নাম্নী ঐ স্থানের দুর্গের অধিশ্বরী শিবাজীর যুদ্ধের আহার্য্যসামগ্রী-বাহী কয়েকটা বৃষ অপহরণ করেন। শিবাজীর দিগ্বিজয়ী সৈনিকগণ ইহাতে অত্যন্ত কুপিত হইয়া তাঁহার দুর্গ অবরোধ করেন। কিন্তু দুর্গেশ্বরী অমিত বিক্রমে ২৭ দিন পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া যখন দুর্গরক্ষা অসম্ভব দেখিলেন, তখন দীর্ঘ তরবারি হস্তে লইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে দুর্গের বাহিরে আসিলেন। সেই বীরাঙ্গনার রক্তাক্ত হস্ত পরিচালিত দীর্ঘ শাণিত অসি সূর্য্য কিরণে ঝলসিত হইয়া বীর মারাট্টা সৈনিকদিগেরও অন্তরে ভীতির সঞ্চার করিতে ছিল। কিন্তু অসংখ্য মারাট্টাদিগের সহিত যুদ্ধ করা অসম্ভব। সুতরাং যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বন্দিনী হইলেন। সাকুজী গাইকোবাড় নামক জনৈক মারাট্টা সেনাপতি এই বীর রমণীর প্রতি অসম্মান জনক ব্যবহার করিয়াছিল। শিবাজী চিরকাল রমণীকুলের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। তিনি উক্ত ব্যবহারে এত ক্রুদ্ধ হইলেন যে সেই নরাধমের চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করিয়া কারারুদ্ধ করিতে আদেশ করেন এবং বীরাঙ্গনার সাহস ও বীর্য্য দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঐ স্থানের শাসন ভার অর্পণ করিয়া স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করেন।

পথিমধ্যে এক ঘটনাতে তাঁহাকে বিড়ম্বিত হইতে হইয়াছিল। জমসীদ খাঁ, বাহালোল খাঁর মৃত্যুর পর বিজাপুরের রাজকার্য্য পরিচালন করিতে অসমর্থ হইয়া শিবাজীর নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন যে তিনি শিবাজীর হস্তে বিজাপুরের দুর্গ ও শিশু নবাবকে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত

আছেন। তাহার পরিবর্তে শিবাজী তাঁহাকে ৬ লক্ষ প্যাগোডা প্রদান করিতে সম্মত হয়েন। সিদ্দি মামুদ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া নগর মধ্যে প্রচার করেন তিনি পীড়িত হইয়াছেন এবং আর কয়েকদিন পরে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ ও প্রচারিত হইল। তাঁহার অধীনস্থ সৈনিকদল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একদল আদোনিতে গমন করে এবং অবশিষ্ট চারি সহস্র সৈন্য জামসিদের নিকট গিয়া তাহার অধীনে কার্য্য প্রার্থনা করে। জামসিদ খাঁ তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া দুর্গের মধ্যে থাকিয়া দুর্গরক্ষা করিতে আদেশ করেন। দুই দিবস পরে এই সৈন্যদল দুর্গের দ্বার উন্মোচন করে এবং জামসিদ খাঁকে বন্দী করে। অতঃপর সিদ্দি মামুদ, দুর্গ অধিকার করেন। শিবাজী বিজাপুর দুর্গ অধিকার করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু এই সংবাদ শ্রবণে লজ্জিত হইয়া ১৬৭৮ খৃঃ অব্দে এপ্রিল মাসে পানহালাতে প্রত্যাগমন করেন।

শিবাজীর কর্ণাটকে অনুপস্থিত কালে তাঁহার কর্ম্মচারীগণ অলস ভাবে দিন যাপন করেন নাই। পুত্র সম্ভাজী ১৬৭৬ খৃঃ অব্দে নবেম্বর মাসে একদল সৈন্য লইয়া গোয়ার নিকটস্থ পোর্টুগীজদিগের কয়েকটি গ্রাম অধিকার করিতে অগ্রসর হয়েন। তিনি বলেন পণ্ডা দুর্গ এক্ষণে শিবাজীর অধিকারে আছে এবং ঐ ৬০টি গ্রাম পণ্ডার অধীন, সুতরাং মারাট্টাগণই ঐ সকল গ্রামের প্রকৃত সত্বাধিকারী। পোর্টুগীজগণ ইহাতে অস্বীকার করিলে সম্ভাজী তাহাদিগকে আক্রমণ করেন কিন্তু পরাস্ত হইয়া ডমনে গিয়া উপস্থিত হয়েন। সেখানে ও বিশেষ কিছু ফল হয় নাই। ১৬৭৮ খৃঃ অব্দে মোরো পন্থ ত্রিম্বাক, নাসিক এবং অন্যান্য মোগল প্রদেশ লুণ্ঠন করিয়া অনেক ধনসম্পত্তি লাভ করেন।

বাহাদুর খাঁ যদিও গুপ্তভাবে শিবাজীর নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার কর্ণাটকে

অনুপস্থিতিকালে শিবাজীর বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করিতে বিরত হয়েন নাই। রাজনীতির শাস্ত্র বোধ হয় ন্যায় অন্যায় স্বীকার করে না, এই শাস্ত্রে কেবল স্বার্থ, শঠতা, গুপ্ত মন্ত্রণা ও যে-কোন প্রকারে হউক নিজের শক্তি বৃদ্ধির উপায় দেখিতে পাওয়া যায়! তাই দেখিতেছি শিবাজীর অনুপস্থিতির সময় বিজাপুর ও বাহাদুর খাঁ মিলিত হইয়া গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন এই মন্ত্রণা চলিতেছিল। গোলকুণ্ডাকে যদি তাঁহারা পরাস্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে শিবাজীর মহারাষ্ট্রে আসিবার পথ বন্ধ হইবে। সুতরাং মহারাষ্ট্র হইতে তাঁহার সৈন্যগণ যুদ্ধের উপকরণ প্রাপ্ত না হইয়া বিপদগ্রস্ত হইবে, তখন বিজাপুর ও বাহাদুর খাঁ প্রবলবেগে শিবাজীর উপর পতিত হইয়া তাঁহাকে সসৈন্যে বিনাশ করিবে। এই প্রকার পরামর্শ করিয়া বাহাদুর খাঁ সম্রাটের অনুমোদন প্রাপ্তির আশাতে দিল্লীতে সংবাদ প্রেরণ করেন, কিন্তু সম্রাট যে কারণেই হউক বাহাদুর খাঁকে দিল্লীতে আহ্বান করেন এবং তাঁহার স্থানে দিলির খাঁকে নিযুক্ত করেন। দিলির খাঁ ও বাহালোল খাঁ গুলবার্গাতে (Gulbarga) মিলিত হইয়া মালখেড় (Malkhed) নামক গোলকুণ্ডার সীমান্ত দুর্গ আক্রমণ করেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম চলে। অবশেষে বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে মোগল শিবিরে খাদ্যাভাব উপস্থিত হয় এবং বিজাপুরী সৈন্য বহুদিন পর্য্যন্ত বৃত্তি না পাওয়াতে দলে দলে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে। এই সময়ে বাহালোল খাঁও অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, সুতরাং দিলির খাঁ একাকী গোলকুণ্ডার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস না করাতে যুদ্ধ বন্ধ হইয়া গেল। দিলির খাঁ, আবুহোসেনের সহিত সন্ধি প্রার্থনা করিলে তিনি সম্মত হয়েন। সন্ধির এই উদ্দেশ্য ছিল যে দিলির খাঁ গুলবারগা হইতে নূতন সৈন্য আনিয়া পুনরায় আবু হোসেনের সহিত যুদ্ধ করিবেন। আবু হোসেন প্রথমে ইহা জানিতে পারেন নাই, সুতরাং দিলির খাঁকে প্রস্থান

করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, কিন্তু পরে যখন তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিলেন তখন প্রবল পরাক্রমে তাঁহাকে আক্রমণ করেন। ১২ দিন ক্রমাগতঃ যুদ্ধ করিতে করিতে অবশেষে দিলির খাঁ গুলবায়গাতে উপস্থিত হয়েন, কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁহার বহু সৈন্য নিধন প্রাপ্ত হইল। বাহালোল খাঁ আর রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। একদিবস দিলির খাঁ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সিদ্দি মামুদকে রাজপ্রতিনিধির পদে স্থাপন করিয়া তাঁহাকে অবসর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। মুমূর্ষু বাহালোল খাঁ ইহাতে সম্মত হইলে মামুদ সৈন্যদিগের সমস্ত প্রাপ্য পরিশোধ করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। কিন্তু মামুদ রাজতক্তাতে উপবেশন করিয়া আপনার প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া গেলেন। ইহাতে সৈন্যেরা ক্রুদ্ধ হইয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ান বাহালোলের অন্তঃপুর লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। লজ্জা ও দুঃখে অভিভূত হইয়া বিজাপুর-বীর এই শোচনীয় ব্যাপার দর্শন করিতে করিতে মৃত্যুর শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অতঃপর বিদ্রোহী সৈন্যদলের কেহ কেহ দিলির খাঁ এবং অবশিষ্ট অংশ মোরোপন্থ পিঙ্গলের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিল।

সম্রাট, দিলির খাঁর পরাজয় বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সুলতান সেলিমকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং দিলির খাঁকে তাঁহার অধীনে স্থাপন করেন। ইহাতে তিনি যে অপমানিত হইলেন তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি দুর্ব্বল ও অসহায় বিজাপুরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে মনঃস্থ করেন। বিজাপুরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবার তাঁহার যথেষ্ট কারণও ছিল। খব্বাস খাঁর সহিত মোগলদিগের যখন সন্ধি স্থাপিত হয় তখন খব্বাস খাঁ, সম্রাটের পুত্রের সহিত আদিল সার কন্যা পাদসা বিবির বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এক্ষণে সেই অজুহাতে তিনি বিজাপুরের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন। পাদসা বিবি, পিতৃরাজ্যের বিপদ দর্শনে

ব্যাকুল হইয়া নিজে দিলির খাঁর নিকটে আত্মসমর্পণ করিবেন স্থির করিলেন। রাজচিকিৎসক সামসউদ্দীন ও কয়েক জন অনুচর লইয়া তিনি দিলির খাঁর নিকট উপস্থিত হইলে দিলির খাঁ সম্মানের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু তথাপি তিনি বিজাপুর পরিত্যাগ করিলেন না। ইহাতে সমস্ত বিজাপুরবাসী ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া দিলির খাঁর সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। দিলির খাঁ বিজাপুরে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইয়া নগরের চতুষ্পার্শস্থ জলাশয় ও উদ্যান সমূহ ধ্বংস করেন। গ্রামবাসী সমূহ তখন ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বহু মোগল সৈন্য ধ্বংস করাতে দিলির খাঁ বাধ্য হইয়া কয়েক মাইল দূরে প্রস্থান করেন। অতঃপর দিল্লী হইতে এক বিশাল সৈন্যদল তাঁহার সাহায্যার্থ আগমন করিলে তিনি পুনরায় বিজাপুরের অভিমুখে যাত্রা করেন। সুতরাং মাসুদ খাঁ শিবাজীর সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন।

শিবাজী স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন তাঁহার নবাধিকৃত স্থান সমূহকে মহারাষ্ট্র প্রদেশের রাষ্ট্রীয় কার্য্যের সহিত সংযুক্ত না করিলে সুচারুরূপে শাসনকার্য্য চলিতে পারে না। কিন্তু তাহা হইলে এই দুই প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থান সমূহকে অধিকার করিতে হইবে। এই সকল স্থান অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং প্রধান ভাবে হোসেন খাঁ এবং কাসিম খাঁ নামক দুইজন পাঠান দুই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। হোসেন খাঁ, সাহসে ও বীর্য্যে তাঁহার আত্মীয় বাহালোল খাঁর ন্যায় ছিলেন। তাঁহার অধীনে ৫০০০ পাঠান সৈন্য ছিল। শিবাজী যখন কর্ণাটক অভিযানের পর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন হোসেন খাঁ তাঁহার পথ অবরোধ করেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত হয়েন। ইহার কিয়ৎকাল পরে হাম্বীর রাও, তাঁহাকে বন্দী করিয়া শিবাজীর নিকট আনয়ন করিলে তিনি বীরোচিত সম্মানের সহিত হোসেন খাঁকে মুক্তিদান করেন।

মোরোপন্থ, কাসিম খাঁকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কোপালদুর্গ গ্রহণ করেন। এইরূপে মহারাষ্ট্র এবং মহীশুরের মধ্যবর্ত্তী স্থান সমূহ অর্থ ও বলপ্রয়োগে শিবাজীর হস্তগত হইলে শিবাজী, জনার্দ্দন নারায়ণ হনুমন্তকে এই সকল স্থানের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন। শিবাজী, পানহালাতে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার সৈন্যগণ মুঙ্গী পর্য্যন্ত আক্রমণ করে এবং তৎপরে সিউনেরী দুর্গ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়। ঐ দুর্গের গিলাদার আবদুল আজিজ খাঁ পূর্ব্ব হইতে ইহা জানিতে পারিয়া সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া অবস্থান করেন। মারাট্টাগণ যখন গভীর রজনীতে দুর্গ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন আবদুল আজিজ খাঁ কয়েকজন অনুচর লইয়া তিনশত মারাট্টা সৈন্যকে নিহত করেন। যে সমস্ত মারাট্টা সৈন্য পর্ব্বত কন্দরে ও দুর্গের নিম্নে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, পরদিন তাহাদিগকে বন্দী করিয়া আনিলেন এবং তাহাদিগকে অনেক উপহারের সহিত মুক্তিদান করিয়া বলিলেন "শিবাজীকে বলিও যতদিন আমি এই দুর্গের গিলাদার থাকিব, ততদিন তিনি ইহা অধিকার করিতে পারিবেন না।"

ইতিমধ্যে শিবাজীর সহিত কুতুব সার মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। কুতুব সা দেখিলেন যে কর্ণাটক অভিযানে কুতুব সা তাঁহাকে সৈন্য ও অর্থ দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন, অথচ শিবাজী একটিও দুর্গ অথবা অপরিমেয় লুণ্ঠিত ধনরাশির কিছুই তাঁহাকে প্রদান করিলেন না। তৎপরে যখন দেখিলেন যে শিবাজী বিজাপুর অধিকার করার চেষ্টা করিতেছেন, তখন তাঁহার সহিত তিনি যে বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা ছিন্ন করিলেন। বিজাপুরের রক্ষক হইয়া কুতুব সা কয়েক বৎসর যাপন করিয়াছেন, সুতরাং বিজাপুর আক্রমণ করার চেষ্টাতে তিনি শিবাজীর উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। চতুর মদন্না পন্থ তাঁহার সহিত মারাট্টাদিগকে সন্ধির সূত্রে আবদ্ধ

করিয়া শিবাজীকে যে বলশালী করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন তাহাও ব্যর্থ হইল। কুতুব সা সিদ্দি মাসুদের সহিত সন্ধি করিয়া মারাট্টাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার আয়োজন করিলেন। অক্টোবর মাসে ২৫০০০ অশ্বারোহী ও বহুসংখ্যক পদাতিক লইয়া আদিল সার কর্ম্মচারীগণ শিবাজীর বিরুদ্ধে যাত্রা করিবেন স্থির হইল, কিন্তু দিলির খাঁর জন্য সমস্ত ব্যর্থ হইল। দিলির খাঁ ইতিপূর্ব্বে সিদ্দি মাসুদের সহিত সন্ধি করিয়য়া বহু অর্থ শোষণ করাতে বিজাপুর রাজ্যে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। মাসুদ, শিবাজীর অসীম শক্তি ও প্রতাপ হইতে বিজাপুর রাজ্যকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না ভাবিয়া শিবাজীর সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে সংকল্প করেন, কিন্তু দিলির খাঁ তাঁহাকে বলেন যে মোগলেরা তাঁহাকে মারাট্টা-দিগের সহিত যুদ্ধে সাহায্য করিবেন, সুতরাং তিনি যেন শিবাজীর সহিত সন্ধি না করেন। মাসুদ, দিলির খাঁর পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া শিবাজীকে লিখিলেন "আমরা পরস্পরের প্রতিবেশী। শত্রুগণ (মোগলেরা) সর্ব্বদাই আমাদিগকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে, অতএব আসুন আমরা মিলিত হইয়া বিদেশীদিগকে আমাদের রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত করি।"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

আমরা এই স্থানে শিবাজীর সহিত ইংরাজদিগের রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা করিব। ইতিপূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি শিবাজী কি কারণে ইংরাজদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি যে চারিজন ইংরাজকে বন্দী করিয়াছিলেন তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। যখন ঐ চারিজন ইংরাজ রাজাপুরে বন্দী ছিল তখন শিবাজীর জনৈক কর্ম্মচারী তাহাদিগকে বলেন যে শিবাজী ইংরাজদিগকে একটি সুন্দর বন্দর প্রদান করিবেন যদি দণ্ড-রাজ-পুরী অধিকার করার সময় তাঁহারা শিবাজীকে সাহায্য করে। বন্দীগণ বলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা মুক্তিলাভ না করে ততক্ষণ এবিষয়ে তাহারা কোনপ্রকার আলাপ পরিচয় করিবে না। শিবাজী তাহাদের মুক্তির জন্য কিছু অর্থ দাবী করেন, কিন্তু তাহারা তাহা প্রদান করিতে অস্বীকার করে। বন্দীগণ দীর্ঘকাল এই প্রকারে কারাবদ্ধ থাকাতে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া সুরাটের ইংরাজ বণিক সমিতির নিকট এই প্রকার পত্র প্রেরণ করে যে তাহারা কেন বন্দীগণের মুক্তির জন্য কোন চেষ্টা করিতেছে না। সুরাটের বণিক সমিতি ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে এই প্রকার উত্তর প্রদান করে। "তোমরা কেন বন্দী হইয়াছ, তাহা তোমরা উত্তমরূপে জান, কোম্পানির মালপত্র রক্ষার জন্য তোমরা এই অবস্থা প্রাপ্ত হও নাই, কিন্তু পানহালা দুর্গ অবরোধের সময় শিবাজীর শত্রুদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলে বলিয়া তোমরা বন্দী হইয়াছ।" ইহার পর উক্ত ৪ জন বন্দী পলায়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ধৃত হইয়া রায়গড়ে প্রেরিত হয়। ১৬৬২ অব্দে সুরাটের ইংরাজগণ তাহাদের কয়েকটা জাহাজ সমুদ্রে প্রেরণ করিয়া শিবাজী কিম্বা বিজাপুরের জাহাজ অধিকার করিবার চেষ্টা

করে।০ তাহাদের এই উদ্দেশ্য ছিল যে যদি তাহারা শিবাজীর জাহাজ বন্দী করিতে পারে, তবে শিবাজী বাধ্য হইয়া বন্দীদিগকে মুক্তিদান করিবেন আর যদি বিজাপুরী জাহাজ অধিকার করে তাহা হইলে বিজাপুরের দ্বারা তাহাদের মুক্তিসাধন করিতে চেষ্টা করিবে। সুরাটের মোগল শাসনকর্ত্তাকেও তাহারা অনুরোধ করে যাহাতে তিনি সায়েস্তা খাঁকে লিখিয়া উহাদের উদ্ধারের উপায় করিতে পারেন। অবশেষে রাজাপুরের মারাট্টা শাসনকর্ত্তা রাওজী পণ্ডিত ঐ চারিজনকে মুক্তিদান করেন। ইংরাজবণিক সমিতি তাহাদের সহচর-গণকে কারারুদ্ধ করাতে শিবাজীর প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহার উপর প্রতিহিংসা লইবার চেষ্টা করিয়াছিল বটে, কিন্তু শক্তিতে কুলাইল না। *

বলপ্রয়োগে অসমর্থ হইয়া মারাট্টাগণ রাজাপুরে ইংরাজ কারখানার যে ক্ষতি করিয়াছে, তাহা পূরণের জন্য আবেদন করে। এই ব্যাপার লইয়া উভয় পক্ষে যে কত চিঠিপত্রের আদান প্রদান হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। অবশেষে ইংরাজগণ লেফটন্যাণ্ট ষ্টিফেন অষ্টিককে (Ustick) দূতরূপে শিবাজীর নিকট প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করে। অষ্টিকের প্রতি এই আদেশ ছিল যে তিনি রাজাপুরের ক্ষতিপূরণের ব্যাপার শীঘ্রমধ্যে মীমাংসা করিবেন এবং শিবাজীর নিকট হইতে এই আদেশ গ্রহণ করিবেন যাহাতে ইংরাজগণ তাঁহার অধিকৃত স্থান সমূহে প্রবেশ করিয়া স্বাধীন ভাবে বাণিজ্য করিতে পারে। ইহার জন্য

* The council at Surat say that they "had desisted from calling that perfidious rebel Shivaji to an account, because they had not either convenieney of force or time" and they sadly realised that "as yet we are altogether uncapable for want of shipping and men necessary for such an enterprise, wherefore patience."

কোম্পানি তাঁহাকে শতকরা দুই টাকা হিসাবে শুল্ক প্রদান করিবে। কিন্তু এই সময়ে শিবাজী বাগলানাতে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকাতে কোম্পানিকে সংবাদ দিলেন যেন তখন অষ্টিককে প্রেরণ করা না হয়। অবশেষে ১৬৭২ অব্দে ১০ই মার্চ্চ তারিখে অষ্টিক শিবাজীর নিকটে গমন করেন, কিন্তু বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন। ১৬৭৩ অব্দে টমাস নিকলাসকে, কোম্পানি শিবাজীর নিকট প্রেরণ করে, কিন্তু তিনিও বিফল-মনোরথ হইলেন। এইরূপে অনেক চেষ্টার পর কোম্পানি নিম্ন লিখিত সর্ত্তে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিতে সম্মত হয়। শিবাজী তাহাদিগকে ১০০০০ প্যাগোডা প্রদান করিবেন। ইহার মধ্যে ৮০০০ প্যাগোডা মূল্যের মুদ্রা ও মালপত্র প্রদান করিবেন এবং অবশিষ্ট ২০০০ প্যাগোডা রাজাপুর বন্দরে বানিজ্যের জন্য তিন চারি বৎসরের শুল্কস্বরূপ তিনি রাখিয়া দিবেন। কোম্পানি তাঁহার নিকট হইতে ৪০০০০ প্যাগোডা দাবী করিয়াছিল, কিন্তু শিবাজী ইহার এক চতুর্থাংশ প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। যাহা হউক এই প্রকারে তাঁহার সহিত সন্ধি হইল কিন্তু অনেকদিন পর্য্যন্ত সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় নাই, কারণ শিবাজী তখন অন্য স্থানে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। ইংরাজগণ জানিত শিবাজী যদিও তাহাদের সহিত রাজাপুর ব্যাপার লইয়া অনেক বাদানুবাদ করিয়াছেন তথাপি ইংরাজগণকে তিনি প্রীতির চক্ষে দর্শন করিতেন।*

শিবাজীর রাজ্যাভিষেকের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ইংরাজগণ হেনরি অক-সেনডনকে পুনরায় প্রেরণ করে। ইনিই শিবাজীর অভিষেকে উপস্থিত ছিলেন এবং বিস্তৃতভাবে এই অনুষ্ঠানের বিষয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

* "Yet we daresay if he hath a kindness for any nation it is for the English, and we believe he will not disturb any house where the English flag is."

১৬৭৪ অব্দে ১২ই জুন তারিখে সন্ধিপত্র মারাট্টা মন্ত্রীবর্গের দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়। পর বৎসর মার্চ্চ মাসে ইংরাজদিগের সকল আবেদন শ্রবণ করিয়া শিবাজী সমস্ত পূর্ণ করিতে সম্মত হয়েন বটে, কিন্তু শিবাজী তখন পণ্ডা দুর্গ অবরোধ করিতেছিলেন, সেই জন্য সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় নাই। ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে স্যামুয়েল অষ্টেন নামক জনৈক ইংরাজ শিবাজীর নিকট গমন করিয়া বলেন ধরমগাঁওর ইংরাজদিগের কারখানাতে মারাট্টাগণ যাহা নষ্ট করিয়াছে, তাহার ক্ষতিপূরণ দেওয়া কর্ত্তব্য। শিবাজী ইহার উত্তরে বলেন সেনাপতির অজ্ঞাতসারে এই সকল ব্যাপার যখন সম্পন্ন হইয়াছে, তখন তিনি তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে পারেন না। অবশেষে বলেন যাহাতে ভবিষ্যতে তাহাদের উপর এরূপ অত্যাচার না হয়, তিনি তাহার ব্যবস্থা করিবেন। ইংরাজগণ রাজাপুরের কারখানার ক্ষতিপূরণের স্বরূপ যাহা প্রাপ্ত হইবে আশা করিয়াছিল, শিবাজী তাহা প্রদান না করাতে তাহারা বিরক্ত হইয়া রাজাপুর হইতে কারখানা উঠাইয়া লইবার প্রস্তাব করে এবং ১৬৮১ অব্দে তাহা কার্য্যে পরিণত হয়। ১৬৭৭ অব্দে [illegible]ট হইতে বোম্বাইতে এই প্রকার পত্র প্রেরিত হইল যে শিবাজীর ক[illegible]টা জাহাজ অধিকার করিতে পারিলে তিনি আপনার দুর্ব্বলতা বুঝিয়া ইংরাজদিগের সহিত উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহারা ইহা করিতে সাহস করিল না, কারণ ইংরাজগণ কাষ্ঠ, খাদ্যদ্রব্য ও গবাদি পশু যখন আনয়ন করিত, তখন শিবাজীর রাজ্যের মধ্য দিয়া আনিতে হইত। এতদ্ব্যতীত ইংরাজদিগকে তাহাদিগের বাণিজ্য দ্রব্য সকল কানারার মধ্য দিয়া বিদেশে রপ্তানি করিতে হইত। এই সমস্ত স্থান শিবাজীর অধিকারভুক্ত ছিল, সুতরাং তিনি যদি ইংরাজদিগের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া এই সকল স্থান দিয়া গমনাগমন বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে তাহাদের ব্যবসা

বাণিজ্য চলে না। ১৬৭৮ অব্দে সুরাটের পত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে ইংরাজ বণিক সমিতি ইহা স্থির করিয়াছিল যে শিবাজী যখন কিছুতেই তাহাদের ক্ষতিপূরণ করিতেছেন না তখন কারওয়ার, হুবলী এবং রাজাপুর হইতে তাঁহাদের ব্যবসা উঠাইয়া দেওয়া হউক।

শিবাজী যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন ইংরাজদিগের সমস্ত ক্ষতিপূরণ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার পুত্র সম্ভাজী সমস্ত ক্ষতিপূরণ করিয়াছিলেন বোধ হয়। কারণ ১৬৮৪ অব্দে বোম্বাইয়ের শাসনকর্ত্তা রিচার্ড কিগউইন সম্ভাজীর সহিত সন্ধি স্থাপন করিলে সম্ভাজী রাজাপুরের সুবাদারকে লিখিলেন—"ইংরাজদিগের পক্ষ হইতে হেনরী গেরি, টমাস উইলকিন্স দূতরূপে দোভাষী রামসেনভিকে সঙ্গে লইয়া আমার নিকট আসিয়া সন্ধি প্রার্থনা করে এবং বলে যে আমার পিতা রাজা শিবাজী তাহাদিগকে যে ১০০০০ প্যাগোডা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ৩৩৬৭ প্যাগোডা মাত্র দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট ৬৬৩৩ প্যাগোডা তাহাদের প্রাপ্য আছে। অমি এই সমস্ত শোধ করিব স্থির করিয়াছি।"

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

মাসুদ, শিবাজীর সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় পাঠকের স্মরণ আছে। দিলির খাঁ ইহা শ্রবণ করিয়া বিজাপুরের প্রতি বিরক্ত হইয়া ইহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আর এক ঘটনা এমন উপস্থিত হইল যাহাতে দিলির খাঁ অধিকতর বলশালী হইয়া উঠিলেন। শিবাজীর পুত্র সম্ভাজীর বয়স এই সময় উনিশ বৎসর মাত্র। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ও কুপথগামী হইয়া উঠিল। শিবাজী অনেকবার তাহাকে উপদেশ ও শাসনের দ্বারা সুপথে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। সম্ভাজী তাঁহার শয্যা-কণ্টক স্বরূপ হইয়া জীবন যাপন করিতেছিল। একদিন সে এক বিবাহিতা ব্রাহ্মণকন্যার প্রতি পাশব অত্যাচার করাতে শিবাজী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে পানহালা দুর্গে অবরোধ করিয়া রাখেন। কারণ দেবচরিত্র শিবাজী আপন পুত্রের এইরূপ ব্যবহার দর্শনে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। সুযোগ বুঝিয়া একদিন সম্ভাজী আপনার পত্নী জেসুবাই এবং অন্য কয়েকজন অনুচর সঙ্গে লইয়া পলায়ন করে এবং দিলির খাঁর সহিত যোগদান করে। শিবাজী এই সংবাদ পাইয়া তাহাকে বন্দী করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে দিলির খাঁ সম্ভাজীর পলায়ন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাহাকে সসম্মানে নিজ শিবিরে আনয়ন করিবার জন্য সেনাপতি ইকলাস খাঁর অধীনে ৪০০০ সৈন্য বাহাদুরগড়ে প্রেরণ করেন। দিলির খাঁ নিজে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করেন এবং সম্ভাজীকে পাইয়া এত সন্তুষ্ট হয়েন যে তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "আমি সমস্ত দাক্ষিণাত্য জয় করিলে যে আনন্দ লাভ

করিতাম, আজ শিবাজীর বংশধর আমার সহিত মিলিত হওয়াতে আমি সেই আনন্দ প্রাপ্ত হইতেছি।" দিলির খাঁ এই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া সম্রাটের নিকট সম্ভাজীর আগমন বার্ত্তা প্রেরণ করিলে সম্রাট সম্ভাজীকে ৭০০০ হাজার অশ্বের মনসবদারির পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া 'রাজা' উপাধি প্রদান করেন। দিলির খাঁ শম্ভাজীর সহিত আকলুজে অবস্থান করিয়া বজাপুরের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

মাসুদ, দিলির খাঁর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং শিবাজীর সাহায্য প্রার্থনা করাতে শিবাজী ৭০০০ অশ্বারোহী বিজাপুর রক্ষার জন্য প্রেরণ করিলেন। শিবাজী আজন্মকাল বিজাপুরের শত্রু, মাসুদ এই ধারণাবশতঃ তাঁহার সৈন্যদলকে সহরের মধ্যে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া বিজাপুরের বাহিরে শিবির সংস্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু মারাট্টাগণ অগ্রসর হইয়া নগরের নিকটে বাস করিতে আরম্ভ করিলে মাসুদের সংশয় বর্দ্ধিত হয়। মারাট্টাগণ খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে যুদ্ধের অস্ত্রাদি লুক্কায়িত রাখিয়া দুর্গের মধ্যে প্রেরণ করে এবং নিজেরা শকট চালকের ভাণ করিয়া সহরের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। শিবাজীর সৈন্যগণ দৌলতপুর, খসরুপুর এবং জুরাপুর প্রভৃতি বিজাপুরের উপকণ্ঠস্থিত স্থান সমূহ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করে। অবশেষে তাহারা যখন ইব্রাহিম আদিল সার সমাধির নিকটস্থ হয়, তখন দুর্গ হইতে এক গোলা আসিয়া মারাট্টা সেনাপতিকে হত্যা করিলে তাহারা পলায়ন করে। মাসুদ এই ব্যাপারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দিলির খাঁর সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলে দিলির খাঁ একদল মোগল সৈন্য প্রেরণ করেন। অতঃপর মোগল ও বিজাপুরী সৈন্য মিলিত হইয়া মারাট্টাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য টিকোটা পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। এই স্থানে তাহারা এই সংবাদ প্রাপ্ত হয় যে শিবাজী নিজে ৭০০০ সৈন্য লইয়া সেলজুরে (Seljur) অবস্থান করিতেছেন।

দিলির খাঁ অতঃপর ভূপালগড় আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়েন। শিবাজী ভূপালগড়কে দুর্ভেদ্য করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার এই উদ্দেশ্য ছিল যে মোগলদিগের সহিত যদি তাঁহার কোন যুদ্ধ উপস্থিত হয় তাহা হইলে তিনি এই স্থানে আপনার সমস্ত সম্পত্তি রাখিবেন এবং নিকটস্থ স্থান সমূহের প্রজাগণ এই স্থানে আশ্রয় লাভ করিতে সমর্থ হইবে। পরদিন ৯টার সময় হইতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, উভয় পক্ষে অনেক সৈন্য হতাহত হইল এবং অবশেষে মোগলেরা দুর্গ অধিকার করিল। মোগলেরা বহু খাদ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হইল এবং যাহারা এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে বন্দী করা হইল। মারাট্টা সৈন্যগণের মধ্যে যাহারা জীবিত ছিল, তাহাদের মধ্য হইতে ৭০০ জনের প্রত্যেকের এক হস্ত ছেদন করিয়া মুক্তিদান করা হইল এবং অবশিষ্ট বন্দীদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করা হইল। প্রতিহিংসাপরায়ণ পাষাণ হৃদয় পাঠান সেনাপতি দিলির খাঁ এইরূপে মারাট্টাগণের উপর ভীষণ প্রতিশোধ লইয়া শিবাজীর দ্বারা বারংবার লাঞ্ছিত, বিড়ম্বিত ও অপমানিত অন্তরে কিয়ৎ পরিমাণে শান্তিলাভ করিলেন। ভূপালগড় আক্রমণে শম্ভূজী, দিলির খাঁর সাহায্য করিয়াছিল। ভূপালগড়ের পতনে ও মারাট্টাগণের নিদারুণ নির্য্যাতনে শিবাজীর হৃদয়ে শেলবিদ্ধ হইল। মোরোপন্থ যখন শিবাজীর সহিত এই বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন তখন জিজ্ঞাসা করিলেন দুর্গরক্ষক ফিরঙ্গজী কি কিছুতেই দুর্গ রক্ষা করিতে পারিলেন না। মোরো উত্তর করিলেন রাজভক্ত ফিরঙ্গজী যখন দেখিলেন যে যুবরাজ সম্ভূজী সসৈন্যে উৎসাহের সহিত দুর্গ আক্রমণে নিযুক্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা অন্যায় বোধে তিনি একজন ব্রাহ্মণকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়া বলিলেন তিনি শিবাজীর পুত্র হইয়া কিপ্রকারে পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। এই যুদ্ধ হইতে তাঁহার নিবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

ইহাতে যুবরাজ ক্রোধে অধীর হইয়া কোষ হইতে তরবারি নিষ্কাষিত করিয়া প্রচণ্ড আঘাতে ঐ ব্রাহ্মণকে ভূপাতিত করেন। পরদিন প্রাতঃকালে যুবরাজ পুনরায় দুর্গের সম্মুখে আসিয়া ভীম বিক্রমে দুর্গ আক্রমণ করাতে ফিরঙ্গজী হতবুদ্ধি হইয়া দুর্গরক্ষার ভার অন্য এক সেনাপতির উপর অর্পণ করিয়া মনের দুঃখে পানহালা প্রস্থান করেন। মারাট্টাগণ আপনাদিগকে সেনাপতি দ্বারা পরিত্যক্ত দেখিয়াও প্রাণপণে দুর্গরক্ষার জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু যুবরাজের প্রবল আক্রমণে তাহারা পরাস্ত হইল। এই সংবাদে শিবাজী রোষকষায়িত নয়নে মোরোর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন "তাহা হইলে ভূপালগড়ের পতনের জন্য ফিরঙ্গজীই প্রধান ভাবে দায়ী। শম্ভুজী যখন আমার দুর্গ আক্রমণ করিল, তখন সে আমার পুত্র হইলেও রাজদ্রোহী। ফিরঙ্গজী রাজদ্রোহীকে ক্ষমা করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ না করাতে দুর্গের পতন হইয়াছে, সুতরাং সেও রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী। অতএব তাহার প্রাণদণ্ড করা হউক, এই আমার আদেশ।" সমস্ত সভা শিবার এই আদেশে কম্পিত হইয়া উঠিল।

শিবাজী ভূপালগড় আক্রমণের সংবাদ পাইয়া ফিরঙ্গজীর সাহায্যের জন্য ১৬০০০ অশ্বারোহী প্রেরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহারা যখন ঐ স্থানে উপস্থিত হইল, তখন দেখিল ভূপালগড় শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছে। এই সময়ে মারাট্টাগণ শ্রবণ করিল ইরাজ খাঁ মোগলদিগের জন্য পরেণ্ডা (Parenda) হইতে খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করিতেছে, তখন তাহারা সেই দিকে অগ্রসর হইল। ইতিমধ্যে দিলির খাঁ, ইকলাস খাঁকে ইরাজ খাঁর সাহায্যের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। মারাট্টাদিগের সহিত ইকলাস খাঁর যুদ্ধ আরম্ভ হয়, ইহাতে মারাট্টাগণ পরাস্ত হয়। তৎপরে দিলির খাঁ পুনরায় এক প্রকাণ্ড সৈন্যদল প্রেরণ করাতে মারাট্টাগণ

পলায়ন করে। দিলির খাঁ ভূপালগড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ সমস্ত দুর্গ ভগ্ন করিলেন এবং যাহা তিনি লইয়া যাইতে পারিলেন না তাহা অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত করেন। পলাতক মারাঠাগণ কারকম্বের (Karkamb) নিকটে ইরাজ খাঁকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য সম্পত্তি লুণ্ঠন করে। ১৬৭৯ অব্দে ভূপালগড়ের পতনের পর সিদ্দিমাসুদ, দিলির খাঁ, সারজা খাঁ, মোগল শাসনকর্ত্তা ও বিজাপুরের অমাত্যবর্গ প্রভৃতির মধ্যে বিবাদ ও নানাপ্রকার গুপ্ত পরামর্শ চলিতেছিল সুতরাং শিবাজীকে এই সময়ের জন্য অস্ত্রধারণ করিতে হয় নাই। এই সনের মধ্যভাগে শিবাজী জিজিয়া করের বিরুদ্ধে আরঙ্গেবের নিকট যে আবেদন করেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। এই আবেদন পত্র পাঠ করিলে শিবাজীর নির্ভীকতা, সূক্ষ্মবুদ্ধি ও রাষ্ট্রনীতি-জ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

পত্র *

আলমগীর সম্রাট সমীপেষু,

আপনার চির মঙ্গলাকাঙ্খী শিবাজী ঈশ্বরকে ও আপনার অনুগ্রহের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিয়া আপনাকে অবগত করিতেছে যে যদিও আপনার শুভানুধ্যায়ী দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনার নিকট হইতে বিনানুমতিতে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিল, তথাপি সে চিরকাল আপনার দাসত্ব করিতে প্রস্তুত আছে।

সম্প্রতি আমার নিকট এই সংবাদ আসিয়াছে যে আমার সহিত যুদ্ধে আপনার ধনাগার শূন্য হওয়াতে আপনি হিন্দুদিগের উপরে জিজিয়া নামক কর স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। সাহনসা আকবর ৫২ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মের উদারনীতি অবলম্বন করিয়া খৃষ্টান,

* পরিশিষ্ট (ড) দেখ।

হুদী, মুসলমান, দাদুপন্থী, জড়বাদী, নাস্তিক, ব্রাহ্মণ ও জৈন প্রভৃতি সকল প্রদায়ের ব্যক্তিদিগের প্রতি সমভাবাপন্ন ছিলেন। সকল সম্প্রদায়ের াজাগণকে সমানভাবে পালন ও রক্ষা করিবেন, তাঁহার এই মহৎ চ্ছ ছিল। সেইজন্ত তাঁহাকে 'জগতগুরু' উপাধি প্রদান করা হইয়াছিল।

তৎপরে সম্রাট নুরুদ্দিন জেহাঙ্গীর ২২ বৎসর কাল আপনার কৃপার দ্ধ ছায়াতে সমস্ত জগতবাসীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে ম্রাট সাজাহান ৩২ বৎসর কাল সমস্ত পৃথিবীকে নিজের স্বর্গীয় ছায়া দান করিয়া অমর জীবন লাভ করিয়াছেন। এই অমর জীবন, দয়া বং সুযশের নামান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যিনি সমস্ত জীবন সুখ্যাতির সহিত যাপন করিতে পারেন, তিনিই ক্ষয় সম্পদ লাভ করেন। কারণ মৃত্যুর পরে তাঁহার সৎকার্য্যের দ্বারা িনি জীবিত থাকেন।

উক্ত মহৎ ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সম্রাট আকবর যে দিকে ষ্টিপাত করিতেন সকল দিক্ হইতে জয় ও কৃতকার্য্যতা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিত। তাঁহার রাজত্বকালে অনেক দুর্গ ও রাজ্য তাঁহার স্তগত হয়। এই সমস্ত সম্রাটের শক্তি কিপ্রকার ছিল তাহা আমরা তখন বুঝিতে পারি যখন দেখি আপনি তাঁহাদের নীতি অবলম্বন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে সক্ষম হইতেছেন না। জিজিয়া কর স্থাপন করার শক্তি তাঁহাদেরও ছিল, কিন্তু তাঁহারা গোঁড়া ছিলেন না, কারণ তাঁহারা মনে করিতেন পৃথিবীর ছোট বড় সকলেই ঈশ্বরের সৃষ্ট এবং সকলেই বিভিন্ন মত ও বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত স্থল। সময়রূপ গ্রন্থের পৃষ্ঠাতে পৃষ্ঠাতে এই তিন জনের দয়া ও মহৎভাব লিপিবদ্ধ হইয়া চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে এবং এই কারণে সকল শ্রেণীর লোক ইঁহাদের জন্য অন্তরে অন্তরে প্রার্থনা করিবে ও তাহাদের রসনা ইঁহাদের জয়গানে

নিযুক্ত থাকিবে। সম্পদলাভ মনুষ্যের শুভ কামনার ফল। সুতরাং যতই ঈশ্বরের জীবগণ তাঁহাদের রাজ্যের শান্তি সম্ভোগ করিবে ও নিরাপদে জীবন যাপন করিতে সক্ষম হইবে, ততই তাঁহাদের সম্পদ ও সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হইবে এবং তাঁহাদের কার্য্যসকল সফলতা লাভ করিবে।

কিন্তু আপনার রাজত্বকালে অনেক দুর্গ ও রাজ্য আপনার হস্তচ্যুত হইয়াছে এবং শীঘ্রমধ্যে অবশিষ্ট সকলই হস্তচ্যুত হইবে, কারণ আমি যথাসাধ্য আপনার দুর্গ ও রাজ্যসমূহ ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিব। আপনার কৃষক প্রজাসমূহ নানাপ্রকারে অত্যাচারিত হইতেছে। প্রত্যেক গ্রামের লোক আপনার প্রাপ্য কর আদায় দিতে অস্বীকার করিতেছে। একলক্ষ মুদ্রার স্থলে এক সহস্র এবং এক সহস্রের স্থলে দশ মুদ্রা মাত্র আপনি অতি কষ্টে প্রাপ্ত হইতেছেন। রাজপ্রাসাদে যখন দৈন্ত দারিদ্র্য বিরাজ করে, তখন রাজকর্ম্মচারীদিগের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আপনার রাজত্বে সৈন্যগণ অর্থাভাবে ক্ষুব্ধ, বণিকেরা অনুযোগগ্রস্ত, মুসলমানগণের চীৎকার ধ্বনিতে গগন কম্পিত, হিন্দুগণ সন্তপ্ত, অধিকাংশ ব্যক্তি রজনী উপবাসে যাপন করিয়া দিনমানে ক্ষুধার জ্বালাতে অস্থির হইয়া নিজ গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করতঃ অত্যন্ত ব্যথিত ও সন্তপ্ত।* এই শোচনীয় অবস্থাতে আপনি কিপ্রকারে জিজিয়া স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন? আপনার অপযশ শীঘ্রমধ্যে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে প্রচারিত হইবে এবং ইতিহাসে

* At last Aurangzib, his treasury empty, his grand army destroyed, died a broken man in his camp at Ahmadnagar. Moharastra was free, Southern India was safe. The single wisdom of the great king, dead twenty seven years before, had supplied the place of the hundred battalions. [Kincaid and Pararsnis' History of the Maratha People.]

লিপিবদ্ধ হইবে যে হিন্দুস্থানের সম্রাট ব্রাহ্মণ, জৈন, সন্ন্যাসী, যোগী, বৈরাগী, অনাথা, দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যক্তিদিগের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করিয়াছেন, ভিক্ষুদের তৃণশয্যা আক্রমণ করিয়া নিজের সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তৈমুরের বংশধরগণের সুনাম ও মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছেন।

আপনি যদি কোরাণ বিশ্বাস করেন তবে আপনি সেখানে দেখিবেন ঈশ্বর কেবল মুসলমানের নয়, কিন্তু সকলেরই সৃষ্টিকর্ত্তা রূপে তাঁহাকে বর্ণনা করা হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্ম দুই ভিন্ন বর্ণ। স্বর্গের চিত্রকর এই দুই বিভিন্ন বর্ণ মিশ্রিত করিয়া মানবজাতিরূপ চিত্রের সকল প্রস্তুত করিয়াছেন। মসজিদে যদি প্রার্থনা ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তবে তাহা ঈশ্বরকে স্মরণ করাইয়া দেয়। মন্দিরের ঘণ্টা তাঁহাকেই অন্বেষণ করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগ্রত করে। কোন বিশেষ ব্যক্তির মত ও আচরণে গোঁড়ামি প্রদর্শন করিলে কোরাণের ভাবকে পরিবর্ত্তিত করা হয়। কোন চিত্রের উপর নূতন রেখাপাত করিলে চিত্রকরের ত্রুটি প্রদর্শন করা হয়।

ন্যায়সঙ্গত রূপে বিচার করিলে দেখা যায় কিছুতেই জিজিয়া স্থাপন করা উচিত নয়। রাষ্ট্রীয় নীতির দিক দিয়া বিবেচনা করিলে এই কর তখনি স্থাপন করা যাইতে পারে, যখন দেশে এ প্রকার শান্তি ও রাজশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় যে কোন সুন্দরী স্ত্রীলোক স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া নিরাপদে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতে পারে। কিন্তু এখন অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে প্রায় সকল নগর লুণ্ঠিত হইতেছে, গ্রাম তো দূরের কথা। জিজিয়া কর স্থাপন করা অন্যায় তো বটেই, অধিকন্তু ইহা ভারতের পক্ষে নূতন সংস্কার। হিন্দুদিগকে ভয় প্রদর্শন করা ও তাহাদিগকে অত্যাচার করা যদি আপনার নিকটে

ধর্ম্ম হয়, তবে রাণা রাজসিংহের উপর অগ্রে এই কর স্থাপন করা উচিত, কারণ তিনি এক্ষণে হিন্দুদিগের নেতা ও চালক, সুতরাং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু। তৎপরে আমার নিকট হইতে এই কর আদায় করা কঠিন হইবে না, কারণ আমি আপনার অধীন। পিপীলিকা ও মক্ষিকাকে নির্য্যাতন করা সাহস ও শক্তির পরিচায়ক নহে। আপনার কর্ম্মচারীদিগের অদ্ভুত কর্ত্তব্যপরায়ণতা দর্শন করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি, কারণ তাহারা দেশের প্রকৃত অবস্থা আপনাকে জ্ঞাপন করে নাই! তাহারা প্রজ্বলিত অগ্নিকে শুষ্ক তৃণের দ্বারা আবৃত করিতেছে! ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি আপনার গৌরব চিরকাল মহত্বের আকাশে দীপ্তিমান্ হইয়া বিরাজ করুক!"

দিলির খাঁ, ভীমা নদী পার হইয়া বিজাপুর আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলে মাসুদ অসহায় হইয়া হিন্দু রাওকে দূত স্বরূপ শিবাজীর নিকট প্রেরণ করিয়া বলিলেন "আমাদের রাজার অবস্থা আপনি বিশেষরূপে অবগত আছেন। আমাদের সৈন্য, অর্থ এবং খাদ্য দ্রব্য এমন নাই যাহাতে আমরা দুর্গ রক্ষা করিতে পারি। শত্রুরা অত্যন্ত প্রবল এবং যুদ্ধের জন্য অগ্রসর। আপনি বংশানুক্রমে এই রাজ্যের অধীনে কার্য্য করিতেছেন এবং এই রাজ্যের দ্বারা এত উন্নত হইয়াছেন। সুতরাং আমাদের দুঃখ ও বিপদের সহিত আপনি যেরূপ সহানুভূতি করিতে পারিবেন এমন আর কেহ পারিবে না। আমরা আপনার সহায়তা ব্যতীত দুর্গ ও রাজ্য রক্ষা করিতে সক্ষম হইব না। আশা করি আপনি আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে বিমুখ হইবেন না। আপনি যাহা উচিত বোধ করেন আমাদের প্রতি তাহা আদেশ করুন, আমরা অবিলম্বে তাহা পালন করিব।" শিবাজী এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বিজাপুরের রক্ষার জন্য দশ সহস্র অশ্বারোহী এবং নগরবাসীদের খাদ্যের

। দুই সহস্র শকটপূর্ণ আহার সামগ্রী প্রেরণ করেন। তৎসঙ্গে জাগণের প্রতি এই আদেশ হইল যে তাহারা বিজাপুরে যেন খাদ্যদ্রব্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু বিক্রয়ের জন্য প্রেরণ করে। তাঁহার দূত ধজী নীলকণ্ঠকে প্রেরণ করিয়া মামুদকে এই সংবাদ দিলেন যে নি অবিলম্বে বিজাপুর গমন করিয়া দিলির খাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দান করিবেন। তাঁহারা বিজাপুরে উপস্থিত হইলে মাসুদ তাঁহাদিগকে দরে গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে মোগলেরা আকলুক আক্রমণ করিলে কদল বিজাপুরী সৈন্য সেই স্থানে গমন করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত রে। ১৫ই সেপ্টেম্বর দিলির খাঁ বিজাপুরের সন্নিকটে উপস্থিত হয়েন। •শে অক্টোবর শিবাজী দশ সহস্র অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া পানহালা ও জাপুরের মধ্যে সেলজুরে (Seljur) গমন করেন। শিবাজী, মাসুদের হিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে মাসুদ তাঁহাকে ০০ অনুচর লইয়া সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু বুদ্ধিমান াশোয়া মোরো ত্রিম্বাক, দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মাসুদের হস্তে তিত হইতে নিষেধ করিলেন। শিবাজী আপনার সৈন্যদলকে দুই াগে বিভক্ত করিয়া নিজে ৮।৯ সহস্র লইয়া মুসলা ও আলমলার থে অগ্রসর হয়েন এবং আনন্দ রাওর অধীনে দশ সহস্র অশ্বারোহী প্রেরণ করিয়া নিকটস্থ মোগল রাজ্য আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন। বাজীর এই অভিপ্রায় ছিল যে তাহা হইলে দিলির খাঁ মোগল রাজ্য ক্ষার জন্য বিজাপুর আক্রমণ না করিয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইবেন। ন্তু দিলির খাঁ ভুলিবার পাত্র নহেন। তিনি সহজে বিজাপুর দুর্গ অধিার করিতে পারিবেন এই আশাতে বিজাপুর আক্রমণের চেষ্টা করিতে াগিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল।

দিলির খাঁর বিজাপুর আক্রমণ ব্যর্থ হওয়াতে তিনি মাসুদের সহিত সন্ধি

স্থাপন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, কিন্তু মামুদ সম্মত হইলেন না। তখন তিনি বিজাপুর পরিত্যাগ করিয়া মিরাজ পানহালা প্রদেশ আক্রমণ করেন। তিনি সসৈন্যে টিকোটাতে উপস্থিত হইয়া লুণ্ঠন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। গ্রামের হিন্দু ও মুসলমান রমণীগণ তাঁহার পাষাণ হৃদয় ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় ইতি পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং দিলির খাঁর আগমনে তাঁহারা সন্তানসহ নিকটস্থ কূপ সমূহে আপনাদিগকে নিক্ষেপ করতঃ আত্মহত্যা করিলেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে এই গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া ইহার ৩০০০ হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীকে দাসরূপে বিক্রয় করিবার জন্য বন্দী করেন। তৎপরে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া আথনিতে উপস্থিত হয়েন। বাণিজ্যের জন্য আথনি বিখ্যাত ছিল। দিলির খাঁর আদেশে এই গ্রাম দগ্ধ করিয়া ভস্মীভূত করা হইল। অতঃপর তিনি হিন্দুদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করার প্রস্তাব করিলে শম্ভুজী আপত্তি উত্থাপন করিলেন, কিন্তু দিলির খাঁ তাঁহার আপত্তি অগ্রাহ্য করাতে শম্ভুজী তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েন। ২১শে নবেম্বর দিলির খাঁ আথনি পরিত্যাগ করিয়া ১২ মাইল পশ্চিমে আইনপুরে (Ainpur) উপস্থিত হয়েন। পথিমধ্যে তিনি সংবাদ পাইলেন শম্ভুজী বিজাপুর হইতে পলায়ন করিয়াছেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

অনন্ত মহিমাময় বিধাতার গূঢ় অভিপ্রায়ের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি কাহারও নাই। এই বিচিত্র জগতে প্রতিনিয়ত যে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া কেহ কেহ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া অবাঙ্‌মনসোগোচর বলিয়া করযোড়ে তাঁহার স্তুতি বন্দনা করিতেছে, আবার অন্য কেহ এই সকল ঘটনার মধ্যে কেবল অপ্রেম, উদাসীনতা বা নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাইয়া এই সৃষ্টির সমস্ত ব্যাপার অন্ধ শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে মনে করিয়া সংশয়বাদীর পথ অবলম্বন করিতেছে। জগতে কত জাতির উত্থান ও পতন, কত মহাপুরুষের জন্ম ও মৃত্যু, কত স্বার্থত্যাগী প্রেমিকের নিদারুণ কণ্টক-মুকুটের ক্লেশভার বহন আবার কত স্বার্থপর অত্যাচারীর সুখে দিন যাপন, কত সুঠাম অবয়বযুক্ত সুন্দর শিশুর অকাল মৃত্যু, আবার কত স্থাণুবৎ অচল ও নানা প্রকার দুঃখভারে প্রপীড়িত বৃদ্ধের দীর্ঘ জীবন—এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশ্বনিয়ন্তার গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে পারে এমন যোগ্যতা কাহারও নাই। যে শিবাজী বাল্যকাল হইতে ধর্ম্ম ও সংযমের পথ অবলম্বন করিয়া অসাধারণ পরিশ্রম ও প্রতিভাবলে মহারাষ্ট্র প্রদেশে হিন্দু স্বরাজ্য স্থাপন করিলেন, আজ তিনি প্রবীণ বয়সে অশান্তির অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া জীবনকে বিড়ম্বনা মনে করিতেছেন কেন? তাঁহার বড় আশা ছিল তাঁহার প্রাণসম পুত্র শম্ভুজী বহু কষ্টে অর্জ্জিত ও স্থাপিত হিন্দু স্বরাজ্যের গৌরব আরও বর্দ্ধিত করিবেন, তাঁহার পত্নীগণ সখী বাইয়ের মত এই সংসারের দারুণ উত্তাপের মধ্যে তাঁহাকে পত্রবহুল বট বৃক্ষের ন্যায় স্নিগ্ধ ছায়া বিতরণ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে শান্তির মধ্যে রক্ষা করিবেন, কিন্তু হায়! তাঁহার সকল আশালতা যে ছিন্ন হইবে এবং এই পরিণত বয়সে তাঁহাকে অসহায় অবস্থায়

মধ্যে যে দিন যাপন করিতে হইবে তাহা ছত্রপতি শিবাজী কখনও স্বপ্নে ভাবিতে পারেন নাই।

শম্ভূজী পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া অসৎ পথাবলম্বী হইয়া শত্রুদিগের পদানত হইয়াছে। যে মোগলদিগের সহিত আজীবন সংগ্রাম করিয়া শিবাজী এত গৌরবান্বিত হইয়াছেন, যাঁহার জন্য সম্রাট আরংজেবও সর্ব্বদা আপনাকে লাঞ্ছিত মনে করিতেন আজ তাঁহারই পুত্র মোগলদিগের দাসত্বে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছে এই মনোবেদনা শিবাজীকে অত্যন্ত ব্যথিত করিয়াছে। তৎপরে তাঁহার অন্তঃপুরের মধ্যে সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ এত অধিক হইয়াছে যে রাজ্ঞীগণের সপত্নী-বিদ্বেষের তীব্র হলাহলে জ্বালাতন হইয়া অনেক সময় তাঁহাকে বাহিরে যাপন করিতে হইতেছে।* তাঁহার ভ্রাতা ব্যাঙ্কোজী সংসার ধর্ম্মে উদাসীন হইয়া সন্ন্যাসীর বেশে জীবন যাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই সংবাদেও তাঁহার স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ে অত্যন্ত ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে। যদিও কর্ণাটক অভিযানের সময় ব্যাঙ্কোজীর নিকট হইতে পিতার সম্পত্তি হিসাবে তিনি কোন কোন স্থান লাভ করিয়াছিলেন এবং যদিও ব্যাঙ্কোজী তাঁহার ব্যবহারে রুষ্ট হইয়াছেন, তথাপি শিবাজী তাঁহাকে ভ্রাতা বলিয়াই স্নেহ করিতেন এবং তিনি যে হিন্দু-স্বরাজ্য স্থাপনের প্রয়াসী হইয়াছেন ব্যাঙ্কোজীও এবিষয়ে তাঁহার অনেক সাহায্য করিতে পারিবেন সর্ব্বদা তিনি এই ভাব হৃদয়ের মধ্যে পোষণ করিতেন। এক্ষণে তাঁহার বৈরাগ্যের সংবাদ পাইয়া শিবাজী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া এই পত্র লিখিলেন—

* Shivaji's harem was, therefore, a scene of veiled warfare—the queens plotting against one another through their maids, doctors and magicians, and the poor husband trying to find some quiet by sleeping outside [Prof. J. N. Sircir's Shivaji & his times].

পত্র।

"বহুদিন অতীত হইল আমি তোমার কোন সংবাদ না পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত আছি। রঘুনাথ পন্থ আমাকে লিখিয়াছেন যে তুমি সর্ব্বদা বিষণ্ণ হইয়া রহিয়াছ এবং নিজের শরীর সম্বন্ধে কোন যত্ন করিতেছ না। তুমি পূর্ব্বের ন্যায় এখন কোনও উৎসবাদিতে যোগদান কর না। তোমার সৈন্যগণ অলস হইয়া রহিয়াছে এবং তুমি নিজে কোন রাজকার্য্য করিতেছ না। এখন তুমি বৈরাগী হইয়া কোন পবিত্র স্থানে অবস্থান করতঃ সময়াতিপাত করিতেছ। এইরূপ আরও অনেক কথা লিখিয়াছেন এবং আমি ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। তুমি তো আমাদের পিতার দৃষ্টান্ত দেখিয়াছ। কি প্রকারে তিনি সকল প্রকার বাধা অতিক্রম করিয়া মহৎ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেন, আপনার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বলে সকল প্রকার বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আপনার গৌরব রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তুমি সমস্তই জান। তুমি তাঁহার সংসর্গে থাকিয়া তাঁহার শক্তি ও জ্ঞানের দ্বারা অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছ। আমিও অবস্থানুযায়ী আমাকে রক্ষা করিয়াছি এবং কি প্রকারে রাজ্যস্থাপন করিয়াছি তাহা তুমি জান। এই সুযোগের সময় তোমার সংসার ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হওয়া কি ভাল? তুমি যাহাদের উপর তোমার রাজ্যের ভারার্পণ করিবে তাহারা তোমার রাজ্য গ্রাস করিবে, তোমার সম্পত্তি নষ্ট করিবে, তোমার স্বাস্থ্যও নষ্ট করিবে। ইহা কি প্রকার জ্ঞান এবং ইহার চরম ফল কি? আমি তোমার রক্ষক হইয়া আছি। আমাকে ভয় করিবার তোমার কোন কারণ নাই। তুমি এ সকল ভাব দূর কর এবং সন্ন্যাসী হইও না। নিরাশা পরিত্যাগ কর, যথোপযুক্ত রূপে দিন যাপন কর, সকল প্রকার আমোদ আহ্লাদে যোগদান

কর এবং সংসারের সুখভোগ কর। তোমার কর্ম্মচারীদিগকে আপন আপন কর্ম্মে প্রবৃত্ত কর, সৈন্যগণকে শিক্ষাদান কর, এবং আবশ্যকীয় কার্য্যে মনোযোগী হও। তোমার কর্ম্মচারীগণ যাহাতে নিজেদের কর্ম্ম করে তাহা দেখ, তুমি আপনার কার্য্য সাধন করিয়া যশ ও খ্যাতি অর্জ্জন কর। তোমার সুযশ ও সুখ্যাতি শুনিলে আমার প্রাণে কি আনন্দ হইবে! রঘুনাথ পণ্ডিত তোমার নিকটে আছে, সে তোমার অপরিচিত নয়, কর্ত্তব্য কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ লও, আমি তোমাকে যে ভাবে দেখি তিনিও তোমাকে সেই ভাবে দেখিবেন। আমি তাঁহাকে সম্পূর্ণ-রূপে বিশ্বাস করি, তুমিও সেইরূপ করিবে। পরস্পর পরস্পরের সাহায্য লইবে, তাহা হইলে যশ ও সুনাম অর্জ্জন করিবে। কখনও অলস হইবে না, তোমার সৈন্যদিগের নিকট হইতে সর্ব্বদা কিছু না কিছু লাভ করিতে চেষ্টা করিবে। মহৎ কার্য্য করিবার এই উপযুক্ত সময়। বৃদ্ধ বয়সে বৈরাগী হওয়া কর্ত্তব্য। উঠ, জাগ্রত হও। আমি দেখিতে চাই তুমি কি করিতে পার। অধিক লেখা বাহুল্য, কারণ তুমি বিজ্ঞ।"

এই প্রকার মানসিক উদ্বেগ ও অশান্তির মধ্যে শিবাজীকে দিনযাপন করিতে হইতেছে এমন সময় মাসুদ তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করাতে বাধ্য হইয়া শিবাজী ১৬৭৯ খৃঃ অব্দে ৪টা নবেম্বর সসৈন্যে বহির্গত হয়েন। এই ব্যাপারে আমরা শিবাজী-চরিত্রের একটী গূঢ় স্থানে প্রবেশ করিয়া তাঁহার অসাধারণত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হই। শরণাগত বন্ধুর সাহায্য করিতে শিবাজী চিরকাল অগ্রসর ছিলেন। তাঁহার প্রবীণ বয়সে যখন তাঁহাকে নানাপ্রকার অশান্তি দগ্ধ করিতেছিল, তখন বিজাপুরকে রক্ষা করার অনুরোধ তিনি অনায়াসে অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন, কিন্তু মাসুদ যখন তাঁহার শরণাপন্ন হই-য়াছেন, তখন বিজাপুর তাঁহার চিরশত্রু হইলেও তাঁহাকে রক্ষা করিতে হইবে, এই ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তিনি মোগলদিগকে বিজাপুর হইতে দূরে

লইয়া যাইবার জন্য বিজাপুরের নিকটস্থ মোগল প্রদেশসমূহ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করেন। দিলির খাঁ এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলে উভয়ের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়, তাহাতে শিবাজী পরাস্ত হইয়া বিশ্রামগড়ে পলায়ন করেন। পেশোয়া, সুরাটের পথে রণমস্ত খাঁ নামক সেনাপতির অধীনে মোগল সৈন্যদিগের দ্বারা পরাস্ত হয়েন। দিলির খাঁ একণে পানহালা দুর্গ অবরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলে শিবাজী ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বহু কামান ও যুদ্ধের উপকরণ আনয়ন করিয়া এই দুর্গকে দুর্ভেদ্য করিবার জন্য চেষ্টা করেন। উক্ত দুই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া মারাট্টাগণ তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য রাজাপুর লুণ্ঠন করতঃ বরানপুরের দিকে অগ্রসর হয়। শিবাজীও ২০০০০ অশ্বারোহী লইয়া উক্ত ১২০০০ সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া প্রবলবেগে পশ্চিম খান্দেশে প্রবেশ করিয়া ধরম গাঁও, চপরা এবং অন্যান্য স্থান লুণ্ঠন করিতে করিতে আরঙ্গাবাদ হইতে ৪০ মাইল পূর্ব্বে জালনা নগরে উপস্থিত হয়েন। জালনাতে বিখ্যাত ফকীর সৈয়দজান মহম্মদের আশ্রম ছিল। শিবাজী চিরকাল সাধু ফকীরকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন জানিয়া নগরবাসীগণ তাঁহার আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মারাট্টাগণ নগরে প্রবেশ করিয়া যখন শুনিল ধনবান নগরবাসীগণ ধনসম্পত্তি লইয়া ঐ আশ্রমে লুক্কায়িত আছে, তখন তাহারা ঐ আশ্রমে প্রবেশ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে ধন সম্পদ লুণ্ঠন করিতে লাগিল। ফকীর তাহাদিগকে নিষেধ করা সত্ত্বেও যখন তাহারা তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিল না, তখন ফকীর শিবাজীকে অভিশাপ দিতে লাগিলেন। এই ঘটনার পাঁচ মাস পরে শিবাজী স্বর্গারোহণ করিলে সাধারণ মানুষ বলিতে লাগিল ফকীরের অভিশাপে রাজাকে এত শীঘ্র ইহ সংসার পরিত্যাগ করিতে হইল।*

---

* The holy man appealed to them to disist, but they only abused and threatened him for his pains. Then the man of god,

মারাট্টাগণ চারিদিন নগর লুণ্ঠন করিয়া বহু অর্থ লাভ করতঃ যখন প্রস্থান করিতেছিল, তখন রণমস্ত খাঁ তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। শিবাজী ৫০০০ সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলে তিনি পরাস্ত হয়েন। ইতিমধ্যে আরঙ্গাবাদ হইতে ২০০০০ সৈন্য আসাতে রণমস্ত খাঁ সমস্ত মারাট্টা সৈন্যদিগকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করতঃ তাহাদিগকে ধ্বংস করিবার আয়োজন করেন। বাহিরজী নামক এক সুবিখ্যাত পদপ্রদর্শক শিবাজীর সঙ্গে ছিলেন। এই সমস্ত স্থানের পার্ব্বত্য প্রদেশের গমনাগমনের পথ তিনি যেমন জানিতেন, মোগলেরা তেমন জানিত না। শিবাজীর এই বিপদে তিনি তাঁহাকে এমন স্থানের মধ্য দিয়া লইয়া গেলেন যে মোগলেরা তাহা জানিতে পারিল না। শিবাজী তিনদিন তিন রাত্রি অনবরত পথ পর্য্যটন করিয়া নিরাপদে রায়গড়ে উপস্থিত হয়েন। কিন্তু একদিকে তিনি যেমন অনেক স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণি মাণিক্য লাভ করিলেন, অন্যদিকে এই যুদ্ধে তাঁহার ৪০০০ অশ্বারোহী হত এবং হাম্বীর রাও আহত হয়েন। তাঁহার লুণ্ঠিত দ্রব্যের অধিকাংশ শত্রুদিগের হস্তগত হয়। শিবাজীর এই শেষ যুদ্ধাভিযান।

অতঃপর শিবাজী পুত্রের সহিত সাক্ষাতের জন্য পানহালাতে গমন করেন। যখন শম্ভুজী পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া মোগলের সহিত যোগদান করেন, তখন হইতে শিবাজী লোক প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু নির্ব্বোধ শম্ভুজী তাঁহার কথা গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন তাঁহার পিতা তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতা সহ্য করিতে পারেন নাই, মোগল

"Who had marvellous efficacy of prayer" cursed Siva and popular belief ascribed the Raja's death five months afterwards to his curses. [J. N. Sircir's Shivaji].

সম্রাট তাহা সহ্য করিয়া তাঁহাকে আদরে আপনার কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। পিতার নিকট তিনি যে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়েন নাই, আরংজেবের নিকট সে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু হায় মূঢ়! তুমি বুঝিলে না যে-দেবতাকে তুমি সংসারে পিতৃরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলে, তাঁহার তুল্য মানুষ জগতে অতি দুর্লভ। কয়েকদিন শত্রুদিগের মধ্যে অবস্থান করিয়া শম্ভুজী বুঝিতে পারিলেন তিনি কি গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছেন। তাঁহাকে বন্দী করিয়া আগ্রা প্রেরণ করিবার জন্য আরংজেব বারংবার দিলির খাঁকে লিখিয়াছেন কিন্তু দিলির খাঁ সম্ভুজীকে এ সম্বন্ধে অভয় দান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিতে পারেন নাই। যাহা হউক এক্ষণে সম্ভুজীর জ্ঞান হওয়াতে তিনি পুনরায় পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শিবাজী প্রথম সাক্ষাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন, পিতাপুত্রের পুনর্ম্মিলনে পানহালাতে এক আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হয়। শিবাজী মনে করিলেন শম্ভুজী এক্ষণে সংসার সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন সুতরাং সৎপথে থাকিয়া রাজ্য রক্ষার জন্য তাঁহাকে অনেক সদুপদেশ প্রদান করেন, কিন্তু শম্ভুজীর তাহাতে কোন উপকারই হইল না। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খলভাবে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। এক্ষণে শিবাজী চিন্তা করিতেছিলেন তিনি কাহার উপর রাজ্যের ভারার্পণ করিতে পারেন। শম্ভুজী ও রাজারাম এই দুই পুত্রের মধ্যে শম্ভুজী জ্যেষ্ঠ, সুতরাং রাজ্য তাঁহারই প্রাপ্য, কিন্তু তিনি যে রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ ছিল, সুতরাং রাজারামের কথা তাঁহার মনের মধ্যে আসিতেছিল।

এইরূপ চিন্তা ও উৎকণ্ঠার মধ্যে তাঁহার দিন চলিতেছে। ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে শরীরে এক ব্যাধির প্রকাশ হইল। তিনি বুঝিলেন

মহাপ্রস্থানের দিন সন্নিকট। হায়! এ সময়ে কি একবার তাঁহার গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। বিধাতার বিচিত্র বিধানে স্বামী রামদাস শীঘ্রই উপস্থিত হইলেন। শিবাজী গুরুদেবের চরণে প্রণত হইয়া পদধূলি গ্রহণ করিলে রামদাস তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। বহুদিন পরে গুরুকে দর্শন করিয়া শিবাজীর দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা, ভগ্নস্বাস্থ্য ও পারিবারিক নানাপ্রকার অশান্তির দ্বারা উৎপীড়িত হৃদয়ে ভাবস্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি হৃদয়ের সমস্ত আবেগ সংযত করিয়া গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "গুরুদেব, আমার কোন্ পাপে আমার ঔরসে এরূপ পাষণ্ড জন্মগ্রহণ করিল। জিজার ন্যায় পিতামহী ও সঈবাইয়ের ন্যায় জননী প্রাপ্ত হইয়াও কি প্রকারে সে এরূপ কুলাঙ্গার হইল?" শিবার চক্ষু দিয়া দরদর ধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। রামদাস বলিলেন "শিবা, ধার্ম্মিকা গান্ধারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং বৈষ্ণবপ্রধান পিতামহ ভীষ্মের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও দুর্য্যোধন কেন এপ্রকার অসদাচারী হইয়াছিল? আবার অন্যদিকে দেখ দুরন্ত হিরণ্যকশিপুর ঔরসে ভক্ত প্রহ্লাদের জন্মগ্রহণ সম্ভব হইল কিরূপে? জগতের এ সমস্ত ব্যাপার দুরবগাহ্য রহস্যের মধ্যে বর্ত্তমান। আমাদের কর্ত্তব্য এই যে যাহা অন্তরে কল্যাণ বলিয়া বুঝিব তাহা সম্পন্ন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিব। তুমি শম্ভূজীকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিতে অবহেলা কর নাই, অথচ সে যখন এইরূপ দুর্বৃত্ত হইল, তাহাতে তোমার কোন অপরাধ নাই। আর তুমি যে বলিতেছ তোমার আজীবন পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার সকল ব্যর্থ হইয়াছে, তাহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। বিধাতা মুসলমানদিগকে ভারতে আনিয়া তাহাদের উপর ভারতের ভার অর্পণ করিলেন। ইসলামের যে মহৎভাব তাহা হিন্দুজাতিকে শিক্ষা দিয়া এই অধঃপতিত জাতিকে উন্নত করিবার

জন্য তিনি মুসলমানকে এ দেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই ধর্ম্মে জাতিভেদ নাই। এক মহান্ ঈশ্বরের পূজাই প্রকৃত ধর্ম্ম। ইসলামের এই সমস্ত মহৎভাব হিন্দু সমাজের শোণিতপ্রবাহে সঞ্চারিত করিয়া জাতি ও বর্ণভেদ প্রপীড়িত এবং পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন এই প্রাচীন হিন্দুজাতির উন্নতি সাধন করিবে ও অন্যদিকে হিন্দুদিগের ঈশ্বরপ্রেম ও ভক্তি, তাহাদিগের চরিত্রের স্নিগ্ধতা ও মাধুর্য্য প্রভৃতি মহৎগুণ সকল লাভ করিয়া নিজেরা উপকৃত হইবে, এই আদান প্রদানের জন্যই মঙ্গলময় বিধাতা মুসলমানের জয়পতাকা ভারত-বক্ষে উড্ডীন হইবার সুযোগ প্রদান করিলেন, কিন্তু মুসলমান তাহা ভুলিয়া গিয়া বলপ্রয়োগে হিন্দুদিগের বক্ষে শেল বিদ্ধ করিয়া আপনার ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করিতেছে, ইহাতেই আরংজেবের পতন অনিবার্য্য। মহামতি আকবরের কার্য্যপ্রণালী চিন্তা করিয়া দেখ। যদিও তিনি বিশ্বাসী মুসলমান ছিলেন, তথাপি হিন্দুদিগের সহিত সখ্য স্থাপনের জন্য তিনি কি না করিয়াছেন? তাঁহার প্রধান সেনাপতি, প্রধান রাজস্ব সচিব প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের অনেকেই হিন্দু। সভার মধ্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে আহ্বান করিয়া হিন্দুধর্ম্মের উচ্চতত্ত্বের সংবাদ লইতেন। তিনি জানিতেন এই যে প্রাচীন হিন্দুজাতি ইহাদের একটা গৌরবময় ইতিহাস আছে, ইহাদের ঋষি মহর্ষিগণ বৃথা গভীর তপস্যায় আপনাদের সমস্ত জীবন যাপন করেন নাই। শিক্ষালাভ করিবার অনেক বিষয় ইহাদের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। হিন্দুদিগের সহিত প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য তিনি হিন্দুকন্যাকে বিবাহ করিয়া মুসলমান বেগমের ন্যায় সম্মান ও মর্য্যাদার সহিত তাঁহাদের সহিত ব্যবহার করিয়াছেন। এই উদারতা ও মহৎভাবের জন্য আকবর এত বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আর সম্রাট আরংজেব তাঁহারই বংশধর

হইয়া বিপরীত পথ অবলম্বন করাতে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিতেছেন না। বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও তিনি দাক্ষিণাত্য এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে নিজ শাসনে রাখিতে সক্ষম হইলেন না। আরংজেবের ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মোৎসাহ অত্যন্ত প্রশংসনীয়, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের কাহারও মধ্যে এই ভাব দেখা যায় না, কিন্তু কেবল উৎসাহ থাকিলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না, বুদ্ধি ও প্রেমের দ্বারা কার্য্য পরিচালন আবশ্যক। তিনি মনে করিলেন হিন্দু দেবমন্দির চূর্ণ করিয়া তাহাদের অন্তরে মহান্ ঈশ্বরের পূজার মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, তাহাদিগকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার সহিত ব্যবহার করিলে জাতিভেদের কদর্য্যভাব তাহাদের হৃদয় হইতে বিদূরিত হইবে, হিন্দু রমণীকুলকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া অন্তঃপুরে তাহাদিগকে দাসীর কার্য্যে নিযুক্ত করিলে বিজেতাগণের বলবীর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। এইরূপ ভ্রমে পতিত হওয়াতে আরংজেবের উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও তাঁহার সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হইয়া যাইতেছে, ইসলামের মহৎভাব হিন্দুসমাজ গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। তুমি দেখিবে অচিরে এই মহা প্রতাপশালী সাম্রাজ্যের অত্যুচ্চ অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইবে।"

রামদাস একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন "ভূমিসাৎ হইবে কেন বলিতেছি, তুমিই তো এই সাম্রাজ্যের সকল গৌরব চূর্ণ করিতে আরম্ভ করিয়াছ। কোথায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি দিল্লীশ্বর আরংজেব, আর কোথায় তুমি দাক্ষিণাত্যের এক জায়গীরদারের পুত্র। তোমার উত্থানে বাধা দিবার জন্য দিল্লীর অর্থাগার শূন্যপ্রায়; সায়েস্তা খাঁ, জয়সিংহ, যশোবন্ত সিংহ, বাহাদুর খাঁ, দিলির খাঁ প্রভৃতি মহাবীরগণের জগদ্বিখ্যাত শৌর্য্যবীর্য্য লাঞ্ছিত; সম্রাট আরংজেবের শয়নশয্যা কণ্টকাকীর্ণ! ইহার কারণ কি? তুমি সেই বিশ্ববিধাতার

শক্তিলাভ করিয়া এইপ্রকার দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছ। প্রাচীন হিন্দু সমাজের জীর্ণ শরীরে নূতন শোণিত সঞ্চার করিবার জন্য বিধাতা তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। নিরাশার গভীর অন্ধকারে পতিত হিন্দুজাতির প্রাণে নব আকাঙ্ক্ষার আলোক প্রজ্বলিত করিবার জন্য তোমার এস্থানে আগমন। হিন্দু-স্বরাজ্য স্থাপনের জন্য মহারাষ্ট্রে তোমার জন্ম। * তোমার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য তুমি সাধন করিয়াছ। রাজা হইয়া তুমি ধনৈশ্বর্য্য সম্ভোগ করিবে অথবা তোমার বংশধরদিগকে তোমার সিংহাসনে বসাইয়া তাহাদের ভোগ-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পন্ন করিবে, এজন্য বিধাতা তোমাকে এই আশ্চর্য্য শক্তি প্রদান করিয়া মহারাষ্ট্র-বক্ষে হিন্দু স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিতে সক্ষম করেন নাই। তুমি যে দৃষ্টান্ত দেখাইলে তাহাতে ভারতসন্তান যুগ যুগান্তর ধরিয়া আশান্বিত হইবে এবং স্বাধীনতারূপ মানব জীবনের অমূল্য ভূষণ লাভ করিয়া জগতে ধন্য হইবে। তোমার জীবন ধন্য হইয়াছে, তোমার কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে, অতএব এক্ষণে হৃদয়ের অবসাদ দূর করিয়া যাহাতে তুমি এখনও তোমার অবশিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পার তাহার জন্য যত্নশীল হও।"

মহাতাপস রামদাসের সান্ত্বনা বাক্যে শিবাজীর হৃদয়ের অশান্তি দূর হইল, তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন। শম্ভুজীর দুর্ব্যবহার ও অন্তঃপুরের

* স্বয়ং আরংজীবও ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন :—

'He was,' he (Aurangzib) said "a great captain, and the only one who has had the magnanimity to raise a new kingdom, while I have been endeavouring to destroy the ancient sovereignities of India. My armies have been employed against him for seventeen years ; and nevertheless, his state has been always increasing. [Orme's Historical fragments]

রাজ্ঞীদিগের সপত্নী বিরোধের হলাহল জনিত অন্তরের ক্লেশ এবং কর্ম্মচারী গণের হিংসা ও বিবাদ হইতে সমুত্থিত হৃদয়ের দারুণ উত্তাপ * আজন্ম সন্ন্যাসী রামদাসের অমৃত-নিস্যন্দিনী মধুর বাক্যে রাজার হৃদয় হইতে বিদূরিত হইল। তিনি তাঁহার চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি বুঝিতেছি আমার এখানকার জীবন শেষ হইয়া আসিয়াছে। এখানে আর আপনার চরণ পূজা করিবার সুযোগ পাইব না, কিন্তু পরকালেও কি দাস এই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে?" গুরু উত্তর করিলেন "বৎস, আত্মা অবিনাশী, যতদিন আমরা বিধাতার ইচ্ছাতে এখানে থাকিব, ততদিন তাঁহারই ইচ্ছা আমাদিগকে প্রতিপালন করিতে হইবে। আমরা মোহে পতিত হইয়া এখানে আপনাদিগকে কর্ত্তা মনে করিয়া সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হই। যে পর্য্যন্ত না দিব্যজ্ঞান ও সাধনার দ্বারা আমাদের এই বন্ধন ছিন্ন হয়, ততদিন আত্মা অবিনাশী হইলেও এই কর্ম্মবন্ধনের ফল ভোগ করিতে হয়। কিন্তু যে পুণ্যাত্মাগণ সংসারের সকল কার্য্যে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব দর্শন করিয়া সকল কর্ম্মফল তাঁহাকে অর্পণ করিতে সক্ষম হয়েন, তাঁহারা কর্ম্মের দ্বারা মুক্ত হইয়া থাকেন। যতদিন পর্য্যন্ত বন্ধন, ততদিন আত্মাতে আত্মাতে প্রকৃত মিলন সম্ভব নয়, অতএব তুমি এখনও এই ভাবে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাক। বিধাতা কাহাকে অগ্রে আহ্বান করিবেন জানি না। কিন্তু ইহা স্থির নিশ্চয় যে, যে-পর্য্যন্ত না মোহের আবরণ বিদূরিত হয় সে পর্য্যন্ত আমাদের পর জীবনে মিলনের কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা চিরকাল তাঁহার আরাধনা দ্বারা পুণ্য অর্জ্জন করিব, পুণ্য ব্যতীত জাতীয় এবং

* There was mutual jealousy and discord among the old ministers of the state, specially between Moro Trimbak the premier and Annaji Dutto the viceroy of the west, [sircar's shivaji]

ব্যক্তিগত জীবনে মুক্তির কোন সম্ভাবনা নাই। তুমি যেমন আমার সহিত পরকালে মিলনের আকাঙ্ক্ষা কর, আমি কি তেমনি তোমার সহিত মিলনের কামনা করি না? তোমার মত শিষ্যের গৌরবে গুরু গৌরবান্বিত হয়েন, এক্ষণে তোমার মত শিষ্য বড়ই দুর্লভ। তোমাকে লইয়া আমার তপস্যা সিদ্ধ হইয়াছে। আমার সন্ন্যাস সংসার পরিত্যাগ করিয়া নহে, কিন্তু সকল সংসারকে গ্রহণ করিয়া। তোমার ভিতরে আমার তপস্যা মূর্ত্তিমান। আমি ও এক্ষণে আনন্দের সহিত স্বদেশে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। আমাদের আত্মার মিলনের মধ্যে দেশ-কাল কোন ব্যবধান সৃষ্টি করিতে পারে না। যতক্ষণ জড়দেহে অবস্থান করিতে হইতেছে, ততক্ষণই দেশ কালের ব্যবধান, কিন্তু এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া যখন অনন্ত চৈতন্যময় রাজ্যে বিহার করিতে সক্ষম হইব, তখন আমাদের এই মধুর সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত মিলন অবিচ্ছিন্ন মিলনে পরিণত হইবে। ধন্য তুমি এবং ধন্য আমি, কারণ তোমার মত শিষ্য লাভ করিয়াছি। আমি এক্ষণে বিদায় হইলাম।” এই বলিয়া রামদাস শিবাজীকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। *

* শিবাজী ও রামদাস সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন লিখিয়াছেন :— "শিবাজী ও রামদাস উভয়ই দেশভক্ত। উভয়েরই জীবনের আদর্শ এক। সুতরাং পন্থা বিভিন্ন হইলে ও তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক। রামদাসকে বড় করিবার জন্য শিবাজীকে ছোট করিবার প্রয়োজন নাই। অপর পক্ষে শিবাজীকেও বড় করিবার জন্য রামদাসকে ছোট করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা উভয়ই স্বাধীনভাবে দেশ মাতৃকার সেবা আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই ব্রতই তাঁহাদিগকে জীবনের মধ্যপথে মিলিত করিয়াছিল। শিবাজীর ভক্তি ও রামদাসের স্নেহ তাঁহাদের জীবনের ব্রত উদ্‌যাপনে পরস্পরের সহায়তা করিয়াছে। এইটুকু বলিলেই বোধ হয় রামদাসের নিকট শিবাজীর ও শিবাজীর নিকট রামদাসের ঋণের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া হইল। শিবাজীর মৃত্যুর এক বৎসর পরে স্বামী রামদাস দেহত্যাগ করেন।"

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

একটি একটি করিয়া দিন গত হইতে লাগিল। শিবাজী পুনরায় শান্তচিত্তে রাজকার্য্য নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এক্ষণে দিবসের অধিকাংশকাল জপতপে এবং দুঃখীদিগকে অর্থদানে ও বিপন্নদিগকে সাহায্য দানে যাপন করেন। অবশেষে ১৬৮০ অব্দের ২৪ শে মার্চ্চ তারিখে জ্বরাতিসার রোগে আক্রান্ত হয়েন। ক্রমে রোগ ভীষণ আকার ধারণ করিল। পদগ্রন্থিসমূহ স্ফীত হইল, আর উত্থানের শক্তি নাই। শরীর ক্রমশঃই অবসন্ন হইয়া আসিল। বুঝিলেন মহাপ্রয়াণের আর বিলম্ব নাই। তাঁহার কর্ম্মচারীগণ, আত্মীয়-স্বজনগণ রাজভক্ত প্রজাগণ সর্ব্বদাই ভগবচ্চরণে তাঁহার ব্যাধিমুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শিবাজী মধ্যে মধ্যে কর্ম্মচারীগণকে নিকটে আহ্বান করিয়া রাজ্যরক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে বহুমূল্য উপদেশ প্রদান করিতেন। সম্ভুজী ও রাজারাম যাহাতে হিংসা বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া তিনি যে স্বরাজ্য স্থাপন করিয়াছেন, তাহার স্থিতি ও উন্নতি সাধন করিতে পারেন, যে বিষয়ে অনেক সৎপরামর্শ প্রদান করিতেন। আত্মীয় স্বজনকে শোকার্ত্ত দেখিয়া মানবাত্মা যে অমর ও অবিনাশী তাহা বুঝাইতে লাগিলেন। ক্রমেই শরীর দুর্ব্বল ও হস্তপদাদি অবশ হইতে লাগিল। অবশেষে সেই নিদারুণ ৫ই এপ্রিলের রবিবার উপস্থিত হইল। চৈত্রমাস, পূর্ণিমা তিথি, বসন্ত পবনের মৃদু মন্দ হিল্লোল বৃক্ষপত্র স্পর্শ করিয়া পত্র সকলের কর্ণে গোপনে কি নিদারুণ সংবাদ দিয়া গেল! উচ্চ বৃক্ষশাখাতে অরণ্য কপোত কপোতীগণ করুণ সঙ্গীতে সকলের প্রাণ বিষণ্ণ করিয়া তুলিল; রাজার রোগ-মুক্তির জন্য দেবালয় হইতে উত্থিত স্তব স্তুতি-সমন্বিত কণ্ঠধ্বনি, সকলের

প্রাণকে কি এক দুঃখপূর্ণ অজ্ঞাত ভাবে আকুল করিয়া তুলিল। মহাবীর শিবাজী ধ্যাননিমিলীত নেত্রে মহাপ্রয়াণের মুহূর্ত্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে রামদাস স্বামী দুই প্রহরের প্রখর রৌদ্রকিরণে আরক্ত বদনে ধূলি-ধূসরিত চরণে গৃহে প্রবেশ করিলেন। মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে উপবিষ্ট অমাত্য, আত্মীয় বর্গের কাহারও মুখে কোন শব্দ নাই, গৃহ গভীর অমানিশার নিস্তব্ধতার মত নিস্তব্ধ, এমন সময়ে রামদাস ডাকিলেন 'শিব্বা'। সেই চিরপরিচিত মধুর স্নেহপূর্ণ স্বর শ্রবণ করিয়া শিবাজী একবার নয়ন উন্মীলন করিলেন, বদনে ক্ষণপ্রভার ন্যায় সেই স্নিগ্ধহাস্যের জ্যোতি প্রকাশিত হইল, ঈষৎ মস্তক সঞ্চালনের দ্বারা গুরুর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন এবং অবশেষে এ পৃথিবীর শেষ নিঃশ্বাস গ্রহণ করিয়া অমরধামে প্রস্থান করিলেন!

রামদাস বাষ্পকুলিত কণ্ঠে বলিলেন "প্রাণের শিব্বা, যাও, তোমার নিজ কর্ম্মার্জ্জিত পরমধামে যাও। সেখানে তোমার জন্য মহাবীর পৃথ্বীরাজ এবং প্রতাপ অপেক্ষা করিতেছেন, ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জ্জুন প্রভৃতি বীরধামের অধিবাসীগণ পুষ্পমাল্য হস্তে করিয়া তোমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন। তোমার জন্ম ধন্য! এই ভারতভূমি ধন্য! তুমি লুপ্তবীর্য্য হিন্দুস্থানে আজীবন কঠোর তপস্যার দ্বারা ইহাই দেখাইলে যে এখনও হিন্দুজাতির শক্তি লুপ্ত হয় নাই, এখন ও মহারাজ্য স্থাপন ও রক্ষণের শক্তি হিন্দুদিগের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। * বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণকে

---

* He has proved by his example that the Hindu race can build a nation, found a state, defeat enemies; they can conduct their own defence; they can promote and protect literature and art, commerce and industry; they can maintain navies and ocean-trading fleets of their own and conduct naval battle on equal terms with foreigners. He has proved that

প্রেম ও উদারতার সহিত প্রতিপালন করিয়া মহাপ্রাণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছ! আর

"পালি হিন্দু মুসলমানে বুঝায়েছ তুমি
স্বধর্ম্মানুরাগ নহে পরধর্ম্মদ্বেষ। *
ছিলে রাজা কিন্তু দীন; সংসারী সন্ন্যাসী;

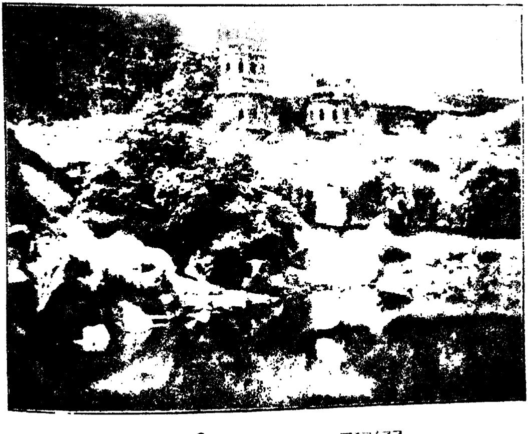
Hindu race can still produce not only majumdars (non-commissioned officers) and chitnises (clerks) but also rulers of men diplomatists, generals and ministers and even a chatrapati king [prof. J. N. Sircir]

* He was mild and merciful, and although a bigoted worshipper of Brahma, he scorned to retaliate on the moslems, the cruel persecution which they had inflicted on the followers of his faith [The conquerors, warriors and Statesmen of India.]

যে কাফি খাঁ শিবাজীকে শয়তানের অবতার বলিয়াছিলেন তিনি ও বাধ্য হইয়া স্বীকার করিয়াছেন "Shiva guarded the honour of the peasants of his own dominion, and abstained from every kind of wicked act except rebellion (against the Emperor) and plundering caravan. He strictly orderd his men to respect the honour of women and families and queens which they might capture. Any one violating the order was punished. Shivaji's religious policy was very liberal. He respected the holy places of all creeds in his raids and made endowments for Hindu temples and muslim saints, tombs and mosques alike. •He not only granted pensions to Brahman scholars versed in the Vedas, Astronomers, Anchorites, but also built hermitages and provided subsistence at his own cost for the holy men of Islam. [Prof. J. N. Sircir.]



রায়গড়স্থিত শিবাজীর চিতাভূমি



[illegible] দেবালয় ও সরোবর

কর্ম্মী কর্ম্মফলত্যাগী। কুলিশ কঠোর;
কুসুম কোমল; যুগ অবতার রূপী। *
মাতা, মাতৃভূমি, ইষ্টদেবীর সেবার
অর্জ্জিলে যে পুণ্য, কাল করি' পরাজয়,
গ্লানি, অপবাদ, জাতিদ্বেষ-সমুদ্ভূত
করি' নিরাকৃত, তাহা ভারত-আকাশে
তরুণ তপন সম ছড়াইবে ভাতি;
জাগিবে তোমার নামে সুপ্ত হিন্দু জাতি।" †

আমরা এতক্ষণ যে মহাবীরের চরিত্র ও জীবনী আলোচনা করিলাম তাহা হইতে আমরা দেখিয়াছি তাঁহার নৈতিক জীবন কত উন্নত ছিল। তিনি পিতৃভক্ত পুত্র, স্নেহশীল পিতা এবং প্রেমিক পতি ছিলেন। যদিও তৎকাল প্রচলিত সামাজিক প্রথা অনুসারে তিনি বহুপত্নী গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্য সাধন সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বদাই যত্নশীল ছিলেন। বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মে তাঁহার নিষ্ঠা ছিল। এই প্রকৃতি-সুলভ ধর্ম্মনিষ্ঠার সহিত তাঁহার মাতার ধর্ম্মোপদেশ মিলিত হইয়া চিরকাল

* এ 'অবতার', অবতারবাদীর পূর্ণব্রহ্মের পূর্ণ প্রকাশ নয় কিন্তু তাঁহার অংশ প্রকাশ বটে। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের "অবতারাহ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধে র্দ্বিজাঃ" শ্লোকানুমোদিত অবতার। পৃথিবীতে যখন নানাপ্রকার অত্যাচার, অধর্ম্ম প্রভৃতির অভ্যুত্থান হয়, তখন ধর্ম্মাবহ বিশ্বনিয়ন্তার মঙ্গল বিধানে এরূপ মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, যাঁহারা সেই সমস্ত অত্যাচার ও অধর্ম্ম হইতে মানবসমাজকে রক্ষা করিয়া থাকেন। পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। শিবাজী ও এই প্রকার অত্যাচার ও অধর্ম্ম হইতে আপনার দেশকে যে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চেষ্টাও যে অনেক পরিমাণে সফলতা লাভ করিয়াছিল, তাহা আমরা বোধ হয় এই পুস্তক হইতে বুঝিতে পারিতেছি।

† যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত 'শিবাজী'।

তাঁহাকে পাপ হইতে রক্ষা করিয়াছে, সাধুদিগের সহিত সহবাসে অনুরাগী করিয়াছে এবং ধর্ম্মসঙ্গীত, সংকীর্ত্তন বা ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ শ্রবণে চিরকাল তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। তুকারামের কথকতা শুনিতে তিনি এতই ভালবাসিতেন যে অনেক সময় জীবনকে বিপদাপন্ন করিয়াও তাঁহার কথকতা শ্রবণ করিতে গিয়াছেন। ধর্ম্ম তাঁহাকে ধর্ম্মান্ধ করে নাই, কিন্তু তাঁহাকে সকল ধর্ম্মের লোকের প্রতি প্রেমিক ও উদার করিয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সম্মান ও নৈতিক চরিত্র রক্ষা তাঁহার সৈন্যগণের মধ্যে সেকালে এরূপ অক্ষুণ্ণভাবে বিদ্যমান ছিল যে বিংশ শতাব্দীর উচ্চজ্ঞান ও সভ্যতার যুগে যুদ্ধক্ষেত্রে এ প্রকার উচ্চনীতি কোন জাতির মধ্যে দৃষ্ট হয় না। এমন কি মুসলমান ঐতিহাসিক কাফি খাঁও ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

তিনি অতি অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সমস্ত কার্য্য আমরা সমর্থন করিতে পারি না বটে, কিন্তু তথাপি তাঁহার নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠাতে অত্যন্ত গৌরবের সহিত লিপিবদ্ধ হইয়া চিরকাল বর্ত্তমান থাকার যে দাবী তাহা অস্বীকার করিতে পারি না।* কয়েকজন অসভ্য মাবলাকে লইয়া সৈন্যদল গঠন, সকল প্রকার প্রাকৃতিক প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম, চতুর্দ্দিকে প্রবল মুসলমান শক্তির বর্ত্তমানতাও সকলের সহিত বিরোধের মধ্যেও শক্তি অর্জ্জন, একের পর অন্য এক শত্রুকে আক্রমণ ও রক্ষা, নানাপ্রকার বিপদের মধ্যে আত্মরক্ষা, শত্রু-আক্রমণ বা নিজের সৈন্যকে রক্ষার জন্য পলায়নের মধ্যে বুদ্ধি-চাতুর্য্য, শত্রুদিগের সহিত সন্ধি-স্থাপন, ধীরে ধীরে বিশাল ও অজেয় সৈন্যদল গঠন, রণতরী ও বাণিজ্যপোত নির্ম্মাণ করিয়া মহাসমুদ্রে গমনাগমন ও বাণিজ্য বিস্তার, একাকী সমস্ত দাক্ষিণাত্যে অপরাজিত শক্তি দ্বারা প্রকাণ্ড রাজ্য সংস্থাপন—এ সমস্ত আমরা যখন চিন্তা

---

* পরিশিষ্ট (চ) দেখ।

করি তখন মারাট্টাগণ যে তাঁহাকে শিবের অবতার বলিয়া তাঁহার পূজা করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই দেখা যায় না।

জাতীয় জীবন-সংগঠনে তাঁহার যে আশ্চর্য্য শক্তি ছিল, তাহা তাঁহার চিরশত্রু আরংজেব পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কেবল কয়েকজন শত্রু হত্যা, প্রজাদিগের মধ্যে বিদ্রোহের সৃষ্টি বা রাজার সহিত সকল সম্বন্ধ রহিত করিতে সক্ষম হইলেই যে জাতীয়-জীবনের ভিত্তিভূমি স্থাপিত হইবে তাহা মনে করা অত্যন্ত ভ্রম। জাতীয়-জীবন গঠন একটি অভাবাত্মক ব্যাপার নহে। ইহাতে কিছু করিতে হয়, যাহা ছিল না তাহা সম্ভবপর করার প্রয়োজন হয়। জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রথম উপাদান আপনার সেই মন্ত্রে দীক্ষা ও তৎসঙ্গে একই মন্ত্রে দীক্ষিত কয়েকজন ত্যাগী ব্যক্তির সংহতি। এ কেবল ক্ষণস্থায়ী ভাবের উচ্ছ্বাস নয়, অথবা বিকারগ্রস্ত রোগীর মধ্যে মধ্যে হস্তপদাদি প্রবলবেগে সঞ্চালন নয় কিন্তু ইহা চিরজীবনের সাধন-মন্ত্র, যাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে স্বামী রামদাসের উপদেশপূর্ণ ভাষায় বলিতে হয় :—

গৈরিক রঞ্জিত রবে পতাকা তোমার ;
হেরিবে যখন, তব পড়িবে স্মরণে
এ রাজ্য ভোগীর নয় যোগী সন্ন্যাসীর।

শিবাজী প্রথম বয়সে দেখিলেন তাঁহার সাধনের সহায় কেহই নাই, কিন্তু সকলেই বিপক্ষ। অসভ্য পর্ব্বতবাসী মাবলাদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন, তাহাদের সহিত একপ্রাণতার মহাযোগে যুক্ত হইলেন, যাহার মধ্যে যে শক্তি লুক্কায়িত ছিল তাহাকে জাগ্রত করিবার বন্দোবস্ত করিলেন এবং সেই সমস্ত অধঃপতিত ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতে তানাজী মালসুরের ন্যায় মহাবীর বাহির করিলেন। মারাট্টাগণ কৃষিকার্য্য বা চাকুরী গ্রহণ করিয়া চিরকাল জীবনযাপন করিত। এমন কি সাহাজী

যদিও অনেক অর্থ ও সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন এবং তাঁহার মধ্যে শৌর্য্য ও বীর্য্য ছিল, তথাপি তিনি কোনদিন মারাট্টাগণকে জাতীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া যে স্বরাজ্য স্থাপন করিবেন এ প্রকার সঙ্কল্পের পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হই নাই। শিবাজী সেই মারাট্টাগণকে কি আশ্চর্য্য মন্ত্রবলে একপ্রাণ করিয়া তুলিলেন, কি এক মহাজাগরণের উদ্দীপনাতে উদ্বুদ্ধ করিলেন, যে তাহাদেরই মধ্য হইতে প্রতাপ রাও এবং হাম্বীর রাওর ন্যায় মহাযোদ্ধা, পেশোয়া মোরো পন্থ ও অন্নাজী দত্তের ন্যায় বুদ্ধিমান এবং চতুর রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি বাহির হইলেন।

দাক্ষিণাত্যের মুসলমান শক্তির দুর্ব্বলতা, তাঁহার সফলতা লাভ করার পক্ষে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার মধ্যে জাতীয়-জীবন গঠনের উপাদান যদি না থাকিত, তবে তিনি আপনার এই প্রবল ও বিশাল রাজ্য স্থাপন করিতে কখন সমর্থ হইতেন না।* তিনি রাজকার্য্য পরিচালনের জন্য কখনও বিদেশীয়দের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। তিনি অশিক্ষিত ছিলেন। সুতরাং রাজ্যস্থাপন, রাজ্যশাসন প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থাদির দ্বারা কোন সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন নাই। বাল্যকালে এ সম্বন্ধে তাঁহার কোন শিক্ষা-গুরু ছিল না। দাদোজী কোণ্ডদেব একজন সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি রাজস্ব আদায় বা হিসাব পরিদর্শন কার্য্য সম্বন্ধে শিবাজীকে উপদেশ দিতেন, কিন্তু সামরিক বা রাষ্ট্রীয় নীতি সম্বন্ধে কোন প্রকার উপদেশ প্রদান করেন নাই। কিন্তু শিবাজীর মধ্যে এমন এক শক্তি ছিল যাহা দ্বারা তিনি একাকী কাহারও সাহায্য ব্যতীত এক বিশাল

* But his success sprang from a higher source than the incompetence of his enemies. I regard him as the last great constructive genius and nation-builder that the Hindu race has produced. [Prof. J. N. Sircir's Shivaji]

রাজ্য, দুর্জ্জয় সৈন্যদল এবং শাসনপ্রণালী স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বিজাপুর এবং মোগল রাজশক্তির সহিত সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া তিনি দেশবাসীগণকে শিক্ষা দিয়াছেন যে হিন্দুগণ স্বাধীনভাবে যুদ্ধের কার্য্য পরিচালন করিতে সক্ষম। তৎপরে রাজ্যস্থাপন করিয়া তিনি শিক্ষা দিলেন রাজ্যের সকল বিভাগে হিন্দুগণ এখনও সফলতার সহিত কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ। শিবাজী নিজের দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে হিন্দুগণ জাতীয় জীবন গঠন, শত্রুদিগকে পরাজয়, সাহিত্য, শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি, সমুদ্রগামী প্রকাণ্ড পোত সমূহ নির্ম্মাণ ও পরিচালন, করিতে এখনও সক্ষম। তিনি আমাদিগকে এই শিক্ষা প্রদান করিতেছেন যে ভারতের শক্তি নানাকারণে আবর্জ্জনার দ্বারা আবৃত থাকিলেও উপযুক্ত শিক্ষা, আলোক, স্বার্থত্যাগের স্পৃহা, নৈতিক চরিত্র ও প্রকৃত নেতা লাভ করিলে প্রবল ঝটিকার দ্বারা অপসারিত ভস্মস্তূপ হইতে প্রকাশিত বহ্নির ন্যায় জগতের চক্ষুকে ঝলসিত করিয়া সেই শক্তি পুনরায় ভারতাকাশে দীপ্তি পাইবে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

আমরা এই পরিচ্ছেদে শিবাজীর রাজ্য, তাঁহার শাসনপ্রণালী ও ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (Institutions) উল্লেখ করিব। শিবাজীর মৃত্যুর সময়ে তাঁহার রাজ্য এই চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। উত্তরে রামনগর দক্ষিণে বোম্বাইয়ের মধ্যস্থিত গোদাবরী পর্য্যন্ত, পূর্ব্বে বাগলানা হইতে আরম্ভ করিয়া সেতারা এবং কোলাপুরের অধিকাংশ স্থান। এই বিস্তৃত প্রদেশে তিনি স্বরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ জীবনে পশ্চিম কর্ণাটক প্রদেশের বেলগাঁও হইতে তুঙ্গাভদ্র নদীর তীর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। এই ভূখণ্ডকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া উত্তর খণ্ড মোরো ত্রিম্ব্যক পিঙ্গলে দক্ষিণ অংশ অন্নাজী দত্ত এবং দক্ষিণ পূর্ব্ব ভাগ দত্তজী পন্থের শাসনাধীনে রাখেন। ইহা ব্যতীত আরও অনেক স্থান ছিল যেখানে রীতিমত শাসনকার্য্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। কোন কোন স্থান হইতে তিনি চৌথ বা এক চতুর্থাংশ রাজস্ব আদায় করিতেন। এই সকল স্থান মারাট্টাগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইত বটে, কিন্তু কোন বিদেশী শত্রু আগমন করিলে তাহাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার দায়ীত্ব শিবাজী গ্রহণ করেন নাই, কারণ তাহারা তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিত না। তাঁহার রাজত্বের মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ২৪০টি দুর্গ ছিল। ইহাদের মধ্যে ৭৯টি মহীশুর এবং মান্দ্রাজ অঞ্চলে বর্ত্তমান ছিল।

তাঁহার রাজস্ব সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। আমরা এ সম্বন্ধে কোন কোন পুস্তকে দেখিতে পাই যে তাঁহার রাজস্ব হিসাবে এক কোটি হন্ এবং চৌথ হিসাবে ৮০ লক্ষ হন আদায় হইত। সুতরাং একত্রে তাঁহার বাৎসরিক

প্রায় ৯ কোটি টাকা আদায় হইত। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার ধনাগারে নানাপ্রকারের মুদ্রা, স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তাদি সঞ্চিত ছিল।*

তাঁহার সৈন্যদল নিম্নলিখিত ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। প্রথমে দুই শ্রেণীর অশ্বারোহী লইয়া তিনি কার্য্য আরম্ভ করেন। এক শ্রেণীকে পাগা বলা হইত যাহাদিগের সকল ব্যয় তিনি নির্ব্বাহ করিতেন, অন্য এক শ্রেণীর নাম সিলাদার ছিল। ইহারা আপনাদিগের সাজ সজ্জা এবং অস্ত্রাদির ব্যয় নিজেরা বহন করিত। শিবাজীর নিকট হইতে মাসিক বেতন স্বরূপ তাহারা কিছু প্রাপ্ত হইত। প্রথমে তাঁহার ১২০০ পাগা ও ২০০০ সিলাদার হইল। জাবলি অধিকারের পর ৭০০০ পাগা, ৩০০০ সিলাদার ও ১০০০০ মাবলা পদাতিক হইল। এই সময়ে বিজাপুর হইতে ৭০০০ পাঠান সৈন্য আসিয়া তাঁহার কার্য্য গ্রহণ করে। আফজল খাঁর হত্যার পর ৭০০০ পাগা, ৮০০০ সিলাদার ও ১২০০০ পদাতিক লইয়া সৈন্যদল গঠিত হয়। তাঁহার মৃত্যুর সময় ৪৫০০০ পাগা, ৬০০০০ শিলাদার এবং একলক্ষ মাবলা পদাতিক, সামরিক বিভাগে কার্য্য করিত। ত্রিশ চল্লিশ সহস্র সৈন্য সর্ব্বদা তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল (regular army) এবং প্রয়োজন হইলে ৮০ হাজার সৈন্য তিনি সংগ্রহ করিতে পারিতেন। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর সৈন্যদল তাঁহারই প্রজা ছিল, রাজার প্রয়োজন হইলে তাহারা রাজাকে সাহায্য করিত। সিলাদারের সংখ্যা, অবস্থা অনুযায়ী হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইত। প্রথম অবস্থাতে কোন কোন সর্দ্দার (chief) লুণ্ঠনের সময় তাহাদের সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইত এবং তাহারাও লুণ্ঠনের অংশ প্রাপ্ত হইত। কিন্তু পরে শিবাজী এইপ্রকার সৈন্য আর গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার ১২৬০ হস্তী, ৩০০০ উষ্ট্র

* পরিশিষ্ট (গ) দেখ।

এবং ২০০ কামান ছিল। ইহারা যুদ্ধের সময় তাঁহার সঙ্গে থাকিত। এতদ্ব্যতীত দুর্গ রক্ষার জন্য আরও অনেক কামান ছিল এবং প্রত্যেক কামানের জন্য কয়েকটী হস্তী ও কয়েকজন সৈন্য ছিল।

শিবাজী বাল্যকালে মাবলাদিগের সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া ও আমোদ করিতেন। প্রয়োজন হইলে তাহাদিগকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করিতেন এবং এইরূপে মাবলাগণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। স্বাধীনতার ভাব যখন তাঁহার মনে জাগ্রত হইল, তখন মাবলাদিগকে লইয়া তিনি সৈন্যদল গঠন করেন। পরে যখন দুর্গ অধিকার করিতে লাগিলেন, এই সকল দুর্গ তখন চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান সমূহ অধিকার করিবার পক্ষে তাঁহার সহায়তা করিত এবং লুণ্ঠনের দ্রব্যাদি এই সকল দুর্গে রক্ষিত হইত। ঘাটমাটা (Ghautmahta) ও কঙ্কন হইতে তিনি পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রথম স্থানের অধিবাসীদিগকে মাবলা এবং দ্বিতীয় স্থানের অধিবাসীদিগকে হেটকুরি বলা হইত। এই সকল সৈন্য নিজেদের অস্ত্র সংগ্রহ করিত কিন্তু রাজকোষ হইতে তাহাদিগকে গোলা, বারুদ ও বন্দুক দেওয়া হইত। তাহারা সাধারণতঃ ঢাল, তরবারি ও বন্দুক লইয়া যুদ্ধ করিত। প্রত্যেক দশজনের মধ্যে একজন সৈন্য তীর ও ধনুক লইয়া যুদ্ধ করিত। হেটুকরীগণ বিখ্যাত তীরন্দাজ ছিল বটে কিন্তু তরবারি লইয়া সম্মুখযুদ্ধে কখন তাহারা অগ্রসর হইত না। মারাট্টাগণ এই প্রকার সম্মুখ যুদ্ধে অত্যন্ত নিপুণ ছিল। ইহারা উভয়েই পর্ব্বতে উঠিতে এত নিপুণ ছিল যে অন্যদেশের অধিবাসীগণ সেই প্রকারে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে চেষ্টা করিলে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার সম্ভাবনাই অধিক ছিল। প্রত্যেক দশ জন সৈন্যের উপর একজন নায়ক ছিল এবং প্রত্যেক ৫০ জনের উপর একজন হাবিলদার থাকিত। একশত সৈন্যের উপর যাহারা কর্ত্তৃত্ব করিত তাহাদিগকে জুমলাদার এবং এক

সহস্রের উপর যাহাদের শাসন ছিল, তাহাদিগকে একহাজারি বলা হইত।

মারাট্টা অশ্বারোহীগণ হাঁটু পর্য্যন্ত এক প্রকার ছোট পাজামা, মস্তকে পাগড়ী, কার্পাস পূর্ণ ছোট জামা এবং কোমরে একখণ্ড বস্ত্র পরিধান করিত। এই বস্ত্র খণ্ডে তরবারি বন্ধন করিয়া রাখিত। প্রত্যেক অশ্বারোহী তরবারি, ঢাল, এবং বর্শা ব্যবহার করিত। বর্শাক্ষেপণে এবং অশ্বচালনে মারাট্টাগণ অত্যন্ত নৈপুণ্য প্রদর্শন করিত। কোন কোন অশ্বারোহী ধনুকও ব্যবহার করিতে পারিত। প্রত্যেক ২৫ জন অশ্বারোহীর উপরে একজন হাবিলদার, প্রত্যেক ১২৫ জনের উপর একজন জুমলাদার এবং পাঁচজন জুমলাদারের উপর একজন সুবাদার থাকিত। প্রত্যেক সুবার একজন হিসাব রক্ষক ছিল। ইহারা সকলেই ব্রাহ্মণ। দশটি সুবার উপর একজন কর্ম্মচারী ছিল, যাহাকে পাঁচ হাজারী বলা হইত। এই পাঁচ হাজারীর সঙ্গে একজন মজুমদার বা হিসাব পরিদর্শক এবং একজন হিসাব রক্ষক বা আমিন থাকিত। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক জুমলাদার এবং তাহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর এক বা ততোধিক কেরাণী থাকিত। পাঁচ হাজারীর উপরে আর কোন কর্ম্মচারী ছিল না। কেবল স্বর্ণবট নামে একজন সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী থাকিতেন ও তিনি সেনাপতি ছিলেন। সমস্ত অশ্বারোহীর উপরে একজন সেনাপতি এবং সমস্ত পদাতিকের উপর আর একজন সেনাপতি থাকিতেন। প্রত্যেক জুমলাদার, সুবাদার এবং পাঁচ হাজারীর সহিত সংবাদদাতা ও গুপ্তচর থাকিত। বাহারজী নায়ক শিবাজীর বিখ্যাত গুপ্তচর ছিল।

কোন ব্যক্তিকে আপনার কার্য্যে নিযুক্ত করিবার সময় শিবাজী নিজে তাহাকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতেন এবং তাহাকে গ্রহণ করিবার সময় তাহার চরিত্র ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার সম্বন্ধে তাঁহার পরিচিত কোন কর্ম্মচারীকে

জামিন দিতে হইত। সাধারণতঃ জীবন ধারণোপযোগী শস্য প্রাপ্তির সর্ত্তে মাবলাগণ তাঁহার সৈন্যভুক্ত হইত, কিন্তু যে-সমস্ত পদাতিক সমস্ত বৎসর তাঁহার কার্য্য করিত, তাহাদিগকে মাসিক এক হইতে তিন প্যাগোডা প্রদত্ত হইত।* পাগাগণ মাসিক দুই হইতে পাঁচ প্যাগোডা এবং সিলাদারগণ মাসিক ছয় হইতে বার প্যাগোডা প্রাপ্ত হইত। লুণ্ঠনাদি সমস্ত দ্রব্য গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য। কোন কোন ব্যক্তি কখন কখন ইহার সামান্য অংশও লাভ করিত। প্রত্যেক যুদ্ধের পর দরবার হইত, তাহাতে শিবাজী সেই যুদ্ধে যাঁহারা যোগ্যতা প্রদর্শন করিতেন, তাঁহাদিগকে উপহার বা সম্মান প্রদান করতঃ তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। যুদ্ধের অশ্বগণ শত্রুদিগের গোচারণ ভূমিতে তৃণ ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করিত, কিন্তু বর্ষাকালে কোন দুর্গের আশ্রয়ে তাহারা বিশ্রাম করিতে পাইত এবং দুর্গস্থিত তৃণাদি ভক্ষণ করিত। এই সমস্ত অশ্বের রক্ষার জন্য রক্ষক থাকিত, তাহারা পুরুষানুক্রমে নিষ্কর জমি সম্ভোগ করিত। শিবাজী দশহরা পর্ব্ব অতি আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন করিতেন। সাধারণতঃ বর্ষার পরে দশহরা হইয়া থাকে, সুতরাং সেই সময়ে তিনি সমস্ত কর্ম্মচারী ও সৈন্যগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগের অবস্থা পরিদর্শন করিতেন। এই সময়ে প্রত্যেক অশ্ব ও অশ্বারোহীকে পরীক্ষা করিতেন। যদি কাহারও অশ্ব যুদ্ধে হত বা আহত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে একটি নূতন অশ্ব প্রদান করা হইত অথবা যদি কোন অশ্বারোহীর যুদ্ধের দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়া যাইত, তাহা হইলে তাহাকে পুনরায় প্রদত্ত হইত। কিন্তু যদি কাহারও নিকট এরূপ কোন দ্রব্য থাকিত যাহা তাহার নিজের বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিত না, তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে সেই

* A Bijapur pagoda was valued at from three to four rupees [History of the Maharattas by Grant Duff]

দ্রব্য গ্রহণ করা হইত অথবা তাহার বেতন হইতে সেই দ্রব্যের মূল্য আদায় করা হইত। কিন্তু লুণ্ঠনজাত কোন দ্রব্য যদি কেহ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিত, তবে উপযুক্ত মূল্য দিয়া সে তাহা রাখিতে পারিত।

বৎসরের শেষে হিসাব পরিষ্কার করা হইত। গবর্ণমেণ্টের নিকট যাহাদের কিছু প্রাপ্য থাকিত, তাহারা হয় নগদ টাকা পাইত অথবা কালেক্টারের উপরে তাহাদের নামে বিল করিয়া ঐ টাকা আদায় দেওয়া হইত। লুণ্ঠনের সময় গো, কৃষক, এবং স্ত্রীলোকদিগের উপর যাহাতে কোন প্রকার অত্যাচার না হয় শিবাজীর বিশেষ ভাবে সেদিকে দৃষ্টি ছিল। ধনী মুসলমান অথবা তাহাদের হিন্দু কর্ম্মচারীগণকে লুণ্ঠনের সময় বন্দী করা হইত, কিন্তু তাহারা মুক্তির জন্য অর্থপ্রদান করিলে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। আজকাল সভ্যজগতে দেখা যায় অনেক সেনাপতি স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিয়া থাকেন। যখন শিবাজীর সমকালীন মুসলমান সেনাপতিগণের শিবিরে মদ্যপান, নৃত্যগীত ও স্ত্রীলোকদিগের পৈশাচিক-লীলা অবাধে চলিত, তখন যুদ্ধযাত্রার সময়ে কোন সৈন্য বা কর্ম্মচারী স্ত্রীলোক সঙ্গে লইলে তাহার প্রতি অতি কঠোর শাসনের ব্যবস্থা ছিল, ইহা চিন্তা করিলে এই প্রকার শাসন প্রণালীর প্রতিষ্ঠাতাকে এ সংসারের মানুষ বলিয়া মনে হয় না।*

রাজকার্য্যের সকল প্রকার অনিয়ম বা উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ এবং গবর্ণমেণ্টের তহবিল তছরূপ যাহাতে না হয় তাহার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। যদি কেহ সেই অপরাধে অপরাধী বলিয়া প্রমাণ হইত তাহা হইলে তাহাকে শিবাজীর নিয়মানুসারে কঠিন দণ্ড গ্রহণ করিতে হইত। যে-সমস্ত সাধারণ সৈন্য বা কর্ম্মচারী যুদ্ধে আহত বা অন্য প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইত, তাহাদিগকে

---

* No soldier in the service of Sivajee was permitted to carry any female follower with him in the field on pain of death [*History of the Maharattas by Grant Duff*]

অর্থ, সম্মান বা উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠার দ্বারা সন্তুষ্ট করা হইত। জায়গীর প্রথা তিনি পছন্দ করিতেন না। কিন্তু যাহারা পূর্ব্ব হইতে জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিল অবশ্য তাহাদিগকে তিনি তাহা হইতে বঞ্চিত করেন নাই। সকল বিভাগে প্রত্যেক নিম্নতম ব্যক্তি উর্দ্ধতম ব্যক্তির আদেশ পালন করিতে বাধ্য। এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। প্রত্যেক দুর্গ একজন হাবিলদারের অধীনে ছিল। প্রত্যেক হাবিলদারের অধীনে এক বা ততোধিক স্বর্ণবট ছিল। প্রত্যেক দুর্গে একজন প্রধান কেরাণী এবং খাদ্যদ্রব্যের তত্ত্বাবধায়ক-রূপে একজন কর্ম্মচারী থাকিত। দুর্গের মধ্যে গমনাগমন, প্রহরীর কার্য্য, খাদ্যদ্রব্য ও গোলা বারুদ প্রভৃতি যুদ্ধের উপকরণ সম্বন্ধে অতি সূক্ষ্ম নিয়ম ছিল। প্রত্যেকে সেই সকল নিয়ম পালন করিতে বাধ্য। ব্যয় সম্বন্ধে তাঁহার নিয়ম অতি কঠিন ছিল, কেহ একটী মুদ্রাও অপব্যয় করিতে পারিত না।

যাহারা দুর্গ রক্ষা করিত তাহাদের কিয়দংশ সাধারণ পদাতিক সৈন্য দ্বারা গঠিত হইত, কিন্তু ইহা ব্যতীত প্রত্যেক দুর্গের রক্ষার জন্য সকল প্রকার বন্দোবস্ত ছিল। দুর্গ রক্ষকগণ নিষ্কর জমি লাভ করিত এবং তাহারা বংশানুক্রমে তাহা ভোগ দখল করিত। কতকগুলি লোক দুর্গের বাহিরে থাকিত, তাহারা শত্রুদের সংবাদ আনিয়া দিত, সমস্ত পথ ঘাট পাহারা দিত, প্রয়োজন হইলে শত্রুদিগকে পথভ্রষ্ট করিত এবং যদি কোন শত্রু পশ্চাতে পড়িয়া থাকিত, তাহা হইলে তাহাদিগের বিনাশ সাধন করিত। ইহারা দুর্গকে আপনাদের মাতৃজ্ঞান করিত, কারণ দুর্গই তাহাদের আহারের বন্দোবস্ত করিত। যে-সমস্ত সৈন্য বৃদ্ধ হইত বা যাহারা যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখাইত তাহারাই এই কার্য্য প্রাপ্ত হইয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রতিপালিত হইত।

শিবাজীর রাজস্ববিভাগের কার্য্যপ্রণালী দাদাজী কোণ্ডদেবের কার্য্য-প্রণালী অনুসারে গঠিত। যে শস্য যথার্থ উৎপন্ন হইত, তাহার উপর কর স্থাপিত হইত। ইহার ৩/৫ অংশ প্রজার এবং অবশিষ্ট ২/৫ অংশ রাজার প্রাপ

ছিল। প্রত্যেক জেলার উপর একজন তরফদার বা তালুকদার ছিল এবং তাহার অধীনে এক বা ততোধিক কারকুন থাকিত। দুইটী কিম্বা তিনটি গ্রামের কর আদায়ের ভার একজন কারকুনের উপর অর্পিত ছিল। প্রত্যেক তরফদারের সঙ্গে একজন মারাট্টা হাবিলদার থাকিত। অনেক জেলা লইয়া একটী প্রদেশ ছিল এবং প্রত্যেক প্রদেশে একজন সুবাদার বা মমলিতদার (mamlitdar) থাকিত। প্রত্যেক সুবাদারের অধীনে এক বা ততোধিক দুর্গ থাকিত যেখানে সুবাদারগণ সংগৃহীত শস্য বা মুদ্রা নিরাপদে রক্ষা করিতে পারিত। তাঁহার রাজ্যে দেশমুখ বা জমিদার ছিল, কিন্তু তিনি কোন জমিদারকে প্রজাদিগের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিবার আদেশ দিতেন না যতক্ষণ পর্য্যন্ত না স্থির হইত তাহাদিগকে কি পরিমাণে কর দিতে হইবে। কি পরিমাণে প্রজাদিগকে কর প্রদান করিতে হইবে তাহা প্রত্যেক বৎসর স্থিরীকৃত হইত। এই প্রকার বন্দোবস্ত থাকাতে যখন কোন কারণে শস্য ভাল উৎপন্ন হইত না, তখন বলপূর্ব্বক প্রজাদিগের নিকট হইতে রাজার প্রাপ্য নির্দ্দিষ্ট কর আদায় করিবার প্রয়োজন হইত না, কারণ যে পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত, প্রজাদিগের নিকট হইতে তাহারই $\frac{২}{৫}$ অংশ শস্য আদায় করা হইত। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের রাজা ও জমিদারগণ কি শিবাজীর প্রবর্ত্তিত এই প্রণালী অবলম্বন করিতে পারেন না? যদি পারিতেন তাহা হইলে দরিদ্র প্রজাগণ সুখে ও শান্তিতে বাস করিয়া রাজা বা জমিদারদিগকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে পারিত।

উক্ত প্রণালী অবলম্বন করাতে কৃষক প্রজাগণ শিবাজীর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিল, তাঁহার কর্ম্মচারীগণ তাঁহার নিকট হইতে বেতন স্বরূপ অতি অল্পই পাইতেন, ইহাতে তাঁহাদের অসন্তুষ্টির যথেষ্ট কারণ ছিল বুঝিয়া বুদ্ধিমান শিবাজী তাঁহাদিগকে বৎসরের কোন কোন সময় সামরিক বিভাগে

গ্রহণ করিয়া অর্থ সাহায্য করিতেন। এই প্রকার বন্দোবস্তে কর্ম্মচারীগণও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। কর্ম্মচারীগণকে গ্রাম হইতে উৎপন্ন রাজস্বের কিয়দংশ প্রদান করার প্রস্তাব উপস্থিত করিলে শিবাজী আপত্তি করিয়াছিলেন। আপত্তির কারণ এই ছিল যে তাহা হইলে প্রজাদিগের উপর অত্যাচার অনিবার্য্য হইত এবং রাজার পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হইয়া প্রকৃত পক্ষে কর্ত্তৃত্ব বিভক্ত হইয়া যাইত, তাহা হইলে তাঁহার শাসন দুর্ব্বল হইয়া পড়িত।

ধর্ম্মার্থে তাঁহার প্রচুর দান ছিল। দেবালয় সকলের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি প্রদত্ত হইত। কিন্তু ঐ সমস্ত দেবালয়ের পূজারীদিগকে খরচ পত্রের হিসাব দাখিল করিতে হইত। বর্ত্তমান সময়ের মোহন্তদিগের ন্যায় দেবালয়ের পূজারীগণ যে বিলাসিতার মধ্যে অলসভাবে জীবন যাপন করিয়া তাঁহাদের উচ্চ ও পবিত্র ব্রত হইতে ভ্রষ্ট হইবেন, রাজা শিবাজী তাহা বন্ধ করিবার জন্য উক্ত নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন। মন্দিরের জন্য যেমন ভূমি নির্দ্দিষ্ট ছিল, মুসলমানদের মসজিদের জন্যও সেইরূপ ভূমি নির্দ্দিষ্ট ছিল। ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে যেরূপ পেন্সন দেওয়া হইত, সেইরূপ মুসলমান ফকীরদিগের জন্যও নিজ ব্যয়ে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদের জীবিকানির্ব্বাহের বন্দোবস্ত করিতেন। বিশেষভাবে বাবা ইয়াকুত নামে এক ফকীরের প্রতি তিনি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বেদালোচনা এক সময় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা পুনরুজ্জীবিত করেন। যে ব্রাহ্মণ এক বেদ বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া তাহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেন, তাঁহাকে বাৎসরিক এক মণ চাউল প্রদত্ত হইত। যিনি দুইটি বেদের জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেন, তাঁহাকে দুই মণ চাউল প্রদত্ত হইত ইত্যাদি। প্রত্যেক বৎসর শ্রাবণ মাসে পণ্ডিতরাও ন্যায়শাস্ত্রী সমস্ত ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিতেন এবং ফলানুযায়ী তাঁহাদের বৃত্তির পরিমাণ অর

। অধিক নির্দ্দিষ্ট হইত। বিদেশের পণ্ডিতগণ পুরস্কার স্বরূপ নানাপ্রকার ব্য এবং দেশের পণ্ডিতগণ আহার্য্য প্রাপ্ত হইতেন। বিখ্যাত পণ্ডিতগণকে ধ্যে মধ্যে একত্রিত করিয়া তাঁহাদিগকে অর্থ দ্বারা সম্মানিত করা হইত। কান ব্রাহ্মণকে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য অন্য রাজার রাজ্যে গমন করিতে হইত না।

তাঁহার সময়ে দেওয়ানি মোকদ্দমা, পঞ্চায়েতের দ্বারা মীমাংসিত হইত। সৈন্যদিগের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ তাহাদের কর্ম্মচারীগণ মীমাংসা করিয়া দিতেন। কিন্তু ফৌজদারি মোকদ্দমার বিচার প্রাচীন শাস্ত্রোল্লিখিত আইনানুসারে নিষ্পন্ন হইত। গবর্মেণ্টের কার্য্য পরিচালনের জন্য শিবাজী আট জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

প্রথম, পেশোয়া বা প্রধান মন্ত্রী (Prime minister)। মোরো পন্থ তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

দ্বিতীয়, মজিমদার বা মজুমদার (auditor)। সমস্ত আয় ব্যয়ের সাধারণ পরিচালক এবং হিসাব পরিদর্শক। তাঁহার কার্য্য অতি গুরুতর, সুতরাং তাঁহার অধীনে অনেক কর্ম্মচারী ছিল। কল্যাণের সুবাদার তানাজী সোনদেব একজন মজুমদার ছিলেন।

তৃতীয়, সুরনি (Superintendent)। সংস্কৃতে ইহাকে সচিব বলা হইয়া থাকে। ইনি চিঠি পত্রাদির সাধারণ পরিচালক। রেজিষ্ট্রেসন অথবা দানপত্রাদি প্রথমে ইঁহার আফিসে সম্পন্ন হইত। ইঁহার স্বাক্ষর না থাকিলে কোন দাখিলাদি আইনসঙ্গত হইত না। অন্নাজী দত্ত এই প্রকার সচিব ছিলেন।

চতুর্থ, (chronicler) ওয়ানকানি। পারস্য ভাষাতে ওয়াকিয়া নবিস এবং সংস্কৃতে মন্ত্রী বলা হয়। ইনি রাজকীয় দলিল ও চিঠি পত্রাদি রক্ষা করিতেন। রাজার নিজের সৈন্যদলের ইনি পরিদর্শক ছিলেন। দত্তজী পন্থ এই কার্য্য করিতেন।

পঞ্চম, (commander-in-chief) স্বর্নবট বা প্রধান সেনাপতি। শিবাজীর দুই প্রধান সেনাপতি ছিলেন, একজন অশ্বারোহী এবং অন্যজন পদাতিকদিগের প্রধান সেনাপতি। প্রতাপ রাও গুজ্জর অশ্বারোহীর এবং জেসজী কঙ্ক পদাতিকদিগের সেনাপতি ছিলেন।

ষষ্ঠ, দবীর। সংস্কৃতে ইহাকে সুমন্ত বলা হইয়া থাকে (Foreign Secretary) অন্য রাজার সহিত যুদ্ধ, সন্ধি বা অন্যান্য প্রকার ব্যাপারে ইনি রাজাকে পরামর্শ দিতেন। সোমনাথ পন্থ শিবাজীর সুমন্ত ছিলেন।

সপ্তম, ন্যায়াধীশ। (chief justice)। বিচার বিভাগের ইনি প্রধান কর্ম্মচারী। নীরাজী রাওজী এবং গোমাজী নায়ক, ইঁহারা এই কার্য্য করিতেন।

অষ্টম, ন্যায়শাস্ত্রী (Eclesiastical Head)। হিন্দু আইন এবং হিন্দু শাস্ত্রের ইনি ব্যাখ্যা করিতেন। সকল প্রকার ধর্ম্মবিষয়ক এবং শাস্ত্রীয় ব্যাপারে ইঁহার পরামর্শ অনুসারে কার্য্য সম্পন্ন হইত। রঘুনাথ পন্থ ন্যায়শাস্ত্রী এই কার্য্য করিতেন।

ন্যায়াধীশ এবং ন্যায়শাস্ত্রী ব্যতীত অন্য সমস্ত মন্ত্রীদিগকে সামরিক কার্য্যও করিতে হইত, সুতরাং তাঁহারা যখন যুদ্ধে গমন করিতেন, তখন তাঁহাদিগের সহকারীগণ তাঁহাদের পরিবর্ত্তে কার্য্য পরিচালনা করিতেন।

শিবাজীর নিজের একজন ধনাধ্যক্ষ, কেরাণী, হিসাব ও আয় ব্যয় পরিদর্শক এবং পারস্য ভাষাবিদ একজন সেক্রেটারি ছিলেন।

পরিশিষ্ট ।

(ক)

A countrified youth, who could not read or write, unfamiliar ith courts or camps, he had yet displayed a native genius for ar and diplomacy which made him more than a match for he veteran generals and statesmen of Bijapur and Delhi. mere jagirdar's son and grandson of the tiller of the soil, is arm and brain had made him a chatrapati ; he had risen o power and dignity and created a kingdom for himself out f nothing. And this too in the face of opposition from owerful enemies, the Bijapuris in the east, the Moghuls in the orth, and the Abyssinians in the west. At last he had grown s great that his protection was sought by European traders nd Indian chiefs, his alliance was bought by Bijapur and olkunda and wistfully desired by the Moghul viceroy of the eccan and hostility dreaded even by the 'King of Kings' ho sat on the Peacock Throne of Delhi.

And he has so used his power that his name had become by-word for a wise, virtuous and benevolent ruler, one who evived the traditions of the reign of Ramchandra. Religion, Iinduism and Islam alike found its special protector in im for in his heart there was a perennial fountain of piety hich influenced all his daily acts. He sat on the throne but ooked upon himself as a mere agent or steward of the true ing, his master. For one day he had formally made over his ingdom to the saint Ramdas and had then been commissioned y him to administer it as his vicar or representative. Thus

royal power meant for him not the indulgence of personal caprice, the gratifications of the lusts of the flesh, nor even the enjoyment of the world's pomp and reverence but stern duty, austere self-control, a strict calling of himself to account. In all that he did he felt himself "As ever in his great Task Master's eye." He had created a powerful kingdom, the beginning of an empire. More than that he had created a nation out of scattered and jarring elements at a period when none else dreamt of it. He had raised his tribe out of the dust. His magic touch called forth all that was great in them and inspired them with a heroism and self-confidence which insured their success, till after a century and a half, the sceptre dropped from their grasp. No wonder that they should still cherish his memory as their richest historical legacy. No wonder that his name is still

"The pillar of a people's hope
The centre of a world's desire"

for great as he was in his achievements he was immeasurably greater in the possibilities which his brief career of 52 years suggested. [J. N. Sircir's Shivaji and his times]

(খ)

His Royal Highness the Prince of Wales, in laying the foundation stone of the Shivaji Memorial at Poona on the 19th Nov., 1921, said :—Your Excellency, your Highnesses, Ladies and Gentlemen, It gives me great pleasure to lay the foundation stone of this memorial to one of India's greatest soldiers and statesmen. A few minutes ago I laid the foundation stone of the memorial to Maratha soldiers who laid down their lives in the Great War, men who proved that the spirit which animated the armies of Shivaji still burns bright and

clear. From this spot the statue of the founder of Maratha greatness will look with pride at the pillar across the river which commemorates the latest exploits of the abiding valour of his people, and what could be more fitting than that these monuments of glory of the past and of today should be inaugurated in the presence not only of the representatives of the house of Shivaji, but the soldiers and the statesmen of the Empire which he founded.

It is with special pleasure that I learn that you intend to associate the name of Shivaji with important educational institutions and that your aim is to make the Maratha people no less renowned in the arts of peace than in those of war. It is my earnest prayer that the Maratha people will be found ready and eager to make use of the advantages of education by the aid of which alone they can hope to maintain, in the modern world, the position which they are entitled by their present importance, their past glory and their innate qualities of sturdy common sense and self-reliance. I will convey to H. M. the King Emperor the loyal sentiments which His Highness the Maharaja of Kolhapur has expressed on behalf of Princes and chiefs and the people of the Maratha race.

(গ)

The close connection between the religious and political upheaval in Maharastra is a fact of such importance that to those who, without the help of this clue, have tried to follow the winding course of the growth of Maratha power, the purely political struggle becomes either a puzzle or dwindles down into a story of adventures without any abiding moral interest. Both European and Native writers have done but scant justice to this double character of the movement and this dissociation

of the history of the spiritual emancipation of the national mind accounts for much of the prejudice which still surrounds the study of the Maratha struggle for national independence.

It (the religions movement) modified the strictness of the old spirit of caste-exclusiveness. It raised the Shudra classes to a position of spiritual power and social importance almost equal to that of the Brahmans. It gave sanctity to the family relations and raised the status of woman. It made the nation more humane, at the same time more prone to hold together by mutual toleration. It suggested and partly carried out a plan of reconciliation with the Mahomedans. It subordinated the importance of rites and ceremonies, and of pilgrimages and fasts, and of learning and contemplation to the higher excellence of worship by means of love and faith. It checked the excesses of polytheism. It tended in all these ways to raise the nation generally to a higher level of capacity, both of thought and action, and prepared it, in a way no other nation in India was prepared to take the lead in re-establishing a united native power in the place of foreign domination.

[Ranade's Rise of the Maratha Power.]

(খ)

SHAJAHAN'S LETTER TO SHAHAJI.

After compliments, Shahaji Bhosle, be it known that the application sent by your son Shivaji has come before us Since it contained expressions of sincerity and homage we bestowed upon it our royal favour. He made a representation to us in the matter of your offences and your release. Our victorious and world-protecting standards are now successfully turned towards our Imperial court. We assure you of our favour and

ve order that your faithful heart should be at ease in all matters. When we reach the Imperial court we will bring to our sacred notice all your request and desires and will bring them to success. But the proper way of service and devotion is to send your our trusted servant, so that the world-compelling order guaranteed and adorned with the royal signature may be issued and sent with him.

Your son Sambhaji and others have also obtained royal favour. They will be gratified by their former appointments and favours. They should strive in all good faith and true servitude, which will secure them all objects and requests. Be free from anxiety. A dress of honour has been sent to you as a mark of our complete favour and approval. We hope that by its good-omened arrival you will become fortunate and you will understand from it that you are the object of the imperial condescention,

Written 5th Jilkad, 23rd year of the reign (1049). Seal of Morad Baksh, son of Shah Jehan [A History of the Maratha people by Kincaid and Parasnis].

(ঙ)

From a cloud no larger than a man's hand it gathered and grew so rapidly that it darkened the heavens in a day, casting a long shadow over the bright city of humanity. Liberty, justice, mercy, law, religion—everything that man values seems swept away, letting loose all the black passions of the pit. Thonght was paralysed and humanity stood aghast ! * * * What an apocalypse this war is ? Everything has been heightened, magnified, raised to the last degree, revealing not only the "looped and windowed raggedness" of civilization but humanity at its heroic best as well as its infernal worst.

All of a sudden the thin veneer of culture was scratched off, showing man in the raw, surrendering himself to hate cruelty, lust, rapine, torn by destructive passions, annihilating law, order, truth, beauty * * * of all the efforts to interpret the war and the causes leading up to it, the Religious Explanation goes deepest, cuts nearest to reality and reveals the truth, with awful solemnity it utters the word "Retribution" as the only word fitting the facts of life as we have known it for the last 20 years, when we remember the kind of philosophies glibly taught during that time, the quest of new moralities the loss of faith, the lawless living, the strutting supermen defying heaven, the glut of greed, the orgy of sport and speed and splendour, it is no wonder that even worldly men felt that a crash of some kind was overdue * * * The truth is that we have been trying to build a human social order upon unrighteousness and inhuman foundations, and it cannot be done. (Rev. Joseph Fort Newton D. Lit.)

(৮)

At the present time when the greatest war ever known is shaking the world, can we, dare we say the visitation is undeserved ? Have the nations now warring together obeyed • disobeyed eternal laws ? Have not some of them questioned the very existence of God, allowed atheists and materialists to dominate their literature and govern their press ? what have we done to prove our faith in the Life Everlasting ? How have we shown that we believe in the eternal personality of the soul ? For years of happy peace, crowned with more blessings from God than we have recognised or merited, we have made self-worship our creed. We have pampered self ; our one idea has been, and for that matter still is, in a great measure to feed,

lothe, and amuse self—always the material self, never the piritual.

The result of this has been satiety, restlessness, and constant issatisfaction ; we convince ourselves that we never get enough noney, and never have enjoyment equal to our need ; we are lways on the rush for some new sensation, for wealth, position, ower, pleasure—all for bodily self alone and so we turn liberty nto licence. A certain destinguished theosophist has given it ut that a "Dark Host" of evil spirits are at work in the auses of this most fearful war. But there is no "Dark Host" n the whole universe, save mis-guided thought and arrogant, ll-directed will. These are the army of Satan—and no less han the disobedient and rebellious thoughts of man. The rophet of old time knew the full weight of his meaning when e said : "Behold, I will bring evil upon this people, even the ruit of their thoughts" :—Marie Corelli.

(ছ)

It will be sufficient here to state that by the influence of Ramdas and Tukaram the national sentiment was kept up at a higher level of spirituality and devotion to public affairs than it would otherwise have attained.

Religious revival and a Puritan enthusiasm were at work in the land, and it was clear to men's minds that the old bigotry must cease. This religious enlightenment was the principal point of departure from the earliar traditions of submission to brute force and it made itself manifest in the form of a determination that Mahomdan intolerance should not again overspread the land. No one felt this influence more strongly than the worshippers, who placed their faith in the shrines of Bhawni at Tuljapur and Kolhapur. They caught this fire, and

communicated it to others through their bards, the Gondhlis and Bhats.

Shivaji, who mixed on equal terms with Tukaram, Ramdas, and other religious teachers of his time, represented these new aspirations in an intensified form in his own proper person. This was one chief source of his strength and his hold on people, and it represented a strength which no prudent calculation of chances could ever confer.

(জ)

এ সম্বন্ধে আমরা আর একটী যুক্তিপূর্ণ মতের উল্লেখ করিতেছি :—

In Grant Duff's story, Shivaji is made to bribe Afzal Khan's envoy, Pantoji Gapinath, and with his help to lead Afzal Khan into a trap deliberately laid for him and treacherously to murder him. With all deference to that learned and eminent writer, I cannot but think that on this occasion he has been less than fair to Shivaji. Pantoji Gopinath was Shivaji's officer and not Afzul Khan's. The bestowal, therefore, on him of Hivare village was not a bribe at all and could not have influenced the real envoy, Krishnaji Bhaskar. The story of Shivaji's treachery was taken by Grant Duff from Khafi Khan. Now Khafi Khan's account should in my opinion be wholly discarded. His bias against Shivaji is such that he never speaks of him except as "that vile infidel" or "that hell dog". His description of the scene too is ridiculous. According to him, Shivaji begged forgiveness in abject terms and "with limbs trembling and crouching". If Shivaji had thus overacted his part, he would certainly have roused suspicion in the Khan's mind. Again Khafikhan's story could not have been based on any eye-witnesses' evidence. All the Musulmans near enough to see what

hapqened died with Afzal Khan. It may be of course said that if Khafi Khan's account should be rejected on account of his bias, so also should the Bakhars. But this is not so. Owing to a curious mental attitude of the writers of the Bakhars, they have gone out of their way to impute unscrupulous acts to Shivaji in the belief that thereby they proved his cleverness and subtlety. It is certain that if Krishnaji Anant Sabhasad, the author of the Sabhasad Bakhar, had believed that Shivaji has begun the attack on Afzual Khan, he would have gloried in the act. Now both this Bakhar and Shivdigvijaya Bakhar agree that it was Afzul Khan who was guilty of the first treacherous attack. In this they are supported by the Shedgavkar and Chitnis Bakhars and by the Afzul Khan Ballad. Indeed Grant Duff has later admitted that all the Hindu authorities lay the blame of the attack on Afzul Khan. But he has not given any reasons for rejecting them in favour of Khafii Khan's account. To my mind, however, there is one conclusive ground for preferring them to the Musulman historian. There is a passage in the life of Ramdas by his pupil Hanmant in which the latter, a contemporary of Shivaji, writes that at their first meeting, after the death of Afzul khan, the king spoke to Ramdas as follows :—"When at our interview Abdula (*i. e.* Afzul Khan) caught me under his arm, I was not in my senses and but for the Swami's blessing I could not have escaped from his grip". Now had Shivaji torn Afzul Khan's stomach open with his waghnakh and stabbed him with his dagger, he would have been in no danger and would have needed no blessing. A man as badly wounded as Afzul Khan had been was bound to collapse in a minute or two. From this it follows that Afzul Khan must have seized Shivaji when unwounded. It was, therefore,

Afzul Khan and not Shivaji who was guilty of treachery. [*History of the Martha people by Kincaid and Parasnis*].

(খ)

Auranzib's letters to Shivaji, Dated August 26, 1665. After compliments,

Your present letter, couched in very humble strain, stating that account of your interview with Raja Jai Sing had been received.

We are glad to note that you desire a general pardon for your conduct. Your wishes had already been communicated to us by your officers, *viz.* that you repent for your past deeds and that you surrender thirty (30) forts to them and would retain twelve (12) forts only with the adjoining territory, yielding in revenue 1 lakh of pagodas. In addition to these twelve (12) forts which formerly belonged to the Nizam Shahi government, you wish to retain another tract in the Konkan with a revenue of four (4) lakhs of pagodas, that you have taken from the Bijapur government and another tract under Bala Ghat in Bijapur territory with a revenue of five (5) lakhs of pagodas. You want a charter from us to this effect and you agree to pay to us forty (40) lakhs of pagodas in annual instalments of three (3 lakhs).

Our reply is that the policy pursued by you has been so unscrupulous that it does not deserve forgiveness. Nevertheless at Raja Jai Sing's racommendation we extend to you a general pardon and allow you to retain, as you wish, twelve (12) forts detailed below.

The adjoining territory has also been granted to you. But out of the nine (9) lakhs of territory, that part which is in the Konkan and yields four (4) lakhs and is at present in your

ssession has been annexed to our empire. As for the other, th a revenue of five (5) lakhs, it will be given you subject to o conditions.

(1) You must recover it from the Bijapur government fore Bijapur falls into our hands.

(2) You must join Jai Sing with a well-equipped army ad discharge the imperial work to his satisfaction and pay the ipulated ransom after the Bijapur conquest.

At present a *mansab* of 500 horse has been offered to your n. Every horseman will have 2 or 3 horses. A dress has so been sent to you. This mandate bears our testimony and al.

(ঞ)

Auranzib's letter to Shivaji, March 5, 1666.

After compliments,

Your letter sent to us together with Mirza Raja Jai *Singh's* inion has been favourably considered by us.

We have a great regard for you and therefore desire you to me here quickly and without further loss of time.

When we grant you audience we shall receive you with reat hospitality and soon grant you leave to return. A resent of a dress has been sent you, which you will accept.

(ট)

Auranzib's letter to Shivaji, February 24, 1668

After compliments,

We hold you in high esteem. On hearing the contents of our letter we have dignified you with the little of Raja. You ill receive this distinction and show greater capacity for work. our wishes will then be fulfilled.

You have spoken to us about your achievements. Every thing will be set right. Be free from anxiety and understand that you are in favour.

(ঠ)

আমরা এই স্থানে শিবাজীর জাহাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকের নিকট উপস্থিত করিলাম :—There were ships of various types as Gurabs, Tarandes, Tarus, Galvats, Sibads, Pagar.

The Gurabs have rarely more than two masts, although some have three : those of three, are about 300 tons burthen : but the others are not more than 150 : they are built to draw very little water, being very broad in proportion to their length, narrowing from the middle to the end, where instead of bows they have a prow, projecting like that of a Mediterranean galley. [Orme, war in Indostan].

Galibats are large row boats built like the Gurab but of smaller dimensions, the largest rarely exceeding seventy tons : they have two masts, of which the Mizem is very slight ; the main mast bears only one sail which is triangular and very large, the peak of it when hoisted being much higher than the mast itself (Orme vol. I P. 4 & 9)

Taru means a sailing vessel generally.

A Tarande is a sailing vessel of large dimension

The sibad is a large square-sterned, flat-bottomed vessel with two masts but no deck [J. N. Sarkar]

The Pagar is only a well smoothed canoe.

(ড)

To The Emperor Alamgir,—

This firm and constant well-wisher Shivaji, after rendering thanks for the grace of God and the favours of the

Emperor—which are clearer than the Sun—begs to inform your Majesty that, although this well-wisher was led by his adverse fate to come away from your august *Presence* without taking leave, yet he is ever ready to perform, *to the* fullest extent possible and proper, everything that duty as a servant and gratitude demand of him.

It has recently come to my ears that on the ground of the war with me having exhausted your wealth and emptied your treasury, your majesty has ordered that money under the name of *jaziya* should be collected from the Hindus and the imperial needs supplied with it. May it please your majesty ! That architect of the fabric of Empire (Jaladuddin) Akbar Padishah, reigned with full power for 52 (lunner) years. He adopted the admirable policy of universal harmony in relation to all the various sects, such as Christians, Jews, Muslims, Dadu's followers, sky-worshippers, Malakia, materialists, atheists, Brahmans and Jain priests. The aim of his liberal heart was to cherish and protect all the people. So he became famous under the little of Jogat Guru 'the world's spiritual guide.'

Next, the Emperor Nuruddin Jahangir for 22 years spread his gracious shade on the head of the world and its dwellers, gave his hearts to his friends and his hand to his work and gained his desires. The Emperor Shah Jahan for 32 years cast his blessed shade on the head of the world and gathered the fruit of eternal life—which is only a synonym for goodness and fair fame—as the result of his happy time on earth.

He who lives with a good name gains everlasting wealth Because after his death, the recital of his good deeds keeps his name alive.

Through the auspicious effect of this sublime disposition, wherever he (Akbar) bent the glance of his august wish, victory and success advanced to welcome him on the way. In his reign many kingdoms and forts were conqured (by him). The state and power of these Emperors can be easily understood from the fact that Alamgir Padishah has failed and be come distracted in the attempt to merely follow their political system. They, too, had the power of levying the *Jaziya* ; but they did not give place to bigotry in their hearts, as they considered all men, high and low, created by God to be (living) examples of the nature of diverse creeds and temperaments. Their kindness and benevolence endure on the pages of Time as their memorial, and so prayer and praise for these three (pure) souls will dwell for ever in the hearts and tongues of mankind, among both great and small. Prosperity is the fruit of one's intentions. Therefore, their wealth and good fortune continued to increase, as God's creatures reposed in the cradle of peace and safety (under their rule) and their undertakings succeeded.

But in your majesty's reign, many of the forts and provinces have gone out of your possession, and the rest will soon do so, too, because there will be no slackness on my part in ruining and devastating them. Your peasants are down-trodden ; the yield of every village has declined—in the place of one lakh (of Rupees) only one thousand, and in the place of a thousand only ten are collected, and that too with difficulty. When Poverty and Beggary have made their homes in the palaces of the Emperor and the Princes, the condition of the grandees and officers can be easily imagined. It is a reign in which the army is in a ferment, the merchants complain, the Muslims cry, the, Hindus are grilled, most men lack bread at night, and in the

inflame their own cheeks by slapping them (in anguish). w can the royal spirit permit you to add the hardship of the *ziya* to this grievous state of things ? The infamy will quickly. ead from west to East and become recorded in books of story that the Emperor of Hindusthan, coveting the beggar's wls, takes *Jaziya* from Brahmans and jain monks, yogis, nyasis, bairagis, paupers, mendicants, ruined wretches, and the mine-stricken—that his valour is shown by attacks on the llets of beggars—that he dashes down to the ground the name d honour of the Timurids !

May it please your majesty ! if you believe in true *Divine* ok and word of God (i. e., the Quran) *you will find there* hat God is styled) *Rabbul—alamin*, the Lord *of all men, and* t *Rabb-ul-musalmin*, the Lord of the Muhamadans *only, verily*, lam and Hinduism are terms of contrast. They are (diverse gments) used by the true Divine Painter for blending the lours and filling in the outlines (of his picture of the entire uman species) If it be a mosque, the call to prayer is chanted remembrance of Him. If it be a temple, the bell is rung a yearning for Him only. To show bigotry for any man's creed nd practices is equivalent to altering the words of the Holy Book. To draw new lines on a picture is equivalent to finding ault with the painter.

In strict justice the *Jaziya* is not at all lawful. From the olitical point of view it can be allowable only if a beautiful woman wearing gold ornaments can pass from one province to another without fear or molestation. But in these days even the cities are being plundered, what shall I say of the open country ? Apart from its injustice, the imposition of the *Jaziya* is an innovation in India and inexpedient.

If you imagine piety to consist in oppressing the people and terrorising Hindus, you ought first to levy the *Jaziya* from Rana Raj Singh, who is the head of the Hindus. Then it will not be so very difficult to collect it from me, as I am at your service. But to oppress ants and flies is far from displaying valour and spirit.

I wonder at the strange fidelity of your officers that they neglect to tell you of the true state of things but cover a blazing fire with straw ! May the Sun of your royalty continue to shine above the horizon of greatness !

[History of Aurangzib III 325-329].

(চ)

Shivaji has by a curious fate suffered more at the hands of historians than any other character in history. They have one and all accepted as final the opinion of Grant Duff, which again was based on that of Khafi Khan. They have at the same time rejected Orme's far more accurate conclusions. And while judging Shivaji with the utmost harshness, they have been singularly indulgent to his enemies. The thousand basenesses of Auranzib, the appaling villainies of the Bijapur and the Ahmadnagar nobles, have been passed over with a tolerant smile. The cruel trick by which Ghorpade betrayed Shahaji has provoked no comment. Shivaji, however, is depicted as the incarnation of successful perfidy, a Cæsar Borgia to whom there came no ill fortune, a more faithless and more daring Francesco Soorza. Nor can it be denied that the authors of the Hindu Bakhars are in some way responsible for this absurd and inaccurate legend. Hating the Musulmans with the fiercest of passions, they deemed no trap too inhuman provided that it brought about their enemies' downfall. It was reserved for an Indian

odern times, Mr. Justice Ranade, a man truly great, judged no matter what standard, to see correctly the deep religious ng. the many virtues, the chivalrous temper and the vast ty of the great Maratha King.

If Shivaji has been a treacherous assassin, such as he has commonly portrayed, he would never have achieved what did. The high-born, high-spirited Deccan nobles would r have accepted his leadership ; or if they had, they would copied their leader and become as treacherous as he. The that no one ever betrayed Shivaji is strong evidence that himself was not a betrayer. Starting with this premise Ranade, next examined the evidence and pointed out that one exception the instances of treachery mentioned by nt Duff were all capable of innocent interpretation. The ure of Purandar was effected by the consent of the garrison the subsequent acquiesance of the commandants. The ing of Afzal khan was an act of self-defence. The one eption was the attack on Chandra Rao More. Later inigation, however, has shown that even this instance had not sinister character usually attributed to it. From the recently overed Mahableshour account, it is clear that Shivaji eatedly strove to win more to his side, that More as often d treacherously to take Shivaji prisoner and that he ntually fell in a quarrel between him and Ragho Ballal ra, while the latter was delivering him an ultimatum. Shivaji s thus clearly innocent of More's death. The most that can said against him is that he did not punish Ragho Ballal as should have done. But the same charge can be brought ainst william III. His most ardent admirers have been rced to admit that he punished neither the murderers of the

De witts nor those guilty of the slaughter of the Macdonalds of Glencoe.

But, great organizer and military genius that Shivaji was, it is in far-seeing statesmanship that he stands supreme. In all history there is no such example of modesty in the face of continued success. The insolent, overweening vanity which has proved the ruin of so many commanders, both in ancient and modern times, found no place in Shivaji's admirably balanced mind. He won victory after victory against Bijapur and the Moghuls, yet his head was never turned. He realized always that he had yet to meet the full power of the Moghul Empire. His one aim was to secure the freedom of his countrymen. That he might do so, he sought to win the friendship of Aurangzib. When that proved impossible, he resolved to secure a place of shelter against the coming peril, which he so clearly foresaw. At last there came a time when his genius bore fruit. Four years after Shivaji's death, the emperor realized that the Marathas were a serious danger. He ceased to send a succession of *small armies, to Aurangabad*. He mobilized the whole military resources of Nothern India and an army several hundred thousand strong, led by the Emperor in person, poured through the Vindya passes to the conquest of the south. Within three years both Golconda and Bijapur had fallen. Within five years all Maharashtra was overrun. Sambhaji had been taken and executed. Shahu and his mother were prisoners in Auranzib's camp. But the Maratha generals, headed by Rajaram, adhered to the strategy laid down by the great king. Falling behind the southern line of fortresses, built by Shivaji from Bednur to Tanjore, they held the south against the might of whole Hindustan. At length the great offensive

akened. The Maratha captains in their turn began to attack. owly but surely they drove the Delhi forces back again across frontier of the old imperial possessions. At last Aurangzib, s treasury empty, his grand army destroyed, died a broken an in his camp at Ahmadnagar. Maharastra was free. outhern India was safe. The single wisdom of the great King, ad twenty seven years before, had supplied the place of o hundred battalions [History of the Maratha People by incaid and Parasnis].

In personal activity he exceeded all ge ls of whom there record. For no partizan appropriated to service of etachment alone ever traversed as much ground as he at the e head of armies. He met every emergency of peril, however udden or extreme, with instant discernment and unshaken ortitude ; the ablest of his officer acquiesced to the imminent uperiority of his genius, and the boast of the soldier was to ave seen Shivaji charging sword in hand.

[Orme's Historical fragments.]

(৭)

অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয় ১৯১০ সালের জানুয়ারি মাসের Modern Review পত্রিকাতে লিখিতেছেন লণ্ডনে ইণ্ডিয়া আফিস াইব্রেরীতে পারস্য ভাষায় লিখিত এক পাণ্ডুলিপি আছে তাহাতে লেখক লিতেছেন "মহারাজা শিবাজীর মৃত্যুর পর সম্ভাজী তাঁহার পিতার সঞ্চিত স্তুর নিজে এক তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাতে দেখিতে পাওয়া য় তাঁহার কোষাগারে নিম্নলিখিত বস্তু সঞ্চিত ছিল"

Treasure :

Hun	—	five lakhs
Gold ornaments	—	four *nalo* (cylinders)
		nine candy (Khandi)

Copper	—	13 *Nalo*
	...	3 candy
Ironware	...	20 candy
Lead vessels	...	450 *Nalo*
	...	450 candy
Mixed metal (Zinc and lead)		
Vessels	...	400 Nalo
	...	400 candy
Muradi	...	6 lakhs
Silver	...	4 nalo
	...	$5\frac{3}{4}$ candy
Bronze	...	275 nalo
	...	275 candy
Steel blocks	...	40 in number

Due from the provincial governors—3 lakhs of hun.

In the different forts—54 pitchers containing 30 lakhs hun [A hun was worth 3 Rs.]

Wardrobe :

Mungipatan or gold-embroidered cloth—one lakh (pieces)

Do. patta, gold-embroidered and plain—one [illegible] (pieces)

Silk cloth—4 lakhs (of pieces)

Shawl and other woolen fabrics—one lakh pieces.

Waist band—50 than

Kinkhab—one lakh than

Kinkhab plain—one lakh than

Scarlet (woollen cloth)—one lakh pieces.

White paper—32000 quires

Afshani (paper sprinkled with gold dust)—11000 quires

Balapuri paper—20000 quires

Daulatabadi paper—2000 quires

দশম পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধ পিতাকে আগ্রা দুর্গে বন্দী করিয়া আরংজেব মোগল সিংহাসন অধিকার করিলেন এবং কি প্রকারে মুসলমান ধর্ম্ম সমস্ত ভারতে প্রচার করিতে পারেন, সে বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। আরংজেব যে আপনার ধর্ম্মে অতি নিষ্ঠাবান্ ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। কিন্তু তাঁহার এই ধর্ম্মনিষ্ঠা তাঁহাকে এত অধিক পরিমাণে পক্ষপাতী করিয়াছিল এবং তাঁহার শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিল যে তদ্দ্বারা মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের বীজ তিনি অজ্ঞাতসারে যে নিজ হস্তে বপন করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। সম্রাট আকবর যে উদারতার দ্বারা হিন্দুদিগকে বশীভূত করিয়া আপনাকে প্রবল প্রতাপশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন, আরংজেব যদি সেই প্রকার উদারনীতি অবলম্বন করিতেন তাহা হইলে এত শীঘ্র তাঁহার সাম্রাজ্যের বিনাশ হইত না। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তাঁহার প্রথম কার্য্য এই হইল যে যে-কোন প্রকারে হউক হিন্দুর হিন্দুত্ব নষ্ট করিয়া ইসলামের বিজয় পতাকা ভারতমধ্যে উড্ডীন করিতে হইবে * তিনি দেখিলেন দাক্ষিণাত্যে যে এক নূতন শক্তির অভ্যুত্থান হইতেছে সর্ব্বপ্রথমে তাহাকে খর্ব্ব করিতে হইবে। কিন্তু শিবাজীকে দমন করা যে অত্যন্ত কঠিন তাহা বুঝিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন শিবাজীর মধ্যে এমন এক মোহিনীশক্তি ছিল যে তিনি এমন

---

* আরংজেব আপনার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। General order for temple destruction, jazia sternly levied, custom duties on Hindus doubled, Hindus excluded from public offices, bribes for conversion, melas put down.

কি শত্রুদিগকেও স্ববশে আনিয়া আপনার কার্য্যসাধন করিয়া লইতেন। * তাঁহার সৈন্যদলে মদ্য অথবা গণিকা প্রবেশ করিতে পারিত না। † দুর্বৃত্তেরা তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় করিত অথচ তাঁহার হৃদয় সুকোমলভাবে পরিপূর্ণ ছিল। পিতামাতাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। পিতার সহিত মতান্তর থাকিলেও তিনি কোনদিন পিতার প্রতি যথেষ্ট ভক্তি প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। পিতার পাদুকা ভৃত্যের ন্যায় বহন করেন। তাঁহার শিবিকার সঙ্গে পদব্রজে গমন করিতে ক্লেশবোধ করেন না। ‡ ধর্ম্মে এরূপ দৃঢ়নিষ্ঠা আর দেখা যায় না। কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে চক্ষুর জলে ভাসিয়া যাইতেন। তাঁহার রাজ্যে হিন্দুরা ও যেরূপ স্বাধীনভাবে ধর্ম্মাচরণ করেন, মুসলমানগণও সেইরূপ অবাধে আপনাদিগের ধর্ম্ম আচরণ করিয়া থাকেন। তিনি কখন মসজিদ ভাঙ্গিয়া মুসলমান ধর্ম্মের অবমাননা করেন নাই। কোন স্থান লুণ্ঠন করিতে করিতে যদি কোরাণ পাইতেন তখনি

---

* There was such a charm about Shivaji's personality that even those who were his enemies, and whom he had conquered in the battle-field, became his trusted followers [Ranade's Rise of the Maratha Power]

† এ সম্বন্ধে শিবাজী বর্ত্তমান তথাকথিত সভ্য জাতিদিগকেও পরাস্ত করিয়াছেন, কারণ শুনিতে পাই বিগত রুষ-জাপান যুদ্ধে পোর্ট আর্থার দুর্গে যখন ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, তখন রুষ সেনাবাসে মদ্য, বিলাসিতা ও বারবণিতাদের প্রবেশ অবাধ ছিল এবং অনেকে মনে করেন সেই জন্য জাপানীগণ উক্ত দুর্ভেদ্য দুর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

‡ Then Shahaji got into a Palki and Shiva to enter it. The latter respectfully declined, but walked holding the ring of the Palki. They proceeded thus for ten miles and reached Poona. In the outer palace Shahji sat on the guddi, Shivaji stood among the servants and followers holding in his hands his father's shoes. [Prof. J. N. Sircir]

মুসলমান প্রজাকে ডাকিয়া তাহাকে তাহা প্রদান করিতেন। * সন্ধ্যার সময় মুসলমানেরা যদি কোন স্থানে নমাজ করিবার জন্য সম্মিলিত হইতেন, শিবাজী সেইস্থানে আলোক জ্বালাইবার বন্দোবস্ত করিতেন † শিবাজীর সৈন্যদলে অনেক মুসলমান ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সেনাপতিও ছিলেন। মুসলমানগণও তাঁহার প্রতি এত আকৃষ্ট ছিলেন যে তাঁহার জন্য প্রাণদান করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। মুসলমান সাধুগণকে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহাদিগের সাধন ভজনের জন্য আশ্রম প্রস্তুত করিয়া দিতেন ও তাঁহাদের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ যথেষ্ট পরিমাণে বৃত্তি দিতেন। ‡

আরংজেব এই সমস্ত বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিলেন শিবাজীকে দমন করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু আবার যখন দেখিলেন তাঁহার শক্তির সহিত তুলনা করিলে শিবাজীর শক্তি অতি তুচ্ছ, তখন উৎসাহিত হইয়া সায়েস্তা খাঁকে আমির-উল-ওমরা উপাধি প্রদান করিয়া সেনাপতিপদে

---

* It was his rule that wherever his men raided, they should not touch any mosque, any quoran or the honour of any person, whenever he got hold of a quoran he kept it carefully and afterwards gave it to his Muslim followers.

[Khufi Khan, translated by Prof. J. N. Sarkar]

† The illumination of and food offerings to the shrines of Mahomedan saints and the Mosques of the Mahomedans were continued (by state allowance) according to the importance of each place [Prof. S. N. Sen's Translation]

‡ He not only granted pensions to Brahman scholars, versed in the vedas, astronomers and anchorites, but also built hermitages and provided subsistance at his own cost for the holy men of Islam, notably Baba yakut of Jelsi. [J. N. Sarkar's Shivaji]

বরণ করিলেন এবং শিবাজী-বিজয়ের জন্য দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিলেন। এদিকে আফজল খাঁকে বিনাশ করিয়া শিবাজী বহুসংখ্যক বিজাপুরী দুর্গ অধিকার করিলে বিজাপুর-রাজ দ্বিতীয় আলি আদিল সা অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। সিদ্দি জহর নামে জনৈক ক্রীতদাস আপনার শক্তি-বলে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। তিনি বিজাপুর-রাজকে শিবাজীর বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলে আদিল সা তাঁহাকে এবং আফজল খাঁর পুত্র ফাজিল মহম্মদ খাঁকে বহুসংখ্যক সৈন্যসহ শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে শিবাজী তাঁহার অধিকৃত সমস্ত দুর্গরক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া নিজে পানহালা দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন। বিজাপুরী সৈন্য প্রচণ্ড বিক্রমে পানহালা দুর্গ অবরোধ করিল। প্রায় চারিমাস কাল শিবাজী পানহালাতে অবরুদ্ধ থাকিয়া দেখিলেন এই ভাবে অবস্থান করিলে তাঁহাকে সদলে বিনষ্ট হইতে হইবে, তখন তিনি এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি সিদ্দিজহরের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া এক দূত প্রেরণ করিলেন। সিদ্দি জহর ভাবিলেন যদি তিনি শিবাজীকে বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার সাহায্যে বিজাপুরের অধীনতা-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া তিনি স্বাধীন হইতে পারিবেন। এই চিন্তা করিয়া তিনি শিবাজীকে মুক্তিদান করিতে স্বীকার করিলেন। পরদিন শিবাজী দুই তিনজন অনুচর লইয়া গভীর রাত্রিতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। দুইজনে পরস্পর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সন্ধি স্থাপন করিলেন। অতঃপর শিবাজী পানহালাতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বিজাপুরী সৈন্যদল পানহালা বেষ্টন করিয়া রহিল।

সিদ্দি জহারের বিশ্বাসঘাতকতার কথা শুনিতে পাইয়া আলি আদিল সা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বিদ্রোহীদিগকে শাস্তি দিবার জন্য নিজে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। যখন তিনি পানহালার নিকট উপস্থিত

হয়েন তখন শিবাজী পাঁচ ছয় সহস্র সৈন্য লইয়া পলায়ন করিলেন। বিনা যুদ্ধে পানহালার দুর্গ আদিল সার হস্তগত হইল। যখন আদিল সা শুনিলেন শিবাজী পলায়ন করিয়াছেন, তখন সিদ্দি জহারের পুত্র আজিজ ও আফজল খাঁর পুত্র ফাজল খাঁকে তাঁহার অনুসরণ করিতে আদেশ করেন। শিবাজী, বাজী প্রভুর অধীনে পাঁচ সহস্র সৈন্য রাখিয়া আদেশ করিলেন যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি বিশালগড়ে উপস্থিত হইয়া পাঁচবার তোপধ্বনি না করেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেন গিরিবর্ত্মের সম্মুখদেশ রক্ষিত হয়। বিজাপুরী সৈন্যদল প্রচণ্ড বিক্রমে বাজী প্রভুকে তিনবার আক্রমণ করে, কিন্তু তিনবারই তাহারা অকৃতকার্য্য হইল। প্রায় নয় ঘণ্টা ব্যাপী ঘোরতর সংগ্রামের পর উভয় পক্ষের অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইল। মুসলমানদিগের তিন চতুর্থাংশ এবং মারাট্টাদিগের প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য হত হইল। অতঃপর বিশালগড় হইতে শিবাজীর সাঙ্কেতিক তোপধ্বনি হইলে বাজী প্রভু অসংখ্য মুসলমান সৈন্যদিগের সহিত অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত, অবসন্ন ও ক্ষত বিক্ষত দেহে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়া বীরগতি লাভ করিলেন। মৃত্যুকালে তিনি বলিলেন, "প্রভু নিরাপদে দুর্গে উপস্থিত হইয়াছেন, এক্ষণে আমার আর কোন চিন্তা বা উদ্বেগের কারণ নাই, আমি নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারিব"। ধন্য স্বদেশ-প্রেম ও প্রভুভক্তি! এ প্রকার ত্যাগী ও কর্ত্তব্য বুদ্ধিসম্পন্ন সেনাপতি ও কর্ম্মচারীদিগের সাহায্য না পাইলে শিবাজী কখন এরূপ শক্তিশালী হইতে পারিতেন না।

মারাট্টা সৈন্যগণ এই যুদ্ধে পরাস্ত হইলে ফাজল খাঁ রঙ্গন পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েন। তৎপরে ১৬৬১ খৃঃ অব্দে জানুয়ারি মাসে আলি আদিল সা এক প্রকাণ্ড সৈন্যদল লইয়া কুরার অভিমুখে যাত্রা করেন এবং পবনগড় দুর্গ অধিকার করিয়া নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ হস্তগত

করিলেন। সেই সময়ে রঙ্গন ও বিশালগড় দুর্গ ব্যতীত আর সমুদায় দুর্গ বিজাপুরের হস্তগত হইল। ইহার কিছুকাল পরে বর্ষাকাল উপস্থিত হওয়াতে সুলতান বিজাপুরে প্রত্যাগমন করেন। তখন সুবিধা বুঝিয়া শিবাজী পুনরায় রাজপুর অধিকার করেন। আদিল সা যদিও যুদ্ধক্ষেত্রে নিজে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই। কারণ মোগল এবং মারাট্টা এই দুই শক্তির সহিত বহুদিন হইতে যুদ্ধে লিপ্ত থাকাতে তাঁহার বহু অর্থ ও সৈন্যক্ষয় হইয়াছিল। তাহাতে তিনি শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই অবস্থা হইতে উদ্ধার লাভের জন্য তিনি রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারীদিগের সহিত পরামর্শ করেন। সাহাজীকেও আহ্বান করা হইয়াছিল। সাহাজী পুত্রের বীরত্ব ও অসাধারণ কীর্ত্তিকলাপের কথা শ্রবণ করিয়া বহুদিন হইতে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এক্ষণে সুলতান শিবাজীর সহিত সন্ধিস্থাপনার্থ তাঁহাকে প্রেরণ করাতে তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইল।

শিবাজী একই উদ্দেশ্য লইয়া সমস্ত জীবন যাপন করিয়াছিলেন। মারাট্টা জাতিকে মুসলমানের হস্ত হইতে রক্ষা করাই সেই উদ্দেশ্য। এ পর্য্যন্ত অনেক পরিমাণে তিনি এই উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন কারণ বিজাপুরের অধীনতা-শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া মহারাষ্ট্রের অনেক স্থানকে মুক্তি দিয়াছেন। এক্ষণে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া মোগল শক্তিকে দাক্ষিণাত্যে খর্ব্ব করিয়া রাখাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল। সেইজন্য যখন তিনি শুনিলেন তাঁহার পিতা সন্ধি স্থাপনের জন্য বিজাপুরের পক্ষ হইতে তাঁহার নিকট আগমন করিতেছেন তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

পাঠকেরা অবগত আছেন বিজাপুর-রাজ ইতিপূর্ব্বে সাহাজী, পুত্রের

সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন ভাবিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহার উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়াছিলেন। অবশেষে শিবাজীর বুদ্ধি-কৌশলে তিনি মুক্তিলাভ করেন। ধর্ম্মভীরু সাহাজী আপনার দোষ ক্ষালনার্থ পুত্রকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আর তাঁহার মুখদর্শন করেন নাই। ধর্ম্মরক্ষার জন্য এরূপ অসাধারণ গুণসম্পন্ন পুত্রকে পরিত্যাগ করার দৃষ্টান্ত জগতে অতি বিরল। যাহা হউক বিজাপুরের আদেশে তিনি শিবাজীর বিমাতা তুকাবাই ও তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ব্যাঙ্কেজী এবং কতিপয় কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া শিবাজীর নিকট গমন করেন। শিবাজী পূর্ব্ব হইতে পিতার আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া যে সমস্ত স্থান দিয়া তিনি আগমন করিবেন সেই সমস্ত স্থান সুন্দররূপে সজ্জিত করিবার আদেশ প্রদান করেন। নানাপ্রকার পত্র পুষ্প ও আলোকমালাতে সজ্জিত হইয়া সেই সমস্ত স্থান আনন্দ ও উৎসবময় হইয়া উঠিল। মধ্যে মধ্যে উচ্চ মঞ্চ হইতে বাদ্যযন্ত্রসমূহ সুমধুর রবে আকাশকে পূর্ণ করিতে লাগিল। শিবাজী, নেতাজী পালকরকে সৈন্যসহ পিতার অভ্যর্থনার জন্য প্রেরণ করিলেন এবং নিজে মাতা জিজাবাই সহ জেজুরি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া পিতার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যথা সময়ে সাহাজী জেজুরিতে উপস্থিত হইয়া পত্নী ও পুত্রের সহিত মিলিত হইলেন। আজ বৃদ্ধসাহাজী-পরিবারে কি আনন্দ! সাধ্বী জিজাবাই বহুকাল হইতে স্বামীকর্ত্তৃক একপ্রকার পরিত্যক্ত হইয়া জীবন যাপন করিতেছিলেন। একাকিনী শিশুপুত্রের লালন পালন ও শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করিয়া, তাঁহারই মুখপানে চাহিয়া, তাঁহার ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য ভবানী-চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছিলেন। স্বামীর সঙ্গে এ জীবনে পুনর্মিলিত হইবার কোন আশা ছিল না, কিন্তু আজ একি হইল! আজ যদি

তাঁহার মৃত্যু হইত, তবে কি তাহা সুখের হইত না? এমন ধার্ম্মিক ও কর্ত্তব্যপরায়ণ স্বামী জগতে কাহার আছে। এমন ত্যাগী, স্বদেশ উদ্ধারের পবিত্র ব্রতে ব্রতী, মহাবীর ও মহাপ্রাণ পুত্রের জননী হওয়ার সৌভাগ্য জগতে কয়জন রমণীর আছে? তাই মহাতাপসী জিজার মনে হইতেছিল আজ এই শুভসম্মিলনের দিনে যদি তাঁহাকে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতে হইত, তাহাহইলে বুঝি তাঁহার সকল কঠোর তপস্যার পুরস্কার তিনি প্রাপ্ত হইতে পারিতেন। শিবাজী বহুদিন পরে পিতার চরণ দর্শন করিয়া ভক্তি গদগদচিত্তে তাঁহার চরণধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন এবং বৃদ্ধ সাহাজী আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিলেন। এই আনন্দোৎসবে শিবাজী দরিদ্রদিগকে দান এবং কর্ম্মচারীদিগকে নানাপ্রকার উপহার প্রদান করিয়া পরিতুষ্ট করেন। জেজুরি হইতে তাঁহারা পুনাতে গমন করেন। সাহাজী শিবিকাতে আরোহণ করিলেন, কিন্তু শিবাজী নগ্নপদে দশ ক্রোশ পিতার শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে গমন করিলেন। ধন্য পিতৃভক্তি! ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ না করিলে বুঝি এরূপ পিতৃভক্তি লাভ করা যায় না এবং জীবনতরু এইরূপে শ্রদ্ধা ও ভক্তিবারি দ্বারা সিঞ্চিত না হইলে কোন মূল্যবান্ ফল প্রসব করিতে পারে না।

সাহাজীর জন্য যে মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল পিতা পুত্র যখন স্থানে উপস্থিত হইলেন তখন সাহাজী মঞ্চের উপর উপবেশন করিলেন, কিন্তু শিবাজী পিতার সম্মুখে উপবেশন করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি যৌবনকালে পিতার অবাধ্য হইয়া বিজাপুরের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তাঁহাকে কারাগারের যে ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছে, এই অপরাধের জন্য বারংবার তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সাহাজী পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে

বলিলেন যে ব্যক্তি আপনার দেশকে পরাধীনতার কঠিন নিগড় হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করে, তাহার সহস্র অপরাধ মার্জ্জনীয়। তৎপরে শিবাজীকে তাঁহার জীবনের লক্ষ্য সাধনের জন্য মনোযোগী হইতে আদেশ করিয়া ব্যাঙ্কোজী যেন ভ্রাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত না হয়েন, তাহার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন।

অতঃপর শিবাজী যে স্থানে আফজল খাঁকে হত্যা করিয়াছিলেন সেই স্থান পিতাকে দর্শন করাইয়া হরিহরেশ্বর তীর্থে গমন করেন। সেখানে পূজা অর্চ্চনাদি করিয়া রামদাস স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাইরিতে উপস্থিত হয়েন। রাইরির বর্ত্তমান নাম রায়গড়। ইহা এমন উচ্চ ও দুর্গম স্থানে অবস্থিত এবং ইহার চতুর্দ্দিকের পর্ব্বতশ্রেণী এরূপ দুরারোহ যে সাহাজী এইস্থানে রাজধানী স্থাপনের জন্য পুত্রকে পরামর্শ দেন। তাঁহার পরামর্শ অনুসারে শিবাজী, আবাজী সোনদেবকে এই দুর্গ সুদৃঢ়রূপে নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করেন।

শিবাজীর আদেশানুযায়ী ঐ স্থানে দুর্গনির্ম্মিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে শিবাজীর বাসের জন্য এক প্রাসাদ উচ্চশিরে পর্ব্বতচূড়াতে দণ্ডায়মান হইল। সমতল ভূমি হইতে কয়েক শত ফিট উচ্চে জিজাবাইয়ের জন্য এক অট্টালিকা প্রস্তুত হইল। এমন সুন্দর ভাবে এই সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছিল যে কাহাকেও দুর্গ বা প্রাসাদে পবেশ করিতে হইলে দুর্গের প্রধান দ্বার দিয়া যাইতে হইত। এক দিবস শিবাজী নগর মধ্যে এই সংবাদ প্রচার করেন যে যদি কোন ব্যক্তি দুর্গের দ্বারদেশ ভিন্ন অন্য কোন পথ দিয়া দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, তবে সে বহু স্বর্ণমুদ্রা এবং এক শত প্যাগোডা মূল্যের সুবর্ণ বলয় পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে। * এই সংবাদে নিম্নশ্রেণীর একব্যক্তি

* Khafi khan, Elliot and Dowson

শিবাজীর নিকট আসিয়া নিবেদন করিল সে অনুমতি পাইলে চেষ্টা করিতে পারে। শিবাজী ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহাকে অনুমতি দিলেন। বাল্যকাল হইতে ঐ ব্যক্তি পর্ব্বতের মধ্যস্থিত বহু অজ্ঞাত গুপ্ত পথ দিয়া গমনাগমন করিতে অভ্যস্ত ছিল। শিবাজীর অনুমতি পাওয়া মাত্র সে তখনি পর্ব্বতে উঠিতে আরম্ভ করিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা গেল দুর্গের মধ্যে পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে এক পতাকা উড্ডীন হইতেছে। অতঃপর সেই ব্যক্তি দুর্গ হইতে অবতরণ করিয়া শিবাজীর চরণতলে নিপতিত হইল এবং অঙ্গীকৃত অর্থ প্রাপ্ত হইল। শিবাজী তখনই সেই পথ বন্ধ করিতে আদেশ করিলেন। এই পথ এখনও 'চোর দরজা' নামে খ্যাত। ইহার কিছুদিন পরে আর এক ঘটনাতে শিবাজী বুঝিলেন যে আবাজী সোনদেবের কাজ তখনও অসম্পূর্ণ ছিল। হীরামণি নামে এক গোয়ালিনী দুগ্ধ বিক্রয়ের জন্য রায়গড় দুর্গে প্রবেশ করিয়াছিল। দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া যখন সে ফিরিতেছিল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, সুতরাং দুর্গের সমস্ত দ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অনেক অনুনয় বিনয় করা সত্বেও প্রহরীগণ দ্বারোদ্‌ঘাটন করিতে সম্মত হইল না। সে তাহার একটী ছোট শিশু ও বৃদ্ধা শ্বাশুড়ীকে গৃহে রাখিয়া গিয়াছে, সুতরাং যতই রাত্রি অধিক হইতে লাগিল ততই তাহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। অবশেষে প্রাণের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্ব্বত-গাত্রদিয়া অবতরণ করিয়া সে গৃহে গমন করিল। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শিবাজী সেইস্থানে এক বুরুজ নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করেন এবং এই বুরুজ এখনও 'হীরামণি' বুরুজ নামে বিদিত। রায়গড় সুদৃঢ়রূপে নির্ম্মাণ করিয়া শিবাজী তাঁহার সমস্ত ধন সম্পত্তি এবং সরকারি কাগজপত্র এই দুর্গে আনয়ন করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন।

পিতার সহিত শিবাজী দুইমাস কাল আনন্দে যাপন করিলেন। তৎপরে সাহাজী বিজাপুরে প্রত্যাগমনের প্রস্তাব করিলে শিবাজী ব্যাকুল হইয়া বলিলেন "আপনার বিজাপুরে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। আপনি এই স্থানে থাকিয়া রাজ্যশাসন করুন আমরা দাসানুদাস হইয়া আপনার আদেশ প্রতিপালন করিব।" ধর্ম্মভীরু সাহাজী ইহাতে সম্মত না হইয়া বিজাপুরে গমন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সাহাজী যাইবার সময় পুত্রকে এই আদেশ করিলেন যে তিনি যেন বিজাপুরের বিরুদ্ধে আর অস্ত্রধারণ না করেন। শিবাজী ইহাতে সম্মত হইলেন, কিন্তু বলিলেন যতদিন পর্য্যন্ত বিজাপুর তাঁহাকে আক্রমণ না করিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার এই আদেশ পালন করিবেন। সাহাজী বিজাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় পুত্রকে একটী উৎকৃষ্ট তরবারি উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। তিনি ইহার নাম "তুলজা" রাখিয়া অতি যত্নের সহিত [illegible] করিয়াছিলেন। বিজাপুর-রাজ শিবাজীর নিকট হইতে বহুমূল্য উপহার প্রাপ্ত হইয়া এবং তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হয়েন। যখন বিজাপুরের সহিত শিবাজীর সন্ধিস্থাপিত হয় তখন কল্যাণ হইতে গোয়া পর্য্যন্ত কঙ্কনের সমস্ত স্থান তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল। এই সময়ে ৫০০০০ পদাতিক এবং ৭০০০ অশ্বারোহী তাঁহার আদেশ পালন করিত। বিজাপুরের সহিত সন্ধিস্থাপিত হইলে তিনি রাজ্যশাসনের সুবন্দোবস্ত, দুর্গসমূহ সংস্কার ও নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে মনোযোগী হয়েন কারণ তিনি পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন মোগলদিগের সহিত অচিরে সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

শিবাজী বিজাপুরের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া মোগলের হস্ত হইতে নিজের দেশকে মুক্তিদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। নেতাজী পলকর ও মোরো পিঙ্গলে তাঁহার আদেশে আহমদনগর হইতে আরঙ্গাবাদ পর্য্যন্ত মোগল রাজ্য লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে একবার একজন মোগল কর্ম্মচারী দাক্ষিণাত্যের মোগল শাসন কর্ত্তা সায়েস্তা খাঁকে বলেন তাঁহারা মারাট্টাদিগের ভয়ে এত ভীত হইয়াছেন যে সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব তাঁহারা প্রেরণ করিতে পারিতেছেন না। তাহাতে সায়েস্তা খাঁ তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া উত্তর দিলেন "যদি তোমরা মারাট্টাদিগকে এত ভয় কর, তাহাহইলে আমি একজন স্ত্রীলোককে প্রেরণ করিতেছি যে তাহাদিগকে ভয় করিবে না।" সত্য সত্যই তিনি রায় বাগীন নামে এক বীর রমণীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইনি উদারাম দেশমুখের পত্নী। সায়েস্তা খাঁ ইঁহাকে একদল মোগল সৈন্যের নায়িকার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মারাট্টাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। শিবাজীর সহিত ইঁহার যে যুদ্ধ হয় তাহাতে ইনি পরাস্ত হইয়া বন্দিনী হয়েন। ইহার অল্পদিন পরে আর একদল সৈন্য একজন রাজপুতের অধীনে প্রেরিত হয়। শিবাজী ইঁহাকেও পরাস্ত করিয়া দাক্ষিণাত্যের মোগলরাজ্য আক্রমণ করেন এবং অনেক স্থান হইতে কর আদায় করেন। আরঙ্গেব এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সায়েস্তা খাঁকে লিখিয়া পাঠাইলেন, তিনি যেন শিবাজীকে অবিলম্বে আক্রমণ করিয়া তাঁহার সমস্ত দুর্গ অধিকার করেন। এই আদেশানুযায়ী সায়েস্তা খাঁ, মমতাজ খাঁ ও যোধপুরের

মহারাজা যশোবন্ত সিংহকে আরঙ্গাবাদে রাখিয়া সসৈন্যে আহমদনগরের অভিমুখে যাত্রা করেন।

১৬৬০ খৃঃ অব্দে ২৫শে ফেব্রুয়ারি তিনি আহমদনগর পরিত্যাগ করিয়া পুনার দিকে অগ্রসর হয়েন। তিনি যে সমস্ত স্থানের মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন সেই সমস্ত স্থান অধিকার করতঃ তাহাদিগকে সুরক্ষিত করিবার বন্দোবস্ত করেন। মারাট্টাগণ তাঁহার সহিত সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত না হইয়া গোপনে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। সায়েস্তা খাঁ বর্ষাকাল পুনাতে যাপন করিতে মনঃস্থ করেন, কিন্তু পুনাতে তাঁহার উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই মারাট্টাগণ পুনা ও চাকানের সমস্ত শস্যাদি বিনষ্ট করে। বর্ষাকালে পুনার অন্তর্গত এবং মোগলদিগের অধিকৃত সীমান্ত দেশের মধ্যবর্ত্তী নদী সমূহ প্লাবিত হওয়াতে তাঁহার সৈন্যেরা খাদ্যাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইবে, ইহা ভাবিয়া আহমদনগরের নিকটবর্ত্তী চাকানে সৈন্যসহ অবস্থান করিবেন স্থির করিলেন। চাকান দুর্গ এরূপ কৌশলের সহিত সুরক্ষিত, যে তাহা অধিকার করা মোগলদিগের পক্ষে অতি কঠিন কার্য্য ছিল। বীরবর ফেরঙ্গজী নারশল্লা এই দুর্গের রক্ষক ছিলেন। তিনি মাবলা সৈন্যদিগকে পরিচালিত করিয়া মোগলদিগকে বারংবার স্থানচ্যুত করিতে লাগিলেন। সায়েস্তা খাঁ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কামান সমূহ দুর্গের অভিমুখে স্থাপন করিয়া দিবারাত্রি গোলাবর্ষণ করিতে আদেশ করিলেন। মোগলদিগের সামরিক আয়োজন অতুলনীয় ছিল, সুতরাং প্রায় দুইমাস কাল প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া দুর্গের সৈন্যগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। অবশেষে ফেরঙ্গজী যখন দেখিলেন দুর্গ রক্ষা করা অসম্ভব, তখন সায়েস্তা খাঁর নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়া প্রস্তাব করিলেন যে তাঁহাকে যদি সসৈন্যে দুর্গ

পরিত্যাগ করিয়া যাইবার অনুমতি প্রদান করা হয় তাহা হইলে তিনি দুর্গ সমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন। সায়েস্তা খাঁ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে ফেরঙ্গজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সায়েস্তা খাঁ তাঁহার বীরত্বে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি ফেরঙ্গজীকে সম্রাটের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। ফেরঙ্গজী উত্তর করিলেন "আমি শিবাজীর একজন নিকৃষ্ট কর্ম্মচারী। আমি তাঁহার নিকট হইতে যাহা প্রাপ্ত হই, তাহাতে অনায়াসে আমার জীবিকানির্ব্বাহ হয়। উদ্বৃত্ত যাহা থাকে, তাহা দেবার্চ্চনা ও দেবপূজাতে ব্যয় করিয়া আমি ধন্য হই। আমার অধিক অর্থের প্রয়োজন নাই।" এই উত্তরে সায়েস্তা খাঁ অবাক্ হইয়া রহিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন মোগল সম্রাটের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করিতে পারিলে লোকে আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করে, কিন্তু ফেরঙ্গজী কোন্ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে যে এপ্রকার প্রস্তাব অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে! সায়েস্তা খাঁ সেই দিনই আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন দরিদ্র মহারাষ্ট্রবাসীদিগকে অর্থ অথবা রাজকার্য্যের প্রলোভন দেখাইয়া সহজে স্ববশে আনিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিবেন, কিন্তু এই যুদ্ধে তিনি বুঝিলেন দরিদ্র মারাট্টাগণ স্বাধীনতা-মন্ত্রে এমনি মুগ্ধ হইয়াছে যে শরীরে একবিন্দু শোণিত থাকিতে তাহারা বিনাযুদ্ধে আপনাদের দেশের সূচ্যগ্র পরিমাণ স্থানও পরিত্যাগ করিবে না।

চাকান অধিকার করিয়া সায়েস্তা খাঁ পুনাতে প্রত্যাগমন করেন এবং দাদাজী কোণ্ডদেব নির্ম্মিত বিখ্যাত রাজমহল নামক প্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে শিবাজী সিংহগড় হইতে রাজগড়ে প্রস্থান করেন। সায়েস্তা খাঁ বিদ্রূপ করিয়া তাঁহাকে এক পত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে লেখা ছিল শিবাজী শাখামৃগ ভিন্ন আর কিছুই নয়, সুতরাং পর্ব্বতের মধ্যে বৃক্ষ শাখাতে বাস করাই তাঁহার পক্ষে

শোভা পায়। শিবাজী কি প্রকার পরিহাসরসিক ছিলেন, আমরা এই পত্রের উত্তর হইতে তাহা বুঝিতে পারি। তিনি লিখিলেন "আমি কেবল বানর নই, কিন্তু সকল বানরের রাজা হনুমান। বানরেরা যেরূপ লঙ্কাধিপতি দশাননকে হত্যা করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিয়াছিল, আমিও সেইরূপ তোমাকে হত্যা করিয়া আমার দেশকে মোগলের হস্ত হইতে উদ্ধার করিব।" এইরূপ চিঠি পত্রের পর সায়েস্তা খাঁ নানাপ্রকারে আপনার বাসভবন সুরক্ষিত করিয়া দিনযাপন করিতেছিলেন। নিজের বিশাল সৈন্যদল এবং যশোবন্তসিংহের দশ সহস্র সৈন্য পুনার চতুর্দ্দিক আবেষ্টন করিয়া রহিল। শিবাজী রাজগড় হইতে তাঁহার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। সায়েস্তা খাঁ মুখে যাহাই বলুন না কেন তিনি সত্যই শিবাজীকে অত্যন্ত ভয় করিয়া চলিতেন। পুনাতে অবস্থান-কালে তিনি সমস্ত মারাট্টা অশ্বারোহীদিগকে কার্য্য হইতে বিদায় দিলেন এবং এই আদেশ দিলেন যে কোন হিন্দু বিনা অনুমতিতে সহরের মধ্যে প্রবেশ বা সহর পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। একদিন শিবাজী এক সহস্র সৈন্য লইয়া পুনার অভিমুখে অগ্রসর হয়েন এবং নেতাজী পলকর ও মোরোপন্থ প্রত্যেককে এক সহস্র সৈন্য লইয়া বিশাল মোগল বূ্যহের দুইপার্শ্বে এক মাইল দূরে অবস্থান করিতে আদেশ করিলেন। সন্ধ্যার সময় তিনি মোগল-সৈন্যাবাসের নিকট উপস্থিত হইয়া কিয়ৎকাল যাপন করিলেন। রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় ৪০০ সৈন্য এবং শরীররক্ষকরূপে বাবাজী বাপুজী এবং চিমনজী বাপুজীকে সঙ্গে লইয়া সায়েস্তা খাঁর বাসভবনের নিকট উপস্থিত হয়েন। যে পুনার প্রাসাদে তিনি বাল্যকাল যাপন করিয়াছিলেন, সেই প্রাসাদ শত্রুর কবলিত দর্শন করিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। এই প্রাসাদের সমস্ত স্থান তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত ছিলেন।

ভাদ্রমাসের ঘোর তমসাচ্ছন্ন রজনী। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি পড়িতেছিল তাহাতে আবার রমজানের সময়। এই সময়ে মুসলমানগণ সমস্ত দিবস অনাহারে যাপন করিয়া রজনীতে উদর পূর্ণ করিয়া আহারান্তে গভীর নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছিল। কয়েকজন মাত্র পাচক রন্ধনাদির বন্দোবস্ত করিতেছিল। শিবাজী ধীরে ধীরে সেই স্থানে আগমন করিলে তাহারা অত্যন্ত ভীত হইয়া চীৎকার করিবার উপক্রম করিল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই মারাট্টাদিগের তরবারির আঘাতে তাহাদের দেহ ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। বাহিরের রন্ধনশালা হইতে অন্তঃপুরে যাইবার জন্য একটি দরজা ছিল, কিন্তু শিবাজী দেখিলেন তাহা বন্ধ করা হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে একটী একটী করিয়া ইষ্টক খুলিয়া লওয়াতে দরজাটি পুনর্মুক্ত হইল। অমনি শিবাজী ও চিমনজী বাপুজী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ২০০ সৈন্য তাঁহাদের অনুগমন করিল। শিবাজী একেবারে সায়েস্তা খাঁর শয্যা-পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। সায়েস্তা খাঁর অন্তঃপুরচারিণীর মধ্যে কেহ কেহ জাগ্রত হইয়া চীৎকার করাতে তিনি জাগ্রত হইলেন কিন্তু অস্ত্র লইয়া শিবাজীকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই শিবাজী তাঁহার হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি কাটিয়া ফেলিলেন। এই সময়ে কোন বুদ্ধিমতী রমণী শয়ন কক্ষের আলোক নির্ব্বাণ করিল। নচেৎ সায়েস্তা খাঁর জীবন রক্ষা অসম্ভব হইত। অন্ধকারের মধ্যে কয়েক-জন দাসী তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিল।

ইতিমধ্যে শিবাজীর অবশিষ্ট ২০০ সৈন্য মোগল প্রহরী এবং অনুচর-দিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। এই মারাট্টা সৈন্যগণ মোগল বাদ্যকরদিগকে বাদ্য বাজাইতে আদেশ করিল। তখনও পর্য্যন্ত মোগলেরা বুঝিতে পারে নাই যে শত্রুগণ তাহাদের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা বাদ্য বাজাইতে আরম্ভ করিলে সমস্ত মোগলসৈন্য জাগ্রত

হইয়া উঠিল। অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে পারিয়া যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইতে লাগিল। খাঁর পুত্র আবদুল ফতে খাঁ পিতার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হওয়াতে মারাট্টাগণ তাহাকে হত্যা করিল। শিবাজী যখন দেখিলেন সকলে জাগ্রত হইয়াছে, তখন আপনার সৈন্য-দিগকে একত্রিত করিয়া অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। মোগলেরা শত্রুদিগকে তাহাদের শিবিরের মধ্যে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। শিবাজী পুনাতে প্রবেশের সময় পাহাড়ের উপরের বৃক্ষশ্রেণীতে জ্বলন্ত মশাল বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। যখন তাঁহারা প্রাসাদ পরিত্যাগ করেন এবং যখন মোগলসৈন্য প্রাসাদের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া মারাট্টা-দিগের কোন চিহ্ন পাইল না, তখন পাহাড়ের উপরে জ্বলন্ত মশাল দেখিয়া ভাবিল নিশ্চয় ঐ স্থানে তাহারা রহিয়াছে। সুতরাং তাহারা সেইদিকে অগ্রসর হইল এবং পর্বতের পাদদেশ হইতে কাল্পনিক শত্রুর উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মারাট্টাগণ নিরাপদে সিংহগড়ে উপস্থিত হইল।

শিবাজীর এই অসীম সাহস ও বুদ্ধিকৌশল দেখিয়া মোগলেরা স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহারা শিবাজীকে অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন শয়তানের অবতার মনে করিয়া ভীতচিত্তে দিনযাপন করিতে লাগিল। আরংজেব যখন এই ব্যাপারের বিষয় অবগত হইলেন, তখন সায়েস্তা খাঁর জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। অনেকে মনে করেন যশোবন্ত সিংহ শিবাজীকে গোপনভাবে পরামর্শ না দিলে কখনও এই ঘটনা ঘটিত না। কিন্তু সম্রাট আরংজেব কখনও এইভাব মনের মধ্যে পোষণ করিয়া-ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সায়েস্তা খাঁ এই ব্যাপারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও লজ্জিত হইয়া ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য সিংহগড় অবরোধ করেন। কিন্তু শিবাজীর কামানের ভীষণ গোলাবর্ষণ অসহ্য

হওয়াতে পুনাতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সায়েস্তা খাঁ পুনাতে যে কলঙ্ক অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা ক্ষালনের জন্য আরংজেবকে জানাইলেন যে, যশোবন্তসিংহের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য এই দুর্ঘটনা হইয়াছে। সম্রাট এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের উভয়কে দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ করেন। আরংজেব সেই সময়ে কাশ্মীর গমন করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। তিনি সায়েস্তা খাঁর এই লজ্জাজনক পরাজয়ে তাঁহার উপর এতই বিরক্ত হইয়াছিলেন যে তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য বাঙ্গালা-দেশের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই কাশ্মীর চলিয়া গেলেন। * অতঃপর সম্রাট, কুমার মৌজমকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিয়া যশোবন্ত সিংহকেও তৎসঙ্গে পুনরায় প্রেরণ করিলেন।

যখন শিবাজী মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন তখন রাজগড়ে সয়রাবাই একটী পুত্রসন্তান প্রসব করেন। শিবাজী তাহার নাম রাজা রাম রাখিলেন। এই বৎসরে সাহাজী বিজাপুরের অধীনস্থ কয়েকজন বিদ্রোহী জায়গীরদারকে দমন করিবার নিমিত্ত বাঙ্গালোরের নিকটে গমন করিয়াছিলেন। এক দিবস অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মৃগয়ার জন্য বাহির হইয়াছিলেন। মৃগয়াকালে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নিপতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন। শিবাজী পিতার মৃত্যু সংবাদে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। জিজাবাই পতির পরলোকগমনে কাতর হইয়া তাঁহার সহিত সহমরণোদ্যতা

* As a mark of his displeasure, he transferred Shaista khan to the government of Bengal, which was then regarded as a penal province, or in Aurangzib's own words, "A hell well-stocked with bread" without permitting him even to visit the Emperor on his way to his new charge.

J. N. Sircir.

হইলে শিবাজী অনেক চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করেন। বলা বাহুল্য শিবাজী বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। এই সময়ে এক দিবস সাধু তুকারাম চাকানের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে কথকতা করিতেছিলেন, শিবাজী ইহা শুনিতে পাইয়া সেই স্থানে গমন করেন এবং তুকারামের কথকতা শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। মোগলেরা যখন শুনিল যে চাকানের অতি নিকটবর্ত্তী স্থানে শিবাজী অবস্থান করিতেছেন তখন তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্য একদল অশ্বারোহী প্রেরিত হইল, কিন্তু শিবাজী তাহাদের আগমনের পূর্ব্বেই সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

মোগলদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া শিবাজী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য সুরাট আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। সুরাট নগর অতি মনোরম। ইহাতে অনেক ধনী ও ঐশ্বর্য্যশালী বণিক বাস করিতেন। ইহার ধন ও ঐশ্বর্য্য বহুকাল হইতে দিগ্বিজয়ী রাজাদের লোলুপ-দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। মহম্মদ ঘোরী, মহম্মদ তোগলক ও আকবর এই নগর লুণ্ঠন করিয়াছেন। ১৫১২ অব্দে পোর্ত্তুগীজেরা প্রথমবার এবং ১৫৩০ অব্দে দ্বিতীয়বার এই নগর লুণ্ঠন করে। বাণিজ্যের পক্ষে এই স্থান অতি উপযুক্ত দেখিয়া ওলন্দাজ, এবং ইংরাজ বণিকগণ সুরাটে কারখানা স্থাপন করে, পরে ১৬৪২ অব্দে ফরাসীগণও এই স্থানে বাণিজ্যের জন্য আগমন করে। এই স্থানের বাণিজ্য শুল্কের আয় প্রায় ১২ লক্ষ টাকা ছিল। ১৬৬৪ খৃঃ অব্দে ৫ই জানুয়ারিতে হঠাৎ সুরাটে সংবাদ আসিল শিবাজী সসৈন্যে নগর লুণ্ঠন করিতে আসিতেছেন। এই সংবাদে নগরবাসীরা অত্যন্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। অনেকে স্ত্রী পুত্র লইয়া নদী পার হইয়া অন্য পারে গমন করিল এবং কেহ কেহ দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। নগরের শাসনকর্ত্তা ইনায়েত খাঁ

শিবাজীর নিকট দূত প্রেরণ করিয়া অর্থদ্বারা তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু শিবাজী তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। ইনায়েত খাঁ ভীত হইয়া নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নগরে দুই লক্ষ লোকের বাস, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কেহ নগর রক্ষার জন্য কোন প্রকার চেষ্টা করিল না। অবশেষে ইংরাজ ও ওলন্দাজ বণিকগণ মিলিত হইয়া নগর রক্ষার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। সংখ্যাতে তাঁহারা অতি অল্পই ছিলেন। প্রায় ২১০ জন লোক এই কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইলেন। হাজি সৈয়দ বেগ নামক বিখ্যাত ধনী বণিকের উচ্চ অট্টালিকার উপরে ৪টি কামান স্থাপন করিলেন এবং প্রেসিডেন্ট অকসেনডন ২০০ শত সৈন্য লইয়া সহরের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রচার করিলেন যে তাঁহারা নগর রক্ষা করিবেন। এই দৃষ্টান্তে কতকগুলি তুর্কী ও য়িহুদী বণিক উৎসাহিত হইয়া আপন আপন সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

শিবাজী চারি সহস্র অশ্বারোহী লইয়া সুরাটের দিকে অগ্রসর হয়েন। পথিমধ্যে দুইজন রাজা সসৈন্যে তাঁহার সহিত যোগ দেওয়াতে সর্ব্বসমেত তাঁহার দশ সহস্র সৈন্য হইল। সুরাটে উপস্থিত হইয়া তিনি নগরের শাসনকর্ত্তার নিকটে দুইজন দূত পাঠাইয়া বলিলেন যদি স্বয়ং শাসনকর্ত্তা, হাজী সৈয়দ বেগ, বাহারজি বোরা এবং হাজি কাসিম এই তিন জন প্রসিদ্ধ বণিকের সহিত তাঁহার নিকটে আগমন করেন, তবে সন্ধি স্থাপিত হইতে পারে, নচেৎ তিনি সমস্ত নগর লুণ্ঠন করিবেন। শিবাজী ইহার কোন উত্তর পাইলেন না। ৬ই জানুয়ারি মারাট্টা অশ্বারোহীগণ নগর লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। সুরাট দুর্গ হইতে যদিও তাহাদের উপর গোলা বর্ষিত হইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে তাহাদের কোন ক্ষতি না হইয়া নগরের বাড়ী ঘর নষ্ট হইল। সুরাট লুণ্ঠনপূর্ব্বক প্রচুর ধন সম্পত্তি লাভ করিয়া শিবাজী

নগর পরিত্যাগ করিলেন। তিনি এই ব্যাপারে প্রায় এক কোটি টাকারও অধিক পাইয়াছিলেন। সুরাটে উপস্থিত হইয়া তিনি ইহা প্রচার করিয়াছিলেন যে কোন ব্যক্তির প্রাণহানির কোন ভয় নাই। আরংজেব তাঁহার অধিকৃত দেশ আক্রমণ করাতে এবং তাঁহার কোন কোন আত্মীয়কে হত্যা করাতে সুরাটের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া প্রতিশোধ লইবেন এই অভিপ্রায়ে তিনি আসিয়াছেন। কিন্তু এই লুণ্ঠনকার্য্যে যে কাহারও প্রতি অত্যাচার করা হয় নাই, তাহা বলা যায় না। কোন কোন স্থলে বেত্রাঘাত করা হইয়াছে এবং হস্ত পদাদি কর্ত্তন করারও আদেশ হইয়াছে। * মুসলমান ঐতিহাসিকগণ শিবাজীর এই ব্যবহার অত্যন্ত জঘন্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা জঙ্গিস খাঁ, তৈমুরলঙ্গ প্রভৃতি দিগ্বিজয়ীদিগের নিষ্ঠুর ব্যবহারের সম্বন্ধে কি বলিবেন? ইংরাজগণও এই ব্যাপারে শিবাজীর চরিত্রে দোষারোপ করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে বর্ব্বরতা দর্শন করিয়া তাঁহারা শিবাজীকে বিশ্বাসঘাতক, নরহন্তা ও দস্যু বলিয়া বর্ণনা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা কি ভুলিয়া গিয়াছেন তাঁহারা জগতের সভ্যতম জাতি হইয়াও কোন কোন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিতে গিয়া সেই স্থানের প্রাচীন অধিবাসীদিগকে কি প্রকার নিষ্ঠুরভাবে নির্য্যাতন করিয়াছেন? মুসলমানগণ তৎকালে হিন্দুদিগের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়া, বিশেষভাবে তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত দিয়া তাঁহাদিগের প্রাণে যে মর্ম্মঘাতী বেদনা দিয়াছিলেন,

---

* As the English chaplain wrote "His desire of money is so great that he spares no barbarous cruelty to extort confessions from his prisoners, whips them most cruelly, threatens death and often executes it if they do not produce so much as he thinks they may or desires they should ;—at least cuts off one hand, sometimes both." J. N. Sircir

হিন্দুদিগেরও তাহা ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভব ছিল। শিবাজী, সুরাট লুণ্ঠনের সময় মুসলমানদিগের প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহার সহিত তুলনা করিলে বর্ত্তমান সভ্যজগতের এক খৃষ্টান জাতি অন্য খৃষ্টান জাতির প্রতি যে অত্যাচার করিতেছেন, তাহা অতি সামান্য বলিয়া কি বোধ হয় না?

ইনায়েৎ খাঁ এই সময়ে শিবাজীর প্রতি এক কাপুরুষোচিত ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি সন্ধিস্থাপনের জন্য এক যুবককে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। সন্ধির সর্ত্তের কথা শুনিয়া শিবাজী তাহাকে বলিলেন "তোমার প্রভু এক্ষণে স্ত্রীলোকের ন্যায় দুর্গমধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া আপনার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, তুমি কি মনে কর আমরাও স্ত্রীলোক যে এই সর্ত্তে আমরা সন্ধিস্থাপন করিব?" যুবক উত্তর করিল "আমরা স্ত্রীলোক নই" এই বলিয়া এক গুপ্ত ছুরিকা বাহির করিয়া শিবাজীর দিকে অগ্রসর হইল। তৎক্ষণাৎ এক মারাট্টা শরীর-রক্ষক তরবারি দ্বারা ঐ যুবকের দক্ষিণ হস্ত কর্ত্তন করিয়া ফেলিল। যুবক এত তেজের সহিত শিবাজীকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল যে সে শিবাজীর উপর পড়াতে দুইজনে ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। যুবকের রক্ত শিবাজীর গাত্রে লাগাতে মারাট্টা সৈনিকগণ ভাবিল রাজাকে সে হত্যা করিয়াছে। ইহাতে তাহারা কুপিত হইয়া সমস্ত বন্দীদিগকে হত্যা করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। শিবাজী তখন ভূমি হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বন্দীদিগের মধ্যে কয়েকজনকে শাস্তি দিয়া অন্য সকলকে মুক্ত করিতে আদেশ দিলেন। ১০ই জানুয়ারী রবিবার প্রাতে তিনি সদলে সুরাট পরিত্যাগ করেন।

আরংজেব যেজন্য কুমার মৌজমকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি তাহার কিছুই করিতে পারেন নাই। সর্ব্বদা বিলাসিতা ও আমোদ আহ্লাদে মগ্ন হইয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন। যশোবন্ত

সিংহ ইতিমধ্যে কোণ্ডানা দুর্গ অবরোধ করেন। অনেকদিন পর্য্যন্ত বহু চেষ্টা করিয়াও দুর্গ অধিকার করিতে না পারিয়া পুনাতে প্রত্যাগমন করেন। এই ব্যাপারে তাঁহার বহুসৈন্য হত হইয়াছিল। অত্যন্ত বর্ষার দরুণ মোগলেরা আর শিবাজীকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয় নাই, অথচ শিবাজী এই সুযোগে আহমদ নগর পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করেন। সুরাট লুণ্ঠনের পর শিবাজী 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করিলেন এবং রায়গড়ে এক টাঁকশাল স্থাপন করিয়া আপনার নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করেন। তাঁহার রণতরী সমূহ মোগলের জাহাজ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। একবার তাঁহার এক রণতরী মক্কাযাত্রী কয়েকটি জাহাজ আক্রমণ করাতে বিজাপুর কুপিত হইয়া কঙ্কন আক্রমণ করার জন্য এক বিশাল সৈন্যদল প্রেরণ করেন। এ পর্য্যন্ত আমরা শিবাজীর জলযুদ্ধ সম্বন্ধে কিছুই বর্ণনা করি নাই। দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধাদি দ্বারা তিনি যেমন ধীরে ধীরে শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিলেন, অন্যদিকে বাণিজ্যের দ্বারা ধনাগমেরও উপায় উদ্ভাবন করিয়া আর্থিক বলও সঞ্চয় করিতেছিলেন। সমুদ্রে গমনাগমনের জন্য এবং সমুদ্রের উপকূলস্থিত রাজ্য সমূহকে দস্যুদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি অনেক রণতরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার কার্য্য আমরা যথাস্থানে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শিবাজীর স্থরাট লুণ্ঠন, মক্কাযাত্রীদিগের জাহাজ আক্রমণ এবং সমুদ্রে শক্তি-অর্জ্জনের চেষ্টার সংবাদ পাইয়া আরংজেব অত্যন্ত চিন্তিত হয়েন সায়েস্তা খাঁর ন্যায় কূটনীতি-বিশারদ এবং যশোবন্ত সিংহের ন্যায় যোদ্ধার সকল বুদ্ধি ও রণচাতুর্য্য শিবাজীর বুদ্ধি ও বীরত্বের নিকট পরাস্ত হইয়াছে দেখিয়া তিনি শিবাজী-বিজয় সম্বন্ধে একপ্রকার নিরাশ হইয়া পড়িতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার ইচ্ছা মনের মধ্যে জাগ্রত হইল। তিনি অম্বরাধিপতি প্রবীন যোদ্ধা মহারাজা জয়সিংহকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার অধীনে দিলির খাঁ এবং আরও কয়েকজন সমরকুশল সেনাপতি ও ১৪০০০ সৈন্য দাক্ষিণাত্যের উদীয়মান মারাট্টা শক্তিকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য প্রেরিত হইল। ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে ১০ ফেব্রুয়ারী জয়সিংহ আরঙ্গাবাদে উপস্থিত হয়েন। তৎপরে ৩রা মার্চ্চ তিনি পুনা আগমন করেন। জয়সিংহ যেজন্য দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হইয়াছেন, তাহার কাঠিন্য ও গুরুত্ব চিন্তা করিয়া তিনি স্থিরভাবে আপনার কার্য্য সাধন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমে বিজাপুরের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া অন্যান্য রাজাদিগকে অর্থ ও সম্মানের প্রলোভন দেখাইয়া স্ববশে আনিতে লাগিলেন। যখন অধিকাংশ রাজা ও জমিদার তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন, তখন এক একজন প্রবীন সেনাপতির অধীনে বহুসংখ্যক সৈন্য রাখিয়া তাহাদিগকে পুরন্দর দুর্গের চারিদিকে এরূপ ভাবে আবেষ্টন করিয়া থাকিতে আদেশ করেন যে, মারাট্টাগণ যেন দুর্গের সৈন্যদিগকে বাহির হইতে কোনরূপে সাহায্য করিতে না পারে।

সৈন্যদিগকে এইরূপে সজ্জিত করিয়া জয়সিংহ ১৪ই মার্চ্চ পুনা পরিত্যাগ করিয়া পুরন্দরের দিকে অগ্রসর হয়েন। পুরন্দর-দুর্গ উচ্চ পর্ব্বতমালার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা অনেকগুলি দুর্গের সমষ্টি এবং বজ্রগড় নামক এক দুর্ভেদ্য দুর্গ ইহাকে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে। জয়সিংহ প্রথমে বজ্রগড় অবরোধ করিবার সঙ্কল্প করিয়া আফগান যোদ্ধা দিলির খাঁকে এক বিশাল সৈন্যদল সহ প্রেরণ পূর্ব্বক নিজে সমস্ত তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর মোগলেরা এক পাহাড়ের উপর কয়েকটি বৃহৎ কামান স্থাপন করিয়া অনবরত বজ্রগড়ের উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। মুরারবাজী পুরন্দর দুর্গের রক্ষক ছিলেন। তাঁহার সৈন্যবল এবং যুদ্ধের অন্যান্য উপকরণ সম্রাটের অপেক্ষা এত কম ছিল যে তিনি অধিক দিন দুর্গ রক্ষা করিতে পারিলেন না। ১৪ই এপ্রিল মারাট্টাগণ জয়সিংহের নিকটে আসিয়া বশ্যতা স্বীকার করিল। বুদ্ধিমান জয়সিংহ তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া পুরন্দরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুমতি দিলেন। তাঁহার এই উদ্দেশ্য ছিল যে তাঁহার এইপ্রকার সদয় ব্যবহার দর্শন করিলে পুরন্দরের সৈন্যগণ যুদ্ধ না করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিবে। যাহারা বজ্রগড়কে রক্ষা করিতেছিল, তাহাদের বীরত্ব ও সাহসে মুগ্ধ হইয়া জয়সিংহ এবং দিলির খাঁ উভয়েই তাঁহাদিগকে সম্মান সূচক বহুমূল্য পরিচ্ছদ প্রদান করেন। বজ্রগড় অধিকার করিয়া জয়সিংহ পুরন্দর আক্রমণ করিবার আয়োজন করেন।

জয়সিংহ বজ্রগড় জয় করিয়া উল্লসিত হইয়া দায়ুদ খাঁ এবং অন্যান্য কয়েকজন সেনাপতিকে রাজগড়, সিংহগড় ও রহিরার দিকে প্রেরণ করেন। অগণ্য মোগল সৈন্য যখন রণবাদ্য বাজাইতে বাজাইতে এই সকল স্থানে উপস্থিত হইল, তখন মারাট্টাগণ অত্যন্ত ভীত ও উদ্বিগ্ন হইল। সৈন্যদিগের প্রতি জয়সিংহের এই আদেশ ছিল যে তাহারা

যে সমস্ত স্থানের মধ্য দিয়া গমন করিবে, যেন সেই সমস্ত স্থানের শস্য এবং গৃহ প্রভৃতি নষ্ট করে। * দায়ুদ খাঁ রোহিরার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রায় ৫০টি পল্লী উৎসন্ন করেন। তৎপরে রাজগড়ের দিকে অগ্রসর হইয়া পথিমধ্যে সমস্ত স্থান বিধ্বস্ত করেন। অতঃপর সিংহগড়ের নিকটস্থ স্থান সমূহের উচ্ছেদ সাধন করিয়া তারা যে পুনাতে প্রত্যাগমন করিলেন।

পুরন্দরে মারাট্টাগণ অবরুদ্ধ থাকাতে নানাপ্রকারে তাহাদের ক্লেশ উপস্থিত হইল। তাহারা মধ্যে মধ্যে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া মোগলদিগকে আক্রমণ করিত এবং অনেক সৈন্য নষ্ট করিত বটে, কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতে লাগিল। † মোগলেরা ২০০০০ সৈন্য এবং প্রকাণ্ড কামান লইয়া ২০০০ মারাট্টা সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল। কামানের অনবরত ভীষণ গোলাবর্ষণ এবং মোগলদিগের অক্লান্ত চেষ্টাতে পুরন্দরের অনেক স্থান এরূপ ভগ্ন হইল যে দুর্গরক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠিল। একদিন বীরবর মুরার বাজী ৭০০ সৈন্য লইয়া দিলির খাঁ ও তাঁহার ৫০০০ আফগান সৈন্যকে আক্রমণ করিলেন। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধ করিতে করিতে মুরার বাজী আত্মহারা হইয়া গেলেন। ৫০০ পাঠানকে হত্যা করিয়া ৬০ জন মাত্র মাবলা সৈন্য লইয়া একেবারে দিলির খাঁর নিকটে উপস্থিত হইলেন। বহু পাঠান সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে

* Not to leave any vestige of cultivation or habitation, but make an utter desolation [Paris M. S. 1536]

† The surprises of the enemy, their gallant successes, attacks on dark nights, blocking of roads and difficult passes, and burning of Jungles, made it very hard for the imperialists to move about. The Mughals lost many men and beasts. [Khafi Khan].

৬০ জন মাবলা নিধন প্রাপ্ত হইল। বীরবর মুরার বাজীর সেদিকে দৃক্‌পাত নাই। অসীম সাহসে, সিংহবিক্রমে, একাকী অনেক পাঠান সৈন্যকে নিহত করিয়া তরবারি হস্তে দিলির খাঁর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দিলির খাঁ তাঁহার অসাধারণ বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন তিনি যদি সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সম্মানের সহিত উপযুক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। শিবাজী-ভক্ত মুরার ঘৃণার সহিত এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া দিলির খাঁর দিকে অগ্রসর হইলে দিলির খাঁ তাঁহাকে শরবিদ্ধ করেন এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এই যুদ্ধে ৩০০ মাবলার মৃত্যু হয়, অবশিষ্ট সৈন্যেরা পুরন্দরে প্রত্যাবর্তন করে।

শিবাজী যখন দেখিলেন যে পুরন্দর রক্ষার আর কোন সম্ভাবনা নাই, তখন জয়সিংহের নিকটে দূত পাঠাইয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন, কিন্তু জয়সিংহ তাহার কোন উত্তর দিলেন না। তৎপরে শিবাজী, মন্ত্রী রঘুনাথ পন্থকে জয়সিংহের নিকট প্রেরণ করেন। রঘুনাথ বলিলেন আপনি যদি সন্ধি না করেন, তাহা হইলে শিবাজী আদিল সাহের সহিত মিলিত হইয়া মোগলদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন। জয়সিংহ ইহার উত্তরে বলিলেন "শিবাজী যদি নিজে আমার নিকট আসিয়া বশ্যতা স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করা যাইতে পারে।" একদিবস প্রাতে যখন জয়সিংহ পুরন্দরের নিম্নে আপনার শিবিরে উপবেশন করিয়াছিলেন, তখন রঘুনাথ আসিয়া সংবাদ দিলেন শিবাজী ৬ জন মাত্র ব্রাহ্মণ সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন। জয়সিংহ তৎক্ষণাৎ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য দুর্গের প্রধান কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করেন। তৎপরে শিবাজী জয়সিংহের শিবিরের মধ্যে প্রবেশ করিলে তিনি আপনার আসন পরিত্যাগ করিয়া কয়েকপদ

অগ্রসর হয়েন এবং শিবাজীকে আলিঙ্গন করিয়া নিজের পার্শ্বে উপবেশন করার জন্য অনুরোধ করেন। অতঃপর যুদ্ধের সম্বন্ধে নানাবিষয়ে কথাবার্ত্তার পর নিম্নলিখিত সর্ত্তে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল।

(১) শিবাজী খান্দেশ, ত্র্যম্বক, নাসিক প্রভৃতি যে সমস্ত মোগলরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিবেন।

(২) তাঁহার পূর্ব্বাধিকৃত প্রদেশসমূহ তাঁহারই রহিল, মোগল সম্রাট ইহার উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না।

(৩) শিবাজী, পুরন্দর, সিংহগড় প্রভৃতি ২৩টি দুর্গ সম্রাটকে প্রদান করিবেন, কিন্তু রাজগড় প্রভৃতি ১২টি দুর্গ নিজের অধিকারে রাখিলেন।

(৪) তাঁহার পুত্র সম্ভাজী দিল্লীশ্বরের অধীনে পঞ্চ সহস্র অশ্বের মনসবদারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

(৫) অপরাপর বিষয় সম্বন্ধে শিবাজী দিল্লীতে গমন করিলে সম্রাটের সাক্ষাতে স্থিরীকৃত হইবে।

দিলির খাঁ এই সন্ধিতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, তাঁহার ইচ্ছা ছিল শিবাজী-বিজয়ের গৌরব তিনি লাভ করিবেন। সুতরাং জয়সিংহ যখন তাঁহাকে পুরন্দর-আক্রমণ হইতে বিরত হইতে আদেশ করেন, তখন তিনি সম্মত হইলেন না। বুদ্ধিমান্ জয়সিংহ তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পঞ্চাশজন রাজপুত এবং স্বীয় মাতুল শোভানসিংহকে শিবাজীর সহিত দিলির খাঁর নিকট প্রেরণ করেন। দিলির খাঁ হঠাৎ মারাট্টা বীরকে আপনার শিবিরে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন এবং তাহাকে সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করেন। শোভানসিংহ কহিলেন "শিবাজী মহারাজ সন্ধি স্থাপনের জন্য আপনার নিকট স্বয়ং আগমন করিয়াছেন।" দিলির খাঁ বলিলেন "পুরন্দর দুর্গ অধিকার না করা পর্য্যন্ত আমি উষ্ণীষ গ্রহণ করিব না, এই প্রতিজ্ঞা

করিয়াছি"। ইহা শুনিয়া শিবাজী স্বহস্তে দিলির খাঁকে দুর্গের চাবি দিলেন। ইহাতে দিলির খাঁ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া শিবাজীকে দুইটি অশ্ব, একটি উৎকৃষ্ট তরবারি, একটি রত্নখচিত ছুরিয়া এবং দুইখণ্ড বহুমূল্য বস্ত্র উপহার দিয়া তাঁহার হস্তধারণ করিয়া জয়সিংহের নিকট উপস্থিত করিলেন। মহারাজ জয়সিংহও তাঁহাকে একটি সম্মানসূচক পরিচ্ছদ, একটি অশ্ব, একটী হস্তী এবং উষ্ণীষের জন্য একটি বহুমূল্য অলঙ্কার উপহার দিলেন।

সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন হইলে জয়সিংহ সন্ধিপত্র সম্রাটের স্বাক্ষরের জন্য দিল্লীতে প্রেরণ করেন। সম্রাট ইহাতে অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিলেন এবং শিবাজীর জন্য একটী বহুমূল্য পরিচ্ছদ উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে এই সংবাদও প্রেরণ করেন যে তিনি শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন, সুতরাং তাঁহাকে যেন আগ্রাতে প্রেরণ করা হয়। জয়সিংহ ইতিপূর্ব্বে শিবাজীকে যখন সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করেন, তখন তিনি নানা কারণে তাঁহার এই অনুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন সম্রাটের ইচ্ছা তিনি কি প্রকারে পূর্ণ করিবেন, তাহাই তাঁহার চিন্তার বিষয় হইল। *

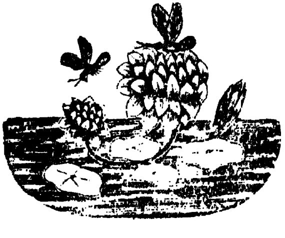
শিবাজীর সহিত যুদ্ধ শেষ করিয়া ও তাঁহাকে সম্রাটের বশীভূত করিয়া জয়সিংহ বিজাপুরের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি শিবাজীর সহায়তা লাভের জন্য তাঁহাকে দুইলক্ষ মুদ্রা দিয়া বিদায় দিলেন এবং বলিলেন যথাসময়ে তিনি যেন তাঁহার ৯০০০ সৈন্য সহ উপস্থিত হয়েন। ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে ২০শে নবেম্বর জয়সিংহ পুরন্দর দুর্গ হইতে সসৈন্যে বিজাপুরের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। শিবাজী,

* পরিশিষ্ট ঝ-দেখ।

নেতাজী পলকর এবং ৯০০০ সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হয়েন। তাঁহারা পথিমধ্যে বিজাপুরের অনেক দুর্গ অধিকার করেন, কিন্তু বিজাপুরের নিকটে গিয়া তাঁহারা আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, কারণ মোগলদিগের সহিত যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া আদিল সা বিজাপুর দুর্গের মধ্যে বহু সৈন্য একত্রিত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং দুর্গরক্ষার জন্য গোলাগুলি সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত আদিল সার অশ্বারোহীগণ মোগল সৈন্যের চতুর্দ্দিকে গমন করিয়া তাহাদের খাদ্যাদি আগমনের পথ বন্ধ করিয়া রহিল এবং কূপের জলে বিষ মিশ্রিত করিল। সুতরাং মোগল সৈন্যেরা অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিল। জয়সিংহ দুর্গ অবরোধ করিবার জন্যও উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত হইয়া আসেন নাই, সুতরাং বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বিজাপুর পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইল।

এই সময়ে শিবাজী পানহালা আক্রমণ করার প্রস্তাব করিলে জয়সিংহ তাঁহার সহিত নেতাজী পলকরকেও ঐ দুর্গ আক্রমণের জন্য প্রেরণ করিলেন। শিবাজীকে এইরূপে দূরে প্রেরণ করিবার একটী গূঢ় অভিপ্রায় ছিল। বিজাপুরে মোগলসৈন্যের গতিরোধ হওয়াতে মোগলশিবিরে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। দিলির খাঁ বলিলেন শিবাজীর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাঁহাদের উদ্দেশ্য বিফল হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাকে বন্দী করা হউক, কিন্তু জয়সিংহ এই মতের পোষকতা না করাতে উভয়ের মধ্যে কলহের সূত্রপাত হইল। চতুর জয়সিংহ, শিবাজী পাছে বিপদগ্রস্ত হয়েন, এইজন্য তাঁহাকে পানহালা প্রেরণ করিলেন। শিবাজী ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে ১৬ই জানুয়ারী পানহালা উপস্থিত হইয়া সূর্য্যোদয়ের তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে ঐ দুর্গ আক্রমণ করেন। দুর্গের সৈন্যেরা পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিল, সুতরাং তাহারা প্রাণপনে যুদ্ধ করাতে

শিবাজীকে পরাস্ত হইতে হইল। যুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব বুঝিয়া তিনি ২৫ মাইল পশ্চিমে বিশালগড় দুর্গে ফিরিয়া আসেন। জয়সিংহ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েন। তদপেক্ষা আরও অধিকতর দুঃখের কারণ এই ছিল যে নেতাজী পলকর কোন কারণে বিরক্ত হইয়া মোগল পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া বিজাপুরের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। জয়সিংহ তাঁহাকে প্রচুর সম্মান ও পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া অবশেষে ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি সম্রাটকে লিখিলেন—"আদিল সা ও কুতুব সা একত্রিত হইয়াছে, এই সময়ে শিবাজীকে আমাদের পক্ষে না রাখিতে পারিলে আমাদের জয়ের আশা নাই, সুতরাং তাঁহাকে আপনি নিমন্ত্রণ করিয়া যদি আগ্রা লইয়া যাইতে পারেন, তবে আমাদের পক্ষে বেশ সুবিধা হয়।" সম্রাট এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে চতুর জয়সিংহ শিবাজীকে সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।



ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

শিবাজীর নিকট এক মহা সমস্যা উপস্থিত। যদিও পুরন্দর সন্ধির সময় তিনি বারংবার বলিয়াছিলেন সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার ইচ্ছা নাই, তথাপি জয়সিংহ যখন সাক্ষাতের জন্য এত অনুরোধ করিতেছেন, তখন তাঁহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করা শিবাজীর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল। দুই কারণে তিনি সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। প্রথমতঃ সম্রাট আরংজেবের হিন্দু-বিদ্বেষ যে প্রকার প্রবল ছিল, তাহাতে শিবাজীও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন না। বাদশার দরবারে উপস্থিত হইলে তাঁহাকেও অন্যান্য আমীর ওমরাহের ন্যায় মস্তক অবনত করিতে হইবে। যে শিবাজী বাল্যকালে বিজাপুর-রাজসভাতে সুলতানকে চির প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সম্মান দেখাইতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, তিনি যৌবনকালে গৌরব-মুকুট-সজ্জিত মস্তক কি প্রকারে ধর্ম্মদ্রোহী, ক্রুরমতি, নিষ্ঠুর আরংজেবের নিকটে অবনত করিবেন! দ্বিতীয়তঃ শিবাজী যে প্রকারে দাক্ষিণাত্যে মোগল সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইবার পথে কণ্টক স্বরূপ হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাহাতে ছলে, বলে ও কৌশলে তাঁহাকে আগ্রাতে লইয়া গিয়া বন্দী করিয়া রাখা কূটনীতি-বিশারদ আরংজেবের পক্ষে অসম্ভব নয়। এই দুই কারণে তিনি মহারাজা জয়সিংহের অনুরোধ সত্ত্বেও আগ্রা যাইতে বারংবার অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে মোগলদিগের নিকট পরাস্ত হইয়া তাঁহার অকৃত্রিম হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু জয়সিংহের প্রস্তাব উপেক্ষা করিতে ইতঃস্ততঃ বোধ করিতে লাগিলেন। জয়সিংহ তাঁহাকে বলিলেন "রাজা শিবাজী, আপনি সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলে নানাপ্রকারে পুরস্কৃত হইবেন, ইহাই আমার বিশ্বাস। এমন কি দাক্ষিণাত্যের মোগল রাজ্যে শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন।

সম্রাট আপনাকে জজ্জিরা প্রদানের জন্য সিদ্দিকেও আদেশ করিতে পারেন। এবং বিজাপুর রাজ্য হইতে আপনি চৌথ আদায় করিবার অনুমতিও প্রাপ্ত হইতে পারেন।" এইরূপে জয়সিংহ তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন।

অবশেষে শিবাজী স্থির করিলেন এবিষয়ে তাঁহার মাতা ও অন্যান্য প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিবেন। রাজগড় দুর্গে মন্ত্রণা-সভা বসিয়াছে। জিজাবাই, শিবাজী, তানাজী, মোরোপন্থ, নীলোপন্থ প্রভৃতি আপনার আপনার মত ব্যক্ত করিতেছেন। কেহ কেহ বলিলেন মোগলদিগের সহিত যে সন্ধি হইয়াছে, তাহা অল্পকাল স্থায়ী হইবে, কারণ মোগল সম্রাট গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরকে পরাস্ত করিলেই মারাট্টাদিগের গলদেশে হস্তার্পণ করিবে। যতদিন পর্য্যন্ত বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা বশীভূত না হয়, ততদিন মারাট্টাদিগের সহিত সন্ধি বলবৎ থাকিবে। এ অবস্থাতে সন্ধি ভঙ্গ করাই উচিত। ইহার উত্তরে মন্ত্রী বলিলেন "আমাদের অর্থবল ও লোকবল অত্যন্ত হ্রাস হইয়া গিয়াছে, অন্য পক্ষে মোগলদিগের অগণ্য সৈন্য, অতুলনায় ধনসম্পদ ও যুদ্ধের উপযোগী উৎকৃষ্ট আয়োজন। এ অবস্থাতে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা বাতুলতামাত্র।" জিজা জিজ্ঞাসা করিলেন "মন্ত্রি, আমাদের সৈন্যগণ কি আর যুদ্ধ করিতে চায় না? আমাদের ভাণ্ডার কি অর্থশূন্য হইয়াছে? এই যুদ্ধে কত অর্থের প্রয়োজন?" মন্ত্রী উত্তর করিলেন "আমাদের সৈন্যগণ রাজার আদেশে এই মুহূর্ত্তে প্রাণদান করিতে পারে, কিন্তু বিনা অস্ত্রে তাহারা কেমন করিয়া যুদ্ধ করিবে? জয়সিংহের সুশিক্ষিত রাজপুতসৈন্যের সম্মুখে বিনা অস্ত্রে আমাদের মারাট্টাসৈন্য কেমন করিয়া দণ্ডায়মান হইবে?" ইহা শুনিয়া মাবলা সেনাপতি বীরবর তানাজী গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন "কেবল রাজপুত রাজপুত এই কথাই শুনিতেছি। আসুক তাহারা সম্মুখ সংগ্রামে, দেখা যাবে আমরাও প্রাণ দিতে পারি কি না।" জিজা উত্তর

করিলেন "বৎসগণ, আমি জানি তোমরা যুদ্ধে প্রাণ দিতে ভয় কর না, আমি এক শিববা হইতে সহস্র শিববা পাইয়াছি, কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখ যদি জয়লাভের কোন আশা না থাকে, তাহা হইলে বৃথা লোকক্ষয়ে কি লাভ? কতকগুলি পিতৃহীন অনাথ শিশুর মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে সমস্ত মহারাষ্ট্র দেশ পূর্ণ হইবে, নিরাশ্রয়া বিধবাদিগের চক্ষুর জলে আমাদের পুণ্যভূমির মৃত্তিকা সিক্ত হইবে, অসহায় ও সর্ব্বস্বান্ত কৃষকদিগের অভিশাপে আমাদের জাতি ক্রমাগত অধোগতি প্রাপ্ত হইবে। তোমরা সৈন্যদিগকে শিক্ষিত কর, অর্থদ্বারা ধনাগার পূর্ণ কর, বন্দুক কামান প্রভৃতি সামরিক উপকরণ সংগ্রহ কর, প্রজাগণকে সুখে রাখ ও যাহাতে তাহারা উদর পূর্ণ করিয়া আহারের সংস্থান করিতে পারে সে বিষয়ে মনোযোগী হও। এইরূপ করিলে আমরা যদি বলশালী হইয়া উঠিতে পারি, তাহা হইলে আরংজেব সন্ধি ভঙ্গ করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে সাহস করিবে না।" যশাজী বলিলেন "মা, আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য কিন্তু রাজা কেন ধূর্ত্ত আরংজেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন? যে ব্যক্তি রাজ্যলোভে আপনার সহোদরদিগকে হত্যা করিতে পারে, যে ব্যক্তি বৃদ্ধ পিতাকে আপনার স্বার্থের জন্য কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিতে পারে, যে ব্যক্তি আপনার ধর্ম্ম প্রচারের জন্য হিন্দুদিগকে নানাপ্রকারে লাঞ্ছনা ও উৎপীড়ন করিতে পারে, তাহার বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া কি রাজার সেই শত্রুপুরীর মধ্যে যাওয়া কর্ত্তব্য? যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সেই অগণ্য সেনার মধ্যে আমরা কেমন করিয়া রাজাকে রক্ষা করিব?" জিজা সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন "শিব, তুমি এসম্বন্ধে কি স্থির করিয়াছ আমাদিগকে বল।"

শিবাজী বলিলেন "মাতঃ এবং আমার প্রিয় বন্ধুগণ, তোমরা এতক্ষণ যাহা বলিলে তাহা সমস্ত সত্য, কিন্তু আমি এসম্বন্ধে মাতার আদেশ কি তাহাই জানিতে ইচ্ছা করিয়া নীরব ছিলাম। আমি যে আরংজেবের সহিত

সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি তাহার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথম, আরংজেব বুদ্ধিমান ও ধর্ম্মানুরাগী। তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব যে হিন্দুরা আবহমান কাল হইতে পিতৃ পিতামহের ধর্ম্মে আস্থাবান হইয়া জীবন যাপন করিতেছে, এজন্য তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করা কখন ধর্ম্মসঙ্গত কাজ হইবে না। সত্য, মুসলমানধর্ম্ম এক্ষণে ভারতের অনেক স্থানে বিস্তৃত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও হইতে পারে কিন্তু সেজন্য হিন্দুরা কেন আপনার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবে? দ্বিতীয়, মোগল সম্রাটের দরবারে বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে সমাগত হয়েন। তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়া অনেক বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইব। তাঁহাদের সহিত যদি বন্ধুতা স্থাপন করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের সম্বন্ধে বহুদিন হইতে যে অপবাদ আছে যে আমরা দস্যু ও প্রতারক, সেই অপবাদ ক্ষালিত হইতে পারে এবং আমাদের সম্বন্ধে মোগলদিগের যে ঘৃণিত ধারণা আছে, তাহাও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। তৃতীয়, বহুদিন হইতে আমার এই সাধ আছে যে বারাণসী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিব, এইবারে আগ্রা হইতে ফিরিবার সময় সেই সমস্ত পবিত্র স্থান দর্শন করিয়া মনের সাধ পূর্ণ করিতে পারিব। আরংজেব ধূর্ত্ত ও কপট বটে, কিন্তু আমাকে বন্দী করিতে সাহস করিবেন না, কারণ স্বয়ং জয়সিংহ আমার প্রতিভূ হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। আরংজেব যদি সত্যপালন না করেন, তবে জয়সিংহ নিশ্চয় মারাঠাদিগের সহিত যোগদান করিবেন এবং তাহা হইলে দিল্লীর সিংহাসন বিচলিত হইবে। আমার জীবন দান করিয়া যদি এই শুভ সুযোগ লাভ করা যায়, তবে আমার জীবন ধন্য হইবে। মা, তুমি তো বাল্যকালে আমাকে এই শিক্ষা দিয়াছিলে যে এক ব্রাহ্মণ পরিবারকে রক্ষা করার জন্য কুন্তীদেবী প্রাণাধিক পুত্রদিগকে রাক্ষসের কবলের মধ্যে প্রেরণ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই।

কিন্তু আজ তুমি আমাকে কি আমার দেশ ও ধর্ম্মকে রক্ষার জন্য আরংজেবের নিকট পাঠাইতে সঙ্কুচিত হইবে? ভবানীর চরণে যদি আমার কণামাত্রও মতি থাকে, তাহা হইলে অবশ্য তাঁহার কৃপাবলে আমি নিরাপদে ফিরিয়া আসিয়া তোমার চরণ বন্দনা করিতে পারিব।"

জিজা উত্তর করিলেন—"আমার প্রাণাধিক, যাও তুমি আপনার কার্য্য সাধন করিয়া ফিরিয়া আইস। যখন তুমি শিশু ছিলে, তখন এই বক্ষের রক্তদান করিয়া তোমাকে মানুষ করিয়াছি, মনুষ্যত্বের পথে, ধর্ম্মের পথে চলিতে শিক্ষা দিবার জন্য প্রাচীন শাস্ত্রের মহাপুরুষদিগের পবিত্র কাহিনী তোমাকে শুনাইয়াছি, স্বদেশের সেবাতে আত্মসমর্পণ শিক্ষা করিবার জন্য সংযম, স্বার্থত্যাগ ও বৈরাগ্যের পথে নিজে চলিয়া তোমাকে শিক্ষাদান করিয়াছি। এক্ষণে যদি তোমার দেশের জন্য ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য আমার জীবনে আমার প্রিয়তম পুত্রের বিপদরূপ ভীষণ ক্লেশ সহ্য করিবার প্রয়োজন হয় তবে ইহা অপেক্ষা আর আমার সৌভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে। তুমি যদি আরংজেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে আমাদিগের উপর অত্যাচার হইতে ক্ষান্ত করিতে পার, তাহা হইলে তুমি অস[illegible]ন্দুর আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পারিবে।" শিবাজী বলিলেন, "মা, আমি সাংসারিক সুখ ভোগের জন্য তোমাকে ক্লেশ দিতে পারি না, কারণ রাজসম্পদকেও আমি তোমার আশীর্ব্বাদে তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছি।" জিজা বলিলেন "আমি তাহা জানি, কিন্তু দেশ ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য আমি এ ক্লেশ আনন্দচিত্তে বহন করিব। পুত্রের প্রয়োজন হইলে যদি জননী তাহার সহায়তা করিতে না পারে, তবে জননী নাম গ্রহণ করা বৃথা। তুমি নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্ত মনে গমন কর। যতক্ষণ এই দেহে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইবে ততক্ষণ তোমার প্রজা পালন করিব। ভগবানে যাহার তোমার

মত ভক্তি আছে, গুরুচরণে যাহার তোমার মত শ্রদ্ধা আছে, এই সমস্ত ত্যাগী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ মন্ত্রী যাহার সহায় আছে, তাহার আর ভয় কিসের, অভাব কিসের? যাও বৎস, স্বকার্য্য সাধন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কর।"*

জননীর আশীর্ব্বাদে শিবাজীর হৃদয় হইতে সকলপ্রকার দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ দূরীভূত হইল। তিনি আপনাকে সকল সঙ্কটের মধ্যে কি একপ্রকার দুর্ভেদ্য কবচে সুরক্ষিত দেখিতে পাইলেন। এক আশ্চর্য্য রকমের স্বর্গীয় জ্যোতিতে ও ভবিষ্যত সফলতার আশার আলোকে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। তিনি এবং তাঁহার কর্ম্মচারীগণ "জয় জননী জিজিবাই" রবে আকাশ পূর্ণ করিয়া সকলে তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিলেন। জিজার চক্ষু দিয়া দরদরধারে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। শিবাজী, তাঁহার বন্ধুগণসহ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এই প্রকার কথিত আছে তিনি আগ্রা যাইবার পূর্ব্বে ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিলেন তিনি অক্ষত দেহে পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবেন।

---

* Throughout his (Shivaji's) life she was the guiding genius and protecting deity whose approbation rewarded all toil and filled him with a courage which nothing could daunt. The religious turn of mind and the strong faith in his mission, so prominent in his character, Shivaji owed entirely to his mother, who literally fed him on the old Puranic legends of bravery and war. * * * * Shivaji left his kingdom in her charge when he went to Delhi (Agra) and in all great crises of his life he first invoked her blessings, and she always charged him to attempt the most hazardous feats trusting in Divine protection. If ever great men owed their greatness to the inspiration of their mothers, the iufluence of Jijibai was a factor of prime importance in the making of Shivaji's career and the chief source of his strength.

[Ranade's rise of maratha power]

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

শিবাজী আগ্রা যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার অনুপস্থিতিতে রাজকার্য্য কি প্রকারে পরিচালিত হইবে, সে বিষয়ে প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরামর্শ দিয়া আরংজেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। প্রত্যেক দুর্গের ফৌজদারকে দিবানিশি সাবধানে থাকিয়া যাহাতে কোন প্রকারে শত্রু-পক্ষীয় ব্যক্তি দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে অথবা অতর্কিত অবস্থাতে আক্রমণ করিতে না পারে, সে বিষয়ে বিশেষভাবে পরামর্শ দিলেন। জিজাবাইকে প্রতিনিধি করিয়া মোরোপন্থ, নীলোজী, সোনদেব এবং অন্নাজী দত্তের উপর ভিন্ন ভিন্ন স্থানের শাসনকার্য্য স্বাধীনভাবে পরিচালন করিবার ভারার্পণ করিয়া ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে মার্চ্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে, পুত্র সম্ভাজী, ৭ জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী এবং ৪০০০ সৈন্য লইয়া রাজগড় পরিত্যাগ করিলেন। সম্রাটের কোষাগার হইতে তাঁহাকে এক লক্ষ মুদ্রা প্রদত্ত হইল এবং মহারাজা জয়সিংহের জনৈক কর্ম্মচারী গাজী বেগকে পথপ্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করা হইল। পথিমধ্যে সম্রাটের একখণ্ডলিপি তাঁহার হস্তগত হয় তাহাতে লেখা ছিল, "আপনি আমার সভাতে আগমন করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া আগমন করুন, আমার নিকট হইতে আপনার প্রাপ্য যথাযোগ্য সম্মান লাভ করিয়া শীঘ্র মধ্যে দেশে ফিরিতে পারিবেন আশা করি"।* বুদ্ধিমান্ শিবাজী ছলনানৈপুণ্যে সুদক্ষ আরংজেবের ভদ্র এবং সুমিষ্ট ভাষার জালবদ্ধ হইয়া অতঃপর কি ক্লেশই না পাইয়াছিলেন!

---

* পরিশিষ্ট (ঞ) দেখ।

সম্রাটের সহিত শিবাজীর সাক্ষাতের যেদিন ধার্য্য হইয়াছিল সেদিন একটী বিশেষ দিন। ঐদিনে আরংজেব পঞ্চাশৎ বৎসরে পদার্পণ করিবেন। আগ্রা সহর নববেশে সুসজ্জিত হইয়া কি মনোরম হইয়াছিল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা সমূহ সুন্দরভাবে সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কোন কোন স্থানে উচ্চ মঞ্চ হইতে নহবতের মধুর বাদ্যধ্বনি আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিতেছে, মধ্যে মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নবনির্ম্মিত তোরণ শিখরে নানাপ্রকার সুন্দর বর্ণে অনুরঞ্জিত পতাকা সমূহ বায়ুভরে আন্দোলিত হইয়া যেন মারাট্টাকুলতিলক, হিন্দুজাতির উদীয়মান উজ্জ্বল সূর্য্য, বীরকেশরী শিবাজীকে অভ্যর্থনা করিতেছে। উচ্চ সৌধমালার গবাক্ষ দ্বারে সুন্দরী ললনাদিগের বদন মণ্ডল ঈষৎ অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া সরোবরে প্রস্ফুটিত কমল সমূহের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। শিবাজীর কীর্ত্তি-কাহিনী তখন আগ্রা সহরের গৃহে গৃহে প্রচারিত হইত। যে ব্যক্তি দশ সহস্র বিজাপুরী সৈন্যের সমক্ষে আফজল খাঁকে হত্যা করিয়াছে, যে ব্যক্তি বিশাল মোগল সৈন্যদলের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া ও তাহাদের অবর্ণনীয় শক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রহরীগণ দ্বারা সুরক্ষিত প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রবল পরাক্রমশালী সায়েস্তা খাঁর অঙ্গুলি কর্ত্তন করিয়া লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়াছে, সে এই পৃথিবীর মানুষ কি দৈববলে বলীয়ান্ কোন অজ্ঞাত রাজ্যের জীব তাহা আজ দর্শন করিয়া নয়নকে সার্থক করিতে হইবে, এই চিন্তা করিয়া আগ্রা সহরের নরনারী উৎসুক হৃদয়ে কেহ পথিপার্শ্বে কেহবা গৃহোপরি দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে শিবাজীর সম্বন্ধে এই প্রবাদ রাষ্ট্র হইয়াছিল যে তিনি পক্ষীর ন্যায় আকাশে উড়িতে পারেন, ৫০।৬০ হাত দূর হইতে এক লম্ফে শত্রুকে আক্রমণ করিতে পারেন এবং সকলের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া যথাযথ ব্যবহার করিতে পারেন। সুতরাং এই অদ্ভুত ব্যক্তি যে দেখিবার পাত্র,

তাহা হিন্দু মুসলমান সকলে স্বীকার করিতেন। সেইজন্য আগ্রা সহরে এই বিশাল জনতা * শিবাজী, স্নানান্তে পূজা সমাপন করিয়া গুরু রামদাস এবং জননীর চরণ বন্দনা করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে বহির্গত হইলেন। মহারাজা জয়সিংহের পুত্র রামসিংহ বাম পার্শ্বে এবং তানাজী ও যশাজী সম্মুখে ও পশ্চাতে থাকিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বহুসংখ্যক রাজপুত এবং মারাট্টা সৈন্য অস্ত্র সস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। শিবাজীর মস্তকে বিশাল বহু মূল্য মণি-মাণিক্য খচিত উষ্ণীষ শোভা পাইতেছে, ললাট প্রশস্ত, আজানুলম্বিত বাহুযুগল, শান্ত মূর্ত্তি পার্শ্বে কোষবদ্ধ দীর্ঘ তরবারি দোদুল্যমান। এক বেগবান্ অশ্বের উপর উপবেশন করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যকরগণ [illegible] বাদ্যধ্বনি করিয়া সকলের হৃদয়কে উন্মাদকারী উদ্দীপনাতে পূর্ণ করিতে লাগিল। তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া নগরবাসীগণ নানাপ্রকার সমালোচনা আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা আগ্রা দুর্গের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে একজন সামান্য কর্ম্মচারী অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিল।

আগ্রা দুর্গের দেওয়ানি আমে দরবারের আয়োজন হইয়াছিল। সমস্ত গৃহ মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত। অদূরে জগদ্বিখ্যাত তাজমহলের অত্যুচ্চ গুম্বজ সূর্য্যালোকে প্রতিফলিত হইয়া রজতগিরির ন্যায় শোভা পাইতেছে। তাজের নয়ন-মুগ্ধকর উদ্যান হইতে পুষ্পের সৌরভরাশি সমীরণ ভরে প্রবাহিত হইয়া দরবার গৃহ পূর্ণ করিতেছে। সভার মধ্যে রচিত উচ্চবেদীর

* He entered Agra attended by 500 nobles on horses, splendidly caparisoned and with about the same number of infantry ; the whole city turned out to meet him. [The conquerors, warriors and Statesmen of India by sir Edward Sullivan.]

উপরে ময়ূরসিংহাসন নানাপ্রকার বহুমূল্য রত্ন খচিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। তাহার উপরে সম্রাট আরংজেব ততোধিক মূল্যবান পরিচ্ছদে শোভিত হইয়া উপবিষ্ট। সম্মুখে বহুমূল্য সুকোমল গালিচার উপরে যথাযোগ্য সম্মান অনুসারে কর্ম্মচারীগণ আসীন। পার্শ্বে শরীর রক্ষক অস্ত্রধারী নপুংসকগণ উন্মুক্ত তরবারি হস্তে লইয়া ইতঃস্তত পাদচারণা করিতেছে। দূরদেশ হইতে আগত কত ফকীর, বণিক ও যোদ্ধা স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। বিচারার্থী কত শত ব্যক্তি সম্রাটের গম্ভীর বদন মণ্ডলে দৃষ্টিস্থাপন করিয়া আসীন। আজ সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহার সমান ওজনের স্বর্ণ বিতরণ করা হইবে, এই সংবাদে আশান্বিত হইয়া কত শত ভিক্ষুক দ্বারদেশে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। বাদশা সকলকে আহ্বান করিয়া যাহার যাহা প্রার্থনা তাহা শ্রবণ করিতেছেন। এমন সময়ে ধীরপাদক্ষেপে বীরবর শিবাজী সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। মোগল সম্রাটের অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তৎসঙ্গে হিন্দুদিগের লুপ্ত গৌরব এবং বর্ত্তমান দীনতার বিষয় চিন্তা করিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। অতীত কালে ভারতের একচ্ছত্রী মহারাজা অশোকের মহাসভার বিষয় তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তিনি মানস নয়নে দেখিতে লাগিলেন কত ম্লেচ্ছ, অশোকের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিবার জন্য তাঁহার নিকটে নতজানু হইয়া উপবিষ্ট। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে হিন্দুজাতি এক সময়ে জগদ্বিজয়ী মহাবীর সেকেন্দরের বিজয়-দৃপ্ত বিশাল সৈন্যদলের গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল, আজ সে হিন্দুজাতি কোথায়! তাহাদের অর্জ্জিত অর্থের দ্বারা আজ মোগল সম্রাট শক্তিশালী, তাহাদের বংশধরগণের সাহায্য লইয়া আজ দিল্লীশ্বর ভারতবর্ষে অজেয় হইবার কল্পনা করিতেছেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে যখন তিনি সম্রাটের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন কত মুসলমানদিগের আকারে তাঁহার প্রতি ক্রোধ,

ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাব প্রকাশিত হইল। শিবাজী সে সমস্ত লক্ষ্য করিয়া ও অটল ভাবে অবিকৃত চিত্তে আপনার কার্য্য সাধনের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে একজন সভাসদ সম্রাটকে সংবাদ দিলেন শিবাজী আসিয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া আরংজেব একবার বলিলেন—"এস রাজা শিবাজী"। ইতিমধ্যে কুমার রামসিংহ শিবাজীর প্রদত্ত উপহার স্বরূপ ১৫০০ মোহর এবং ৬০০০ মুদ্রা সম্রাটের নিকট রাখিলেন। শিবাজী প্রচলিত প্রথা অনুসারে সম্রাটকে তিনবার সেলাম করিলে সম্রাট তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিতে আদেশ করিয়া অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। শিবাজী দেখিলেন তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মচারীদিগের সহিত একত্রে উপবেশন করিবার জন্য তাঁহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আগ্রাতে আগমন করা অবধি তাঁহার চিত্তে একটা অশান্তির ভাব জাগ্রত হইয়াছিল। প্রথমতঃ তিনি লক্ষ্য করিলেন তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য একজন সামান্য কর্ম্মচারী প্রেরিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, তিনি যখন সম্রাটকে অভিবাদন করিলেন, তখন কোনপ্রকার সম্মানসূচক উপহার তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলেন না। তৃতীয়তঃ তিনি দেখিলেন যে-শ্রেণীর লোক তাঁহার আদেশ পালনের জন্য অপেক্ষা করে, তাহাদের সহিত একত্রে বসিবার জন্য তাঁহার আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে তিনি অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। রামসিংহকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন পঞ্চসহস্র অশ্বের মনসবদারদিগের সহিত তাঁহার বসিবার আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি, আমার শিশুপুত্রকে পঞ্চ সহস্র অশ্বের মনসবদারের পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, আমার ভৃত্য নেতাজীও ঐ সম্মান লাভ করিয়াছে—আর আমি মোগলদিগের এত প্রকার সাহায্য করিয়া এবং

সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াও ইহা অপেক্ষা উচ্চতর সম্মান লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হইলাম না।" তৎপরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার সম্মুখে কে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে?" রামসিংহ বলিলেন, "শিশোদীয় বংশোদ্ভব রাজা রামসিংহ"। ইহাতে কুপিত হইয়া বলিলেন "রাজা জয়সিংহের একজন কর্ম্মচারী রামসিংহ! আমি তাহার সহিত একত্রে উপবেশন করিব?"

এই ব্যাপারে তিনি আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া সেই সভার মধ্যে কুমার রামসিংহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে তর্কবিতর্ক আরম্ভ করিয়া দিলেন। শিবাজীর আত্মসম্মান-জ্ঞান আহত হওয়াতে তিনি অসহিষ্ণু হইয়া আত্মহারা হইয়া গেলেন এবং সভার মধ্যে এইরূপে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া জীবনধারণ অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিলেন। রামসিংহ শিবাজীর এইপ্রকার ব্যবহারে সভার নিয়ম ভঙ্গ হইতেছে বুঝিয়া তাঁহাকে অনেক প্রকারে সান্ত্বনা দিবার প্রয়াস করিলেন, কিন্তু সমস্ত ব্যর্থ হইল। অবশেষে ক্রোধ ও অপমানে শিবাজী এত অধীর হইলেন যে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এই গোলযোগের প্রতি দৃষ্টি পড়াতে সম্রাট, ব্যাপার কি জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। রামসিংহ উত্তর করিলেন "অরণ্যের ব্যাঘ্রকে বন্দী করিয়া আনা হইয়াছে। সুতরাং এস্থানের উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন।" তৎপরে বলিলেন—"শিবাজী দাক্ষিণাত্যবাসী সুতরাং মোগল সম্রাটের সভার নিয়মাদি অবগত নহেন, এজন্য তিনি ক্ষমার যোগ্য"। সম্রাট ভদ্রতার সহিত শিবাজীকে কক্ষান্তরে লইয়া গিয়া শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিতে আদেশ দিলেন এবং বলিলেন সেদিন আর তাঁহার দরবারে আসিবার প্রয়োজন নাই।

দরবারগৃহ পরিত্যাগের সময় শিবাজী সকলের সমক্ষে বলিতে লাগিলেন সম্রাট নিজের বাক্য রক্ষা করেন নাই। এই সংবাদ আরংজেবের নিকট পৌঁছিলে তিনি শিবাজীর উপর আরও ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইলেন। রামসিংহের প্রতি আদেশ হইল শিবাজীকে যেন জয়সিংহের বাস-গৃহে অবস্থান করিতে দেওয়া হয় এবং তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার যেন তিনি স্বয়ং গ্রহণ করেন। সম্রাট, শিবাজীকে দরবারে আগমন করিতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু সম্ভাজী মধ্যে মধ্যে সেখানে গমন করিতে পাইতেন। শিবাজী দেখিলেন তাঁহার সমস্ত আশা চূর্ণ হইল এবং তিনি আপনাকে মোগল হস্তে বন্দী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। এই অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের জন্য তিনি আপনার কর্ম্মচারীদিগের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি সম্রাটকে বলিয়া পাঠাইলেন যদি তাঁহাকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দেওয়া হয়, তাহা হইলে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর আক্রমণের সময় তিনি সম্রাটকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। সম্রাট উত্তর দিলেন— "একটু অপেক্ষা করুন, আপনাকে শীঘ্রই স্বদেশে ফিরিতে অনুমতি দিব।" শিবাজী তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। তৎপরে তিনি সম্রাটের সহিত সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু মন্ত্রী জাফর খাঁ সম্রাটকে শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করিলেন। শিবাজীর এই প্রার্থনা বিফল হওয়াতে তিনি জাফর খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন "আপনি আমাকে উপযুক্তরূপ অর্থ ও সৈন্যবল দ্বারা সাহায্য করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করুন, আমি তথায় মোগল সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করিব।" জাফর খাঁর পত্নী স্বামীকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন তিনি যেন শিবাজীর সহিত কথোপকথনে অনেক সময় যাপন না করেন। জাফর খাঁর প্রাণে ভয়ও ছিল, সুতরাং

তিনি শীঘ্রমধ্যে কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া বলিলেন, "আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা করিতে চেষ্টা করিব।" শিবাজী বুঝিলেন তিনি কিছুই করিবেন না। অবশেষে বাধ্য হইয়া তিনি গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন কি উপায়ে পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। ইতিমধ্যে সম্রাটের আদেশে নগরপাল পোলাদ খাঁ শিবাজীর বাসগৃহের চতুষ্পার্শ্ব প্রহরী ও কামানের দ্বারা সুরক্ষিত করিলেন। শিবাজী তখন পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিলেন পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করা প্রায় অসম্ভব। নিরাশা ও দুঃখে অবসন্ন হইয়া তিনি মধ্যে মধ্যে সম্ভাজীকে বক্ষে ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতেন। এই অবস্থায় তিনি প্রায় তিন মাস কাল যাপন করিলেন। ব্যাকুল ক্রন্দন ও প্রার্থনা দ্বারা তিনি ভগবৎশক্তি অন্তরে লাভ করিলেন এবং এরূপ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন যাহা জগতের ইতিহাসে অতি বিরল।

কিছুকাল এইভাবে বন্দী অবস্থাতে যাপন করিয়া তিনি বহু অমাত্যকে অনুরোধ করেন যাহাতে তাঁহারা শিবাজীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার জন্য সম্রাটের ক্ষমা ভিক্ষা করেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। অতঃপর তিনি বলিয়া পাঠাইলেন তাঁহার মারাট্টা অনুচরেরা আগ্রাতে অসুস্থ হইয়া পড়িতেছে, সুতরাং তাহাদিগকে স্বদেশ-গমনে যেন অনুমতি দেওয়া হয়। সম্রাট ভাবিলেন এত শত্রুকে আগ্রাতে রাখিয়া তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের বন্দোবস্ত করা অপেক্ষা তাহাদিগকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে দেওয়াই ভাল, সুতরাং সম্রাটের অনুমতিতে শিবাজীর অনুচরেরা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কিন্তু শিবাজীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় সকলেই অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। অনেকে তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে সম্মত হইল না। শিবাজী তাঁহার কয়েকজন কর্ম্ম-

চারীকে আহ্বান করিয়া গোপনে তাঁহাদিগকে বলিলেন তিনি একাকী থাকিলে যে-কোন প্রকারে হউক আগ্রা হইতে সহজে পলায়ন করিতে পারিবেন। কিন্তু এত লোক লইয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। ইহাতে সকলেই চক্ষুর জলে বক্ষ ভাসাইয়া শিবাজীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

একদিবস তিনি মুক্তির উপায় চিন্তা করিতে করিতে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন ভবানী তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া বলিতেছেন "শিবা, তোমার মুক্তির জন্য তুমি চিন্তিত হইও না। তুমি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছ, তাহা অতি মহৎ কার্য্য,—দেবতারা সকল সময়ে তোমাকে রক্ষা করিবেন এবং তোমার মঙ্গল সাধন করিবেন। এই বিপদ হইতে তুমি নিশ্চয় মুক্তিলাভ করিবে।" শিবাজীর সংজ্ঞা হইল। তাঁহার হৃদয় হইতে দুঃসহ চিন্তা ও উদ্বেগের ভার তিরোহিত হইল, নিরাশ অন্তরে আশার সঞ্চার হইল। জগতের সকল প্রকার সাহস শক্তি ও বুদ্ধি আসিয়া যেন তাঁহার অবসন্ন প্রাণকে অধিকার করিল। সেই স্ফূর্ত্তি, আশা ও আনন্দের মধ্যে তিনি মুক্তির উপায় দেখিতে পাইলেন। শিবাজী মধ্যে মধ্যে মোগল কর্ম্মচারী ও অমাত্যদিগের সহিত নানাপ্রকার আলাপ করিতেন। তাঁহার শিষ্টাচার ও মধুর বাক্যালাপে সকলেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি সকলের সহৃদয়তা ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইলেন। কেহই আর তাঁহার সম্বন্ধে কোন প্রকার সংশয় মনের মধ্যে পোষণ করিতেন না।

জয়সিংহ, শিবাজীকে আগ্রা প্রেরণ করিয়া অন্তরে শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই, কারণ তিনি জানিতেন আরংজেব অত্যন্ত কপট ও কূট-নীতি-পরায়ণ ছিলেন। পাছে শিবাজীকে আগ্রা লইয়া গিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন অথবা তাঁহার জীবননাশের চেষ্টা করেন এই ভয়ে জয়সিংহ

তাঁহার পুত্রের নিকট হইতে সর্ব্বদা আগ্রার সংবাদ লইতেন। যখন শুনিলেন আরংজেব তাঁহাকে বন্দী করিয়াছেন তখন তিনি রামসিংহকে লিখিলেন ইহার বিরুদ্ধে যেন প্রতিবাদ করা হয়, নচেৎ তাঁহার নিজের এবং পুত্রের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইবে। তৎপরে যখন শুনিলেন শিবাজীর ব্যবহারের জন্য রামসিংহকে প্রতিভূ করা হইয়াছে তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সম্রাটকে লিখিলেন "আমি যখন দেখিলাম দাক্ষিণাত্যের মুসলমান-শক্তি মোগলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে, তখন অনেক কৌশল করিয়া শিবাজীকে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাঠাইলাম। তাহার জীবনের জন্য ও স্বদেশে প্রত্যাগমনের জন্য আমি দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং আমার সম্মানের জন্য আপনি তাঁহাকে চিরকালের জন্য বন্দী বা তাঁহার জীবন-নাশের চেষ্টা করিতে পারেন না। শিবাজী যাইবার সময় এখানে তাঁহার রাজ্যশাসনের এরূপ সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে তিনি যদি আর নাও ফিরিয়া আসেন তথাপি তাঁহার রাজ্যের কোন ক্ষতি হইবে না। যদি মারাট্টাগণ জানিতে পারে যে শিবাজীর প্রতি আপনি শক্রতাচরণ করিতেছেন তাহা হইলে তাহারা বিজাপুরের সহিত নিশ্চয় যোগদান করিবে এবং তাহা হইলে দাক্ষিণাত্যে আমাদের অবস্থান করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। কিন্তু আপনি যদি শিবাজীকে মুক্তিদান করেন তাহা হইলে একদিকে যেমন আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইবে অন্যদিকে তেমন মহারাষ্ট্রবাসীগণ মোগলদিগের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া চিরকালের জন্য আমাদিগের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইবে।"

যদিও জয়সিংহ আরংজেবের একজন প্রধান সেনাপতি ও পরামর্শ-দাতা ছিলেন তথাপি এস্থলে তিনি তাঁহার পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া শিবাজীকে বন্দী করিয়া রাখিবেন ইহাই স্থির করিলেন। তাঁহার এই

অভিপ্রায় ছিল যে দাক্ষিণাত্যে মোগল-বিজয় পূর্ণতালাভ করিলে শিবাজীকে মুক্তিদান করিবেন। এইজন্য রামসিংহের উপর শিবাজীর রক্ষণের ভার ন্যস্ত করিয়া সম্রাট নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁহার মনে হইল একজন হিন্দুর উপর শিবাজীর ভার ন্যস্ত করা ভাল হয় নাই। এইজন্য তিনি শিবাজীকে আফগানিস্থানে প্রেরণ করার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। ইতিমধ্যে জয়সিংহ পুনরায় সম্রাটকে জানাইলেন যে শিবাজীকে যেন মুক্তিদান করা না হয়, কারণ তখন দাক্ষিণাত্যের অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি এই পরামর্শ দিলেন যে শিবাজীকে যেন এভাবে আগ্রাতে রাখা হয় যাহাতে তাঁহার কর্ম্মচারীরা তাঁহার মুক্তির সম্বন্ধে নিরাশ না হয় এবং সম্ভাজীকে মধ্যে মধ্যে সভার মধ্যে আনিয়া যেন তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করা হয়, যাহাতে তাহার অনুচরেরা সম্রাটের অভিপ্রায় সম্বন্ধে কোন সংশয় মনের মধ্যে পোষণ করিতে না পারে। জয়সিংহের এই উদ্দেশ্য ছিল দাক্ষিণাত্যে মোগল শাসন দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে শিবাজীকে স্বদেশে প্রত্যাগমনের অনুমতি দেওয়া হইবে, কিন্তু সে আশা ফলবতী হইবার কোনও সম্ভাবনা রহিল না, সুতরাং শিবাজীর মুক্তিলাভের সম্ভাবনাও ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে শিবাজী আপনার শিষ্টাচার ও সদ্ব্যবহারে সম্রাটের অমাত্যবর্গকে এমনি মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে তাঁহারা তাঁহার পলায়ন সম্বন্ধে মনের মধ্যে কোন সংশয়ের ভাব পোষণ করিতে পারেন নাই। একদিন হঠাৎ এই সংবাদ রাষ্ট্র হইল যে শিবাজী অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। যেমন একদিকে তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল অন্য দিকে তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের অনুযায়ী তিনি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পেটিকা মিষ্টান্নে পূর্ণ করিয়া ব্রাহ্মণ, সাধু, ফকীর ও অমাত্যদিগের নিকট প্রেরণ করিতে আদেশ দিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় এই ব্যাপার চলিতে লাগিল। প্রথম প্রথম প্রহরীগণ পেটিকা খুলিয়া তাহা পরীক্ষা করিত, কিন্তু কিছুদিন এইরূপ করিয়া অবশেষে তাহারা আর পরীক্ষা না করিয়া ছাড়িয়া দিত। ১৯শে আগষ্ট তিনি প্রহরীগণকে বলিয়া পাঠাইলেন তাঁহার রোগ বৃদ্ধি হওয়াতে তিনি শয্যাগ্রহণ করিয়াছেন যেন কোনও প্রকারে তাঁহার বিশ্রামের ব্যাঘাত করা না হয়। এই সংবাদ প্রচার করিয়া তিনি তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হিরাজীকে তাঁহার শয্যায় শয়ন করিতে আদেশ করিলেন। হিরাজী আপাদমস্তক বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া দক্ষিণ হস্তে শিবাজীর সুবর্ণ বলয় পরিধান করিয়া তাঁহার শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। শিবাজী ও তাঁহার পুত্র দুই পেটিকার মধ্যে আপনা-দিগকে লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন। সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে পূর্ব্বের ন্যায় মিষ্টান্ন-পূর্ণ পেটিকা শিবাজীর কক্ষ হইতে বাহির হইতে লাগিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ও পেটিকার মধ্যে লুক্কায়িত অবস্থায় বাহির হইলেন। প্রহরীগণ সেদিন আর কোন পেটিকা পরীক্ষা করিল না। সুতরাং শিবাজী ও তাঁহার পুত্র নিরাপদে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন।

কুলীদিগকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইল, অমনি শিবাজী ও সম্ভাজী পেটিকা হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। ধন্য বুদ্ধি-চাতুর্য্য! সেইদিন জগতের ইতিহাসে একটী অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা সুবর্ণময় অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবার উপযুক্ততা লাভ করিল। আরংজেবের সূক্ষ্মবুদ্ধি ও কূটনীতি, মহারাষ্ট্র-কেশরী শিবাজীর বুদ্ধির নিকট পরাস্ত হইল! শিবাজী ও তাঁহার পুত্র পেটিকা হইতে বাহির হইয়া সেই রজনীতে আগ্রা হইতে ৬ মাইল দূরে গমন করিয়া নিরাজীর সহিত মিলিত হয়েন। নিরাজী তাঁহার রাজ্যের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। পূর্ব্ব হইতে তিনি শিবাজীর জন্য ঘোটক লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। একটী নির্জ্জন অরণ্যের মধ্যে তাঁহারা পরামর্শ করিয়া দুইভাগে বিভক্ত হইলেন। শিবাজী, তাঁহার পুত্র এবং তাঁহার তিন জন কর্ম্মচারী সমস্ত শরীর ভস্মাচ্ছাদিত করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে মথুরার দিকে অগ্রসর হইলেন এবং অন্যান্য সকলে অন্য পথে স্বদেশের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এদিকে হিরাজী সমস্ত রজনী শিবাজীর শয্যাতে শয়ন করিয়া রহিলেন। পরদিন প্রাতে প্রহরীগণ দেখিল শিবাজী স্বর্ণ বলয় পরিধান করিয়া নিজের শয্যাতে শয়ন করিয়া আছেন। তাহাদের সংশয় হইবার আর কোন কারণ রহিল না। অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় হিরাজী ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া সকলকে বলিলেন তাহারা যেন কোন প্রকার গোলমাল না করে, কারণ শিবাজী অত্যন্ত অসুস্থ হইয়াছেন এবং তাঁহার চিকিৎসা চলিতেছে। ক্রমে ক্রমে প্রহরীগণের সন্দেহ হওয়াতে তাহারা দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখিল শিবাজীর শয্যা শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে এবং গৃহের মধ্যে কোন জন মানব নাই। তাহারা তৎক্ষণাৎ পোলাদ খাঁকে এই সংবাদ প্রেরণ করিল। পোলাদ খাঁ সম্রাটের নিকট এই সংবাদ দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিবার জন্য বলিলেন "আমরা প্রতিদিন রাজাকে

নিয়মিতরূপে দেখিতে যাইতাম, কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখিলাম তিনি আমাদের নিকট হইতে অদৃশ্য হইলেন। আকাশে উড়িয়া পলায়ন করুন অথবা পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন, যাহাই হউক না কেন, কোন্ যাদুমন্ত্র বলে তিনি যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন আমরা তাহা বলিতে পারি না।" আরংজেব এই কৈফিয়তে সন্তুষ্ট না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কর্ম্মচারীদিগের নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন এবং শিবাজীকে বন্দী করার জন্য দ্রুতগামী অশ্বারোহীগণ চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল।

সম্রাটের আদেশে আগ্রাতে অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। অবশেষে সকলে রামসিংহকে এজন্য দায়ী সাব্যস্ত করিলেন। সম্রাট ভাবিলেন রামসিংহ ও তাঁহার পিতা যখন শিবাজীর প্রতিভূ হইয়া তাঁহাকে আগ্রাতে প্রেরণ করেন, তখন তাঁহারাই আত্মসম্মান রক্ষার জন্য শিবাজীকে পলায়ন সম্বন্ধে সাহায্য করিয়াছেন। মোগল সৈনিকগণ যে সমস্ত মারাঠা ব্রাহ্মণদিগকে বন্দী করিয়া আনিয়াছিল তাহারা খুব সম্ভব নির্য্যাতিত হইয়া স্বীকার করিয়াছিল যে এ বিষয়ে রামসিংহ শিবাজীকে সাহায্য করিয়াছিলেন। সম্রাট, রামসিংহের উপর এজন্য এতই বিরক্ত হইয়াছিলেন যে তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য সভাতে আগমন করা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং তাঁহার বৃত্তি ও উচ্চপদ হইতে বঞ্চিত করিলেন। * এই ঘটনা হইতে আমরা বুঝিতে

* Three leading Brahmans of Shiva's service were arrested and probably tortured by Fulad khan. They alleged that the flight of Shivaji was due to the advice of Ram Singh and resulted from the latter's neglect to watch him well. Jai Singh on hearing of this charge exclaims "May God give death to the man who cherishes the very thought of such an act of faithlessness in his heart !" Eleven months later, on the death of his father, Ram Singh was taken back into favour and created a 4-hazari,

পারি আরংজেব কি কারণে ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হইয়াছিলেন। যে জয়সিংহ ও যশোবন্তসিংহ তাঁহার পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক কত যুদ্ধে গমন করিয়া এবং কত ক্লেশ স্বীকার করিয়া মোগল রাজ্য বিস্তার করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং যে রাজপুতবীরগণের শোণিতধারা কেবল রাজ-ধর্ম্ম রক্ষার জন্য মুসলমান রাজ্যের উন্নতিকল্পে প্রবাহিত হইয়াছিল, সম্রাট আরংজেবের হৃদয় এরূপ ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ সংশয়ের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, যে তিনি সেই রাজপুতগণকেও বিশ্বাস করিতে পারিতেন না।

শিবাজীর অনুপস্থিতিতে জিজাবাই কর্ম্মচারীগণের সাহায্যে অতি আশ্চর্য্য বুদ্ধির সহিত রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতেছেন। প্রতিদিন প্রাতে পূজা আহ্নিক সমাপনান্তে সভার মধ্যে আসিয়া বসিতেন এবং ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকল প্রজার আবেদন বা অনুযোগ মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া যথোপযুক্ত বিচার করিতেন। একদিন তিনি এক দরিদ্র কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা এখন কেমন আছ। তোমাদের রাজা এখন বিদেশে, তাঁহার অভাবে তোমাদের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার বা নির্য্যাতন তো হইতেছে না? তোমাদের অন্নাভাবে তো কোন ক্লেশ হইতেছে না?" সে ব্যক্তি করযোড়ে উত্তর করিল "না মা, আপনি থাকিতে আমাদের কোন অভাব নাই, কাহারও এমন সাহস দেখি না যে আমাদের প্রতি অত্যাচার করে, আমরা পরমানন্দে দিন যাপন করিতেছি।" এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময়ে এক দূত আসিয়া সংবাদ দিল, "মা, বড় কুসংবাদ আছে, রাজা মোগলের কারাগারে বন্দী!" এই কথা শুনিবামাত্র জিজাবাই জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বলিলে

---

but was soon afterwards sent to join the army fighting in Assam, to die of Pestilence there.

শিবা আগ্রাতে বন্দী! তানাজী, যশাজী প্রভৃতি কোথায়? তাহারা কি ফিরিয়া আসিয়াছে?" দূত উত্তর করিল "না মা, তাঁহারা এখনও ফিরেন নাই।" জিজাবাই বলিলেন "তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে শিবা এখনও জীবিত আছে, নচেৎ তাহারা কালমাত্র বিলম্ব না করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিত। আচ্ছা, গুরুদেব এখন কোথায়?" দূত উত্তর করিল "শুনিলাম তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে সাধু, পাঠক, সন্ন্যাসীর বেশে মথুরা বৃন্দাবন, কাশী, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন তীর্থস্থানে প্রেরণ করিয়াছেন।" জিজাবাই দূতকে বিদায় দিয়া পুত্রবধূদিগকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন "দেখ, শিবা এখন বহু দূরে আছে, সে আমাদের উপর যে কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া গিয়াছে, আমরা যাহাতে তাহা সম্পন্ন করিতে পারি এখন তাহার চেষ্টা করা যাক্। এখন বৃথা ক্রন্দনে কোন ফলনাই। তৎপরে মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বীরাঙ্গনা জিজা বলিলেন "মন্ত্রি, তুমি জানিও কাহারও শক্তি নাই শিবার কেশাগ্র স্পর্শ করে। তুমি সমস্ত সৈন্যাধ্যক্ষকে আদেশ কর যাহাতে তাহারা দুর্গপথ উত্তমরূপে রক্ষা করে। যদি যথেষ্ট সৈনিক না থাকে আমাকে সংবাদ দিও, আমরা উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দুর্গ-দ্বার রক্ষা করিব। বিশ্বাসঘাতক আরংজেব দেখুক মহারাষ্ট্রে হিন্দু রমণীর শক্তি ও সাহস কি প্রকারে মোগলের গতিরোধ করিতে সক্ষম হয়।" *

* ভারতবর্ষ যে সমস্ত বীররমণীদিগকে অঙ্কে ধারণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে পদ্মিনী, অহল্যাবাই এবং লক্ষ্মীবাইয়ের নাম পাঠকের নিকট সুপরিচিত। অহল্যাবাই সম্বন্ধে লিখিত আছে :—She added to give effect to this remonstrance, every preparative for hostilities. The troops of Holkar evinced enthusiasm in her cause and she made a politic display of her determination to lead them to combat, in person, by directing four bows, with quivers full of arrows, to be filled to the corners of the howda or seat on her favourite elephant [A memoir of central India by Sir J. malcolm

শিবাজী আগ্রা হইতে পলায়ন করিয়া মহারাষ্ট্র যাইবার পথে গমন না করিয়া ঠিক্ বিপরীত পথ অবলম্বন করিলেন। মথুরাতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন বালক সম্ভাজী অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছে সুতরাং আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। পেশোয়া মোরো ত্রিম্বাকের তিনজন আত্মীয় কৃষ্ণাজী, কাশী, এবং বিশাজী মথুরাতে বাস করিতেন। শিবাজী তাঁহাদিগের সহিত পরিচিত ছিলেন। তিনি শিবাজীর বিপদের কথা তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করাতে তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং সম্ভাজীকে আপনাদের আশ্রয়ে রাখিতে সম্মত হইলেন। তাঁহারা জানিতেন সম্রাটের দূতগণ ইহা জানিতে পারিলে তাঁহাদের বিপদের সম্ভাবনা, কিন্তু তথাপি স্বদেশের ও স্বধর্মের নামে তাঁহারা এই বিপদকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হইলেন। কৃষ্ণাজী, শিবাজীর দলের সহিত কাশী পর্য্যন্ত গমন করিলেন। শিবাজী এক সন্ন্যাসীর দণ্ড সংগ্রহ করিয়া তাহা মণি-মুক্তা ও স্বর্ণ-মুদ্রা দ্বারা পূর্ণ করিলেন। পাদুকার মধ্যে যথাসম্ভব মুদ্রা রাখিলেন এবং একখণ্ড বহুমূল্য হীরক ও কিঞ্চিৎ মণি মুক্তা মোমের দ্বারা আবৃত করিয়া ভৃত্যদিগের পোষাকের সহিত সংলগ্ন করিলেন। মথুরাতে শ্মশ্রু প্রভৃতি মুণ্ডন করিয়া ও শরীর ভস্মাচ্ছাদিত করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে দ্রুতগতিতে সমস্ত রজনী পর্য্যটন করিলেন। তাঁহার সমস্ত অনুচর বৈরাগীর বেশে তিন দলে বিভক্ত হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে তাহারা আপনাদের বেশ পরিবর্ত্তন করিত। আলি কুলি নামক জনৈক ফৌজদার তাঁহাদিগকে সন্দেহ করিয়া বন্দী

লক্ষ্মীবাই সম্বন্ধে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়—Clad in attire of a man and mounted on horseback the Rani of Jhansi might have been seen animating her troops throughout the day [History of the Sepoy war]

করিয়াছিল; কিন্তু এক দিবস গভীর রাত্রিতে শিবাজী গোপনে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত স্বীকার করিলেন এবং এক লক্ষ মুদ্রার একটি হীরকখণ্ড তাহাকে উপহার প্রদান করিয়া মুক্তিলাভ করিলেন। তৎপরে এলাহাবাদে উপস্থিত হইয়া গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে স্নান করিয়া কাশী গমন করেন। তথায় প্রভাতকালে তাড়াতাড়ি যাত্রীর উপযুক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করিতেছেন, এমন সময়ে আগ্রা হইতে এক দূত আসিয়া সহর মধ্যে প্রচার করিল যে শিবাজী আগ্রা হইতে পলায়ন করিয়াছেন, সম্রাট তাঁহাকে বন্দী করার জন্য আদেশ করিয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কাশী পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকে গমন করেন এবং গয়াতে গিয়া দুই তিনজন অনুচরের সহিত মিলিত হয়েন। সেস্থান হইতে তাঁহারা শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন। কি আশ্চর্য্য শারীরিক শক্তি ও অসাধারণ কষ্ট সহিষ্ণুতার দ্বারা বিধাতা শিবাজীকে সৃজন করিয়াছিলেন! এতদিন পর্য্যন্ত তিনি পদব্রজে সন্ন্যাসীর বেশে পর্য্যটন করিয়াছিলেন। শ্রীক্ষেত্রে তাঁহার অশ্বারোহণে গমন করিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু অশ্ব ক্রয় করিবার সময় দেখেন যে তাঁহার নিকট যথেষ্ট টাকা নাই, তখন মুদ্রাধার হইতে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া অশ্ববিক্রেতাকে প্রদান করিলেন। শিবাজীর পলায়নবার্ত্তা তখন সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল, সুতরাং অশ্বের বিনিময়ে এত স্বর্ণমুদ্রা পাইবামাত্র তাহার সন্দেহ হইল এবং চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "তুমি নিশ্চয়ই শিবাজী, নচেৎ একটী ছোট অশ্ব এত অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে না।" শিবাজী তৎক্ষণাৎ তাহাকে সমস্ত মুদ্রাধার দেওয়াতে সে আর গোলমাল করিল না এবং শিবাজী সেই মুহূর্ত্তে সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন। তৎপরে জগন্নাথ দেবের পূজাদি সমাপন করিয়া পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইলেন এবং গণ্ডওয়ানা, হায়দারাবাদ ও বিজাপুর রাজ্যের মধ্য দিয়া অবশেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ছদ্মবেশী শিবাজী যখন গোদাবরী-তীরে অবস্থিত কোন গ্রামে গিয়া উপস্থিত হয়েন তখন রজনী যাপনের জন্য সন্ধ্যার সময় এক কৃষকের কুটীরে গমন করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কৃষকের বৃদ্ধা মাতা এতগুলি সন্ন্যাসীকে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদের সেবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। আহারের সময় ঐ বৃদ্ধা বলিলেন "কিছুদিন পূর্ব্বে শিবাজীর সৈন্যেরা আসিয়া আমার সমস্ত লুণ্ঠন করিয়াছে, সেইজন্য আপনাদিগের উপযুক্ত সেবা করিতে পারিলাম না" এই বলিয়া শিবাজী ও লুণ্ঠনকারীদিগের উদ্দেশে নানাপ্রকার অভিশাপ দিতে লাগিলেন। শিবাজীর কোমল হৃদয় বৃদ্ধার দুঃখজনক ঘটনা শুনিয়া বিগলিত হইল। তিনিও অন্তরে আপনাকে শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি তাহাদের নাম ও গ্রামের নাম লিখিয়া লইলেন এবং স্বদেশে উপস্থিত হইয়া ঐ কৃষকপরিবারকে ডাকিয়া পাঠাইয়া যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ প্রদান করিলেন। শিবাজী ছদ্মবেশে রায়গড় দুর্গে উপস্থিত হইয়া সংবাদ পাঠাইলেন তিনি জিজাবাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। প্রহরীগণ জিজার নিকট এই সংবাদ দিলে তিনি সন্ন্যাসীদিগকে তাঁহার নিকটে আনিবার জন্য আদেশ করেন। তাঁহারা জিজার নিকট উপস্থিত হইলে শিবাজী সন্ন্যাসীদের প্রথানুযায়ী জিজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, কিন্তু শিবাজী আরও কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া জিজার চরণে পতিত হইলেন। জিজা তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া সন্ন্যাসীর এই প্রকার আচরণে অত্যন্ত ব্যথিত ও স্তম্ভিত হইলেন। তৎপরে শিবাজী মাতৃক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করিয়া মস্তক হইতে শিরস্ত্রাণ উন্মোচন করিলেন। তখন জিজা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক চুম্বন করিলেন।

শিবাজীর আগমন-সংবাদ তড়িৎবেগে মহারাষ্ট্রে প্রচারিত হইল।

আজ গৃহে গৃহে আনন্দোৎসবের আয়োজন হইয়াছে, আজ মারাট্টা-কুলতিলক রাজা শিবাজী মোগল সম্রাটের সমস্ত বুদ্ধিকৌশলকে পরাস্ত করিয়া নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। শিবাজীর উপর তাহারা কত আশা স্থাপন করিয়াছে। তাহাদের সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন, অবাধে আনন্দচিত্তে স্বধর্ম্ম আচরণ, মাতা কন্যা প্রভৃতি রমণীকুলের লজ্জা ও সম্মান রক্ষা প্রভৃতি সকল প্রকার কল্যাণের আশা শিবাজীর জীবনের উপর নির্ভর করিতেছে। সুতরাং সকলেই আজ ধর্ম্মানুষ্ঠান ও আনন্দোৎসবে মত্ত হইয়াছে। দেবালয়ে গম্ভীররবে ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে, ধূপ ধুনার স্নিগ্ধ বিমল গন্ধ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে, দেবার্চ্চনার জন্য সংগৃহীত কুসুম রাশির সৌরভ সমীরণ প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া চারিদিক আমোদিত করিতেছে, রাজগড় দুর্গ বিচিত্রবর্ণের পতাকা দ্বারা সুশোভিত হইয়াছে। আজ জিজাবাই প্রাতঃকাল হইতে ভবানীপূজার আয়োজন করিতেছেন। স্নানান্তে স্বয়ং ভবানী-মন্দির ধৌত করিয়া পূজার আসন রচনা করিলেন এবং করযোড়ে মুদিত-নেত্রে দেবীর কৃপা স্মরণপূর্ব্বক অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ের ধন, অঞ্চলের নিধিকে পুনরায় অঙ্কে পাইয়াছেন, পুত্রের মুখচন্দ্র পুনরায় দেখিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহা কেবল দেবীর কৃপাগুণে, সুতরাং উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে আজ দেবীর চরণে কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির অঞ্জলি প্রদান করিয়া আপনাকে কৃতার্থবোধ করিতেছেন।

শিবাজী রাজগড়ে উপস্থিত হইয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক এই সংবাদ প্রচার করিলেন যে তাঁহার পুত্র সম্ভাজী পরলোক গমন করিয়াছেন এবং তাহার জন্য শোক-চিহ্ন ধারণ করিতেও বিরত হয়েন নাই। যখন মোগল কর্ম্মচারীদিগের বিশ্বাস দৃঢ় হইল যে সত্য সত্যই সম্ভাজী আর ইহজগতে নাই, তখন শিবাজী মথুরাতে লিখিলেন যেন সম্ভাজীকে স্বদেশে প্রেরণ

করা হয়। এই পত্র পাইয়া তিন ভ্রাতা সম্ভাজীকে ব্রাহ্মণের বেশে সজ্জিত করিয়া মহারাষ্ট্র অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে জনৈক মোগল কর্ম্মচারী সন্দেহ করাতে ঐ তিনজন ব্রাহ্মণ সম্ভাজীর সহিত একত্রে আহার করিয়া প্রমাণ করিলেন যে তিনি যথার্থই ব্রাহ্মণ, নচেৎ তাঁহারা কখনও অন্যজাতির সহিত একত্রে আহার করিতেন না। এ সম্বন্ধে আমরা নিম্নলিখিত ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাই। কাশীজি যখন সম্ভাজীকে সঙ্গে লইয়া উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হয়েন তখন সেই স্থানের মোগল কর্ম্মচারী সম্ভাজীর সুন্দর আকৃতি দেখিয়া সন্দেহ করেন। তখন কাশীজী বলেন "এই বালক আমার পুত্র। আমি সপরিবারে প্রয়াগে স্নান করিতে গিয়াছিলাম, পথিমধ্যে আমার মাতা ও স্ত্রী পরলোক গমন করেন, আমি এক্ষণে এই মাতৃহীন শিশুকে গ্রামে লইয়া যাইতেছি।" তখন কর্ম্মচারী বলিলেন "তবে ইহার সঙ্গে একত্রে আহার করিতে তোমার কোন আপত্তি নাই।" কাশীজী অমনি সম্ভাজীকে লইয়া একত্রে আহার করিতে বসিলেন। তখন ঐ কর্ম্মচারীর সন্দেহ ভঞ্জন হওয়াতে তাঁহাদিগকে প্রস্থান করিতে অনুমতি দিলেন। যখন তাঁহারা নিরাপদে রাজগড়ে উপস্থিত হইলেন, তখন শিবাজী ঐ তিন ভ্রাতাকে 'বিশ্বাস রাও' উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়া এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা এবং বাৎসরিক দশ সহস্র হন আয়ের ভূসম্পত্তি প্রদান করিলেন। এইরূপে তাঁহার অন্যান্য অনুচরদিগকেও যথেষ্ট পরিমাণে পুরস্কৃত করেন।

শিবাজীর আগ্রা হইতে পলায়নে জয়সিংহ আপনাকে নানাপ্রকারে বিপন্ন মনে করিলেন। তখন দাক্ষিণাত্যে বিজাপুরের সহিত মোগল-দিগের যে সংগ্রাম চলিতেছিল তাহাতে জয়সিংহ বিশেষ কোন ফল দেখাইতে পারে নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে বিজাপুরের

সঙ্কট দেখিয়া গোলকুণ্ডা ৬০০০ অশ্বারোহী ও ২৫০০০ পদাতিক প্রেরণ করিয়া বিজাপুরকে সাহায্য করিয়াছিলেন। আগ্রাতে তাঁহার পুত্র রামসিংহ সম্রাটের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়া আপনার মান সম্ভ্রম নষ্ট করিয়াছেন। তৎপরে যখন শুনিলেন শিবাজী পুত্রসহ রাজগড়ে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন, তাঁহার এই আশঙ্কা হইল পাছে সম্রাটের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া শিবাজী বিজাপুরের সহিত যোগদান করেন। যদিও তখন শিবাজী সম্রাটের অধীনে থাকিবেন, ইহা স্বীকার করিতেছেন, তথাপি কে জানে তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় কি ছিল। বাস্তবিক তখন দাক্ষিণাত্যে সকল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শক্তির মধ্যে একটা সংঘর্ষের ভাব চলিতেছিল। এই অবস্থাতে জয়সিংহ আপনার সম্মান রক্ষা করিবার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শিবাজীকে অধিক ভয় করিতেন, সুতরাং কোন-প্রকারে শিবাজীকে দাক্ষিণাত্য হইতে স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন কি শিবাজীকে গুপ্তভাবে হত্যা করিবার প্রলোভনও তাঁহার মনের মধ্যে জাগ্রত হইয়াছিল। সংসার কি ভীষণ স্থান! এখনকার ধনজন ও সম্মানের কি প্রবল আকর্ষণ! ধর্ম্মভীরু, পরিণত-বয়স্ক মহারাজ জয়সিংহকেও এই আকর্ষণ কি প্রকার বিচলিত করিয়াছিল তাহা চিন্তা করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তিনি প্রধান মন্ত্রী জাফর খাঁকে লিখিলেন—"সম্রাটের এই বান্দা তাঁহার রাজ্য বিস্তারের জন্য এমন এক কৌশল অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে যে আরংজেব যদি তাহা অনুমোদন করেন, তাহা হইলে শিবাজীকে এই পৃথিবী হইতে অচিরে অন্যরাজ্যে চলিয়া যাইতে হইবে। তৎপরে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডাকে সহজে হস্তগত করিতে সমর্থ হইব। আমি শিবাজীর কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ-সম্বন্ধ প্রস্তাব করিব। আমি তাহার অপেক্ষা জাতিকুল প্রভৃতিতে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং শিবাজী এ প্রস্তাব

প্রত্যাখ্যান করিবে না। তৎপরে একদিন গোপনে তাহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিব।" *

---

* I have not failed nor will I do so in future to exert myself against Bijapur, Goloconda and Shiva in every possible way......I am trying to arrange matters in such a way that the wicked wretch Shiva will come to see me once, and that in the course of his journey or return (our) clever men may get a favourable opportunity (of disposing of) that luckless fellow in his unguarded moment at that place. This slave of the court, for furthering the Emperor's affairs, is prepared to go so far—regardless of praise or blame by other people—that if the Emperor sanctions it I shall set on foot a proposal for a match with his family and settle the marriage of my son with his daughter—though the pedigree and caste of Shiva are notoriously low and men like me do not eat food touched by his hand (not to speak of entering into a matrimonial connection with him) and in case this wretche's daughter is captured I shall not condescend to keep her in my harem. As he is of low birth, he will very likely swallow this bait and be hooked. But great care should be taken to keep this plan secret. Send me quickly a reply to enable me to act accordingly.



ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

শিবাজী আগ্রা হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন দাক্ষিণাত্যে মোগলদিগের আর সে প্রতাপ নাই। মহারাজা জয়সিংহ বার্দ্ধক্য, অতিরিক্ত পরিশ্রম, মানসিক দুশ্চিন্তা ও সম্রাটের নিকট মান সম্ভ্রম বিনাশ জনিত দুঃখ তাপ প্রভৃতিতে প্রপীড়িত হইয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। এই কারণে সম্রাট তাঁহার স্থানে কুমার মৌজমকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়াছেন। জয়সিংহ দুঃখ ও চিন্তা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্বদেশে যাত্রা করিলেন কিন্তু পথিমধ্যে বরানপুরে ২রা জুলাই প্রাণত্যাগ করেন। শিবাজীকে কাপুরুষের ন্যায় গোপনে হত্যা করিয়া মোগল সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ কণ্টকমুক্ত করিয়া সম্রাটের উপযুক্ত বান্দা হইবার কল্পনা তাঁহার মনের মধ্যেই থাকিয়া গেল!

কুমার মৌজম অত্যন্ত সুখপ্রিয় ও বিলাস পরায়ণ ছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে আসা অবধি আমোদ আহ্লাদে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। সুতরাং শিবাজীর মৌজমকে ভয় করিবার কোন কারণ ছিল না বটে, কিন্তু হিন্দুদিগের চিরশত্রু দুর্জ্জয় বীর দিলির খাঁ আসিয়া ১৬৬৭ খৃঃ অব্দে অক্টোবর মাসে তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। কুমার মৌজম শাসনকর্ত্তা ছিলেন বটে, কিন্তু দিলির খাঁ অনেক সময় তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতেন না। ইহাতে কুমার তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে এই বিবাদের ভাব এতই বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে কুমার সম্রাটকে দিলির খাঁর বিরুদ্ধে অনেক অনুযোগ করেন। উভয়ের মধ্যে এই গোলযোগ শিবাজীর পক্ষে প্রভূত কল্যাণের কারণ হইল। তিনি আপনাকে সবল করিবার জন্য দুইবৎসর কাল শান্তভাবে অবস্থান করিয়া দুর্গসমূহ সংস্কার, সৈন্যগঠন এবং রাজ্য-

শাসনের সুপ্রণালী সমূহ প্রতিষ্ঠিত করিতে [illegible]যোগী হইলেন। তাঁহার রাজ্য-শাসন সংক্রান্ত নিয়মাবলী, সৈন্যগঠন প্রণালী, প্রভৃতির মধ্যে এরূপ সূক্ষ্মবুদ্ধি ও ভবিষ্যত দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, যাহাতে সকলেই তাঁহাকে একবাক্যে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কোনও কোনও প্রণালী অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান রাজপুরুষগণ রাজ্যশাসন করিতেছেন। ১৬৬৭ খৃঃ অব্দে এপ্রিল মাসে তিনি সম্রাটকে লিখিলেন যদিও সম্রাট আগ্রাতে তাঁহার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন তথাপি তিনি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিবেন এবং তাঁহার পুত্রকে মোগলদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রেরণ করিবেন। সম্রাট ইহার কোনও উত্তর না দেওয়াতে শিবাজী যশোবন্ত সিংহকে মধ্যস্থতা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কুমার মৌজম এবং যশোবন্তসিংহ তাঁহার এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া সম্রাটকে জ্ঞাপন [illegible]ত সম্রাট শিবাজীর প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। অতঃপর সম্রাট তাঁহা[illegible] রাজা 'উপাধি' গ্রহণ করিতে অনুমতি প্রদান করেন। *

শিবাজী সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে প্রতাপরাও গু[illegible] অধীনে সম্ভাজী এবং এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য আমদাবাদে প্রে[illegible] করেন। মৌজম তাঁহাকে পুনরায় পঞ্চ সহস্র সৈন্যের মনসবদারের [illegible]দ নিযুক্ত করিয়া বেরারে জায়গীর প্রদান করেন এবং তৎসঙ্গে একটী হস্তী ও রত্নখচিত তরবারি উপহা[illegible] স্বরূপ প্রদান করেন। এইরূপে কুমারের সহিত শিবাজীর সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হয়। আরংজেব এই সৌহার্দ্দ্যের বিষয় অবগত হইয়া কুমারের প্রতি সন্দিগ্ধচিত্ত হয়েন। তিনি মনে করিলেন কুমার শিবাজীর সাহায্যে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিতে পারেন। এই জন্য শিবাজীকে দ্বিতীয়বার বন্দী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

* পরিশিষ্ট (ট) দেখ।

এই সময়ে সম্রাটকে কোন কারণে বাধ্য হইয়া দাক্ষিণাত্যের সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করিতে হইল। যাহারা কর্ম্মচ্যুত হইল শিবাজী তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। সম্রাটের আদেশে শিবাজীর অধিকৃত বেরারের অন্তর্গত জায়গীরের কিয়দংশ মোগলরাজ্য ভুক্ত করাতে শিবাজী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতাপ রাওকে আরঙ্গাবাদ হইতে সৈন্যসহ পলায়ন করিয়া আসিতে আদেশ করেন। অতঃপর ১৬৬৯ খৃঃ অব্দে সম্রাট, কাশীর বিশ্বনাথের মন্দির ধ্বংস করিবার আদেশ প্রেরণ করেন। এই সমস্ত কারণে শিবাজীকে বাধ্য হইয়া সন্ধি ভঙ্গ করিতে হইল। আরংজেবের নিকট এই সংবাদ পৌছিলে তিনি দিলির খাঁ ও দাউদ খাঁকে কুমারের সাহায্যের জন্য আরঙ্গাবাদে গমন করিতে আদেশ করেন এবং আগ্রা হইতেও অনেক কর্ম্মচারী প্রেরণ করেন। শিবাজী এই সময়ের মধ্যে আপনাকে এরূপ শক্তিশালী করিয়াছিলেন যে প্রায় চারি মাসের মধ্যে মোগলদিগের ২৭টি দুর্গ অধিকার করেন। এই সমস্ত দুর্গ পুরন্দর সন্ধির সর্ত্তানুসারে মোগলদিগকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

এই সমস্ত দুর্গের মধ্যে কণ্ডানা দুর্গ অধিকারের সময় যে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা একটী স্মরণীয় ব্যাপার। রাজপুত বীর উদয় ভানু এই দুর্গের কিলাদার ছিলেন। বীরবর তানাজী মালুস্রে এই দুর্গ অধিকারের ভার গ্রহণ করিলেন। এসম্বন্ধে একটী কৌতুকজনক গল্প প্রচলিত আছে। কোণ্ডানা এবং পুরন্দর দুর্গ মোগলদিগের হস্তগত হওয়াতে শিবাজী ও জিজার হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছিল। যখন জিজাবাই প্রতাপগড়ে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একদিবস প্রাতঃস্নানের পর জিজা পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করতঃ দণ্ডায়মান ছিলেন, এমন সময়ে সূর্য্যালোকে প্রতিফলিত হইয়া কোণ্ডানা দুর্গ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। অমনি অন্তরের লুক্কায়িত দুঃখাগ্নি ধক্

ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ শিবাজীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শিবাজী তখন রাজগড়ে বাস করিতেছিলেন। মাতার আহ্বানে তিনি প্রতাপগড়ে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে জিজাবাই বলিলেন—"আমার সহিত দ্যূতক্রীড়া করিবার জন্য তোমাকে ডাকিয়াছি।" মাতৃভক্ত শিবা বলিলেন ইহাতে তাঁহার ধৃষ্টতা ও অপরাধ হইবে, কারণ তিনি তাঁহার পুত্র। কিন্তু জিজা যখন কিছুতেই ছাড়িলেন না, তখন বাধ্য হইয়া মাতার সঙ্গে ক্রীড়াতে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং অবশেষে পরাস্ত হয়েন। তখন প্রচলিত দ্যূতক্রীড়ার প্রথানুসারে শিবাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার দুর্গসকলের মধ্যে কোন্ দুর্গ জিজা গ্রহণ করিতে চাহেন। জিজা বলিলেন কোণ্ডানা দুর্গ। শিবাজী জানিতেন যে কোণ্ডানা দুর্গ রাজপুতবীর উদয় ভানুর (UdaBhan) দ্বারা রক্ষিত, সুতরাং তাহা অধিকার করা প্রায় অসম্ভব। তিনি অন্য দুর্গ প্রদান করিতে চাহিলে জিজা আর কোন দুর্গ গ্রহণ করিতে সম্মত না হওয়াতে শিবা মাতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহাকে রাজগড়ে যাইতে অনুরোধ করেন। রাজগড়ে উপস্থিত হইয়া তিনি অনেক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন কাহার উপর এই দুর্গ অধিকারের ভার অর্পণ করিবেন। বাল্যবন্ধু তানাজীর কথা তাঁহার মনে হওয়াতে তিনি তাঁহাকে এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে তাঁহার ১২০০০ সৈন্য সহ যেন তিনদিনের মধ্যে রাজগড়ে উপস্থিত হয়েন। সেই সময়ে তানাজী তাঁহার পুত্রের বিবাহের আয়োজন করিতেছিলেন। শিবাজীর আদেশে তিনি সৈন্য সমেত রাজগড়ে উপস্থিত হইলে শিবাজী ধন্যবাদের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন, কিন্তু তানাজী পারিবারিক অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া আসাতে বিরক্ত হইয়াছিলেন। শিবাজী তাঁহার বাল্যবন্ধু, সুতরাং তানাজী সরলভাবে তাঁহার উপর বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, এই উৎসবের আয়োজন নষ্ট

করিয়া তাঁহাকে কেন আহ্বান করা হইয়াছে। শিবাজী অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন তাঁহার মাতা তাঁহাকে এখানে আনিয়াছেন।* এমন সময়ে জিজাবাই হস্তে প্রদীপ লইয়া তানাজীর ললাট স্পর্শ করিলেন এবং মহারাষ্ট্র দেশের প্রথানুসারে অঙ্গুলির শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিলেন যে তিনি তাঁহার সকল ভার গ্রহণ করিলেন। রাজ্ঞীর এই মাতৃসম ব্যবহারে তানাজী মুগ্ধ হইয়া মস্তক হইতে পাগড়ি উন্মোচন করতঃ জিজার চরণে রাখিলেন এবং তিনি যে আদেশ করিবেন তাহা পালন করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। জিজা তখন বলিলেন,—"আমাকে কোণ্ডানা দুর্গ প্রদান করিতে হইবে, যদি আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ কর, তাহা হইলে তুমি আমার শিবার কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্থান অধিকার করিবে।" তানাজী তৎক্ষণাৎ ঐ কঠিন কার্য্য সম্পন্ন করিবেন বলিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করেন। জিজা আনন্দিত হইয়া তানাজী ও তাঁহার সৈন্যদিগকে এক ভোজ দিয়া সকলকে বস্ত্র ও অস্ত্রাদি বিতরণ করিলেন। সকলে মহা উৎসাহে "জয় জিজা মাইকী জয়" রবে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিল

মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীত, কৃষ্ণপক্ষের গভীর রজনী। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, জনমানবের কোন প্রকার শব্দ শোনা যাইতেছে না। সকলেই গভীর নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রামলাভ করিতেছে, এমন সময় তানাজী ৩০০ সাহসী মাবলা সৈন্য লইয়া দুর্গের পাদদেশে উপস্থিত হইলেন। সম্মুখে অত্যুচ্চ দুর্গ প্রাচীর মেঘমালাকে ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান। তানাজী এক সুশিক্ষিত গোধার কটিদেশে রজ্জু সংলগ্ন করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। গোধা, পালকের অভিপ্রায় বুঝিয়া ধীরে ধীরে প্রাচীরে আরোহণ পূর্ব্বক অন্য পার্শ্বে অবতরণ করিল। * তানাজী ঐ রজ্জুর সাহায্যে উপরে

* Captain Robinson, renowned as a hunter of tigers on foot the old days of muzzle-loading rifles, has told me the following

আরোহণ পূর্ব্বক রজ্জুকে কোনপ্রকারে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিলেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে সেই রজ্জু অবলম্বন করিয়া সমস্ত সৈন্য দুর্গের মধ্যে অবতরণ করিল। রাজপুত সৈন্যগণ তখনও গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত। অল্পক্ষণ পরেই সকলে জাগ্রত হইয়া অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইতে লাগিল। কিন্তু ইতিমধ্যে মাবলা সৈন্যগণ 'হর হর মহাদেও' শব্দে গগন বিকম্পিত করিয়া দুর্গের সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। বীরবর তানাজী যুদ্ধ করিতে করিতে দুর্গরক্ষক রাজপুত বীর উদয়ভানুর নিকটে উপস্থিত হইলেন। তখনি শাণিত তরবারী হস্তে লইয়া উদয়ভানু তানাজীর সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তানাজী বহুসংখ্যক রাজপুত বিনাশ করিয়া যখন উদয়ভানুর সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার চক্ষুদিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে, রণোন্মত্ততা তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে, রক্তাক্ত শরীর অবসন্ন, কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি নাই। মারাট্টা শক্তির কলঙ্ক মোচন করিতেই হইবে, শিবাজীকে পুনরায় সিংহগড় দুর্গ অর্পণ করিতে হইবে। উদয়ভানু দীর্ঘ তরবারি দ্বারা তানাজীর বামহস্ত কর্ত্তন করিলে তানাজীও দক্ষিণ হস্তের তরবারি দ্বারা এক আঘাতে উদয়ভানুকে হত্যা করেন। পরক্ষণেই বীরবর

---

unique use to which these large lizards are put by ingenious thieves in India. In order to be able to get over a wall too high for climbing without assistance, the thief provides himself with a strong lizard, ties a rope round its waist and he lets the animal go, when it at once scales the mud wall by its strong and sharp claws, and jumps down on the other side. The weight of the lizard, which moreover, holds vigorously on to the ground, and the friction of the rope on the top of the wall, are sufficient to help the man over ! [The cambridge Natural History vol vii by Hans Gadow M. A. Ph. D]

তানাজীও ভূলুণ্ঠিত হইলেন। এই যুদ্ধে দুই বীর নিহত হইলেন। সেনাপতির মৃতদেহ দর্শন করিয়া মাবলাগণ ভীত ও নিরাশ হইয়া পলায়নপর হইলে তানাজীর ভ্রাতা সূর্য্যাজী অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "কাপুরুষগণ এই কি তোমাদের উপযুক্ত কা ? শিবাজীর সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছে এই কলঙ্ক চিরকাল জগতে ঘোষিত হইবে। এই আমি রজ্জু ছেদন করিয়া তোমাদের পলায়নের পথ বন্ধ করিলাম। এক্ষণে আমার অনুসরণ কর এবং বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া বিজয়ী হও নতুবা তরবারি হস্তে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া বীরগতি প্রাপ্ত হও।"

সূর্য্যাজীর এই অগ্নিময় বাক্যে সকলের ধমনীতে প্রবলবেগে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের ভয় ও নিরাশা অন্তর্হিত হইল এবং 'হর হর মহাদেও' শব্দে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া সূর্য্যাজীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। রাজপুতগণ তাহাদিগের পুনরাগমনে অত্যন্ত ভীত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রচণ্ড তেজে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু সাগরগামিনী স্রোতস্বতীর ন্যায় মাবলাগণের প্রবল বেগ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইল না। কণ্ডানা দুর্গ পুনরায় মারাট্টাদিগের হস্তগত হইল। প্রায় ১২০০ রাজপুত বিনষ্ট হইল এবং যাহারা আত্মরক্ষার্থ পলায়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল তাহাদের অধিকাংশ হত হইল। সূর্য্যাজী বিজয় লাভ করিয়া দুর্গোপরি অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন এবং ৯ মাইল দূরে অবস্থিত রায়গড়ে শিবাজীকে বিজয়বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। পরদিবস সংবাদ বাহক সিংহগড় (কণ্ডানার অন্যনাম সিংহগড়) অধিকার ও তানাজীর মৃত্যুসংবাদ প্রদান করিলে শিবাজী অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে বলিয়া উঠিলেন "সিংহগড় দুর্গ হস্তগত হইল বটে, কিন্তু হায়! আমার সিংহ কোথায়?" শিবাজী সূর্য্যাজীকে সিংহগড়ের কেল্লাদার করিয়া অন্যান্য সৈন্যদিগকে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান

পূর্ব্বক রাজপুত বন্দীদিগকে স্বদেশে গমন করিতে অনুমতি দান করিলেন। মুসলমানগণ এই সংবাদে অত্যন্ত ভীত হইল এবং শিবাজী পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন ভাবিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে বাস করিতে লাগিলেন।

এই সনের মার্চ্চ মাসে তিনি পুরন্দর দুর্গ ও ডিসেম্বর মাসে মাহুলি অধিকার করেন। এই বৎসর আহমদনগর, জুনার ও পরেন্দার নিকটস্থ ৫১টি গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া বহুধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিলেন। দায়ুদ খাঁ ইহা শ্রবণ করিয়া বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে এই সকল স্থানে গমন করাতে মারাট্টাগণ অন্যত্র পলায়ন করে। কুমার মৌজমের সহিত দিলির খাঁর বিরোধের কথা ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কুমার ক্রমাগতঃ সম্রাটকে লিখিতেছেন দিলির তাঁহার অত্যন্ত অবাধ্য, সুতরাং তাঁহার দ্বারা সম্রাটের মান সম্ভ্রম রক্ষিত হওয়া অসম্ভব। অন্যদিকে দিলির খাঁ সম্রাটকে জানাইতেছেন কুমার শিবাজীর সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আরংজেব তাঁহার পিতার জীবদ্দশায় সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য যাহা করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রের পক্ষে তাঁহার সম্বন্ধে সেই প্রকার করা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয় ভাবিয়া প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য ইফটিকর খাঁকে আরঙ্গাবাদে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না বরং গৃহবিচ্ছেদের [illegible] দাক্ষিণাত্যে মোগল সাম্রাজ্য অধঃপতনের পথেই অগ্রসর হইতে লাগিল। শিবাজীও এই সুযোগে আপনার রাজ্য বৃদ্ধি ও শক্তি সঞ্চয়ের প্রতি মনোযোগী হইলেন।

১৬৭০ অব্দে এপ্রিল মাসে চতুর্দ্দিকে এই সংবাদ প্রচারিত হইল শিবাজী পুনরায় সুরাট লুণ্ঠন করিবার জন্য বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে অগ্রসর হইতেছেন। মোগল সেনাপতি বাহাদুর খাঁ এই সংবাদে নগর রক্ষার জন্য ৫০০০ অশ্বারোহী সমেত সুরাটে উপস্থিত হয়েন। ২রা অক্টোবর এই সংবাদ সহর মধ্যে রাষ্ট্র হইল যে শিবাজী ১৫০০০ অশ্বারোহী লইয়া

সুরাট হইতে ২০ মাইল দূরে আসিয়াছেন। এই সংবাদে ভীত হইয়া নগরবাসীরা পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। ৩রা, শিবাজী নগর আক্রমণ করিলেন এবং ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজদিগের কারখানা ও আর কতকগুলি স্থান ব্যতীত সমস্ত সহর লুণ্ঠন করেন। ফরাসীগণ তাঁহাকে বহুমূল্য উপহার প্রেরণ করিয়া মারাট্টাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিল। ইউরোপীয় বণিকদিগকে শিবাজী বলিয়া পাঠাইলেন তাহারা যদি নগর লুণ্ঠনে কোন বাধা প্রদান না করে, তবে তাহাদিগের প্রতি কোন অত্যাচার হইবে না। নগর লুণ্ঠন করিতে করিতে যখন মারাট্টাগণ ইংরাজ কারখানার নিকট উপস্থিত হয়, তখন পূর্ব্বে ইংরাজেরা তাহাদিগকে বাধা দিয়া কয়েকজনকে যে হত্যা করিয়াছিল, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য মারাট্টা সৈন্যগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করাতে শিবাজী নিষেধ করেন। ইহাতে ইংরাজগণ রক্ষা পাইল এবং যখন তাহারা অনেক উপহার লইয়া শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিল তখন তিনি বলিলেন ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার কোন বিরোধ নাই, সুতরাং তাহারা নিরাপদে বাস করিতে পারে। * ৫ই অক্টোবর, শিবাজী সসৈন্যে সুরাট পরিত্যাগ করেন। যাইবার সময় নগরের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী ও বণিকদিগকে লিখিলেন তাঁহারা যদি বৎসরে তাঁহাকে ১২ লক্ষ টাকা চৌথস্বরূপ প্রদান না করেন, তবে তিনি পরবৎসর পুনরায় নগর লুণ্ঠন করিবেন। শিবাজী সুরাট পরিত্যাগ করিলে নগরের দরিদ্র ব্যক্তিগণ লুণ্ঠন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল এবং কয়েকটী গৃহ ব্যতীত আর সমস্ত ভূমিসাৎ করিল। ইংরাজ নাবিকগণও অর্থোপার্জ্জনের এই সুযোগ পরিত্যাগ করে নাই।

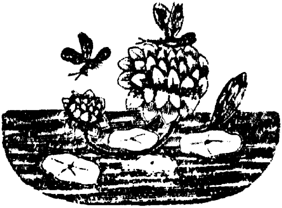
* The Maratha King received them in a very kind manner, telling them that the English and he were good friends, and putting his hand into their hands, he told them that he would do the English no wrong" [Prof. J. N. Sircir's Shivaji]

শিবাজী দ্বিতীয়বারে বিদেশী বণিকগণের উপর কোনও অত্যাচার করেন নাই এবং তাঁহারাও শিবাজীকে কোনরূপ বাধা প্রদান করেন নাই, এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আরংজেবের সন্দিগ্ধচিত্ত বিচলিত হইল। তিনি ভাবিলেন, ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজগণ শিবাজীর সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং এইবারে সম্রাট তাঁহাদিগকে কোনরূপ পুরস্কার প্রদান করেন নাই। শিবাজীর প্রস্থান করার পর সুরাটবাসীগণ সর্ব্বদা শঙ্কিত চিত্তে বাস করিতে লাগিল। শিবাজীর সুরাট আগমন সম্বন্ধে কোন জনরব উঠিলেই তাহারা ভীত হইয়া নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিত। সুতরাং বাণিজ্য ব্যবসা একেবারে বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

কুমার মৌজম, সুরাট লুণ্ঠনের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দায়ুদ খাঁকে প্রেরণ করেন, কিন্তু দাউদ খাঁর পৌঁছিবার পূর্ব্বেই শিবাজী সুরাট পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। দায়ুদ খাঁ সসৈন্যে শিবাজীর অনুসরণ করেন। চণ্ডোর দুর্গের পাদদেশে তাঁহার এক সেনাপতির সহিত প্রতাপরাও গুজ্জরের অধীনে দশ সহস্র মারাট্টা সৈনিকদিগের ভীষণ যুদ্ধ হয়। তাহাতে মুসলমানগণ পরাস্ত হয়। সেই সময়ে অন্য এক স্থানে দায়ুদখাঁর সহিত অপর এক মারাট্টাদলের যুদ্ধ হয়। অতঃপর মারাট্টাগণ নির্ব্বিঘ্নে কঙ্কনে উপস্থিত হয়। এই সকল যুদ্ধে মারাট্টাগণ জয়ী হওয়াতে মোগলেরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া নাসিকে প্রত্যাবর্ত্তন করে। দাউদ খাঁ এই স্থানে বাস করিয়া শিবাজীর গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং আহত সৈন্যদিগকে আরঙ্গাবাদে প্রেরণ করিলেন।

১৬৭০ খৃঃঅব্দে ডিসেম্বর মাসে প্রতাপ রাও খান্দেশে প্রবেশ করেন। তথায় বাহাদুরপুর লুণ্ঠন করিয়া বেরারের পথে অগ্রসর হয়েন এবং করিঞ্জা নামক এক সমৃদ্ধিশালী নগর আক্রমণ করিয়া প্রায় এক কোটী টাকার স্বর্ণ,

রৌপ্য ও বস্ত্রাদি লাভ করেন। করিঞ্জা হইতে অন্যত্র গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে অনেক স্থান লুণ্ঠন করিয়া বহু অর্থ লাভ করেন। করিঞ্জা এবং নন্দরবারের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে বার্ষিক খাজনার এক চতুর্থাংশ চৌথ আদায় দিবার প্রতিজ্ঞাপত্র গ্রহণ করিয়া প্রতাপরাও ঐ সমস্ত স্থান পরিত্যাগ করেন। প্রতাপরাও, যখন করিঞ্জা লুণ্ঠন করিতেছিলেন সেই সময়ে মোরো ত্রিম্বাক পিঙ্গলে পশ্চিম খান্দেশ এবং বাগলানা লুণ্ঠন করিতেছিলেন। অতঃপর এই দুই দল মিলিত হইয়া শিলর্হারু দুর্গ অবরোধ করে। এক দিবস প্রহরীগণের অসাবধানতা বশতঃ রজ্জু-আরোহিনীর সাহায্যে মারাঠাগণ দুর্গের মধ্যে অবতরণ করিলে মোগলদিগের সহিত ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হয়। দুর্গের কিলাদার ফতুল্লা খাঁ যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন, তখন তাঁহার শ্যালক আসিয়া মারাঠাদিগকে দুর্গ সমর্পণ করেন।



সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

শিবাজী দ্বিতীয়বার সুরাট লুণ্ঠন করিয়াছেন এবং মোগলদিগের অনেক দুর্গ অধিকার করিয়াছেন এই সংবাদ আগ্রাতে পৌছিলে সম্রাট দাক্ষিণাত্যে মোগল আধিপত্য সম্বন্ধে নিরাশ হয়েন। কিন্তু একজন সামান্য জায়গীরদারের সন্তানের দ্বারা মোগল সম্রাটের প্রতিপত্তি খর্ব্ব হইবে, ইহা চিন্তা করাতে তাঁহার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি শিবাজীকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন এবং প্রবীন যোদ্ধা মহব্বত খাঁকে দাক্ষিণাত্যের সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া বাহাদুর খাঁ ও দিলির খাঁকে তাঁহার সহায়তা করিতে আদেশ করেন। মহব্বত খাঁর সহিত ৪০০০০ সৈন্য এবং আরও কয়েকজন বিজ্ঞ ও চতুর রাজপুত কর্ম্মচারীকেও প্রেরণ করেন, এমন কি তিনি নিজে শিবাজীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন এই সংবাদ প্রচারিত হয়। ১৬৭১ খৃঃঅব্দে ৩রা জানুয়ারিতে মহব্বত খাঁ যশোবন্ত সিংহের সহিত বরানপুর পরিত্যাগ করিয়া ১০ই আরঙ্গাবাদে উপস্থিত হয়েন। জানুয়ারির শেষভাগে তিনি দায়ুদ খাঁর সহিত চন্দোরে মিলিত হয়েন কিন্তু কোন কারণে এই দুই সেনাপতির মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়াতে মহব্বত নাসিক গমন করেন এবং তথা হইতে পারনিরে উপস্থিত হয়েন। দায়ুদ খাঁ সম্রাটের আদেশে আগ্রা গমন করেন। প্রবীণ সেনাপতি মহব্বত খাঁ নব উদ্যমে শিবাজীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া অন্ধ ও পট্টু দুর্গদ্বয় অধিকার করেন। পরে সিলহরি দুর্গের অভিমুখে যাত্রা করিয়া মহা উৎসাহে এই দুর্গ অবরোধ করেন। মোরোপন্থ পিঙ্গলে দুর্গের সাহায্যের জন্য এক সহস্র অশ্বারোহী প্রেরণ করিলে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ হয় এবং সমস্ত মারাট্টা অশ্বারোহী নিধন প্রাপ্ত হয়। শিবাজী দুর্গকে মুক্ত করিবার জন্য প্রতাপরাও এবং মোরোপন্থকে দুইটি বিভিন্ন দিক হইতে

সসৈন্যে অগ্রসর হইতে আদেশ করেন। তদনুযায়ী প্রতাপরাও পশ্চিম এবং মোরোপন্থ পূর্ব্বদিক্ হইতে অগ্রসর হয়েন। ইকলাস খাঁ চতুরতার সহিত আপনার সৈন্য লইয়া মধ্যস্থলে অবস্থান করিলেন, তাঁহার এই উদ্দেশ্য ছিল যে এই দুই মারাট্টাদলকে মিলিত হইতে দিবেন না। ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বার ঘণ্টা অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর মারাট্টাগণ মিলিত হয় এবং প্রচণ্ড বিক্রমে মোগলদিগকে আক্রমণ করে। মোগলেরা মারাট্টাগণের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ইকলাস খাঁ ও তাঁহার সহকারী বাহালোল খাঁ কেবল মাত্র ২০০০ সৈন্যসহ পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিলেন। মোগলদিগের ২০০০০ সৈন্য হত ও বন্দী হইল; শিবাজী এই যুদ্ধে ৮০০০ অশ্ব, ১২৫ হস্তী, এবং বহু অর্থ প্রাপ্ত হয়েন। মহব্বৎ খাঁ, এই অবস্থাতে শিলহরি দুর্গ অবরোধ করার চেষ্টা না করিয়া আরঙ্গাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই যুদ্ধের পর অনেক বিজাপুরী ও মোগলসৈন্য শিবাজীর অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করে।

আরংজেব, মহব্বৎ খাঁর কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া পর বৎসর শীতকালে বাহাদুর খাঁ ও দিলির খাঁকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন। তাঁহারা শিলহরি দুর্গ অবরোধ করিয়া কয়েকজন কর্ম্মচারীর উপর অবরোধ-কার্য্য পরিচালনের ভার অর্পণ করেন এবং আহমদনগরের দিকে অগ্রসর হয়েন। দিলির খাঁ পুনাতে উপস্থিত হইয়া পুনা অধিকার করেন এবং ৯ বৎসরের অধিক বয়স্ক সমস্ত অধিবাসীদিগকে হত্যা করেন। বাহাদুর খাঁ যখন পুনাতে ছিলেন তখন শুনিলেন শিবাজী এক প্রকাণ্ড সৈন্যদল লইয়া শিলহরি দুর্গের অবরোধকারীদিগকে প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিয়া ইকলাস খাঁ প্রভৃতি প্রধান প্রধান কয়েকজন কর্ম্মচারীকে বন্দী করিয়াছেন এবং বহু সহস্র সৈন্য হত হইয়াছে। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি পুনা পরিত্যাগ করিয়া শিলহরির দিকে অগ্রসর হয়েন। ইতিমধ্যে শিবাজী মুলহির দুর্গ

অধিকার করিয়া এই দুই দুর্গকে গোলাগুলি এবং নূতন সৈন্যদলের দ্বারা সুরক্ষিত করিবার বন্দোবস্ত করতঃ কঙ্কনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শিবাজীর শক্তি এইরূপে ক্রমাগতঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দিলির খাঁ ও বাহাদুর খাঁ তাঁহার সহিত সংগ্রামে বিমুখ হইয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। বাহাদুর খাঁ আহমদনগরে ফিরিয়া আসিলেন এবং মহব্বৎ খাঁ সম্রাটের আহ্বানে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ১৬৭২ খৃঃঅব্দে জুন মাসে কুমার মৌজমের মৃত্যু হইলে, বাহাদুর খাঁ অস্থায়ীভাবে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হয়েন।

মারাট্টাগণ ইকলাস্ খাঁকে পরাস্ত করিয়া এবং বাহাদুর খাঁ ও দিলির খাঁকে পুনা হইতে বিতাড়িত করিয়া নব উদ্যমে ও প্রবল পরাক্রমে জহার (Jowhar) আক্রমণ করে এবং প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হয়। পরে জহার হইতে রামনগরের * দিকে অগ্রসর হওয়াতে সেই স্থানের রাজা সপরিবারে রামনগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। মারাট্টাগণ যখন শুনিল দিলির খাঁ বহু সৈন্য লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন, তখন তাহারা রামনগর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। পরে বর্ষা আরম্ভ হওয়াতে মারাট্টাগণ কিছুদিনের জন্য এই স্থান আক্রমণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিল কিন্তু জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে মোরোপন্থ পঞ্চ দশ সহস্র সৈন্য লইয়া রামনগর অধিকার করেন। জহর ও রামনগর অধিকার করাতে সুরাট যাওয়ার পথ সহজ ও নিকটতর হইয়া আসিল। ইহাতে সুরাটবাসীগণ সশঙ্কিত হইয়া বাস করিতে লাগিল। রামনগর হইতে মোরো ত্রিম্বাক পিঙ্গলে, সুরাটের শাসনকর্ত্তার নিকটে তিনখান পত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে তিনি লিখিলেন সুরাটবাসীগণ যদি তাঁহাকে অবিলম্বে চৌথস্বরূপ চারি লক্ষ টাকা প্রেরণ না করে তবে তিনি সুরাট

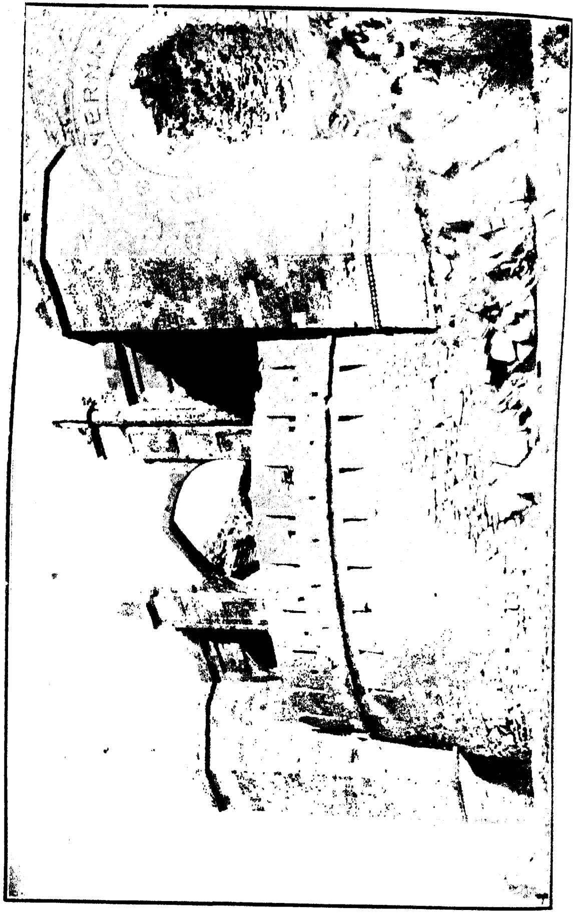
* রামনগরের বর্ত্তমান নাম ধরমপুর।

আক্রমণ করিবেন। সুরাটবাসীগণ মারাট্টাদিগকে কেন চৌথ দিবে, তাহার কারণ সম্বন্ধে শিবাজী লিখিতেছেন। "তোমাদের রাজ্যের এক চতুর্থাংশ রাজস্ব আমাদিগের প্রাপ্য, কারণ আমার প্রজা ও দেশ রক্ষার জন্য তোমাদের সম্রাট এত সৈনিকের ব্যয়-ভার বহন করিতে আমাকে বাধ্য করিয়াছেন। তোমরা যদি শীঘ্রমধ্যে টাকা পাঠাইতে না পার, তবে আমার জন্য একটী বৃহৎ বাটী স্থির করিয়া রাখিও, আমি সেখানে গমন করিয়া আমার যাহা প্রাপ্য তাহা লইয়া আসিব।"

সুরাটের শাসনকর্ত্তা যখন প্রথম পত্র পাইয়াছিলেন তখন তিনি নগরের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী ও বণিকদিগকে একত্রিত করিয়া নগর রক্ষার আয়োজন করিতে অনুরোধ করেন। সকলেই এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে শাসনকর্ত্তার হস্তে ৪৫০০০ টাকা প্রদত্ত হইল। কিন্তু যখন দেখা গেল নগর রক্ষার জন্য কোন লোকই অগ্রসর হইতেছে না, তখন তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া ঐ প্রস্তাব পরিত্যাগ করিতে হইল। এই জন্য যে টাকা পাওয়া গিয়াছিল, তাহা শাসনকর্ত্তার হস্তেই রহিয়া গেল। শিবাজীর তৃতীয় পত্র পাইয়া নগরবাসীগণ ভীত হইয়া তাহাদিগের পরিবারবর্গকে কোন নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিবার জন্য শাসনকর্ত্তার অনুমতি চাহিল, কিন্তু তিনি বলিলেন শিবাজীকে অর্থদ্বারা বশীভূত করাই ভাল, সুতরাং ৬০০০০ টাকা সংগ্রহ করার প্রয়োজন। নগরবাসীগণ ইতিপূর্ব্বে শাসনকর্ত্তার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াছিল, সুতরাং তাহারা কিছুই দিতে স্বীকার করিল না। অতঃপর যখনই সুরাটবাসীগণ শিবাজীর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিত, তখনি তাহারা ভীত হইয়া নগর হইতে পলায়ন করিতে ব্যস্ত হইত, কিন্তু তাহাদিগের শাসনকর্ত্তা নগরের দ্বার বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে নগরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিত।

জহর এবং রামনগর হইতে মোরোত্রিম্বাক, ঘাট পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইয়া নাসিকে উপস্থিত হয়েন এবং ঐ স্থান অধিকার করেন। ইহাতে বাহাদুর খাঁ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ঐ স্থানের কর্ম্মচারী যাদুন রাওকে ভৎর্সনা করেন। অতঃপর মারাট্টাগণ অন্য এক মোগলাধিকৃত স্থান অধিকার করিলে বাহাদুর খাঁ ঐ স্থানের থানাদার সিদ্দি হালালকে অত্যন্ত লাঞ্ছিত করেন। ইহাতে যাদুন রাও এবং সিদ্দি হালাল ক্রুদ্ধ হইয়া মোগল পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া সসৈন্যে শিবাজীর সহিত যোগদান করেন। মোগল সেনানায়কদের মধ্যে অন্য কোন কোন ব্যক্তি শিবাজীর সহিত মিলিত হইবার ভয় প্রদর্শন করিলে সেনাপতি দিলির খাঁ গুজরাট রক্ষা সম্বন্ধে অত্যন্ত চিন্তিত হয়েন। ২৫শে অক্টোবর শিবাজী, বেরার ও টেলিঙ্গানা লুণ্ঠন করিবার জন্য একদল অশ্বারোহী প্রেরণ করেন। বাহাদুর খাঁ এই সংবাদে আহমদনগর পরিত্যাগ করিয়া শিবাজীর সৈনাদলের অনুসরণ করেন। তাঁহার এই চেষ্টা সত্বেও মারাট্টাগণ রামগীর দুর্গের নিকটস্থ গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করে। অতঃপর তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া প্রস্থান করিবার সময় বাহাদুর খাঁ ও দিলির খাঁ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করেন। বাহাদুর খাঁ, খান্দেশ ও বেরারকে সুরক্ষিত করিয়া এই দুই প্রদেশকে শিবাজীর ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন।

অতঃপর মারাট্টাগণ পুনা প্রদেশ লুণ্ঠন করিলে বাহাদুর খাঁ তথায় গমন করেন এবং মারাট্টাদিগকে পরাস্ত করেন। বাহাদুর খাঁ, পেড়গাঁওতে (Pedgaon) এক সৈন্যাবাস স্থাপন করেন। সম্রাটের আদেশে ইহার নাম বাহাদুরগড় দেওয়া হয়। ১৬৭৩ খৃঃ অব্দে শিবাজী এক মোগল কর্ম্মচারীর বিশ্বাস ঘাতকতাতে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন। সিওনোর (Shioner) দুর্গ শিবাজীর জন্মস্থান, সুতরাং ঐ দুর্গ শিবাজীর পক্ষে



অতি পবিত্র স্থান। কিন্তু ঐ দুর্গ মোগলদিগের হস্তগত হওয়াতে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েন। আবদুল আজিজ খাঁ ঐ দুর্গের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু পরে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। শিবাজী তাঁহার নিকট এই প্রস্তাব করেন যদি তিনি শিবাজীকে ঐ দুর্গ সমর্পণ করেন, তাহা হইলে শিবাজী তাঁহাকে অনেক পুরস্কার ("mountains of Gold") প্রদান করিবেন। তিনি ইহাতে সম্মত হইয়া শিবাজীকে বলিয়া পাঠাইলেন এই দুর্গ অধিকার করিবার জন্য তিনি যেন ৭০০০ মারাট্টা অশ্বারোহী প্রেরণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাহাদুর খাঁকেও গোপনে এই সংবাদ প্রেরণ করেন। বাহাদুর খাঁ যথাসময়ে অন্যান্য সৈন্যসহ সিওনোরে উপস্থিত হইয়া মারাট্টাদিগকে আক্রমণ করেন। ইহাতে শিবাজীর অনেক সৈন্য বিনষ্ট হয়।

১৬৭২ খৃঃ অব্দে নবেম্বর মাসে বিজাপুরের মুসলমান দ্বিতীয় আলি আদিল সাহার মৃত্যু হওয়াতে বিজাপুরে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয়। শিবাজী এই সুযোগে ১৬৭৩ খৃ: অব্দে মার্চ্চ মাসে অনেক অর্থ দ্বারা পানহালা দুর্গের শাসনকর্ত্তাকে বশীভূত করিয়া ঐ দুর্গ হস্তগত করেন। যে মাসে প্রতাপ রাও গুজ্জর কানারাতে প্রবেশ করিয়া হুবলি লুণ্ঠন করেন ও অনেক ধন সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েন। বিজাপুরের সেনাপতি বাহালোল খাঁ এই সংবাদে সসৈন্যে মারাট্টাদিগকে অনুসরণ করিয়া কানারা হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করেন। সুলতানের মৃত্যুর পর বিজাপুরের কর্ম্মচারীগণের মধ্যে মতদ্বৈধ হইল। একদল শিবাজীর সহিত মিলিত হইয়া মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল এবং অন্যদল শিবাজীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইল। এই প্রকার কলহ ও বিবাদের মধ্যে শিবাজী সুবিধা বুঝিয়া বিজাপুর রাজ্য লুণ্ঠন ও তদ্দ্বারা আপনার শক্তি বৃদ্ধির আয়োজন করিতে লাগিলেন। যদিও

শিবাজীর আক্রমণকে বাধা দিবার জন্য বাহালোল খাঁ মারাট্টা সৈন্যদিগকে কানারা হইতে বিতাড়িত করেন, তথাপি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মোগল অথবা বিজাপুর এই দুইয়ের কেহই তাঁহাকে ধ্বংস করিবার ভাব লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই। *

১৬৭৩ খৃঃ অব্দে শিবাজী ২০০০০ থলিয়া প্রস্তুত করিবার আদেশ প্রদান করেন এবং ২৫০০০ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিজাপুর রাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হয়েন। অতঃপর বিজাপুর রাজ্যের অনেক স্থান লুণ্ঠন করিয়া কানারাতে প্রবেশ করেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যদল বাহালোল খাঁ ও সারজা খাঁর দ্বারা পরাস্ত হয়।

শিবাজীর উত্তরদিকের পথ বন্ধ করিবার জন্য বাহালোল খাঁ ১২০০০ সৈন্য লইয়া অগ্রসর হয়েন। রণকুশল শিবাজী আপনার বিপদ বুঝিতে পারিয়া প্রতাপরাওকে খাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। উমরানির নিকটে প্রতাপরাও, বিজাপুরী সৈন্যদলকে পরিবেষ্টিত করিলেন। বিজাপুরী সৈন্যগণ জলবিহীন স্থানে আবদ্ধ হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ বোধ করিতে লাগিল। তথাপি সমস্ত দিন ভীষণ যুদ্ধ চলিল। তাহাতে উভয় পক্ষের অনেক সৈন্য হতাহত হইল, কিন্তু বিজাপুরীদলকে

* The English President of Bombay wrote on 16th sept. 1673. Shivaji bears himself up manfully against all his enemies ......and though it is probable that the moghal's army may fall into his country this year and Bahlol Khan on the other side, yet neither of them can stay long for want of provisions, and his flying army will constantly keep them in alarm, nor is it either their design to destroy Shivaji totally, for the Umarahs maintain a politic war to their own profit at the king's charge; and never intend to prosecute it violently so as to end it."

অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল। সন্ধ্যার সময় বাহালোল খাঁ, প্রতাপ রাওর নিকট দূত প্রেরণ করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন আর কখনও শিবাজীর বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করিবেন না। বীরবর প্রতাপ শত্রুর এইপ্রকার কাতর প্রার্থনাতে বিগলিত হইলেন এবং বিজাপুরীদিগকে মুক্তিদান করিলেন। কিন্তু প্রতাপ এই ব্যাপারে এমন এক ভ্রম করিলেন যাহার জন্য তাঁহাকে প্রাণদান করিতে হইয়াছিল। প্রতাপ যদি সেইদিন শত্রুদিগকে ক্ষমা না করিতেন, তাহাহইলে সমস্ত বিজাপুরী সৈন্যদলকে তিনি বন্দী করিতে পারিতেন।

১৬৭৪ খৃঃ অব্দে বাহালোল খাঁ স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া এক প্রকাণ্ড সৈন্যদল লইয়া পানহালার নিকটে আগমন করেন এবং গ্রাম সকল লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। শিবাজী এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া প্রতাপরাওকে বলিয়া পাঠাইলেন "তোমার ভবিষ্যৎ দৃষ্টির অভাবে এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। তুমি যদি সেইদিন বাহালোল খাঁকে সদলে বন্দী করিয়া উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারিতে, তাহাহইলে সেই বিশ্বাসঘাতক আর এরূপ ব্যবহার করিতে সমর্থ হইত না। এবার তুমি তাহাকে সদলে বিনষ্ট না করিয়া আমার সম্মুখে আসিও না"। এই ভর্ৎসনাতে বীরবর প্রতাপের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রচণ্ড বিক্রমে শত্রুদলকে আক্রমণ করিলেন। উভয় দলের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বিশ্বাসঘাতক বাহালোল খাঁকে শাস্তি দিবার জন্য প্রতাপ অস্থির হইয়া উঠিলেন। সেনাপতির কর্তব্য ও হিতাহিতজ্ঞান ভুলিয়া গিয়া তিনি ৬ জন মাত্র অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া সৈন্যদলের অগ্রে ধাবিত হইলেন। অসংখ্য মুসলমান সৈন্য তাঁহার সম্মুখে, কিন্তু সে দিকে তাঁহার দৃক্‌পাত নাই। কেবল শিবাজীর ভর্ৎসনা এবং বাহালোল খাঁর শাস্তি তাঁহার মনের মধ্যে জাগিতেছিল। তিনি

উন্মুক্ত তরবারি হস্তে লইয়া প্রবল ঝটিকা যেরূপ বিটপী সমূহকে বিধ্বস্ত করে সেইরূপ শত্রুদিগকে ধ্বংস করিতে করিতে বাহালোলের দিকে অগ্রসর হইলেন। অবশেষে অগণ্য বিজাপুরী সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে বীরবর প্রতাপ ছয় জন অনুচরের সহিত মৃত্যুর যবনিকা উত্তোলন করিয়া পরকালের অন্ধকারময় রাজ্যে অদৃশ্য হইলেন। প্রতাপের মৃত্যুতে তাঁহার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তখন তাঁহার সহকারী আনন্দরাও তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হংসাজী মোহিতে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। মারাট্টা সৈন্যগণ তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া পুনরায় ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং অতি প্রচণ্ড বিক্রমে বিজাপুরী দলকে আক্রমণ করিল। শিবাজী, হংসাজী মোহিতেকে 'হাম্বির রাও' উপাধি প্রদান পূর্ব্বক সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া এই যুদ্ধে প্রেরণ করিবার সময় বলিয়াছিলেন "শত্রুদিগকে পরাস্ত না করিয়া জীবিতাবস্থায় ফিরিয়া আসিও না।" দুই দলের মধ্যে যখন অতি ভীষণভাবে রণডঙ্কা বাজিয়া উঠিল, তখন বাহালোল খাঁ আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। হাম্বির রাও সসৈন্যে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন পূর্ব্বক বিজাপুর রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। মোগল সেনাপতি দিলির খাঁ, বাহালোলের বিপদ দর্শন করিয়া তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হয়েন। মোগল ও বিজাপুরী সৈন্য একত্রে মিলিত হওয়াতে হাম্বির রাও বাধ্য হইয়া কানারাতে ফিরিয়া আসেন। প্রতাপের মৃত্যুতে শিবাজী অত্যন্ত ব্যথিত হয়েন। তিনি, তাঁহার আত্মীয় স্বজনদিগকে প্রচুর অর্থ দান দ্বারা পুরস্কৃত করিয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত করতঃ প্রতিপালন করেন এবং প্রতাপের কন্যার সহিত আপনার পুত্র রাজারামের বিবাহ দিলেন।

হাম্বির রাও লুণ্ঠন করিতে করিতে নর্ম্মদার তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া

১৫০০০০ হন মূল্যের ধন সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েন। এই সংবাদে বাহালোল খাঁ এবং খিজির খাঁ ২০০০ অশ্বারোহী এবং বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া তাঁহার অনুসরণ করেন, কিন্তু হাম্বির রাওর সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হয়েন। এই যুদ্ধে খিজির খাঁর এক ভ্রাতার মৃত্যু হয় এবং মারাট্টাগণ ৫০০ অশ্ব, দুইটি হস্তী এবং অন্যান্য অনেক বস্তু প্রাপ্ত হয়। বাহালোল খাঁ পরাস্ত হইয়া অত্যন্ত লজ্জিত হয়েন এবং পুনরায় নূতন সৈন্য লইয়া হাম্বির রাওকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে মারাট্টাগণ পরাস্ত হইয়া নিজেদের রাজ্যে পলায়ন করে। ১৬৭৪ খৃঃ অব্দে জানুয়ারিতে দিলির খাঁর সহিত আর একবার শিবাজীর যুদ্ধ হয়, তাহাতে মোগলদিগের পক্ষে ১০০০ এবং শিবাজীর পক্ষে ৫০০ সৈন্য হত হয়।

১৬৭৩ অব্দের ডিসেম্বর হইতে ১৬৭৪ অব্দের মার্চ্চ পর্য্যন্ত শিবাজীর সহিত বিজাপুর ও মোগল সৈন্যের, মধ্যে মধ্যে খণ্ড যুদ্ধ চলিয়াছিল। তাহার কারণ এই যে ক্রমাগত যুদ্ধ করিতে করিতে সকল পক্ষই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষ ভাবে এই বৎসর শীতকালে যে ভীষণ বৃষ্টিপাত হইয়াছিল, তাহাতে নানাপ্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় শিবাজী যুদ্ধের অশ্ব সমূহকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আফগানেরা বিদ্রোহী হওয়াতে আরংজেব স্বয়ং খাইবারে গমন করেন এবং সেনাপতি দিলির খাঁকে দাক্ষিণাত্য পরিত্যাগ করিয়া উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যাইবার জন্য আদেশ করেন। সুতরাং একমাত্র বাহাদুর খাঁ দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করিয়া সম্রাটের কার্য্য পরিচালনা করেন, ইহাতে দাক্ষিণাত্যে মোগলশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। মোগল শক্তির দুর্ব্বলতা ও বিজাপুরের অন্তর্বিপ্লবের জন্য কিছুদিনের মত যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ হওয়াতে শিবাজী অভিষেকের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বহুদিন হইতে শিবাজী এবং তাঁহার সভাসদবর্গ বুঝিতে পারিয়াছিলেন শিবাজীর অভিষেক ক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন হওয়া উচিত। তিনি অনেক রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার নির্ভীক সৈন্যদল জলে ও স্থলে অবাধে বিচরণ করিতেছে, তাঁহার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অর্ণবপোত সমূহ মহাসমুদ্রের বহুদূরে গমন করিতেছে—এ সমস্ত সত্য হইলেও তিনি লোকচক্ষু সমক্ষে এক শক্তিশালী প্রজা ভিন্ন আর কিছুই ছিলেন না। মোগলের নিকট তিনি এক জমিদার এবং আদিল সাহার নিকট তিনি এক জায়গীরদারের বিদ্রোহী পুত্র। তাঁহার অধিকৃত রাজ্যসমূহ তাঁহার দ্বারা শাসিত হইলেও প্রজাগণ তাঁহাকে প্রকৃত রাজা বলিয়া গণ্য করিতে পারিত না। এই সময়ে ভোঁসলেবংশের অভ্যুত্থান অন্যান্য মারাঠাগণের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষের কারণ হইয়াছিল। একমাত্র অভিষেকের দ্বারা এই সমস্ত সমস্যার পূরণ হইতে পারে, এই ভাবিয়া তাঁহার কর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়েতর কোন জাতি কখনও রাজপদে অভিষিক্ত হয়েন নাই। শিবাজী ক্ষত্রিয় নহেন সুতরাং কিপ্রকারে তিনি অভিষিক্ত হইতে পারেন এই চিন্তা সকলের মনের মধ্যে জাগ্রত হইল। এই সময়ে কাশীতে গাগা ভট্ট নামে এক অদ্বিতীয় পণ্ডিত বাস করিতেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞান দর্শন করিয়া সকলেই তাঁহাকে দ্বিতীয় ব্যাসদেব বলিয়া গণ্য করিত। শিবাজীর কর্ম্মচারীগণ তাঁহার অভিষেক সম্বন্ধে ব্যবস্থা লইবার জন্য ইঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। গাগা ভট্ট নানাপ্রকার যুক্তি প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করেন শিবাজী উদয়পুরের মহারাণাদের বংশধর। সুতরাং শিবাজীর অভিষেক সম্বন্ধে কোন বাধাই থাকিতে পারে না। এই ক্রিয়া সম্পন্ন

করিবার জন্য গাগা ভট্টকে কাশী হইতে মহারাষ্ট্রে আনয়ন করা হইল। শিবাজী এবং তাঁহার সমস্ত কর্ম্মচারীগণ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য সাতারা হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন।

অভিষেকের আয়োজন বহুদিন পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইল। জয়পুর ও উদয়পুরে কি প্রকারে অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহা জানিবার জন্য সেই সকল স্থানে কয়েক জন পণ্ডিত প্রেরিত হইলেন। ভারতবর্ষের সমস্ত স্থানের ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইল। ১১০০০ ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক ও সপরিবারে রায়গড়ে উপস্থিত হইলেন এবং ষোড়শোপচারে আপনাদিগের তৃপ্তি সাধন করিতে লাগিলেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে কৌতুহলাকৃষ্ট হইয়া যে সমস্ত ব্রাহ্মণ, বণিক, কর্ম্মচারী এবং দর্শকগণ আসিয়াছিল, সকলেই যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে রায়গড়ে বাস করিতে পারে, শিবাজী তাহার বন্দোবস্ত করিবার জন্য আদেশ দিলেন। শিবাজী আপনার রাজ্যের সকল দেব মন্দিরে গমন করিয়া যথাবিধি পূজা অর্চ্চনাতে আপনাকে নিযুক্ত করিলেন। প্রতাপ গড়ে ভবানী মন্দিরে উপস্থিত হইয়া বিশেষ ভাবে ভবানীর পূজা সম্পন্ন করেন এবং ১$\frac{১}{৪}$ মণ ওজনের স্বর্ণনির্ম্মিত এক ছত্র প্রদান করেন।

অভিষেকের পূর্ব্বে তাঁহাকে শুদ্ধিক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইয়াছিল এবং সর্ব্ব সাধারণের সমক্ষে ক্ষত্রিয় জাতিতে উন্নীত হইতে হইয়াছিল। ২৮শে মে তারিখে গাগা ভট্ট এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করিলেন এবং যজ্ঞ সমাপনান্তে শিবাজীকে উপবীত দিয়া ক্ষত্রিয় করিয়া লইলেন। শিবাজী গাগা ভট্টকে বলিলেন যখন তিনি উপবীতধারী হইলেন, তখন বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের অধিকার ও তাঁহাকে প্রদান করা হউক। ইহাতে সমস্ত ব্রাহ্মণ এরূপ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন যে গাগা ভট্ট এই অধিকার দান করিতে সাহস করিলেন না। পরদিন শিবাজীকে স্বেচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, দস্তা, টিন,

সীস এবং লৌহ প্রত্যেক ধাতুর সহিত তুলিত হইয়া শিবাজী ব্রাহ্মণদিগকে সমস্ত দান করিলেন। অতঃপর বস্ত্র, শর্করা এবং নানাপ্রকার মসলার সহিত তুলিত হইয়া সে সমস্ত ও ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রায় এক লক্ষ হন ব্যয় হয়। ইহাতেও বিশ্বভুক্ ব্রাহ্মণদিগের উদরপূর্ত্তি হইল না। তিনি লুণ্ঠন কালে যে সকল স্থান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে যত গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোক এবং শিশু হত্যা হইয়াছিল, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ব্রাহ্মণেরা শিবাজীর নিকট হইতে কিছু আদায় করিয়া লইলেন। সুরাট এবং করিঞ্জা লুণ্ঠনকালে যাহারা নিহত হইয়াছিল তাহাদের আত্মীয় স্বজনদিগকে কিছু দিবার প্রয়োজন নাই, কেবল কঙ্কন ও দেশ প্রদেশস্থ ব্রাহ্মণ দেবতাদিগকে ৮০০০ টাকা দান করিলেই তাহার জন্য যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইল, শিবাজীর প্রতি এই আদেশ হওয়াতে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই পরিমাণ অর্থ প্রদান করিয়া সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিলেন!

১৬৭৪ খৃঃঅব্দের ৬ই জুন অভিষেকের দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ঐ দিন প্রাতঃকালে শিবাজী স্নানান্তে গৃহদেবতাদিগের পূজা সম্পন্ন করিয়া গাগা ভট্টকে ৫০০০ হন প্রদান করতঃ তাঁহাকে প্রণাম করেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা প্রত্যেকে একশত স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হয়েন। তৎপর শিবাজী শুভ্র বসন, পুষ্পমালা এবং স্বর্ণালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া অভিষেক-স্থানে গমন করেন। তাঁহার বাম পার্শ্বে পত্নী সয়রা বাঈ আসীনা, উভয়ের বস্ত্র গ্রন্থি বদ্ধ এবং তাঁহাদের পশ্চাতে যুবরাজ শম্ভুজী উপবিষ্ট হইলেন। পরে রাজার সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীগণ গঙ্গাজলে আটটি কলস পূর্ণ করিয়া তাঁহাদের মস্তকে ঢালিতে আরম্ভ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতেরা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন ও চতুর্দ্দিক হইতে মধুর স্বরে বাদ্যযন্ত্র সমূহ নিনাদিত হইয়া উঠিল। ষোলজন ব্রাহ্মণ কন্যা প্রত্যেকে

এক একটী পঞ্চপ্রদীপযুক্ত স্বর্ণ থালি লইয়া তাঁহাদিগকে বরণ করিলেন। এই প্রকারে অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে শিবাজী বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নববেশে সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

মহারাষ্ট্রে বহুকাল হইতে রাজ-অভিষেক বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এই অভিষেক দর্শন করিবার জন্য বহুদুর হইতে দর্শক মণ্ডলী আগমন করিয়া রায়গড়ে সম্মিলিত হইয়াছে। সকলেরই মুখে আনন্দের চিহ্ন। কেনই বা না হইবে? মহারাষ্ট্র বহুদিন হইতে ম্লেচ্ছপ্রপীড়িত হইয়াছিল, নরনারীগণ কি প্রকার ভয়ে ও দুঃখে দিন যাপন করিতেছিল, কিন্তু আজ বিধাতার কৃপায় বীর কেশরী শিবাজী সমস্ত মারাট্টা জাতির হৃদয়ে বীরত্বের ভাব জাগ্রত করিয়া এই মুসলমানপদদলিত জাতিকে পরাধীনতার কঠিন নিগড় হইতে মুক্ত করতঃ স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। অরণ্যের বিহঙ্গমগণ ও যেন এই আনন্দে যোগদান করিবার জন্য প্রাতঃকাল হইতে মধুর স্বরে পঞ্চমতানে সঙ্গীত লহরী উত্তোলন করিয়া রায় গড় দুর্গকে মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। দেবালয়ে ব্রাহ্মণগণ সমস্ত দিন ধরিয়া বেদ পাঠ করতঃ দেবতাগণকে তুষ্ট করিতেছেন। নানাদেশ হইতে বণিক সকল আগত হইয়া নানাদ্রব্য সম্ভারে আপনাদের বিপনি সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। কোথা ও মল্লযুদ্ধ চলিতেছে, কোথাও প্রজাবৃন্দ ভূত, প্রেত, রাক্ষস বা বানরের বেশ ধারণ করিয়া তাণ্ডব নৃত্যে প্রবৃত্ত হইয়া সকলের চিত্তে আনন্দের সঞ্চার করিতেছে। উচ্চ মঞ্চ হইতে গম্ভীর রবে বাদ্যযন্ত্র সমূহ নিনাদিত হইয়া বিজাপুর এবং দাক্ষিণাত্যের মোগলরাজ্যের কেন্দ্র সমূহে আতঙ্ক উপস্থিত করিতেছে। ভিক্ষুকদল, প্রচুর পরিমাণে অন্নবস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে শিবাজীকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে। চতুর্দ্দিকে আনন্দের কোলাহল, আনন্দ-সঙ্গীত। জিজার প্রাণে আজ কি আনন্দ! আজ তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র রাজসিংহাসনে উপবেশন করিবেন! কিন্তু হায়! বিধাতার এক

অনির্ব্বচনীয় নিগূঢ় বিধানে জিজার এই আনন্দের স্রোতে উদ্বেলিত হৃদয়ের মধ্যে বিষাদের ছায়া কেন? তিনি ভাবিতেছিলেন আজ সাহাজী এবং সখী বাই কোথায়!

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল-ত্রয়োদশী তিথি। সকলেই রায়গড়ের সভাগৃহের দিকে ছুটিতেছে। সভাগৃহ নানাপ্রকার কারুকার্য্যে ও বিবিধ মূল্যবান বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। সুপ্রশস্ত গৃহের মধ্যভাগে ১৪ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ সিংহাসন বিরাজিত। তাহার উপরিস্থিত আসন, হিন্দুযোগীর কঠোর তপস্যার পরিচায়ক ব্যাঘ্র চর্ম্ম এবং তদুপরি মোগল বিলাসিতাদ্যোতক বহুমূল্য মখমল দ্বারা নির্ম্মিত। শিবাজী সিংহাসনোপরি উপবেশন করিলে ষোল জন ব্রাহ্মণ-পত্নী প্রত্যেকে প্রদীপের থালি লইয়া এবং ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সমস্ত দর্শকমণ্ডলী অমনি "জয় শিবাজী রাজাকী জয়" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যকর সমূহ আপন আপন বাদ্যযন্ত্র বাজাইল এবং শিবাজীর অধিকৃত সমস্ত দুর্গ হইতে ভীষণ রবে কামান সমূহ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। প্রধান পুরোহিত গাগা ভট্ট অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে ছত্রপতি শিবা বলিয়া অভিনন্দন করিলেন। ব্রাহ্মণেরা পুনরায় তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। শিবাজী ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষুকদিগকে উপযুক্ত অর্থদ্বারা বিদায় করিলেন। তৎপরে তাঁহার কর্ম্মচারীগণ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আপনাদিগের সম্মান ও বশ্যতা জ্ঞাপন করিলে তিনি স্বহস্তে সকলকে যথাযোগ্য উপহার প্রদান করিলেন। এখন হইতে মোগল রাজাদিগের প্রথানুযায়ী উপাধির পরিবর্ত্তে হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত উপাধি দ্বারা তাঁহাদিগকে ভূষিত করিলেন। যুবরাজ শম্ভুজী, গাগাভট্ট এবং প্রধান মন্ত্রী মোরো ত্রিম্বাক রাজ সিংহাসন হইতে কিঞ্চিৎ নিম্নতর স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন।

অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারীগণ সিংহাসনের দুইপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন ও অবশিষ্ট অমাত্যবর্গ আপনাদিগের পদানুযায়ী যথাযোগ্য স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন। বেলা প্রায় আট ঘটিকার সময় নরোজী পন্থ ইংরাজদূত হেনরী অকশিনডেন্‌কে শিবাজীর নিকট উপস্থিত করিলে ইংরাজদূত দূর হইতে মস্তক অবনত করিয়া সম্মান জ্ঞাপন করেন এবং ইংরাজ পক্ষ হইতে একটী হীরকের অঙ্গুরী তাঁহাকে উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। শিবাজী তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া প্রীতির চিহ্নস্বরূপ একটী বহুমূল্য পরিচ্ছদ প্রদান করেন।

শিবাজীর রাজ্যাভিষেকের প্রায় এক মাস পূর্ব্ব হইতে ইংরাজদূত অকশিনডেন আর দুইজন ইংরাজ সঙ্গে লইয়া রায়গড়ে উপস্থিত হয়েন। দুর্গের পাদদেশে অবস্থিত অতিথি-ভবনে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তাঁহাদের সেবার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া শিবাজী তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শিবাজী অভিষেকের পর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া যখন কল্পতরুর ন্যায় প্রার্থীদিগের কামনা পূর্ণ করিতেছিলেন, তখন অকশিনডেন্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ হইতে তাঁহার নিকটে কুড়িটি বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় প্রধান :—

(১) ইংরাজগণ শতকরা ২½ মুদ্রা শুল্ক স্বরূপ প্রদান করিয়া তাঁহার রাজ্যে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রার্থনা করেন।

(২) রাজাপুর, দাভোল, চৌল এবং কল্যাণে তাঁহারা স্থায়ীভাবে কারখানা খুলিবার অধিকার প্রার্থনা করেন।

(৩) শিবাজীর রাজ্যে ইংরাজদিগের মুদ্রা প্রচলন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন।

(৪) শিবাজীর অধিকৃত সমুদ্রের উপকূলে যে সমস্ত ইংরাজ জাহাজ ভগ্ন হইয়াছিল, তাহা পুনঃপ্রাপ্তির অধিকার প্রার্থনা করেন।

(৫) হুবলি এবং রাজাপুরে ইংরাজদিগের যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহা পূরণ করিবার জন্য প্রার্থনা করেন।

শিবাজী, এই সকলের মধ্যে হুবলির ক্ষতিপূরণ করিতে অস্বীকার করেন, কিন্তু রাজাপুরের জন্য ১০০০০ প্যাগোডা মঞ্জুর করিলেন। এতদ্ব্যতীত ইংরাজদিগের অন্য সমস্ত প্রার্থনা পূর্ণ করেন। ইংরাজদূতগণ যখন রাজগড় হইতে বোম্বাই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন তখন এক কৌতূকজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। শিবাজীর অনুমতিক্রমে যে মাংসবিক্রেতা ইংরাজদিগকে মাংস যোগাইত সে তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করাতে তাহাকে ইংরাজদিগের সম্মুখে আনয়ন করা হইল। সে কিয়ৎক্ষণ ঐ তিন জন ইংরাজের প্রতি অনিমেষ দৃষ্টিপাত করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইল। বিস্ময়ের কারণ এই যে এই কয়জন লোক এক মাসের মধ্যে এত মাংস উদর-গহ্বরে প্রেরণ করিয়াছে যে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া তাহার ক্রেতাগণ তাহা করিতে সমর্থ হয় নাই!

রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে শিবাজী সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া একটি উৎকৃষ্ট ঘোটকে আরোহণ করিলেন এবং প্রাসাদের প্রাঙ্গন পর্য্যন্ত আসিয়া সুসজ্জিত একটী সুন্দর হস্তীর উপর উপবেশন করিলেন। তাঁহার হস্তী অগ্রে গমন করিতে লাগিল সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকেরা রণবাদ্য বাজাইতে বাজাইতে অগ্রসর হইতে লাগিল। নগরবাসীগণ আপনাদিগের গৃহ পূর্ব্ব হইতেই অতি উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়াছে। শিবাজী যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন অমনি রমণীগণ তাঁহার মস্তকোপরি দূর্ব্বা ও পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। তিনি রায়গড় পাহাড়ের উপর সমস্ত দেবমন্দির দর্শন করিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। ৭ই হইতে ১৯শে পর্য্যন্ত ক্রমাগত ১৩ দিন উপহার ও

পুরস্কার বিতরণে যাপিত হইল। এই কয়দিন সকলকেই রাজভাণ্ডার হইতে অন্ন দেওয়া হইল। ৮ই শিবাজী অন্য এক পত্নী গ্রহণ করেন।

অভিষেক-ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল। মহারাষ্ট্রের নরনারীগণ পরিতোষ লাভ করিল, বহু বৎসর পরে পুনরায় হিন্দু বিজয়-পতাকা সগৌরবে রায়গড়ের উচ্চ দুর্গ শিখরে উড্ডীন হইল। ছত্রপতি শিবাজী উৎসাহের সহিত রাজকার্য্য সম্পাদনে মনোনিবেশ করিলেন। স্বামী রামদাস আজ প্রাণ ভরিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ করিলেন। তাঁহার বহুদিনের সাধ পূর্ণ হইয়াছে এবং কঠোর তপস্যা সফল হইয়াছে। যে শিবাজীকে তিনি আপনার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন এবং তাঁহার শিক্ষার গুণে আজ যিনি হিন্দু-স্বাধীনতা পুনঃস্থাপিত করিলেন, তাঁহাকে রাজ সিংহাসনে আরূঢ় দেখিয়া আজ রামদাস স্বামীর হৃদয়ে আনন্দধারা শতধারে প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু রায়গড়ের আনন্দ উৎসব শেষ হইতে না হইতে কিছুদিনের মধ্যে জিজাবাই পরলোক গমন করেন। জিজা[illegible] তাহাতে কোন দুঃখ ছিল না, কারণ তাঁহার জীবনের সকল সাধ [illegible] হইয়াছিল। সাহাজীর মৃত্যুর সময় তিনি তাঁহার সহিত স[illegible]তা হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেবল তাঁহার [illegible]ধিক শিবার কল্যাণের জন্য, তাঁহারই অনুরোধে এই সঙ্কল্প হইতে বিরত হইয়াছিলেন। এক্ষণে শিবা ভগবানের কৃপাতে যখন মহারাষ্ট্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া বাস করিতে লাগিলেন, তখন জিজা মনে করিলেন এই তো তাঁহার জীবনে পূর্ণ সুখ সম্ভোগের অবস্থা, এই সময়ে এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিবার উৎকৃষ্ট সময়। জিজার মৃত্যুতে শিবাজী অত্যন্ত ব্যথিত হয়েন এবং কয়েকদিন সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মাতার জন্য দুঃখ বিলাপে দিন যাপন করেন। পরে অশৌচান্তে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন জিজা তাঁহার

পুত্রের জন্য ২৫ লক্ষ হন মূল্যের সম্পত্তি রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

রাজ্যাভিষেক ব্যাপারে শিবাজীর ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।* সুতরাং রাজকোষ প্রায় শূন্য হইয়া আসাতে শিবাজীকে সর্ব্বপ্রথমে অর্থাগমের আয়োজন করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে মোগল শাসনকর্ত্তা বাহাদুর খাঁ পেডগাওঁতে অবস্থান করিতেছিলেন। দিলির খাঁ আগ্রা গমন করাতে তিনি কোন প্রকারে মোগল রাজ্য রক্ষা করিতেছিলেন। শিবাজী, বাহাদুর খাঁর শক্তিহীনতা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার শিবির লুণ্ঠন করিবার আয়োজন করেন। ঘোরতর বর্ষাকাল উপস্থিত, এমন সময়ে একদিবস বাহাদুর খাঁ জুলাই মাসের মধ্যভাগে সংবাদ পাইলেন দুই সহস্র মারাট্টা অশ্বারোহী তাঁহার শিবির হইতে ৫০ মাইল দূরে লুণ্ঠন কার্য্যে ব্যাপৃত আছে। এই সংবাদে তিনি সসৈন্যে সেইস্থানে গমন করিলেন। তাঁহার শিবির অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া রহিল। শিবাজী সুযোগ বুঝিয়া সাত সহস্র সৈন্য লইয়া তাঁহার শিবির আক্রমণ করিয়া এক কোটি টাকা এবং ২০০ অশ্ব লইয়া প্রস্থান করেন। অতঃপর মারাট্টাগণ সুরাট আক্রমণের ভয় প্রদর্শন করিলে রামনগরের তিন চারি সহস্র ভীল তাহাদের অগ্রসর হইবার পথে বাধা প্রধান করে। মারাট্টাগণ তাহাদিগকে এক লক্ষ টাকা দ্বারা বশীভূত করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা বিফল হ[illegible]। অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে মারাট্টা সৈন্যদল শিবাজীর সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইয়া আরঙ্গাবাদের নিকটস্থ স্থান সমূহ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করে। কুতুব উদ্দীন খাঁ সাহসের সহিত ইহাদিগের সম্মুখীন হইলে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তাহাতে কুতুব উদ্দীনের ৩।৪ শত সৈন্য বিনষ্ট হয় এবং তিনি

* কেহ কেহ বলেন ইহাতে এককোটি ৪২ লক্ষ হন ব্যয় হইয়াছিল। এক হনের মূল্য ৫ টাকা।

পলায়ন করিতে বাধ্য হয়েন। ১৬৭৫ খৃঃ অব্দে জানুয়ারিতে দত্তজীর অধীনে তিন সহস্র মারাট্টা অশ্বারোহী কোলাপুর এবং শোণগাঁও আক্রমণ করিলে কোলাপুর ১৫০০ হন, শোণ গাঁও ৫০০ হন প্রদান করিয়া মুক্তিলাভ করে। ফেব্রুয়ারির মধ্যভাগে একদল মোগল সৈন্য ঘাট পর্ব্বত পার হইয়া কল্যাণে উপস্থিত হয় এবং সমুদায় গৃহ দগ্ধ করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু মারাট্টাদিগের আগমনে তাহারা পলায়ন করে।

শিবাজী এক্ষণে রাজ্য শাসন প্রণালীর সুবন্দোবস্ত এবং অর্থ ও সৈন্য-দ্বারা আপনাকে অধিকতর সবল করিবার আবশ্যকতা দেখিয়া এক কৌশল অবলম্বন করেন। ক্রমাগতঃ যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিলে শক্তি-সঞ্চয় করা অসম্ভব বুঝিতে পারিয়া তিনি মোগলদিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিয়া বাহাদুর খাঁর নিকট দূত প্রেরণ করেন। বাহাদুর খাঁ দাক্ষিণাত্যে আসা অবধি প্রায় সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদে ব্যাপৃত থাকিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, বিশেষতঃ শিবাজীর ন্যায় চতুর এবং শক্তিশালী শত্রুকে তিনি যে কখন আপনার বশীভূত করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে তাঁহার গভীর সন্দেহ ছিল। শিবাজীর আক্রমণ হইতে মোগল রাজ্য রক্ষার জন্য সর্ব্বদা তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইতেছে, এই কারণে বিজাপুরকে দুর্ব্বল জানিয়াও তাহার বিরুদ্ধে আপনার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিতেছেন না। সম্রাট, বাহাদুর খাঁকে অত্যন্ত আশান্বিত হৃদয়ে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অগণ্য সৈন্য, যুদ্ধের সকল প্রকার উৎকৃষ্ট উপকরণ তাঁহার সঙ্গে দিয়াছিলেন। এতদিন চলিয়া গেল, তাঁহার কত সৈন্য ও ধন ক্ষয় হইল, অথচ দাক্ষিণাত্য তাঁহার অধীন হইল না, ইহাতে সম্রাট, বাহাদুর খাঁর প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং বাহাদুর খাঁ মনে করিলেন শিবাজীকে যদি কোন প্রকারে মোগলদিগের সহিত সন্ধিতে আবদ্ধ করিতে পারেন তাহা হইলে বিজাপুরকে সহজেই সম্রাটের

বশীভূত করিতে পারিবেন। এই মনে করিয়া তিনি শিবাজীর প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু চতুর শিবাজী যে কিজন্য তাঁহার শক্তি ও সম্পদের পূর্ণ গৌরবের সময় সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, তাহা বাহাদুর খাঁ বুঝিতে পারিলেন না।

সন্ধির সর্ত্ত এই প্রকার স্থির হইল যে শিবাজী ১৭টি দুর্গ সম্রাটকে অর্পণ করিবেন এবং তাঁহার পুত্র শম্ভুজী, মোগল সুবাদারের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করিবেন। সম্রাট ইহার পরিবর্ত্তে শম্ভুজীকে ছয় সহস্র অশ্বের মনসবদারের পদে নিযুক্ত করিবেন এবং ভীমা নদীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তী স্থান সমূহ শিবাজীকে প্রদান করিবেন। বাহাদুর খাঁ, সম্রাটের নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করিলে আরংজেব ইহাতে সম্মত হয়েন। বাহাদুর খাঁ, শিবাজীর নিকট দূত প্রেরণ করিয়া বলিলেন তিনি যেন বাহাদুর খাঁর নিকট আগমন করিয়া সম্রাটের অনুমতি-পত্র গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে ১৭টি দুর্গ অর্পণ করেন। যখন শিবাজী বাহাদুর খাঁর সহিত সন্ধির প্রস্তাব করেন, সেই সময়ে তাঁহার সৈন্যগণ পণ্ডা অবরোধ করিয়াছিল। সন্ধির সমস্ত সর্ত্ত সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহার অনুমতি আনয়ন করিতে প্রায় তিন মাস অতিবাহিত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে পণ্ডা মারাঠাদের হস্তগত হইল, সুতরাং তাঁহার কার্য্য সিদ্ধি হওয়াতে শিবাজী মোগল দূতকে বলিলেন তিনি সন্ধি প্রার্থনা করেন না। বাহাদুর খাঁ এই সংবাদে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আপনার বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। শিবাজীকে শাস্তি দিবার জন্য তিনি বিজাপুরের উজীর আব্বাস খাঁর সহিত মিলিত হয়েন। স্থির হইল তাঁহারা দুইজনে মিলিত হইয়া শিবাজীকে দুই দিক হইতে আক্রমণ করিবেন এবং এই প্রস্তাব আরংজেব ও সমর্থন করিলেন। কিন্তু বাহালোল খাঁর হস্তে বিজাপুরের কার্য্য ভার যাওয়াতে তাঁহার এই পরামর্শ ব্যর্থ হইল। নবেম্বর মাসে বাহাদুর খাঁ, শিবাজীকে উত্তর কঙ্কানে

আক্রমণ করার জন্য কল্যাণের দিকে অগ্রসর হয়েন। ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে জানুয়ারীতে শিবাজী কঠিন পীড়াতে আক্রান্ত হইয়া সেতারাতে তিন মাস শয্যাগত ছিলেন, মার্চ্চ মাসের শেষে তিনি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন। এপ্রিল মাসে মারাট্টাগণ বিজাপুরের ৪৩ মাইল পশ্চিমে আথনি নগর লুণ্ঠন করে। বিজাপুরের অন্তর্বিপ্লবের সময় শিবাজী ৪০০০ অশ্বারোহী বিজাপুর রাজ্যে প্রেরণ করেন। তাহারা বিনা বাধাতে অনেক স্থান লুণ্ঠন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। মে মাসে প্রধান মন্ত্রী মোরোত্রিম্বাক রামনগরের রাজাকে বিতাড়িত করিয়া পিণ্ডল ও পেনিকা অধিকার করেন। অতঃপর বর্ষা আরম্ভ হওয়াতে তিনি ঐ সকল স্থান রক্ষার জন্য ৪০০০ সৈন্য রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য সমেত রায়গড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ৩১শে মে বাহাদুর খাঁ বিজাপুরের বিরুদ্ধে এক প্রকাণ্ড সৈন্যদল লইয়া গমন করেন এবং বাহালোল খাঁকে বিজাপুর হইতে বিতাড়িত করেন। বাহালোল খাঁ শিবাজীর আশ্রয় প্রার্থনা করাতে গোলকুণ্ডার প্রধান মন্ত্রী মদন্না পন্থের সাহায্যে দুইজনের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। ইহাতে স্থির হইল বিজাপুর এককালে শিবাজীকে তিন লক্ষ এবং বার্ষিক পাঁচ লক্ষ মুদ্রা প্রধান করিবে। ইহার পরিবর্ত্তে শিবাজী মোগলদিগের আক্রমণ হইতে বিজাপুরকে রক্ষা করিবেন। কিন্তু এই সন্ধি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, কারণ বিজাপুরের মধ্যে সে সময়ে অন্তর্বিপ্লব এত ঘোরতর ভাবে চলিতেছিল যে, কোন বিষয়ে কোন শৃঙ্খলা রক্ষা করা অসম্ভব। শিবাজী ইহাতে দুঃখিত হয়েন নাই, কারণ সেই সময়ে তিনি এক মহা অভিযানে বাহির হইবার আয়োজন করিতেছিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

আমরা এ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রের প্রধান ও মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহে শিবাজীর কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি, কারণ এই সকল স্থানে বিজাপুর ও মোগলদিগের কার্য্যসমূহ বিশেষভাবে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু পশ্চিম উপকূলে এক বিস্তীর্ণ প্রদেশ আছে, সেখানে মারাট্টাদিগের কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই আলোচনা করা হয় নাই। সুতরাং এই পরিচ্ছেদে আমরা বিশেষ ভাবে এই প্রদেশে শিবাজীর কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে উল্লেখ করিব। বলা বাহুল্য যে, যে-সময়ে জয়সিংহ ও দিলির খাঁ অগণ্য সৈন্য লইয়া একদিকে শিবাজীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং অন্যদিকে আফজল খাঁর হত্যার পর বিজাপুরও প্রতিহিংসা পরায়ণ হইয়া প্রচণ্ড তেজে শিবাজীকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল, সেই সঙ্কটকালে বীরকেশরী শিবাজী আশ্চর্য্য বুদ্ধি, অসাধারণ পরিশ্রম ও কর্ম্মকুশলতার গুণে পশ্চিম উপকূলস্থ কানারাতে এবং দক্ষিণ কঙ্কনে আপনার রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিলেন।

কানারা একটী বিস্তীর্ণ ভূভাগ। সমুদ্রের উপকূলে বহুদূর পর্য্যন্ত পশ্চিম ঘাটের সমান্তরালভাবে অবস্থিত। এই প্রদেশ নানা অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশ ভিন্ন ভিন্ন রাজার দ্বারা শাসিত হইত। উত্তর কানারা বিজাপুরের সুলতানের অধীন ছিল। বিজাপুর রাজ্যের দক্ষিণ পশ্চিমাংশের শাসনকর্ত্তা একজন মুসলমান। তিনি বংশানুক্রমে 'রস্তামি জমান' উপাধি লাভ পূর্ব্বক এই অংশ শাসন করিতেন। পানহালা দুর্গ এই প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল। উত্তরে রাজাপুর এবং দক্ষিণে কারোয়ার (karwar) এই দুই বন্দর এই শাসন কর্ত্তার অধীনে ছিল। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বাণিজ্য জাহাজ আসিয়া এই দুই বন্দর হইতে নানাপ্রকার

দ্রব্য লইয়া যাইত। পশ্চিম ভারতের বিখ্যাত মসলিন সহ্যাদ্রির পূর্ব্ববর্ত্তী হুবলি এবং অন্যান্য স্থানে উৎপন্ন হইত। এই সকল স্থানে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি ৫০০০ তন্তুবায় নিযুক্ত করিয়া মসলিন প্রস্তুত করিত এবং ইউরোপে রপ্তানি করিত। *

আফজল খাঁর মৃত্যুর পর রস্তামি জমান তিন সহস্র অশ্বারোহী লইয়া শিবাজীর বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। তখন বড়াসাহিবা বিজাপুরের প্রতিনিধিরূপে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। বড়াসাহিবার সহিত রস্তামি জমানের শত্রুতা ছিল বলিয়া রস্তামি জমান আত্মরক্ষার্থ শিবাজীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিবাজী, আফজল খাঁকে হত্যা করিয়া পানিহালা দুর্গ অধিকার করেন, ইহা পাঠকের স্মরণ আছে। তৎপরে তিনি রত্নগিরিতে প্রবেশ করিয়া সমস্ত বন্দর এবং ইহার মধ্যস্থিত অন্যান্য স্থানও অধিকার করেন। এই সকল স্থানের শাসনকর্ত্তাগণ প্রাণভয়ে রাজাপুরে পলায়ন করিয়া রস্তামি জমানের শরণাপন্ন হয়েন, কারণ তাঁহারা জানিতেন ইনি শিবাজীর বন্ধু। দাভোলের (Dabhol) পতনের পর ইহার শাসনকর্ত্তা আফজল খাঁর তিনটি জাহাজ লইয়া রাজাপুরে পলায়ন করেন। ইতিমধ্যে শিবাজী পানহালার নিকটে রস্তাম ও ফাজল খাঁর মিলিত সৈন্যদলকে পরাস্ত করেন, ইহাও পাঠকের স্মরণ আছে। এই যুদ্ধে ফাজল খাঁর অনেক সৈন্যের মৃত্যু হইলে তিনি পলায়ন করেন এবং রস্তাম ও হুকরিতে (Hukri) প্রস্থান করেন। রস্তাম প্রকৃত পক্ষে শিবাজীর সহিত যুদ্ধ করেন নাই, তিনি হুকরিতে নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন এদিকে শিবাজী

* The finest muslins of western India were exported from here. The weaving country was inland, to the east of the Sahyadris, at Hubli (in the Dharwar distrct) and at other centres, where the English East India company had agents and employed as many as 5000 weavers. [Bom. Gaz. xv. Pt ii PP. 123-125]

বিজাপুরের অনেক স্থান লুণ্ঠন করিয়া প্রস্থান করেন। রস্তামের রাজপুরস্থ কর্ম্মচারী এই যুদ্ধের সংবাদ পাইয়া দাভোল হইতে আগত একটি জাহাজে চড়িয়া সমুদ্রে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলেন।

এ পর্য্যন্ত শিবাজীর সহিত ইংরাজদিগের কোন প্রকার বিরোধ ছিল না, কিন্তু নিম্নলিখিত ঘটনার পর হইতে শত্রুতার সূত্রপাত হয়। এক মারাট্টা দালাল, রস্তামি জমানকে কিছু টাকা কর্জ্জ দেয়। সে রস্তামির নিকট হইতে এই টাকার জন্য ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির নামে এক মিথ্যা রসীদ গ্রহণ করে। যখন সে শুনিল যে রস্তামি রাজাপুর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছেন, তখন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রধান কর্ম্মচারী মিঃ রেভিংটনকে সে অনুরোধ করিল যেন তিনি রস্তামের নিকট হইতে তাহার টাকা আদায় করিয়া দেন। রেভিংটন, 'ডায়মণ্ড' নামক এক জাহাজ প্রেরণ করিয়া রস্তামির জাহাজকে আটক করেন, রস্তামি কিছু মাল দিয়া ঋণের কিয়দংশ তৎক্ষণাৎ পরিশোধ করেন। ঠিক সেই সময়ে মারাট্টা অশ্বারোহীগণ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ইংরাজদিগের নিকট হইতে সেই জাহাজ প্রার্থনা করে যাহাতে রস্তামি বাস করিতেছিলেন কিন্তু ইংরাজগণ সেই জাহাজ প্রদান করিতে অস্বীকার করে। রস্তামি ইংরাজগণকে তাহার অনুকূল দেখিয়া আর দুইটি জাহাজ অধিকার করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে রেভিংটন আর একটি জাহাজ অধিকার করিয়া তাহার পরিচালনের জন্য এক ইংরাজ কাপ্তেন নিযুক্ত করেন।

মারাট্টা সেনাপতি ডোরোজীর সহিত ইংরাজদিগের এ বিষয়ে কথোপকথন কালে ইংরাজেরা রস্তামের জাহাজ তাহাদিগের হস্তে অর্পণ করিতে অস্বীকার করিলে মারাট্টাগণ ক্রুদ্ধ হইয়া ইংরাজদিগের দালাল বাগজী এবং বালজীকে বন্দী করে। ইংরাজগণ তাহাদের মুক্তি প্রার্থনা করিয়া মিঃ ফিলিপ গাইফর্ডকে মারাট্টা শিবিরে প্রেরণ করিলে তাহারা

তাঁহাকেও বন্দী করে এবং এই তিন জনকে খারেপাটান দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে। ১৩ই ফেব্রুয়ারি রেভিংটন, শিবাজীকে এক পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে শিবাজী ডাণ্ডা রাজপুরী আক্রমণ করিলে ইংরাজগণ তাঁহাকে সাহায্য করিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঐ তিন জনের মুক্তি প্রার্থনা করেন। শিবাজী তৎক্ষণাৎ বালজীকে মুক্তি দান করেন কিন্তু এক ব্রাহ্মণ অর্থলোভে গাইফর্ডকে আবদ্ধ করিয়া রাখে। রেভিংটন ইহার প্রতিবাদ করিয়া শিবাজী ও রস্তামের নিকট আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। মিত্ররাজ্য আক্রমণ করাতে শিবাজী, ডোরোজীকে কর্ম হইতে অবসৃত করিয়া তাহাদিগের সকল দ্রব্য রাজাপুরের অধিবাসীদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করেন। শিবাজীর নিকট হইতে উত্তর আসিবার পূর্ব্বেই রেভিংটন যখন শুনিলেন খারেপটন দুর্গের শাসনকর্ত্তা গাইফর্ডকে অন্যত্র প্রেরণ করিতেছেন, তখন তিনি ৩০ জন সৈন্য পাঠাইয়া পথিমধ্যে গাইফর্ডকে মারাট্টাদিগের হস্ত হইতে ছিনাইয়া আনিলেন।

শিবাজী আর একটী কারণে ইংরাজদিগের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। ১৬৬০ খৃঃ অব্দে জুন মাসে যখন সিদ্দিজহর বিজাপুরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পানহালা দুর্গ অবরোধে সাহায্য করিয়াছিলেন, সেই সময়ে ইংরাজগণ বিজাপুরীদিগকে গোলা (grenades) দিয়া সাহায্য করিয়াছিল। কেবল তাহাই নয়, রাজাপুর হইতে কয়েকজন ইংরাজও বিজাপুরের সাহায্যের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। শিবাজী, অপক্ষপাতীত্বের নিয়ম ভঙ্গ করাতে কুপিত হইয়া রাজাপুর আক্রমণ করেন এবং রেভিংটন, রিচার্ড টেলর, রাণ্ডলফ টেলর ও ফিলিপ গাইফর্ডকে বন্দী করিয়া রায়গড়ে প্রেরণ করেন। ইঁহারা তিন বৎসর পরে ১৬৬৩ খৃঃঅব্দে মুক্তিলাভ করেন।

এই সময়ে রস্তামি, শিবাজীকে আর এক প্রকারে সাহায্য করেন। নেতাজী পলকর একদল মারাট্টা সৈন্য লইয়া মোগলরাজ্য লুণ্ঠন করিলে

৭০০০ মোগল অশ্বারোহী তাহাদিগের অনুসরণ করে। রস্তাম, বিজাপুরের নিকট মোগলদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, মারাট্টাদিগকে অনুসরণ করা বৃথা, কারণ পথ এমনি দুর্গম যে মোগলেরা তাহা অতিক্রম করিতে পারিবে না, বরং মোগলেরা যদি তাঁহার উপরে ভারার্পণ করেন, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে বন্দী করিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য ইহাতে যদি মোগলেরা নিরস্ত না হইত, তাহা হইলে মারাট্টা সৈন্যগণকে বিধ্বস্ত হইতে হইত।

১৬৬৩ খৃঃ অব্দে শিবাজী, দক্ষিণ কঙ্কনে ভিঙ্গুরলা আক্রমণ করেন এবং ঐ স্থান রক্ষা করিবার জন্য ২০০০ সৈন্য রাখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৬৬৪ খৃঃ অব্দে সমস্ত দাক্ষিণাত্যে এবং দক্ষিণ উপকূলে অরাজকতা উপস্থিত হয়। নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যুদ্ধ এবং সকলপ্রকার জায়গীরদারদের পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য ও সংঘর্ষে দাক্ষিণাত্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে শিবাজী সুযোগ বুঝিয়া নানাস্থান আক্রমণ করেন এবং প্রচুর ধন সম্পত্তি লাভ করেন। সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় করিত। তিনি সমুদ্রেও শক্তিশালী হইবার জন্য ৪টি নূতন জাহাজ নির্ম্মাণ করেন। * ১৬৬৪ খৃঃ

* এ সম্বন্ধে ইংরাজেরা লিখিতেছেন;—Deccan and all the South coasts are all embroiled in civil wars, king against king and country against country, and Shivaji reigns victoriously and uncontrolled, that he is a terror to all the kings and princes round about, daily increasing in strength. He hath now fitted up four more vessels. * * * * * The subjects of Adil Shah unanimously cry out against him for suffering Shivaji to forage to and fro, burning and robbing his country without any opposition, wherefore it is certainly concluded by all that he shares with the said rebel in all his rapines, so that the whole country is in a confused condition, merchants flying from one place to another

অব্দে ডিসেম্বর মাসে শিবজী হুবলি এবং অন্যান্য নগর লুণ্ঠন করেন। ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে ৮৫টি জাহাজ (frigates) এবং ৩টি বৃহৎ জাহাজ লইয়া বসরুরে উপস্থিত হয়েন এবং সেইস্থান লুণ্ঠন করিয়া গোকর্ণ তীর্থে গমন করেন। শিবরাত্রির দিনে তিনি ঐ তীর্থে স্নানাদি করিয়া মহাবালেশ্বরের মন্দিরে কিছুদিন যাপন করেন। ২২শে তিনি কারওয়ারে উপস্থিত হয়েন। তাঁহার আগমন সংবাদে ভীত হইয়া ইংরাজগণ টাকা এবং মালপত্র স্থানান্তরিত করে। বাহালোল খাঁর অধীনস্থ সের খাঁ নামক জনৈক সেনাপতি সসৈন্যে ঠিক ঐ সময়ে কারওয়ারে উপস্থিত হওয়াতে শিবাজী একটু দূরে প্রস্থান করিলেন এবং সের খাঁর নিকটে বলিয়া পাঠাইলেন যে ইংরাজদিগকে যেন তাঁহার হস্তে সমর্পণ করা হয়। সের খাঁ যদি ইহাতে আপত্তি করেন তবে যেন তিনি নগর পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করেন, কারণ শিবাজী ইংরাজদিগের পূর্ব্বের ব্যবহারের জন্য তাহাদের উপর প্রতিশোধ লইবেন স্থির করিয়াছেন। অবশেষে ইংরাজগণ শিবাজীকে ১১২ পাউণ্ড এবং অন্যান্য বণিকেরা কিছু অর্থ প্রদান করিলে ২৩শে ফেব্রুয়ারি তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে জয়সিংহ, পুরন্দর দুর্গ অবরোধ করিলে শিবাজীকে বাধ্য হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়।

পুরন্দর-সন্ধির সর্ত্তানুসারে শিবাজী, কঙ্কনের বিজাপুরী রাজ্য অধিকার করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে বিজাপুরে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। সেনাপতি বাহালোল খাঁর মৃত্যু হওয়াতে সুলতান, ১০০০০ আফগান সৈন্য একজনের অধীনে রাখিতে ভীত হয়েন এবং বাহালোলের দুই পুত্র ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে বিরোধের বীজ বপন করিতে চেষ্টা করেন।

---

to preserve themselves, so that all trade is lost. The rebel Shivaji hath possessed himself of the most considerable ports belonging to Deccan to the number of eight or nine.

সের খাঁর মৃত্যুর পর দুই ভ্রাতার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় এবং সুলতান সেই বিরোধের অগ্নিতে ফুৎকার দিয়া বর্দ্ধিত করেন। এই সুযোগে সুলতান তাহাদের কোন কোন জায়গীর আত্মসাৎ করেন। হুবলির শাসনকর্ত্তা কোন কারণে সুলতানের অপ্রিয়ভাজন হয়েন এবং মিরজানের শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহী হয়েন। মহম্মদ খাঁ, দাভোল এবং শিবাজীর অধিকৃত অন্যান্য দুর্গ হস্তগত করেন, কারণ এই সময়ে শিবাজী মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। পরে মোগলদিগের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইলে শিবাজী মহম্মদ খাঁর ২০০০ সৈন্যকে বিনাশ করিয়া আপনার দুর্গ সমুদায় পুনরায় অধিকার করেন। অতঃপর শিবাজীর সৈন্যগণ, মধ্যে মধ্যে রাজাপুর এবং খারেপটন দুর্গ হইতে বাহির হইয়া কারওয়ারের নিকটস্থ স্থান সমূহ লুণ্ঠন করিত।

পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে জয়সিংহ যখন বিজাপুরের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন, তখন শিবাজী পানহালা দুর্গ আক্রমণ করেন, কিন্তু এই দুর্গ অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়া এক মুসলমান কর্ম্মচারীর অধীনে ২০০০ সৈন্য প্রেরণ করিয়া পণ্ডা দুর্গ অবরোধ করেন। পণ্ডা দুর্গ বিজাপুরের রাজ্যভুক্ত ছিল এবং গোয়ার অতি নিকটে অবস্থিত ছিল, এই কারণে পোর্টুগিজগণ এই দুর্গ অধিকার করিবার জন্য বারংবার চেষ্টা করে। পণ্ডার সৈন্যগণ দুইমাস কাল মারাঠা সৈন্যদিগকে বাধা দেয় এবং ৫০০ মারাট্টাকে হত্যা করে, কিন্তু অবশেষে ছয় ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণ করিবে এইপ্রকার স্থির করে। ইতিমধ্যে বিজাপুর হইতে ৫০০০ অশ্বারোহী ও ১০০০ সৈন্য, সিদ্দি মাসুদ, আবদুল আজিজ এবং রস্তামি জমানের অধীনে পণ্ডাতে প্রেরিত হয়। তাঁহারা শিবাজীকে হঠাৎ আক্রমণ করিবেন, এই পরামর্শ করিয়া অগ্রসর হয়েন, কিন্তু রস্তামি জমান কিঞ্চিৎ দূর গমন করিয়া রণবাদ্য বাজাইতে আরম্ভ

করেন। চতুর শিবাজী এই সঙ্কেতে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করেন। মাসুদ, মারাট্টাদিগের অনুসরণ করেন এবং প্রত্যাবর্ত্তনের সময়, শিবাজী, রস্তামের নিকট যে সমস্ত পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রাপ্ত হইয়া সুলতানের নিকট প্রেরণ করেন। আদিল সা ইহাতে অত্যন্ত কুপিত হইয়া রস্তামকে লিখিলেন যদিও তিনি অনিচ্ছার সহিত তাঁহার এই অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন, কিন্তু যদি তিনি পণ্ডা দুর্গ উদ্ধার করিতে না পারেন, তাহাহইলে তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করা হইবে। এই পত্র পাইয়া রস্তাম অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া মহম্মদ খাঁকে জানাইলেন যে কোন প্রকারে হউক তিনি যেন পণ্ডার উদ্ধার সাধন করেন। মহম্মদ খাঁ অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া পণ্ডা হইতে তিন মাইল দূরে একস্থানে নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং মারাট্টা সেনাপতিকে বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি ঐ স্থানে তাঁহার নিজের রাজ্য পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। শিবাজীর মুসলমান সেনাপতি ইহাতে কোন সন্দেহ করিলেন না, কারণ তিনি জানিতেন রস্তামি শিবাজীর বন্ধু ছিলেন। অতঃপর নমাজের সময়ে তিনি সসৈন্যে এক মাইল দূরে গমন করিয়া নমাজ করিতেছেন এমন সময়ে মহম্মদ খাঁ মারাট্টা সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর মারাট্টাগণ পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল। এই ব্যাপারে শিবাজীর সহিত রস্তামের বন্ধুত্বাসূত্র ছিন্ন হইল।

১৬৬৬ হইতে ১৬৭০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত শিবাজী বিজাপুরের সহিত কোনপ্রকার বিবাদে লিপ্ত হয়েন নাই। কিন্তু এই সময়ে তিনি পোর্টুগীজ এবং সিদ্দিদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গোয়া অধিকার করিবার জন্য তিনি এক কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি ৪০০।৫০০ মারাট্টা সৈন্যকে অনেক দলে বিভক্ত করিয়া ছদ্মবেশে গোয়াতে প্রেরণ করেন। তাঁহার এই অভিপ্রায় ছিল যে এইরূপে

আরও কিছু সৈন্য প্রেরণ করিবেন এবং যখন তাহাদের সংখ্যা সহস্রাধিক হইবে, তখন একদিন হঠাৎ তাহারা নগর আক্রমণ করিবে এবং নগরের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করিলে শিবাজী স্বয়ং সসৈন্যে প্রবেশ করিয়া নগর অধিকার করিবেন। কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল, কারণ গোয়ার পোর্টুগীজ শাসনকর্ত্তা কোনপ্রকারে ইহা জানিতে পারিয়া সমস্ত মারাট্টাদিগকে বন্দী করেন এবং শিবাজীর দূতকে প্রহার করিয়া সকলকে গোয়া হইতে নিষ্কাষিত করিলেন। এই সংবাদে শিবাজী ১০০০১ পদাতিক এবং ১০০০ অশ্বারোহী সংগ্রহ করিয়া গোয়া অভিমুখে অগ্রসর হয়েন। তিনি ভিংগুরাতে উপস্থিত হইয়া আপনার সমস্ত দুর্গে নূতন সৈন্য ও যুদ্ধের উপকরণ রাখিয়া রাজগড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, কারণ তিনি দেখিলেন তখনও গোয়া আক্রমণ করার সুবিধা নাই। অতঃপর শিবাজী মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকাতে কানারা আক্রমণে মনোযোগী হইতে পারেন নাই।

দ্বিতীয় আলি আদিল সার মৃত্যুর পর প্রতাপ রাওর অধীনে মারাট্টাগণ পুনরায় কানারাতে উপস্থিত হয় এবং অনেক স্থান লুণ্ঠন করে। ইংরাজ কোম্পানির কারখানাতে প্রথমে প্রবেশ করিয়া প্রায় চল্লিশ সহস্র টাকার বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হয়। পরে অন্যান্য স্থান লুণ্ঠনের সময় বিজাপুরের অধীনস্থ কানারার শাসনকর্ত্তা মজফর খাঁ সসৈন্যে উপস্থিত হইলে মারাট্টাগণ পলায়ন করে। ১৬৭৩ খৃঃ অব্দে বাহালোল খাঁ এক প্রকাণ্ড সৈন্যদল লইয়া কারওয়ারের লুণ্ঠনকারী মারাট্টাগণকে পরাস্ত করেন এবং দক্ষিণ কঙ্কনেও তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করেন। কিন্তু তিনি হঠাৎ পীড়িত হওয়ায় তাঁহার এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই সময়ে মোগলেরা বাহাদুর খাঁর অধীনে বিজাপুর আক্রমণ করিলে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা মিলিত হইয়া শিবাজীর সাহায্য

গ্রহণ করেন। ইহাতে পানাহালা এবং সেতারায় দুর্গ শিবাজীর হস্তগত হয়। ১৬৭৫ খৃঃ অব্দে মার্চ্চ মাসে শিবাজী ১৫০০০ অশ্বারোহী, ১৪০০০ পদাতিক, ১০০০০ পথ প্রদর্শক এবং দুর্গ অবরোধের জন্য যুদ্ধের অন্যান্য উপকরণ লইয়া রাজাপুরে উপস্থিত হয়েন। রাজাপুর হইতে ৪০টি ছোট জাহাজ ভিংগুরলাতে প্রেরিত হয়। ৯ই এপ্রিল তিনি পণ্ডা অবরোধ করেন। তাঁহার এই অভিপ্রায় ছিল যে দীর্ঘকালব্যাপী অবরোধের দ্বারা শত্রুগণকে সকল প্রকার খাদ্য সামগ্রী হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করিবেন। মহম্মদ খাঁ পণ্ডার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বিজাপুর হইতে নূতন সৈন্য আসার অপেক্ষা করিয়া তিনি দিন যাপন করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিজাপুরের অবস্থা তখন এপ্রকার শোচনীয় ছিল যে সেস্থান হইতে কোন সাহায্য আসিল না। ওদিকে গোয়ার পোর্টুগীজগণও শিবাজীকে এত ভয় করিত যে তাহারা কোন প্রকারে তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করিতে সাহস করে নাই, সুতরাং মহম্মদ খাঁ তাহাদিগের নিকট হইতেও সাক্ষাৎভাবে কোনপ্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন না। সেই সময়ে বাহালোল খাঁ ১৫০০০ সৈন্য লইয়া মিরাজে অবস্থান করিতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আসিবার পথ পূর্ব্ব হইতে শিবাজী বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে মিরাজেই বসিয়া থাকিতে হইল। এদিকে শিবাজী প্রচণ্ড বেগে দুর্গ আক্রমণ আরম্ভ করিলেন, অবশেষে ৬ই মে, পণ্ডা শিবাজীর হস্তগত হইল। দুর্গের অনেক সৈন্য যুদ্ধে হত হইয়াছিল, অবশিষ্ট সৈন্যগণ মারাট্টাদিগের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইল। কেবল মহম্মদ খাঁ এবং আর ৪।৫ জন রক্ষা পাইলেন। ইহার কিছুদিন পরে আঙ্কোলা, শিবেশ্বর, কারওয়ার এবং কাদ্রা সকলই শিবাজীর হস্তগত হইল। ২৫মে তারিখের মধ্যে দক্ষিণে গঙ্গাবতী নদী পর্য্যন্ত সমস্ত বিজাপুরী রাজ্য শিবাজীর অধিকারভুক্ত হয়।

১৬৭৫ খৃঃ অব্দে ২৬ এপ্রিল শিবাজীর জনৈক সেনাপতি কারওয়ারে গমন করিয়া সমস্ত নগর ভস্মীভূত করেন। তখন পর্য্যন্ত কারওয়ার দুর্গ মারাট্টাদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাকে রক্ষা করিতেছিল। কিন্তু মে মাসে পণ্ডার পতনের পর কারওয়ার দুর্গাধিপতি ও মারাট্টাদিগের নিকট আত্মসমর্পণ করেন।

বেদনুরের রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁহার সহযোগীর সহিত তাঁহার বিবাদ হইলে বিধবা রাণী শিবাজীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। শিবাজী তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন এবং রাণীর নিকট হইতে বাৎসরিক কর প্রাপ্ত হয়েন। যদিও বেদনুরে শিবাজীর জনৈক কর্ম্মচারী সেই অবধি মারাট্টা দূতরূপে বাস করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি ঐ স্থান কখনও তাঁহার রাজ্যভুক্ত হয় নাই।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

শিবাজী লোকাতীত সূক্ষ্মদৃষ্টিদ্বারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার রাজ্যকে দৃঢ়ভূমির উপর স্থাপন করিতে হইলে কেবল স্থলপথে শক্তি অর্জ্জন করিলে চলিবে না, কিন্তু জলপথে ও শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই জন্য তিনি নূতন নূতন অর্ণবপোত নির্ম্মাণ ও সমুদ্রের উপকূলে প্রধান প্রধান বন্দর অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ইংরাজ, ফরাসী, ডচ্ ও পোর্টুগীজ বণিক সমূহ ইউরোপ হইতে আগমন করিয়া ভারতের পশ্চিম উপকূলে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে বাণিজ্যের দ্বারা শক্তি অর্জ্জন করিয়া বিজাপুর, মোগল ও মারাট্টাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। প্রথমে ভারতীয় শক্তিপুঞ্জ ইহাদিগকে সামান্য বণিক বলিয়াই গণ্য করিতেন, কিন্তু তাঁহারা জানিতেন না ভারতের পশ্চিম আকাশে যে ক্ষুদ্র একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মেঘের উদয় হইয়াছিল, তাহা এক সময়ে ভারতের সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিবে ও ভারতের গৌরব-রবিকে আচ্ছন্ন করিবে। পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ যেমন ভারতবর্ষের মানচিত্রের রক্তরেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত স্থান সমূহ দর্শন করিয়া কৌতূহল পরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "এ সব লাল কাহে"? এবং তাহার উত্তরে যখন শুনিলেন এ সমস্ত ইংরাজদিগের অধিকৃত স্থান, তখন যেমন আপনার অসাধারণ প্রতিভা-দৃষ্টিতে ভারতের ভবিষ্যৎ দর্শন করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন "সব লাল হো যায়েগা", তেমনি শিবাজী এই কয়েকজন বিদেশী বণিকদিগের আগমন ও বাণিজ্যস্থাপন দর্শন করিয়া বুঝিয়াছিলেন ইহারাই এক সময়ে প্রবল শক্তিরূপে দণ্ডায়মান হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে গ্রাস করিবে। এইজন্য তিনি নৌবল বৃদ্ধি করিয়া যাহাতে এই বিদেশীয় বণিকদিগকে আপনার শাসনে রাখিতে পারেন, তাহার চেষ্টা

করিয়াছিলেন এবং এই জন্যই তিনি গোয়া অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় যোড়শ শতাব্দীতে কয়েকজন লোক আবিসিনিয়া হইতে আগমন করিয়া আহমদনগরের সুলতানের নিকট প্রার্থনা করিয়া জঞ্জিরার শাসন-ভার প্রাপ্ত হয়। ইহাদিগকে সিদ্দি বলা হইত। জঞ্জিরা বোম্বাই হইতে ৪৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা একটি পার্ব্বত্য দ্বীপ। ইহার দুই পার্শ্বে ডাণ্ডা এবং রাজপুরী নামক দুই নগর। এই দুই নগর ও সিদ্দিদের অধিকারভুক্ত ছিল। আহমদনগরের রাজত্ব যখন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন সিদ্দিগণ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৬৩৬ খৃঃ অব্দে বিজাপুরের সুলতান পশ্চিম উপকূলের প্রদেশ সমূহ প্রাপ্ত হইলে, সুলতান, সিদ্দিকে উজীরের পদ এবং তৎসঙ্গে নাগোথনা হইতে বাঙ্কোট পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরবর্ত্তী সমুদায় স্থান প্রদান করেন। ইহার পরিবর্ত্তে বিজাপুর, সিদ্দির উপরে বিজাপুরের বাণিজ্য এবং মক্কাযাত্রীগণের রক্ষার ভার অর্পণ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে জঞ্জিরার সিদ্দি কতকগুলি প্রবল রণতরী নির্ম্মাণ করেন এবং বিজাপুর ও মোগল সম্রাট তাঁহাকে অ্যাড্‌মিরাল বলিয়া স্বীকার করেন। তখন পশ্চিম উপকূলে এমন কোন ভারতীয় শক্তি ছিল না যাহা নৌবলে তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারিত। শিবাজী আপনার বাণিজ্য এবং সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান সমূহ সিদ্দিদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য নৌশক্তি বৃদ্ধি করিতে মনোযোগী হইলেন।

১৬৪৮ খৃঃ অব্দে শিবাজী সিদ্দিদিগের অধিকৃত স্থান সমূহে অবস্থিত টালা, ঘোঁসলা এবং রায়রি দুর্গ অধিকার করেন। তখন সিদ্দিগণ ডাণ্ডা রাজপুরীতে রাজত্ব করিতেছিল। সিদ্দি ও মারাট্টা এই দুই শক্তি পরস্পরের নিকটে থাকাতে প্রায় সর্ব্বদাই বিরোধ হইত।

সিদ্দিদিগের সৈন্যসংখ্যা অল্প থাকাতে তাহারা মারাট্টাদিগের সহিত

জলপথে যুদ্ধ করিতে সাহস করিত না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে শিবাজীর অধিকৃত স্থানে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠন করিত। ১৬৪২ খৃঃ অব্দ হইতে ১৬৫৫ পর্য্যন্ত ইউসুফ খাঁ জঞ্জিরাতে শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি শিবাজীর রাজ্যে কখনও কোনপ্রকার উপদ্রব করেন নাই কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারী ফতে খাঁ সাহসে ও বীরত্বে ইউসুফ খাঁকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। যখন আফজল খাঁ, শিবাজীর বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন ফতে খাঁ টালাদুর্গ অবরোধ করেন, কিন্তু আফজল খাঁর হত্যার সংবাদ পাইয়া পলায়ন করেন। পুনরায় যখন দ্বিতীয় আলি আদিল সা শিবাজীকে পানহালা দুর্গে অবরোধ করেন, তখন ফতে খাঁ কঙ্কা আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে শিবাজীর সেনাপতি বাজীরাও ফসলকার নিহত হয়েন। শিবাজী ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য ১৬৬১ খৃঃ অব্দে রঘুনাথ বল্লাল আত্রের অধীনে ৭০০০ সৈন্য প্রেরণ করেন। তাহারা ডাণ্ডা রাজপুরী দুর্গ অবরোধ করিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত দুর্গের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করে এবং অবশেষে দুর্গ অধিকার করে। মারহট্টাগণ জয়োল্লাসে মত্ত হইয়া জঞ্জিরা অধিকার করিবার জন্য ঐ স্থান হইতে জঞ্জিরার উপরে গোলাবর্ষণ করে, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। ডাণ্ডা রাজপুরীর উদ্ধার সাধনে অক্ষম হইয়া অবশেষে ফতে খাঁ এই দুর্গ রঘুনাথ বল্লালকে অর্পণ করেন। বহুকাল হইতে জঞ্জিরার উপরে শিবাজীর দৃষ্টি ছিল বলিয়া তিনি প্রায় প্রত্যেক বৎসর জঞ্জিরা অধিকার করিতে চেষ্টা করিতেন এবং সিদ্দিগণ তাঁহার রাজ্যে মধ্যে মধ্যে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠনাদি করিত। কোলাবা উপকূলের অধিকৃত স্থান সমূহ এক প্রদেশভুক্ত করিয়া শিবাজী ব্যাঙ্কোজী দত্তকে ইহার শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিছুদিনের মধ্যে ব্যাঙ্কোজীর সহিত সিদ্দিদিগের এক প্রবল যুদ্ধ হয়, তাহাতে সিদ্দিগণ পরাস্ত হয়। ব্যাঙ্কোজী সিদ্দিদিগকে আপনার রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত

করিয়া ডাণ্ডা রাজপুরীকে সুদৃঢ় করিবার জন্য ইহার চতুর্দ্দিকে কতকগুলি দুর্গ নির্ম্মাণ করতঃ যুদ্ধের সকল প্রকার উপকরণ দ্বারা এই সমস্ত দুর্গ পূর্ণ করেন। পূর্ব্বে সিদ্দিগণ এই সকল স্থান লুণ্ঠন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, কিন্তু এক্ষণে এই সমস্ত স্থান সুরক্ষিত হওয়াতে তাহারা রত্নগিরির গ্রাম সমূহ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল।

এই সময়ে প্রায় চারিশত জাহাজ শিবাজীর অধীনে ছিল।* ইহা নির্ম্মাণ করিতে প্রায় দশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। শিবাজী এই সমস্ত জাহাজ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদের পরিচালনের ভার দুই জন অ্যাডমিরালের উপর অর্পণ করেন। তাঁহাদের উপাধি 'দরিয়া সারেঙ্গ' ও 'মিয়ান নায়ক।' বহুদিন হইতে মালাবার উপকূলের নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ সমুদ্রপথে গমনাগমনে আশ্চর্য্য বুদ্ধি ও কৌশল প্রদর্শন করিত। তাহারা এক-প্রকার জলদস্যু ছিল। ইহাদিগকে ইংরাজেরা পর্য্যন্ত ভয় করিত। শিবাজী ইহাদিগের মধ্য হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া জাহাজ চালাইবার জন্য নিযুক্ত করিলেন এবং পরে অনেক মুসলমানও শিবাজীর অধীনে জাহাজ পরিচালনের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিল। উত্তর কঙ্কনের বন্দর সমূহ অধিকৃত হইলে শিবাজী এই সকল জাহাজের সাহায্যে বহুদূর পর্য্যন্ত বাণিজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একবার এপ্রিল মাসে এক ভীষণ ঝটিকা উত্থিত হইয়া শিবাজীর বহু জাহাজকে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত করে।

শিবাজীর নৌশক্তির বৃদ্ধি দর্শন করিয়া জঞ্জিরার সিদ্দি, ইংরাজ বণিক এবং মোগল সম্রাট পর্য্যন্ত ভীত হইলেন। ১৬৬৯ খৃঃ অব্দে শিবাজী নব উৎসাহে জঞ্জিরা আক্রমণ করেন। পরবৎসর এই দুর্গ অধিকার করিবার জন্য তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প করেন। ফতে খাঁ ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন

* পরিশিষ্ট (ঠ) দেখ।

জাপুর হইতেও তাঁহার সাহায্য প্রাপ্তির কোনও আশা নাই, তখন বাজীকে দুর্গ সমর্পণ করিবার জন্য মনস্থ করেন। এই সংবাদে তাঁহার নেজন দাস জঞ্জিরার সমস্ত কাফ্রিদিগকে উত্তেজিত করিয়া ফতেখাঁকে দী করেন এবং সাহায্যের জন্য আদিল সা ও মোগল শাসনকর্ত্তার কটে আবেদন করে। মোগলেরা সাহায্যদানে সম্মত হইলে সিদ্দিগণ মাগলদিগের বশ্যতা স্বীকার করে। মোগলেরা সিদ্দি সম্বলকে অ্যাড-রেল নিযুক্ত করিয়া তিন লক্ষ টাকা আয়ের এক জায়গীর প্রদান রে। অতঃপর মোগলেরা জঞ্জিরার শাসনকার্য্য পরিচালনা করে। এই সময় হইতে জঞ্জিরা দ্বীপও ইহার রণতরীর বহরের শাসনকার্য্য থক্ হইল। ১৬৭০ খৃঃ অব্দে শিবাজী নন্দগাঁওতে ১৬০টি জাহাজ, শ সহস্র অশ্বারোহী, বিশ সহস্র পদাতিক এবং অবরোধের জন্য অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করেন। অতঃপর তিনি ৩০০০ সৈন্য লইয়া অন্য এক দলও গঠন করেন। তাঁহার এই অভিপ্রায় ছিল যে তিনি স্থলপথে এই তিন সহস্র সৈন্য লইয়া সুরাটের দিকে অগ্রসর হইবেন এবং জলপথে উক্ত জাহাজ ও সৈন্যদল গমন করিবে। যখন তিনি সুরাট দুর্গ অবরোধ করিবেন, তখন জাহাজ সকলও তাঁহার সাহায্য করিবে। তাহা হইলে রক্ষকগণ আর দুর্গ রক্ষা করিতে না পারিয়া তাঁহার হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিবে। দুর্গের শাসনকর্ত্তার সহিত তাঁহার এইপ্রকার গুপ্ত সন্ধি ছিল। তাঁহার সৈন্যেরা অগ্রসর হইতে লাগিল। পথিমধ্যে তিনি শুনিলেন সুরাট দুর্গের কিল্লাদার মন্দ উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহার সহিত এই গুপ্ত সন্ধিতে আবদ্ধ হইয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে শিবাজীকে বিশ্বাসঘাতকতার সহিত বন্দী করিবে। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শিবাজী তৎক্ষণাৎ মত পরিবর্ত্তন করিয়া খান্দেশ ও বেরারে প্রবেশ করেন এবং অনেক ধন সম্পদ লুণ্ঠন করেন। তাঁহার নৌবাহিনী সেনাদলও

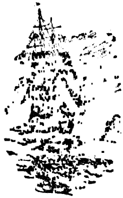
ফিরিবার সময় ১২০০০ টাকা মূল্যের এক বৃহৎ জাহাজ অধিকার করে। কিন্তু পোর্টুগীজগণ ইহা জানিতে পারিয়া তাহাদের অনুসরণ করে এবং ১২টী জাহাজ বন্দী করে, অবশিষ্ট বহর নিরাপদে দাভোলে উপস্থিত হয়। প্রায় তিন বৎসরকাল জঞ্জিরার নিকটে ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতে থাকে। এই সময়ে মারাট্টা, মোগল, সিদ্দি, ইংরাজ, ফরাসী, ডচ ও পোর্টুগীজ এই কয় শক্তির প্রত্যেকে আপনাকে জলপথে শক্তিশালী করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। উক্ত যুদ্ধ বিগ্রহের ব্যাপারে শিবাজী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন, কারণ ডাণ্ডা রাজপুরী তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। সিদ্দিরা ইহা অধিকার করে এবং ইহার নিকটস্থ অন্য ৭টি দুর্গও তাহাদের হস্তগত হয়। একদিকে প্রকাণ্ড মোগলশক্তি, অন্যদিকে বিজাপুরী শক্তি, এই দুই শক্তির সহিত দীর্ঘকাল ব্যাপী যুদ্ধে লিপ্ত থাকাতে এবং ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশীগণও তাঁহার শত্রুতা সাধন করাতে শিবাজীকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল।

শিবাজী অনেক পরিশ্রম, অর্থ ও লোকক্ষয় করিয়া যখন জঞ্জিরা অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন কেনেরি নামক একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য দ্বীপের উপর দুর্গ নির্ম্মাণের চেষ্টা করেন। এই দ্বীপটি জঞ্জিরার ৩০ মাইল উত্তরে এবং বোম্বাইয়ের ১১ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা নির্ম্মিত হইলে ইংরাজগণের সমুদ্র গমনাগমনের বিশেষ অসুবিধা হইবে ভাবিয়া তাহারা সিদ্দিদের সহিত মিলিত হয় এবং ঐ দুর্গ নির্ম্মাণ বন্ধ করিতে অনুরোধ করে। শিবাজীর অ্যাডমিরল দৌলত খাঁ, ইংরাজ ও সিদ্দিদিগের মিলিত বহর অপেক্ষা নিজের বহর দুর্ব্বল দেখিয়া দুর্গ নির্ম্মাণ কার্য্য বন্ধ করেন। ১৬৭৯ খৃঃ অব্দে শিবাজী পুনরায় দুর্গ নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করেন। বোম্বাইয়ের ইংরাজ শাসনকর্ত্তা এই কার্য্য বন্ধ করিতে অনুরোধ করিলে মারাট্টাগণ অসম্মত হয়। ইহাতে

১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইংরাজদিগের সহিত এক যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইংরাজগণ পরাস্ত হয়। ১৮ই অক্টোবরে দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়, তাহাতে প্রথমে ইংরাজগণ পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে, কিন্তু পরে তাহারা জয়লাভ করে। নবেম্বরের শেষভাগে সিদ্দিদের ৩৪টি জাহাজ ইংরাজদিগের সাহায্যার্থ উপস্থিত হয় এবং প্রতিদিন কেনেরি দুর্গের উপর গোলাবর্ষণ করে। এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের এত ক্ষতি হয় যে তাহারা স্থির করিল শিবাজীর সহিত যুদ্ধ বন্ধ করাই ভাল। অতঃপর চতুর ইংরাজ বুদ্ধির জাল বিস্তার করিল। শিবাজীর সহিত হয় সন্ধি করিতে হইবে নয় পোর্টুগীজদিগকে কোনপ্রকারে তাঁহার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত করিতে হইবে, ইহা স্থির করিয়া তাহারা সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল।

খাণ্ডেরিতে মারাট্টা রণতরী পরাস্ত হইলে শিবাজী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ৪০০০ সৈন্য বোম্বাই সহরে প্রেরণ করেন। এই সংবাদে বোম্বাইয়ের অধিবাসীগণ অত্যন্ত ভীত হইল। বোম্বাইয়ের সহকারী শাসনকর্ত্তাও শিবাজীর ব্যবহারে কুপিত হইয়া যুদ্ধের আয়োজন করেন, কিন্তু সুরাটের ইংরাজ বণিকদিগের সভাপতি স্থির করিলেন শিবাজীর সহিত যুদ্ধ না করিয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়াই ভাল। তদনুসারে তাঁহারা শিবাজীকে এক পত্র প্রেরণ করেন, ইহাতে বোম্বাইয়ের সহকারী শাসনকর্ত্তা অত্যন্ত বিরক্ত হয়েন। খাণ্ডেরিতে মারাট্টাদিগের দুর্গ নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ইংরাজগণ স্থির করেন সিদ্দিদিগের সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন। তাঁহারা যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু কিছুদিন গত হইলে বর্ষার আগমনে তাঁহারা খাণ্ডেরি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ইতিমধ্যে সিদ্দিগণ খাণ্ডেরির নিকটবর্ত্তী অণ্ডেরী নামক একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ অধিকার করিয়া এই স্থান হইতে খাণ্ডেরির উপর গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করে। দৌলত খাঁ

দুই দিবস রাত্রিতে অণ্ডেরী আক্রমণ করেন, কিন্তু সিদ্দিগণের সতর্কতার দরুণ তাঁহার চেষ্টা বিফল হয়। ২৬শে জানুয়ারী দৌলত খাঁ পুনরায় তিনদিক হইতে অণ্ডেরী আক্রমণ করেন, কিন্তু এবারেও তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং তাঁহাকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। বহুকাল পর্য্যন্ত অণ্ডেরী, সিদ্দিগণের অধিকারভুক্ত ছিল এবং তাহারাই খাণ্ডেরীতে দুর্গ নির্ম্মাণের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছিল, কারণ সর্ব্বদাই এই দুই দুর্গ শত্রুতাবশতঃ পরস্পরের প্রতি গোলাবর্ষণ করিত। সাধারণ ভাবে বিচার করিতে গেলে ইহা বলিতে হয় শিবাজী, জলযুদ্ধে অনেক স্থলে বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন। তাহার প্রধান কারণ এই যে তাঁহার শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শত্রুসংখ্যাও এরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে তাঁহাকে একাকী অভিমন্যুর ন্যায় শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়া রাজ্যরক্ষা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এতগুলি প্রবল শত্রু সত্ত্বেও তিনি ধীরে ধীরে আপনার রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।



ছত্রপতি শিবাজী

প্রথম পরিচ্ছেদ

বহু শতাব্দী পরে ভারতের পক্ষে এক শুভ সময় উপস্থিত হইয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জাতি সভ্যজগতের মধ্যে আপন আপন স্থানলাভ করিয়া গৌরবময় জীবন যাপন করিতেছে, কিন্তু অতি প্রাচীন হিন্দুজাতি বিধাতার কোন্ অভিশাপে অভিশপ্ত হইয়া বহুকাল হইতে শৌর্য্য-বীর্য্য-হীন হইয়া মৃতভাবে পতিত হইয়া রহিয়াছে তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে। প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতের যুগ প্রবর্ত্তক, পুরুষসিংহ, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় অসীম শক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ভীম বলে যে তূর্য্যধ্বনি করিলেন, তাহার শব্দ ভারতের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করিয়া ভারতবাসীর পুঞ্জীভূত জড়তা ও আলস্যের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিয়া সকলকে নবজাগরণে জাগ্রত করিয়াছে। সহরবাসীগণ এক্ষণে কেবল আপন আপন জীবিকা অর্জ্জন বা সাংসারিক উন্নতির জন্য সমস্ত সময় ও শক্তি ব্যয় করিয়া তৃপ্ত হইতেছেন না এবং গ্রামবাসীরা ও কেবল আপনাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া দিবসের অবশিষ্ট সময় গ্রাম্য দলাদলি ও বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইয়া আনন্দলাভ করিতে পারিতেছেন না। স্বদেশবাসীর জন্য, মাতৃভূমির জন্য যে প্রত্যেককে চিন্তা করিতে হইবে, কিছু স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে, এই ভাব এক্ষণে প্রায় সকলের হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের বেদ-বেদান্ত উপনিষদ প্রভৃতি

মহামূল্য শাস্ত্রসমূহ এত অনাদৃত অবস্থাতে ছিল যে অনেকে এ সকলের নাম পর্য্যন্ত জানিতেন কি না সন্দেহ, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বিধাতার কৃপাতে ভারতের গৌরব-স্তম্ভ স্বরূপ এই সমস্ত গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন ভাষাতে অনুবাদিত হইয়া আমাদের নিকটে উপস্থিত হইতেছে এবং কত অমূল্য তত্ত্ব ও উপদেশ রূপ সম্পদে আমাদিগকে সম্পদবান্ করিতেছে। ভারতের ধর্ম্মপ্রাণ প্রাচীন ঋষিগণ নির্জ্জন তপোবনে গভীর তপস্যাতে মগ্ন হইয়া যে রত্ন সমূহ উদ্ধার করিয়াছিলেন, কালের সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার পরিবর্ত্তনের মধ্যে ভারতবাসী যাহা ভুলিয়া গিয়াছিল, আজ ভারতের ভাগ্য-বিধাতার অসীম কৃপাতে সেই সকল রত্ন আমরা ক্রমে ক্রমে চিনিতে পারিতেছি এবং কণ্ঠে ধারণ করিয়া ঋষিদিগের বংশধর বলিয়া পরিচিত হইবার অধিকার লাভ করিতেছি। সাহিত্য, শিল্প ও সুকুমার কলাবিদ্যা সম্বন্ধে আমরা আপনাদিগকে অত্যন্ত দরিদ্র মনে করিতাম এবং সেইজন্য বিদেশাগত সাহিত্য ও শিল্প প্রভৃতি দর্শন করিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাহাদিগের প্রতি চাহিয়া থাকিতাম কিন্তু এক্ষণে আমরা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিতেছি প্রাচীন ভারত এ সম্বন্ধে নিতান্ত দীন ছিল না পরন্তু কোন কোন বিষয়ে বর্ত্তমান সভ্যজগত অপেক্ষা অনেক উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আমরা মনে করিতাম ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জ্জুন প্রভৃতি বীরগণের নাম পুরাণাদিতে স্থান পাইয়াছে মাত্র, কিন্তু ইঁহাদের প্রকৃত অস্তিত্ব ছিল কিনা কে বলিতে পারে? যদি ও ভারতবর্ষ বর্ত্তমান সময়ে নানা জাতির প্রবল পরাক্রমে বিজিত ও বিধ্বস্ত, তথাপি এক্ষণেও মহারাণা প্রতাপসিংহ, ছত্রপতি শিবাজী ও প্রতাপাদিত্যের ন্যায় মহাবীরগণ এই দেশে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন সে সম্বন্ধে কোন সংশয়ই থাকিতে পারে না। এই সমস্ত কারণে আজ দেখিতে পাইতেছি ভারতবাসীর জাতীয় জীবনে একটা স্পন্দন আসিয়াছে যাহা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া অনেকেই জাতি হিসাবে সমস্ত জগতের মধ্যে স্থানলাভ

করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। এই জন্যই বলিতেছিলাম বর্ত্তমান যুগ ভারতের পক্ষে এক শুভযুগ।

ভারতমাতা যে সকল মহাবীরের শোণিত-রঞ্জিত অর্ঘ্যের অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া আপনাকে বীর-প্রসবিনী করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে ছত্রপতি শিবাজী যে একজন প্রধান ব্যক্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বাল্যকাল হইতে আমরা ইহাই শিক্ষা করিয়াছি যে শিবাজী এক "পার্ব্বত্য মূষিক, দস্যু, বিশ্বাসঘাতক ও নরহন্তা" ছিলেন মাত্র। কোন কোন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ঐতিহাসিক তাঁহাকে এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান স্বদেশপ্রেম আমাদিগকে সত্যের অনুসন্ধানে প্রেরণ করিয়া ইহাই শিক্ষা দিতেছে যে শিবাজী সম্বন্ধে ঐ প্রকার উক্তির মূলে কোন সত্য নাই। তাঁহার সম্বন্ধে ঐ প্রকার উক্তি মুসলমান ঐতিহাসিক-দের, বিশেষভাবে তাঁহাদের অগ্রণী কাফি খাঁর গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। কাফিখাঁ সম্বন্ধে বর্ত্তমান ভারতের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মহাশয় বলেন "Khafi khan's history, a gossipy and unreliable work which enjoys an undeserved reputation among European scholars on account of its pleasant style and arrangement and freedem from the dryness of treatment characteristic of most Persian annals" অর্থাৎ কাফি খাঁর ইতিহাস একটী জল্পনাময় পুস্তক, সুতরাং ইহার উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এইজন্য ইহার প্রশংসা করেন যে সাধারণতঃ পারস্য ভাষায় লিখিত ইতিহাসগুলির বর্ণনার নীরসতা ইহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না এবং ইহার ভাষা ও বিষয়ের সন্নিবেশ চিত্তাকর্ষক। শিবাজী সম্বন্ধে অধিকাংশ ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ সুবিচার করিতে পারেন নাই। তাহার কারণই এই যে তাঁহারা প্রধান-

ভাবে মুসলমান গ্রন্থকারদিগের বর্ণিত ঘটনা অবলম্বন করিয়া আপনাদের গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়াছেন। শিবাজীর উদ্দেশ্য এই ছিল যে মুসলমানদিগের প্রাধান্য খর্ব্ব করিয়া পুনরায় তিনি হিন্দু-রাজত্ব স্থাপন করেন। সুতরাং তাঁহার সহিত মুসলমানদিগের বিরোধ চিরদিন বর্ত্তমান ছিল। আফজল খাঁর হত্যা, গভীর নিশীথে সায়েস্তা খাঁকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করা, মোগল প্রহরী বেষ্টিত আগ্রার কারাগার হইতে অসাধারণ বুদ্ধি-কৌশলে আপনার মুক্তি-সাধন প্রভৃতি ব্যাপার স্মরণ করিয়া মুসলমান ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে ইঁহারা যে অবিচার করিতে পারেন এ প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। একদিকে শিবাজীর সমবিশ্বাসী হিন্দুগণ শঙ্করের অবতার জ্ঞানে তাঁহাকে ভক্তি ও পূজা করেন, অন্যদিকে তাঁহার শত্রুগণ তাঁহাকে শয়তান, নরকের কুকুর প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া সাধারণের সমক্ষে তাঁহাকে অতি হেয় ও ঘৃণিত চিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন। এইরূপ মতদ্বৈধ-সঙ্কটে তাঁহার সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে তাহা চিন্তার সহিত পাঠ করিলে তিনি যে কিরূপ ব্যক্তি ছিলেন আমরা তাহা বুঝিতে পারি। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সত্য সমূহের গভীর রহস্যোদ্ঘাটক যদুনাথ সরকার মহাশয় বলিতেছেন :—

"শিবাজী একজন অশিক্ষিত গ্রাম্য যুবক ছিলেন। তিনি রাজসভা অথবা যুদ্ধে কখনও গমন না করিয়াও রাজনীতি ক্ষেত্রে ও যুদ্ধক্ষেত্রে এমন নৈপুণ্য ও বীরত্ব দেখাইয়াছেন যাহা বিজাপুর এবং দিল্লীর সুবিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত ও রণকুশল বীরগণের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তিনি জায়গীরদারের পুত্র ও কৃষকের বংশধর ছিলেন কিন্তু নিজের বুদ্ধি ও বাহুবলে ছত্রপতি হইয়াছিলেন। তিনি এত শক্তি ও সম্মানলাভ করিয়াছিলেন যে অতি সামান্য ভাবে জীবন আরম্ভ করিয়া অবশেষে

এক প্রকাণ্ড রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে বিজাপুর, পশ্চিমে আবিসিনিয়া এবং উত্তরে দিল্লী এতগুলি প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁহাকে দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছিল। অবশেষে তিনি এত শক্তিশালী হইয়াছিলেন যে ইউরোপীয় বণিকগণ এবং ভারতবর্ষের অনেক রাজন্যবর্গ তাঁহার সহায়তার প্রার্থী হইয়াছিলেন। বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা, অর্থদ্বারা তাঁহার বন্ধুতা লাভ করিতেন, দাক্ষিণাত্যের মোগল শাসনকর্ত্তা তাঁহার সহিত সখ্যভাবে মিলিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন এবং দিল্লীর ময়ূরসিংহাসনে উপবিষ্ট সম্রাট ও তাঁহার সহিত বিরোধকে ভয় করিয়া চলিতেন।

"তিনি তাঁহার শক্তির এরূপ ব্যবহার করিতেন যে তাঁহাকে সকলেই জ্ঞানী, ধার্ম্মিক ও পরোপকারী মনে করিত। সকলেই ভাবিত যে তাঁহার রাজত্ব রাম-রাজত্বের ন্যায় ছিল। হিন্দু ধর্ম্ম এবং মুসলমান ধর্ম্ম উভয়কেই তিনি রক্ষা করিতেন, কারণ তাঁহার অন্তরে প্রকৃত ধর্ম্মের অফুরন্ত উৎস তাঁহার সকল কর্ম্মের চালকরূপে বর্ত্তমান ছিল। তিনি সিংহাসনে উপবেশন করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রভুর দাস বা তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত রক্ষক বলিয়া আপনাকে মনে করিতেন। একদিন তাঁহার গুরু সাধু রামদাসকে তিনি সমস্ত রাজ্য সমর্পণ করিয়াছিলেন কিন্তু রামদাস তাঁহাকে আপনার প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করাতে সেইভাবে তিনি রাজকার্য্য পরিচালন করিতেন। রাজারা সাধারণতঃ যেরূপ আপনাদের খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া থাকেন, অথবা ইন্দ্রিয়সুখে রত হয়েন অথবা পার্থিব সম্মান ও সম্পদের বহু আড়ম্বরের মধ্যে জীবনযাপন করেন, শিবাজী রাজশক্তি লাভ করিয়া ও ঐরূপ ভাবে দিন যাপন করেন নাই, পরন্তু তিনি মনে করিতেন রাজাদিগের কর্ত্তব্যপরায়ণ, সংযমী হওয়া উচিত এবং সকল কার্য্যে যে আপনাদিগের দায়ীত্ব আছে তাহা মনে করিয়া চলা উচিত। সকল কার্য্যে

তিনি মনে করিতেন তাঁহার প্রভুর দৃষ্টির সমক্ষে থাকিয়া কার্য্য করিতেছেন। তিনি একটী শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন যাহা এক সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। তিনি বিচ্ছিন্ন ও বিসংবাদী উপাদান লইয়া এমন এক জাতি গঠন করিয়াছিলেন যাহা সে সময়ে কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। ধূলির মধ্য হইতে তিনি আপনার জাতিকে উত্তোলন করিয়াছিলেন। তাঁহার জাতির মধ্যে যে সমস্ত সদ্‌গুণরাশি লুক্কায়িত ছিল শিবাজীর আশ্চর্য্য মন্ত্রবলে সে সমস্ত জাগ্রত হইয়া তাহাদিগকে বীরত্ব ও আত্মবিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া তাহাদিগকে জয়ী করিয়াছিল। এই সমস্ত স্মরণ করিলে তাঁহার দেশবাসীগণ যে তাঁহার স্মৃতিকে এক মহামূল্য ঐতিহাসিক সম্পদ জ্ঞান করিবেন তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে তাঁহার নাম এখনও একটী জাতির আশার স্তম্ভ-স্বরূপ হইয়া বর্ত্তমান আছে। তাঁহার মহৎ কার্য্যাবলী স্মরণ করিয়া মনে হয় যিনি ৫২ বৎসর বয়ঃক্রমে এত অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তিনি আরও কিছুকাল জীবিত থাকিলে না জানি আরও কত মহৎ ও আশ্চর্য্যজনক কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেন।" *

সরকার মহাশয় সংক্ষেপে এই যে শিবাজীর চরিত্রবর্ণনা করিয়াছেন, ইহা পাঠ করিলে "পার্ব্বত্য মূষিক, নরহন্তা, দস্যু, বিশ্বাসঘাতক, শয়তানের অবতার" ইত্যাদি ভাষায় যাহারা তাঁহাকে অভিহিত করিয়াছেন তাঁহাদের সত্যনিষ্ঠা ও দায়িত্বজ্ঞানের প্রশংসা করিতে পারা যায় না। এ বিষয়ে শিবাজীর প্রতি যে ঘোরতর অবিচার হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা যে এক্ষণে পরিবর্জ্জিত

* পরিশিষ্ট (ক) দেখ।

হইতেছে তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়, যখন দেখি আমাদের যুবরাজ তাঁহার সম্বন্ধে কিছুদিন পূর্ব্বে কি প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। পুনাতে শিবাজীর স্মৃতি-ভবনের ভিত্তি স্থাপনের সময় তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার ভাবার্থ এই "আজ ভারতের এক প্রধান সৈন্য ও রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির স্মৃতি-ভবনের ভিত্তি স্থাপন করিতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইতেছি। যে সমস্ত মারাট্টা সৈন্যগণ ইউরোপের ভীষণ যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে তাহারা প্রমাণ করিতেছে যে যে-ভাব শিবাজীর সৈন্যদলকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল তাহাদের মধ্যে সেই জীবন্ত ভাব বর্ত্তমান থাকাতে তাহারা ও অনায়াসে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে সক্ষম হইয়াছে।' কয়েক মিনিট পূর্ব্বে আমি সেই বীরসৈন্যদিগের স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া আসিয়াছি। যিনি মারাট্টাজাতিকে এতবড় করিয়া তুলিয়াছিলেন তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি এই স্থান হইতে নদীর পরপারে অবস্থিত স্মৃতি-স্তম্ভ সমূহের প্রতি গৌরবের সহিত দৃষ্টিপাত করিবে, যে স্তম্ভ সমূহ ঐ সমস্ত সৈনিকের মহত্বের চিহ্ন-স্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে। শিবাজী ও তাঁহার বংশধরগণ যে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রীয় রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ একত্রিত হইয়া আজ যে সেই রাজ্যের বর্ত্তমান ও অতীত বীরগণের গৌরব স্মৃতি রক্ষা করিলেন ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতররূপে তাঁহাদের কীর্ত্তি রক্ষা করা সম্ভবপর ছিল না।

"মারাট্টাজাতি যুদ্ধে যে প্রকার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে, শান্তি নীতি শিক্ষাদ্বারা তাহারা যাহাতে সেই প্রকার কীর্ত্তিমান হয় আপনারা সেই উদ্দেশ্যে শিবাজীর নামের সহিত জড়িত বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপনের উদ্যোগ করিতেছেন, ইহাতে আমি ততোধিক সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমার আন্তরিক প্রার্থনা এই যে মারাট্টাগণ শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান জগতে আপনাদের অতীত গৌরব রক্ষা করুক এবং আপনাদের স্বাভাবিক সহজজ্ঞান ও আত্মনির্ভরের ভাব বর্দ্ধিত করুক। কোলাপুরের মহারাজা

মারাট্টাজাতি ও রাজন্যবর্গের পক্ষ হইয়া যে রাজভক্তি প্রদর্শন করিলেন, তাহা আমি সম্রাটকে জ্ঞাপন করিব।" *

এক্ষণে ভারতের নবজাগরণের দিনে আমরা শিবাজীর চরিত্র আলোচনা করিলে অনেক বিষয়ে উপকৃত হইতে পারি। জাতীয় উত্থানের জন্য যাঁহারা কত প্রকার চিন্তা করিতেছেন, কত অসাধারণ পরিশ্রম করিতেছেন, কত ত্যাগ স্বীকার করিতেছেন, কত প্রকার যন্ত্রণা ও ক্লেশের কণ্টক-মুকুট মস্তকে ধারণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তাঁহারা ধীর ও শান্তভাবে ঐ মহাবীরের জীবন চরিত আলোচনা করুন। তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য কি ভাবে আপনাকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, একটি প্রবল জাতি গঠনের জন্য কোন্ উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিপ্রকার ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও বুদ্ধিকৌশল অবলম্বন করিয়া হিন্দু রাজত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং স্বরাজ্য লাভ করিয়া কি প্রকার নিঃস্বার্থতা, প্রেম, বৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া আজীবন তাহা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের স্বদেশভক্ত ও জাতীয় গৌরবের পুনরুত্থানকারী প্রত্যেক ব্যক্তিরই চিন্তা ও অধ্যয়নের বিষয়। এই মহাবীরের পুণ্য-চরিতের চিন্তা ও অনুধ্যান দ্বারা আমাদের স্বদেশোন্নতির ইচ্ছা বলবতী হইবে এবং তাঁহার ত্যাগশীলতা ও অকপট স্বজাতিপ্রেম আমাদিগকে প্রকৃত স্বদেশপ্রেমে জাগ্রত করিয়া আমাদের সকল চেষ্টা ও পরিশ্রমকে সার্থক করিবে।

ছত্রপতি শিবাজী সম্বন্ধে 'শিবাজী' মহাকাব্য রচয়িতা, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ বসু মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রত্যেকের প্রণিধান-যোগ্য বিবেচনা করিয়া উক্ত মহাকাব্যের প্রস্তাবনা

---

* পরিশিষ্ট—(খ) দেখ।

হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল। "পৃথিবীর কোন কোন প্রসিদ্ধ পুরুষের সম্বন্ধে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিদ্বেষ্টাদিগের হস্তে তাঁহাদিগের চরিত্র এরূপ কালিমালিপ্ত হয় যে, বহু প্রক্ষালন ও বহুকালের ব্যবধান ব্যতীত তাহার পরিশুদ্ধি হয় না। হজরৎ মহম্মদ ও মহাবীর নেপোলিয়ন ইহার দুইটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম কোটি কোটি নর নারীর প্রাণে নব শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল এবং যিনি সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে বীরত্বে, ত্যাগে, সংযমে, এবং ভগবৎ প্রেমে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন, তিনি প্রবঞ্চক impostor ; আর যিনি ফরাসী জাতিকে, রাজনৈতিক অত্যাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে রক্ষা করিয়া, নিজেদের স্বাতন্ত্র্যাবলম্বী, সুগঠিত সমাজে বদ্ধ করিয়াছিলেন, প্রজার অধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং শাসনকার্য্যের সুব্যবস্থায় যিনি সভাজগতের সম্মুখে একটী নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি অত্যাচারী tyrant নামে সর্ব্বত্র অভিহিত হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ইঁহাদিগের উভয়েরই সম্বন্ধে এক্ষণে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তিই এক্ষণে মহম্মদকে প্রবঞ্চক বলা সঙ্গত মনে করেন না ; নেপোলিয়নের অপর দোষ যাহাই থাকুক, তিনি যে অত্যাচারী ছিলেন না তাহা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়াছে। ইঁহাদিগের উভয়ের ন্যায় শিবাজীরও সম্বন্ধে একদেশদর্শিতার ও অবিচারের পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। তাঁহার স্বদেশবাসীগণের নিকট তিনি সর্ব্ববিধ রাজগুণের আধার এবং যুগাবতার বলিয়া সমাদৃত হইলেও মুসলমান ঐতিহাসিকগণের নিকট তিনি পাপের প্রণোদক শয়তানের প্রতিরূপ বলিয়া কল্পিত। তিনি আততায়ী আফ্‌জুলের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়াছিলেন, অতর্কিত আক্রমণে শায়েস্তাখাঁকে আহত ও পলায়নপর করিয়াছিলেন, মোগল প্রহরীদিগের নেত্রে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আগরা হইতে নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন, মক্কাদার

পবিত্র সুরাটবন্দর লুণ্ঠন করিয়াছিলেন, এবং কখনও গুপ্ত আক্রমণে, কখনও বা সম্মুখ যুদ্ধে, প্রথমে বিজাপুর সুলতানের, তৎপরে প্রবল পরাক্রান্ত দিল্লীশ্বরের সৈন্যদল বিধ্বস্ত করিয়া, স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার ও তাঁহারই স্বজাতীয়গণের সহিত বিরোধে মুসলমান সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়াছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের ও তাঁহাদের অগ্রণী কাফি খাঁর পক্ষে ইহা বিস্মৃত হওয়া সম্ভবপর নহে। সুতরাং কাফি খাঁ আরংজেবের কথিত "পার্ব্বত্য মূষিক" হইতে "নরকের কুক্কুর" "শয়তানের পুত্র" পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার কটূক্তিই শিবাজীর সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন।

"বঙ্গদেশে, অথবা কেবল বঙ্গদেশে কেন সমস্ত ভারতবর্ষে, এক্ষণে দেশভক্তির ও স্বজাতিপ্রীতির একটি স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সুপ্রণালীতে চালিত হইলে তাহা একদিকে যেমন কল্যাণপ্রদ হইবে, বহুদিনের উষরভূমিকে শস্য শ্যামল করিবে, অপরদিকে প্রণালীবদ্ধ না হইলে তাহা তেমনি অমঙ্গলপ্রদ হইবে, তীরভূমিকে প্লাবিত ও সিক্ত রাখিয়া ব্যাধির আকরমাত্র হইবে। এইজন্য প্রত্যেক স্বদেশ-প্রেমিককেই আমি পৃথ্বীরাজ বা শিবাজী পাঠ করিবার সময় তাঁহাদিগের সমসাময়িক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনাগুলি আলোচনা করিতে বলি। ফলোৎপাদক স্বদেশপ্রেম যে ব্যক্তিগত সাময়িক উদ্দীপনা নহে, দীর্ঘকালব্যাপিনী জাতীয় সাধনা, তাহা না বুঝিলে ইহা কার্য্যকর হইবে না। শিবাজী পাঠকালে সেই সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মহারাষ্ট্রীয় শক্তির প্রতিষ্ঠাতা কেবল বীর ছিলেন না, পরম ভাগবত ছিলেন। রণভেরীর গম্ভীর নিনাদ এবং মৃদঙ্গের মধুর ধ্বনি উভয়ই তিনি উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ করিতেন। ধর্ম্মসাধনের জন্য কোনরূপ বিপদকেই তিনি বিপদ গণনা করিতেন না। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ এরূপ অপকট ও

সুদৃঢ় ছিল যে, বিজাপুরের সুলতানের প্রেরিত সৈনিকগণ তাঁহাকে ধৃত করিবে বলিয়া গোপনে অপেক্ষা করিতেছে শুনিয়াও, তিনি কোথাও সংকীর্ত্তন বা কথকতা হইতেছে শুনিলে সেখানে উপস্থিত হইতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। আগ্রা হইতে পলায়ন করিবার সময়, যখন আরংজেবের প্রেরিত গুপ্তচর ও সেনাদল তাঁহার অন্বেষণ ও পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিল, যখন তাঁহার অনুপস্থিতিতে নানারূপ বিশৃঙ্খলার ও বিপৎপাতের সম্ভাবনা বলিয়া মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া মহারাষ্ট্রে প্রত্যাগমন তাঁহার পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল তখনও তিনি আপনার সঙ্কল্পিত তীর্থগুলি দর্শন না করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন নাই। তাঁহার বাহুবল কি ধর্ম্মবল তাঁহার কৃতকার্য্যতার কারণ, নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের তাহা বিচারযোগ্য। ভবানী-ভক্তিই তাঁহাকে দেশ ভক্তিতে প্রণোদিত করিয়াছিল। ভগবদ্ভক্তিহীন দেশভক্তি কোন জাতিকে উদ্ধার করিয়াছে, ইতিহাস তাহা বলে না। আমার দেশভক্ত ভ্রাতৃগণ ইহা স্মরণ রাখিলে কৃতার্থ হইব। সেই সঙ্গে শিবাজীর পিতৃ-মাতৃভক্তি ও গুরুভক্তির কথা তাঁহাদিগকে স্মরণ রাখিতে বলি।"

দ্বিতীয় পরি[illegible]

দাক্ষিণাত্য প্রদেশ যে-কয়ভাগে বি[illegible] হইয়াছে, তাহার মধ্যে মহারাষ্ট্র একটী প্রধান বিভাগ। চারি [illegible] পূর্ব্বে ইহার সীমা এই-রূপ ছিল; উত্তরে তাপ্তী, দক্ষিণে কৃষ্ণা নদীর পূ[illegible]গ (upper course) এবং পূর্ব্বে সিনা। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের পরি[illegible] প্রায় ২৮০০০ বর্গ-মাইল। মহারাষ্ট্র দেশ, অনেক ব্রাহ্মণের বাসভূমি বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন প্রাচীনকালে এই দেশ এক হিন্দু রাজার অধীনে ছিল। এ সম্বন্ধে প্রামাণ্য কোন ইতিহাস না থাকিলেও একটী পৌরাণিক গল্প প্রচলিত আছে। পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য তাহা লিপিবদ্ধ হইল। পরশুরাম, ভারতবর্ষকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া মহারাষ্ট্রে অনেক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া এই স্থান তাঁহা-দিগকে দান করিলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা পরশুরামকে বাস করিবার জন্য একটু ও স্থান দান করিতে অস্বীকার করিলে তিনি সহ্যাদি পর্ব্বত-মালার উপরে দণ্ডায়মান হইয়া সমুদ্রকে আদেশ করিলেন 'তুমি এখান হইতে প্রস্থান কর'। সমুদ্র তাঁহার আদেশ প্রতিপালন না করাতে তিনি সেই স্থান হইতে উর্দ্ধে একশর নিক্ষেপ করে[illegible] ঐ শর যে স্থানে পতিত হইল সমুদ্র ভীত হইয়া সেই স্থান প[illegible]ন্ত সরিয়া গেল। সহ্যাদি পর্ব্বত হইতে আরব সাগর পর্য্যন্ত এই যে ভূভাগ বাহির হইল, এই স্থানে পরশুরাম বাস করেন এবং এই বিস্তীর্ণ ভূভাগকে কঙ্কণ বলা হয়। ইহা মহারাষ্ট্রের এক প্রধান অংশ। ইহার কোন কোন স্থান সমতল হইলেও অনেক অংশ পর্ব্বত ও অরণ্যাকীর্ণ। কিন্তু এই সমস্ত স্থান প্রকৃতির রম্য লীলাভূমি। উচ্চ পর্ব্বতমালা শ্যামল

বিটপীরাজির দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পথিকের নয়ন মনের তৃপ্তি সাধন করিতেছে। কোথাও সূর্য্যকিরণ আকাশে ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল শ্বেত মেঘখণ্ডসমূহের দ্বারা প্রতিফলিত হইয়া নানাবর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া পর্ব্বতগাত্রকে মনোহর করিতেছে। কঙ্কণের মধ্যে এমন অনেক স্থান রহিয়াছে যাহার ভূমি উর্ব্বর। সুতরাং এই স্থানের কৃষিজাত দ্রব্য মহারাষ্ট্রের সর্ব্বত্রই প্রেরিত হইয়া থাকে।

মহারাষ্ট্রের অধিকাংশ স্থান জঙ্গলাকীর্ণ বলিয়া লোকসংখ্যা অপেক্ষাকৃত অত্যন্ত অল্প। প্রচুর বৃষ্টির অভাবে অনেক স্থানে কৃষিকার্য্য হয় না, কেবল কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর ধারে শস্যাদি উৎপন্ন হয়। তাহাতে প্রধানতঃ জোয়ারা বাজরা এবং ভূট্টা জন্মিয়া থাকে। এই প্রদেশ পর্ব্বতমালায় সমাচ্ছন্ন এবং জঙ্গলাকীর্ণ বলিয়া সেই সময়ে গমনাগমনের অত্যন্ত অসুবিধা ছিল। জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে কৃষিকার্য্য না হওয়াতে খাদ্যাভাবে অধিকাংশ বলিষ্ঠ ব্যক্তিকে রাজন্যবর্গের অধীনে চাকরি গ্রহণ করিতে হইত। দাক্ষিণাত্যের রাজাগণ তখন পরস্পর পরস্পরের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। এই রাজাগণের অধীনে কর্ম্ম করাতে মারাট্টা যুবকগণ ও শৌর্য্যে বীর্য্যে ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। জীবন-সমস্যা অতি কঠিন ছিল বলিয়া প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রীলোককে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত। তাহাতে তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সুগঠিত ও বলশালী হইত। বিলাসিতা. সভ্যসমাজের রীতি-নীতি এবং রঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন তাহাদের অজ্ঞাত ছিল। তাহাদের অনেকেই অশ্বারোহণে অত্যন্ত নিপুণ ছিল। বাল্যকাল হইতে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত বলিয়া তাহাদের চরিত্রে সাহস, অধ্যবসায় ও আত্মনির্ভরের ভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল। যদিও তাহারা দরিদ্র ছিল, তথাপি তাহারা আত্মসম্মান জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের

গৌরবে পূর্ণ ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে জনৈক চীন পরিব্রাজক তাহাদের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন "The inhabitants are proud spirited and warlike, grateful for favours but revengeful for wrongs, self—sacrificing towards suppliants in distress and sanguiniary to death with any who treated them insultingly. If they are going to seek revenge, they first give their enemy warning". অর্থাৎ এই স্থানের অধিবাসীরা গর্ব্বিত এবং যোদ্ধা। তাহারা উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ কিন্তু অন্যায় ব্যবহার পাইলে তাহার প্রতিশোধ না লইয়া ছাড়িত না। বিপদে পড়িয়া সাহায্যপ্রার্থী হইলে তাহাদের জন্য স্বার্থত্যাগ করিত কিন্তু অপমানিত হইলে সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহারা মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করিতে কুণ্ঠিত হইত না। যখন তাহারা প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হইত, তখন শত্রুদিগকে প্রথমে সাবধান করিয়া দিত।

ইতিহাস পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে প্রায় সকল দেশেই বীরেরা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন এবং যে সকল স্থানে জাতীয় অভ্যুত্থান হইয়া থাকে, সেই সকল স্থানে নবধর্ম্মের ও অভ্যুত্থান হয়। প্রাচীন সংস্কারও ভাবসমূহকে পরিবর্ত্তিত করিয়া যখন নবধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে নূতন জাতিরও উত্থান হইয়া থাকে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে প্রায় সমস্ত ভারতে এইরূপ ধর্ম্মের সংস্কার আসিয়াছিল। এই ধর্ম্ম সংস্কার নরনারীর হৃদয়ে সাম্যের ভাব প্রচার করিয়া সকলকে এক মহাজাতি সংগঠনেরই পথে অগ্রসর করিয়াছিল। বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্য, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কবীর, পঞ্জাবে নানক, মহারাষ্ট্রপ্রদেশে তুকারাম, রামদাস, একনাথ প্রভৃতি সংস্কারকগণ প্রায় একই সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে যে সকল ধর্ম্মসংস্কারক

জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দরজি, সূত্রধর, কুম্ভকার, মালী, দোকানদার, ক্ষৌরকার ও ঝাড়ুদার প্রভৃতি নীচ কুলসম্ভূত ছিলেন। তাঁহারা আচার অনুষ্ঠান রক্ষার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা বলিতেন সামাজিক ক্রিয়াকলাপ রক্ষা করা অপেক্ষা অন্তরের বিশুদ্ধতা রক্ষা করাই শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম। তুকারাম, রামদাস, বামন পণ্ডিত ও একনাথ এই শ্রেণীর সংস্কারক ছিলেন। তুকারামের কথকতা ও রামদাসের শিক্ষা শিবাজীর হৃদয়ে কি প্রকার ভাবের সঞ্চার করিয়াছিল আমরা ক্রমে তাহা দেখিতে পাইব।

এ সম্বন্ধে মহামতি রাণাডে যাহা বলেন তাহার ভাবার্থ এই:— মারাট্টাজাতির অভ্যুত্থানের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মের সংস্কার দেখিতে না পান, তাঁহারা এই উত্থানের প্রকৃত কারণ বুঝিতে সমর্থ হইবেন না। মারাট্টাজাতির দেশীয় ও বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ এ সম্বন্ধে সুবিচার করিতে পারেন নাই। এই ধর্ম্ম সংস্কার প্রাচীনকালের জাতিভেদ প্রথার স্বাতন্ত্র্য ভাব পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা সমাজের যে স্থান অধিকার করিতেন শূদ্রেরাও সেই স্থান লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই সংস্কার পারিবারিক সকল সম্বন্ধের পবিত্রতা এবং স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি সাধনের সহায়তা করিয়াছে। ইহা সকলের মধ্যে প্রেম ও প্রীতির ভাব সঞ্চারিত করিয়াছে, সুতরাং জাতিভেদের বিচ্ছিন্ন ভাব নষ্ট করিয়া সকলকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়াছে। মুসলমানদিগের সহিত চিরবিদ্বেষের ভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও ঐক্য স্থাপন করিয়াছে। আচার অনুষ্ঠান, তীর্থযাত্রা, উপবাস প্রভৃতি অবান্তর বিষয় সকলকে, প্রেম ও বিশ্বাসের দ্বারা ভগবৎ পূজার নিম্নে স্থাপন করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছে। ইহা বহু দেববাদকে নষ্ট

করিয়াছে। এই প্রকারে সমস্ত মারাট্টাজাতিকে চিন্তা ও কার্য্যের উচ্চত ভূমিতে উন্নীত করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই কারণেই আমরা দেখিতে পাই যখন ভারতবর্ষের অন্য কোন জাতি স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রস্তুত ছিল না, সেই সময়ে এই মারাট্টা জাতি বিদেশীয়দিগের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া ভারতের সকল জাতিকে স্বাধীনতার পথে লইয়া যাইবার জন্য নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল।*

এইরূপ কথিত আছে যে শিবাজীর পূর্ব্বপুরুষগণ বীরগণের রঙ্গভূমি চিতোরের অধিবাসী ছিলেন। উদয়পুরের রাণার দেবরাজজী নামক জনৈক বংশধর রাণার সহিত বিবাদ করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রস্থান করেন। সেই স্থানে তিনি এবং তাঁহার বংশধরগণ ভোঁসলে উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে অন্য মত এই যে খেলোজী এবং মালোজী নামক দুই ভ্রাতা উদয়পুর হইতে দাক্ষিণাত্যে আগমন পূর্ব্বক আহমদনগরের রাজার নিকট কর্ম্মপ্রার্থী হয়েন। খেলোজী এক যুদ্ধে নিহত হন এবং মালোজী নদীতে স্নান করিতে গিয়া জলমগ্ন হয়েন। মালোজীর পুত্র বাবাজী দৌলিতাবাদের নিকটে ভিরুল গ্রামের পাতিলি বা কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হয়েন। বাবাজীর দুই পুত্র তাহাদের নাম মালোজী ও বিঠোজী। ইঁহাদের সম্বন্ধে এক অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। তাহা এই, এক দিবস সন্ধ্যার সময় বিঠোজী শস্যক্ষেত্রে গমন করেন, তাঁহার ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব দেখিয়া ভ্রাতৃবৎসল মালোজী অন্ধকারের মধ্যে তাঁহার অন্বেষণে বহির্গত হয়েন। পথিমধ্যে এক ময়ূর এবং এক ভরদ্বাজ পক্ষীকে বামপার্শ্ব হইতে দক্ষিণে গমন করিতে দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে ভ্রাতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আনন্দিত হইবার কারণ

* পরিশিষ্ট (গ) দেখ।

এই যে তিনি শুভ লক্ষণ দর্শন করিয়াছিলেন। অন্ধকারের মধ্যে চলিতে চলিতে মালোজীর পদস্খলন হয়। তৎপরে তিনি দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে দেবীভবানী, মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। মালোজী এই দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে অচৈতন্য হইয়া পড়িতেছেন এমন সময় ভবানী তাঁহাকে অভয়দান করিয়া বলিলেন তাঁহার বংশে শিব, অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিবেন, দেশ হইতে মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করিবেন এবং এমন এক রাজ্য স্থাপন করিবেন যাহা সপ্তবিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে। এই বংশের সপ্তবিংশতি রাজা অন্ধ হইবেন এবং তাঁহার হস্তে এই রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। তৎপরে ভবানী একটা বল্মীকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "এই বল্মীক খনন করিলে অনেক ধন রত্ন প্রাপ্ত হইবে।" মালোজী প্রথমে ইহা খনন করিতে ইতস্ততঃ করিলেন, কারণ এই সমস্ত ধন রত্ন যদি কোন প্রেতাত্মার হয়, তবে সে যখন বুঝিতে পারিবে তাহার ধন তিনি অপহরণ করিয়াছেন তখন সে তাঁহার প্রাণ-বিনাশ করিবে। ভবানী তাঁহার অন্তরের ভাব বুঝিয়া তাঁহাকে বলিলেন "তুমি ভয় করিও না, এই ধন রত্ন লইয়া তুমি শ্রীগণ্ডাতে যাও এবং শেশজী নায়কের নিকট ইহা গচ্ছিত রাখ।" এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিত হইলেন এবং মালোজী অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন।

ইতিমধ্যে বিঠোজী গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া যখন শুনিলেন তাঁহার ভ্রাতা তাঁহার অন্বেষণে বাহির হইয়াছেন, তখন তিনি আর' কালবিলম্ব না করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে মালোজীকে অজ্ঞানাবস্থায় দেখিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলে তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে দুইভ্রাতা সেই বল্মীকের নিকট গমন করিয়া খনন করিতে আরম্ভ করেন এবং প্রচুর ধন লাভ করিয়া শ্রীগণ্ডাতে শেশজী নায়কের নিকট গচ্ছিত রাখেন। ভবানী, নায়কের

নিকট প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে এই ধন গোপনে রাখিতে আদেশ করেন। মালোজী এই ধনের দ্বারা ভিরুলে এক মন্দির এবং সিঙ্গনাপুরে অন্য এক মন্দির ও সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫৭৭ খৃঃ অব্দে মালোজী এবং বিঠোজী জগপৎরাও নামক জনৈক মারাট্টা সর্দ্দারের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা আপনাদিগের শক্তিপ্রভাবে শীঘ্র মধ্যে বহু সহস্র অশ্বারোহীর কর্ত্তৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন এবং বিজাপুর রাজ্য লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। একদিবস অবগাহনকালে বিজাপুর সৈন্য তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলে তাঁহারা তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন এবং শত্রুদিগকে পরাস্ত করেন। আহমদনগরের রাজা তাঁহাদিগের শৌর্য্য বীর্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে আপনার কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ক্রমে তাঁহারা আহমদ নগরের প্রধান অমাত্য লুখাজী যাদব রাওর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁহার প্রভাবে মালোজী, জগপৎরাওর ভগ্নী দীপাবাইকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হয়েন। অনেক বৎসর তাঁহাদের কোন সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করে নাই। মালোজী এইজন্য নানাপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানে অজস্র অর্থব্যয় করেন। তিনি সাসারিফ নামক জনৈক মুসলমান পীরের সমাধিস্থান দর্শন করিলে ১৫৯৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার প্রথমপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই পীরের সম্মানের জন্য পুত্রের নাম সাহাজী রাখিলেন, পরে ১৫৯৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার সরিফজী নামক দ্বিতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

মালোজী এক্ষণে প্রচুর অর্থের অধিকারী, উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত এবং দুই পুত্রের পিতা হওয়াতে ভবানীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়া সম্বন্ধে তাঁহার আশার সঞ্চার হইল। সাহাজীর সহিত লুখাজীর কন্যার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বকালে মহারাষ্ট্র প্রদেশে প্রত্যেক সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তির বাটীতে দোলযাত্রার অনুষ্ঠান অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। সেই

সময়ে অনেকদিন পর্য্যন্ত বহুলোক সমাগম হইত ও ষোড়শোপচারে আহারাদির বন্দোবস্ত হইত। একবার ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রার সময়ে লুখাজী অনেক বন্ধু-বান্ধব নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মালোজী, পুত্র সাহাজীর সহিত এই নিমন্ত্রণে যোগদান করিয়াছিলেন। তখন সাহাজীর বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র। তিনি দেখিতে অতি সুন্দর ছিলেন। লুখাজী, সাহাজীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া নিজ কন্যা জিজাবাইয়ের পার্শ্বে বসাইলেন এবং দুইজনের হস্তে আবীরপূর্ণ কুঙ্কুম দিয়া তাহাদিগকে খেলা করিতে বলিলেন। তৎপরে তিনি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দেখুন, এই দুইটি শিশুকে কেমন সুন্দর দেখাইতেছে।" এই বলিয়া তিনি কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন জিজা, ইহাকে বিবাহ করিবে ?" এই সময়ে তাহারা পরস্পরের গাত্রে কুঙ্কুম নিক্ষেপ করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। সভাস্থ সকলে তাহাদের ক্রীড়া দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। এই সুযোগে মালোজী সকলকে ডাকিয়া বলিলেন "আপনারা সকলে শ্রবণ করিলেন লুখাজী আমার সহিত বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হইলেন।" লুখাজী ইহা শুনিয়া কোনপ্রকার উত্তর না দিয়া নিস্তব্ধ রহিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার যে বিশেষ আপত্তি ছিল তাহা মনে হয় না। কারণ সেইদিন তাঁহার পত্নীর নিকট ঐ প্রস্তাব উত্থাপন করাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিলেন "কি এত বড় আস্পর্দ্ধা! দরিদ্র মালোজীর পুত্র আমার কন্যাকে বিবাহ করিবে ? একথা সে কোন্ সাহসে বলিয়াছে ?" ইহা বলিয়া তিনি লুখাজীকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। পরদিন লুখাজী মালোজীকে নিমন্ত্রণ করিলে মালোজী বলিলেন "যদি লুখাজী তাঁহার কন্যার সহিত সাহাজীর বিবাহ দিতে প্রস্তুত হয়েন তাহা হইলে আমি তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারি।" লুখাজী ইহাতে সম্মত না হওয়াতে মালোজী আহমদ

নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক তুলজাপুরে গমন করেন। সেখানে ভবানীর নিকট প্রার্থনা করিয়া তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করেন। ভবানী স্বপ্নে তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করেন এবং বলেন তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। অতঃপর মালোজী গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দুইটি শূকর হত্যা করিয়া তাহাদের গলদেশে এক এক আবেদন-পত্র সংলগ্ন করতঃ প্রধান মসজিদে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করেন। প্রাতঃ-কালে মুসলমানেরা নমাজ করিতে আসিয়া এই ঘটনা দর্শন করিয়া যৎপরো নাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং রাজার নিকট গমন করিয়া এই সংবাদ দিলেন। তাহাতে রাজা ক্রোধে অধীর হইয়া মৌলবীদিগকে আহ্বান করিয়া ইহার প্রতিকার করিতে অনুরোধ করেন। প্রধান মৌলবী অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন মালোজীর আদেশে এই গর্হিত কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে। আবেদন-পত্রে লেখা ছিল "লুখাজী আমার পুত্রের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে আমার হীনাবস্থা দর্শন করিয়া সেই অঙ্গীকার পালনে অস্বীকার করিতেছেন। ইহাতে আমাকে সমাজ মধ্যে অত্যন্ত অপমানিত হইতে হইয়াছে। মুসলমানেরা আমাদের রাজা, তাঁহাদিগের সহিত বিবাদ করা আমার উদ্দেশ্য নয়; কিন্তু তাঁহারা যদি ইহার সুবিচার না করেন তবে আমাকে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।"

এ সম্বন্ধে মতান্তর এই যে ভবানীর আশ্বাসবাণী প্রাপ্ত হইয়া মালোজী আহমদনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তাঁহার প্রতি অবমাননার জন্য লুখাজীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। মুরতাজা নিজাম সা ইহা অবগত হইয়া লুখাজীকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার কন্যার সহিত মালোজীর পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য আদেশ করিলেন। লুখাজী বলিলেন মালোজীর অবস্থা তাঁহার অপেক্ষা হীন, সুতরাং তাঁহার সহিত বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ

হইলে তাঁহার মান সম্ভ্রম রক্ষা করা অসম্ভব হইবে। ইহাতে রাজা মালোজীকে পঞ্চ সহস্র সৈন্যের মনসবদারের পদে নিযুক্ত করিয়া পুণা ও সুপা জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন এবং "রাজা" উপাধি দান করিয়া সিউনোর ও চাকান দুর্গের কর্তৃত্ব-ভার অর্পণ করেন। লুখাজীর পত্নী ইহা শ্রবণ করিয়া বিবাহে আর আপত্তি করিলেন না এবং ১৬০৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার কন্যা জিজার সহিত সাহাজীর বিবাহ অত্যন্ত সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল। এই ঘটনার পরে প্রায় পনর বৎসর কাল মালোজী রাজসম্মান লাভ করিয়া ও অতুল সম্পদের অধীশ্বর হইয়া খৃঃ ১৬১৯ সালে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তখন সাহাজীর বয়স পঁচিশ বৎসর মাত্র।

মোগলদিগের দাক্ষিণাত্য আক্রমণের পর হইতে দাক্ষিণাত্যের মুসলমান নরপতিগণ শক্তিহীন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। অবশ্য কখন কখন তাঁহারা প্রবল পরাক্রমে মোগলদিগের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু মহাপ্রতাপশালী দিল্লীশ্বরকে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে চিরকালের জন্য বাধা দেয় এমন শক্তি তখন কাহারও ছিল না। সুতরাং মোগলদিগের সহিত সংঘর্ষণে দাক্ষিণাত্যের নরপতিগণ ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল ও হীনপ্রভ হইতে লাগিলেন। সম্রাট সাজাহান যখন আহমদ নগর আক্রমণ করেন তখন লুখাজী জাদব ও সাহাজী ভোঁসলে অসাধারণ শৌর্য্য ও ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে নিজামসাহী বংশের দশম নৃপতি বাহাদুর সার মৃত্যু হইলে রাজ্য মধ্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। বাহাদুর সার পুত্রদ্বয় অত্যন্ত শিশু ছিল। একদিন বালকদ্বয়ের মাতা তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া কি প্রকারে রাজ্যশাসন করিতে হইবে সেই বিষয়ে পরামর্শ করেন। প্রধান কর্ম্মচারী, সাহাজীকে অনেক গুণসম্পন্ন জানিয়া বলিলেন তাঁহাকে মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিলে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। তদনুসারে

সাহাজীকে আহ্বান করা হইল। সাহাজী সভামধ্যে আগমন করিলে বেগম সাহেবা তাঁহার অঙ্কে পুত্রদ্বয়কে বসাইয়া তাঁহাকে মন্ত্রীর পরিচ্ছদ পরাইয়া দিলেন। ইহাতে রাজ্যের প্রধান প্রধান অমাত্যগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অনেক উপহার প্রদান করতঃ নিম্নে যথাযোগ্য নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলেন।

লুখাজী জাদব, জামাতার এই প্রকার অভাবনীয় উন্নতি দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন এবং অন্তরে তাঁহার প্রতি শত্রুতার ভাব পোষণ করিতে লাগিলেন। ঈর্ষা ও অভিমানে প্রজ্বলিত হইয়া লুখাজী সম্রাট সাহাজহানকে দৌলতাবাদ আক্রমণ করিতে আহ্বান করেন। সম্রাট, মীরজুম্‌লাকে ষাট সহস্র অশ্বারোহী সমেত দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন। লুখাজী আপনার সৈন্যদল সহ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া আহমদনগর আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। সাহাজী এই সংবাদ পাইয়া নবাবের পরিবারবর্গসহ মাহুলি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। লুখাজী ইহা জানিতে পারিয়া সমস্ত সৈন্যসহ মাহুলি দুর্গ অবরোধ করিলেন। সাহাজী অমিত-পরাক্রমে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা মোগলসৈন্য অপেক্ষা অনেক কম ছিল, সুতরাং তাঁহার সৈন্যদল ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহার সৈন্য-সামন্ত এত কমিয়া আসিল যে আর দুর্গরক্ষার কোন সম্ভাবনা রহিল না। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন আমার জন্য যখন আমার প্রভুর এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে তখন আমার এই মন্ত্রীপদ পরিত্যাগ করাই ভাল। এবং তাহা হইলে আমার প্রভুপুত্রেরা রক্ষা পাইবে এবং রাজ্যরক্ষাও হইবে। এই চিন্তা করিয়া সাহাজী কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া গোপনে বিজাপুরে লোক প্রেরণ করেন। বিজাপুরের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী তাঁহাকে গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়া বিজাপুরে আসিবার জন্য অনুরোধ করেন। একদিন রাত্রিতে সাহাজী পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া দুর্গ পরিত্যাগ

করিয়া পলায়ন করিলেন। পুত্র সম্ভাজী এবং পত্নী জিজাবাই তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। গর্ভিণী জিজা পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। এদিকে লুখাজী জামাতার পলায়ন-বার্ত্তা পাইয়া তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছেন। সাহাজী এই অবস্থাতে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা একশত অশ্বারোহীর উপর পত্নীর রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি নিরাপদে বিজাপুরে উপস্থিত হইলেন এবং বিজাপুর-রাজ তাঁহাকে বহুসম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন।

এদিকে লুখাজী পথিমধ্যে কন্যাকে দেখিতে পাইয়া পঞ্চশত অশ্বারোহীর উপর তাঁহাকে সিউনেরি দুর্গে লইয়া যাইবার ভার অর্পণ করিয়া জামাতার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। জিজাবাই সিউনেরি দুর্গে বন্দিনী হইয়া জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। স্বামী-পরিত্যক্তা জিজা পিতার ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া এইস্থানে আত্মসংযম পূর্ব্বক দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজাতে নিযুক্ত হইলেন। বিধাতার কি আশ্চর্য্য-লীলা! যিনি ভবিষ্যতে ধর্ম্মরক্ষার জন্য অমিতবিক্রমে শাণিতকৃপাণ হস্তে করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, যাঁহার দেবচরিত্র আত্মসংযম রূপ অতি দুর্লভ ভূষণে বিভূষিত হইয়াছিল, ইষ্টদেবতাতে ঐকান্তিকী ভক্তি সকল কার্য্যের মূলে বিদ্যমান থাকিয়া অনাসক্ত বৈরাগীর ন্যায় আজীবন যাঁহাকে পরিচালন করিয়াছিল, তিনি যখন মাতৃগর্ভে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন এই সমস্ত গুণরাশি ধীরে ধীরে মাতৃরক্তের মধ্যদিয়া তাঁহাকে যে গঠন করিয়া তুলিতেছিল, সে বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই। যথাসময়ে জিজাবাই ১১২৭ খৃঃ অব্দে ৬ই এপ্রিলে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। দুর্গাধিষ্ঠাত্রী 'শিবাই' দেবীর নামানুসারে পুত্রের নাম শিবাজী রাখা হইল।

শিবাজীর জন্মের পূর্ব্বে লুখাজী জাদব এবং আহম্মদ নগরের কতিপয়

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মোগলদিগের সহিত যোগদান করেন, কিন্তু সাহাজী তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুকরণ না করাতে লুখাজী তাঁহার উপর বিরক্ত হয়েন। "১৬৩৩ খৃঃ অব্দে মোগল সম্রাট্ আহম্মদ নগর রাজ্য ধ্বংস করিলে সাহাজী উক্ত রাজ্য পুনঃ স্থাপন করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করেন। তিনি অসীম পরাক্রমে মোগলদিগকে আক্রমণ করিয়া পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে পরাজিত করিতে লাগিলেন এবং তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু এত করিয়াও ফলোদয় হইল না। নানাকারণে তাঁহাকে আহম্মদ নগরের পুনরুদ্ধারের আশা পরিত্যাগ করিতে হইল। সাহাজী রাজা একজন পরাক্রান্ত বীর ও উদারচেতা পুরুষ ছিলেন। তৎকালে মহারাষ্ট্র মণ্ডলে কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। মহারাষ্ট্র রাজ্যে ছত্রপতি শিবাজী ও পেসওয়ে বাবাজী বিশ্বনাথ ব্যতীত সাহাজী ভোঁসলের ন্যায় তৃতীয় ব্যক্তি আজপর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। দাক্ষিণাত্যের সমস্ত মুসলমান নরপতি তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা কম্পিত হইতেন। তিনি কোনও কোন রাজ্যের মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃত রাজার ন্যায় স্বয়ং রাজকার্য্য চালাইতেন। তৎকালের অবস্থাচক্রে পড়িয়া কখনও কখনও তিনি পক্ষ পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি কাহারও পক্ষ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাহা না করিবার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। এই নিমিত্ত তিনি যে পক্ষ অবলম্বন করিতেন, সেই পক্ষীয়েরা আপনাদিগকে মহাসৌভাগ্যশালী জ্ঞান ও তাঁহাকে বিশেষ প্রকারে সম্মানিত করিতেন। সাহাজীর জীবনী পাঠে জানা যায় যে তিনি মুসলমানগণের অধীনতা পাশ কাটাইয়া স্বয়ং একটী স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে চেষ্টিত ছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের কীর্ত্তির দ্বারায় যেরূপ দশরথের কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইয়া সর্ব্বতোমুখে রাম রাম শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল, সেইরূপ

ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর কীর্ত্তির দ্বারায় সাহাজীর কীর্ত্তি লুপ্তপ্রায় হইয়া রহিয়াছে।"*

লুখাজী জামাতাকে যেরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন মোগলেরাও তাঁহাকে সেইভাবে দর্শন করিত। ১৬২৯ খৃঃ অব্দে লুখাজীর মৃত্যুর পরে মাহলদার খাঁ নামক জনৈক নিজামসাহি কর্ম্মচারী সাজেহানের সহিত মিলিত হইয়া সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করিবার জন্য ১৬৩৩ খৃঃ অব্দে জিজাবাইকে বন্দী করেন। তৎপরে জিজাবাই মোস্তানা দুর্গে বন্দিনী হইয়া জীবন যাপন করেন। ১৬৩৩ হইতে ১৬৩৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত যখন সাহাজী মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তখন মোগলেরা শিশু শিবাজীকে ধরিবার জন্য অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু জিজাবাই শিবাজীকে এরূপ স্থানে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে তাহাদিগের সকল চেষ্টা বিফল হয়। অবশেষে সাহাজী, আহম্মদনগরের পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে যখন নিরাশ হয়েন, তখন সাজেহানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। সেই সময় হইতে জিজাবাই ও শিবাজী মুক্তভাবে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। সাজেহান ইতিপূর্ব্বে আহম্মদ নগরকে ধ্বংস করিবার জন্য বিজাপুরের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হওয়াতে তিনি সাহাজীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বিজাপুরের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করিতে অনুমতি প্রদান করেন। সাহাজা, বিজাপুরের কর্ম্মগ্রহণ করিলে তিনি পুনরায় পুণা ও সুপা প্রাপ্ত হয়েন।

শিবাজীর সময় পুণা যে প্রকার ছিল আধুনিক পুণার সহিত তাহার কোন সাদৃশ্য নাই। বর্ত্তমান পুণার শ্রী, সম্পদ ও সৌন্দর্য্যের সহিত প্রাচীন পুণার তুলনাই হয় না। শিবাজীর জন্মের সময় এই পুণা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরের সমষ্টির দ্বারা রচিত হইয়াছিল। এক্ষণে

* সখারাম গণেশ দেউস্কর—সাহিত্য চতুর্থ বর্ষ।

যেস্থানে রেলবর্ত্ম এবং রাজপথ বিদ্যমান থাকিয়া অসংখ্য লোকের সমাগম সম্ভব করিয়াছে পূর্ব্বকালে সেই সকল স্থান ভীষণ শ্বাপদ সমূহের বিহারভূমি ছিল। এক্ষণে যে সকল স্থান কৃত্রিম উপায়ে জল সরবরাহের দ্বারা শস্যপূর্ণ হইয়া হাস্য করিতেছে, প্রাচীন কালে সেই সকল স্থান জলাভাবে মরুভূমির আকার ধারণ করিয়া প্রাণে ভয়ের সঞ্চার করিত। সে সময়ে দাক্ষিণাত্যের সকল শক্তি ও মোগলশক্তি পরস্পর পরস্পরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া সমস্ত দাক্ষিণাত্যকে ধ্বংসপ্রায় করিয়াছিল। প্রজাগণ সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে বাস করার দরুণ আপনাদিগের ক্ষেত্রে শস্যোৎপাদনের চেষ্টাই করিত না। শস্য উৎপাদন করার অর্থ শত্রুদিগকে গৃহে আনিয়া ধন, জন, মান, ইজ্জৎ নষ্ট করা। * এই প্রকার জায়গীরে সাহাজী, পত্নী ও পুত্রকে রাখিয়া তাঁহাদের ভার দাদাজীর উপর ন্যস্ত করেন।

---

* The wars between Ahmadnagar and Bijapur, between Bijapur and the Moghuls, and those of Malik Ambar and Shahaji against both had ruined the entire Deccan. To grow a crop was merely to invite a troop of hostile cavalry to cut it and probably kill its owner. Nor was this the only danger. The invaders usually carried away with them the children of both sexes and the young women and forcibly converted them.

[Kincaid and Parasnis]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দাদাজী একজন বহুদর্শী ও বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সংযমী, ন্যায়পরায়ণ ও রাজনীতিবিশারদ ছিলেন। তিনি নিষ্কর ভূমি প্রদান পূর্ব্বক নিকটস্থ পার্ব্বতীয় প্রদেশ হইতে কৃষকদিগকে আহ্বান করিতেন এবং তাহাদিগকে আপনার কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। শিকারীদিগকে পুরস্কার প্রদান করতঃ হিংস্রজন্তু সমূহের উচ্ছেদ সাধন করিতে চেষ্টা করিতেন। এই প্রকারে পুণার উন্নতি সাধন করিলে সাহাজী তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দপুর ও [illegible]তির কর্ত্তৃত্ব-ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করেন। দাদাজীও বুদ্ধি, পরিশ্রম ও সততার দ্বারা এই সমস্ত স্থানের বহু উন্নতিসাধন করেন। তাঁহার সাধুতা সম্বন্ধে একটি কৌতূহলজনক গল্প আছে। একদিন তিনি উদ্যানমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন নানাপ্রকার আম্রবৃক্ষ (অবশ্য এই সকল বৃক্ষ তিনি রোপণ করিয়াছিলেন) সুপক্ক আম্রফলে সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার মধ্য হইতে তিনি একটি আম্রফল পাড়িলেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে তাঁহার মনে হইল এ উদ্যান তো তাঁহার নয়, তাঁহার প্রভুর। সুতরাং আম্রফল গ্রহণ করিয়া তিনি অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছেন। ইহার পরে তিনি এত অনুতপ্ত হইলেন যে ইহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আপনার দক্ষিণ হস্ত কর্ত্তন করিবার উপক্রম করিলেন। তাঁহার অনুচরেরা ইহা জানিতে পারিয়া বলিলেন এই লঘুপাপের জন্য এত গুরুদণ্ড কখনও হওয়া উচিত নয়। ইহাতে তিনি হস্ত কর্ত্তন করিলেন না বটে, কিন্তু যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন দক্ষিণ হস্ত উন্মুক্ত করিয়া রাখিতেন।

সাহাজী, ইঁহাকে শিবাজীর অভিভাবকরূপে নিযুক্ত করিলেন।

দাদাজীর অধীনে থাকিয়া শিবাজীর চরিত্রে ক্রমে ক্রমে তাঁহার অভিভাবকের গুণরাশি সংক্রামিত হইতে লাগিল। অন্যদিকে জিজাবাই স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন থাকাতে এবং সংসারের সকল প্রকার আসক্তি হইতে মুক্ত থাকাতে ধর্ম্ম কর্ম্মে মনোযোগী হইয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন। তিনি রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তাঁহার পাঠের সময় শিবাজীও মাতার নিকটে থাকিয়া সেই সকল গল্প শ্রবণ করিতেন। রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জ্জুন প্রভৃতি মহাবীরগণের শৌর্য্য ও বীর্য্যের কথা শুনিতে শুনিতে তিনি আত্মহারা হইতেন। তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা ও পুরুষকার, বীরত্ব ও রণনৈপুণ্য, ধর্ম্মানুরাগ ও ত্যাগশীলতা প্রভৃতি স্মরণ করিয়া তিনি উৎসাহিত হইতেন। বাল্যকাল হইতে এই যে বীরপূজার ভাব তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল, ইহাই তাঁহাকে ভবিষ্যত জীবনে ভারতাকাশে একটি দীপ্তিমান্ বীর-নক্ষত্ররূপে পরিণত করিয়াছিল। কথকতা শুনিতে তিনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। এইরূপ কথিত আছে শৈশবকালে তিনি একাকী অন্ধকারময় রজনীতে পর্ব্বত ও অরণ্যের মধ্য দিয়া কথকতা শুনিতে যাইতেন। জিজাবাইয়ের পুণ্য-চরিত্র ও জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া শিবাজীর জীবন ও আত্মসংযম, দেবপূজা ও গুরুভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণ রাশিতে অলঙ্কৃত হইয়াছিল।

পুণার পশ্চিমে সহ্যাদ্রি পর্ব্বতশ্রেণীর পার্শ্বে প্রায় ৯০ মাইল বিস্তীর্ণ একটি প্রদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানকে মাবাল বলে। প্রায় সমস্ত স্থানটি অরণ্য ও পর্ব্বতমালায় সমাকীর্ণ। এই স্থানের অধিবাসীরা অত্যন্ত দৃঢ়কায়, সাহসী ও বলিষ্ঠ। ইহাদিগকে মাবলা বলা হয়। দাদাজী আপনার বুদ্ধিকৌশলে এই স্থান নিজের শাসনাধীনে আনয়ন করতঃ মাবলাদিগকে নানাপ্রকারে আপনার বশীভূত করেন। শিবাজী অল্পবয়সেই

এই মাবলাদিগের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিয়া তাহাদিগের সহিত পাহাড়ে, জঙ্গলে কখনও পদব্রজে এবং কখনও বা অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতেন। মাবলাগণ তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। শিবাজী যদিও বিদ্যাশিক্ষা করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হয়েন নাই তথাপি পর্ব্বতসমূহের মনোহর দৃশ্য, নিবিড় অরণ্যের গভীর নিস্তব্ধতা, অনন্ত আকাশে মেঘসমূহের অবাধ গতি ও ক্রীড়া এবং মাবলা বন্ধুগণের সরল ও অকৃত্রিম প্রীতি তাঁহার জীবনকে কবিত্বময় ও চরিত্রকে উদার করিয়া তুলিয়াছিল। মাবলাগণ অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিল বটে, কিন্তু তাহারা অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। কারণ তাহারা উপযুক্ত পরিমাণে কোন কাজ পাইত না। সুতরাং তাহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহ অতি কষ্টে চলিত। সমস্ত দিনের অন্নসংস্থান করা অতি অল্পলোকের ভাগ্যেই ঘটিত, পরিধানের বস্ত্র অনেকেই সংগ্রহ করিতে পারিত না। দাদাজী অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। তিনি মাবলাদিগকে স্ববশে আনয়ন করিয়া তাহাদিগের অবস্থার উন্নতির জন্য অনেক বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণে বিরত ছিলেন। এই সমস্ত কারণে মাবলাগণও দাদাজীর অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথমে দাদাজী, শিবাজীকে মাবলাদিগের সহিত এত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন কিন্তু শিবাজী তাহাতে মনোযোগ করেন নাই। অবশেষে দাদাজী যখন শিবাজীর চরিত্রের গূঢ়স্থানে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইলেন তখন আর তাঁহাকে নিষেধ করিতেন না। তিনি বুঝিলেন শিবাজীর চরিত্রের মধ্যে সংযম, বীর্য্য ও সাহস অতি প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সমস্ত গুণরাশিকে জাগ্রত করিতে হইলে তাঁহাকে উপযুক্ত শিক্ষা ও অবস্থার মধ্যে রাখিতে হইবে। তিনি ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই সিংহশিশু একদিন জাগ্রত হইয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হইবে। এই চিন্তা করিয়া তিনি শিবাজীকে অস্ত্রবিদ্যা ও রাজনীতি

শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও পরিশ্রমের গুণে শিবাজী অল্পকাল মধ্যে আপনার স্বাভাবিক শক্তির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন।

সাহাজী বহুদিন পত্নী ও পুত্রকে দর্শন করেন নাই, সুতরাং সিউনারী দুর্গ হইতে তাঁহাদিগকে আনয়ন করিবার জন্য লোক প্রেরণ করেন। বিশেষতঃ পুত্রের অসাধারণ বুদ্ধি ও শক্তির কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রবল হয়। বালক শিবাজী পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন কয়েকজন মুসলমান কয়েকটী গাভী হত্যা করিবার জন্য লইয়া যাইতেছে। শিবাজী তখনি তীব্রভাবে তাহার প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস প্রদান করিলেন। জিজাবাই পুত্রসহ বিজাপুরে উপস্থিত হইলে সাহাজী পুত্রের রূপলাবণ্য ও সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচায়ক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল দর্শন করিয়া মোহিত হইলেন। বিজাপুরের নবাব শিবাজীকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সাহাজী পুত্রসহ রাজসভাতে উপস্থিত হয়েন। শিবাজী, সুলতানকে তৎকাল প্রচলিত প্রথানুসারে হাঁটু পাতিয়া অথবা অন্য কোনও রূপ সম্মান প্রদর্শন না করিয়া নির্ভীক-চিত্তে বীরাসনে উপবেশন করিলেন। সুলতান দশমবয়স্ক বালকের এইরূপ সাহস, তেজস্বীতা ও ঔদ্ধত্য দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। অতঃপর সুলতান তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েন এবং বহু উপহার প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন। সাহাজী, সইবাই নাম্নী বিঠোজী মোহিতের একটী রূপবতী কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া তাঁহাকে পুণা প্রেরণ করেন। এই সইবাই ভবিষ্যতে শিবাজীকে অনেক সঙ্কটস্থলে বহু পরামর্শ দিয়াছেন এবং তাঁহার পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিয়া শিবাজী অনেক দুষ্কর কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

জিজাবাই পুত্র ও নববধূসহ পুণাতে প্রত্যাগমন করেন। এই সময়ে

দাদাজী তাঁহাদের বাসের জন্য একটী সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। তাহার নাম "রাজমহল" দিয়া আপনার কার্য্যের সাহায্যের জন্য কয়েকজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শিবাজীকে উপযুক্ত শিক্ষাদান করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক শক্তি ও প্রতিভাকে বিকশিত করিবার জন্য মনোনিবেশ করেন। পুণার এই রাজপ্রাসাদে শিবাজী বহুকাল যাপন করেন।

শিবাজীর বয়ঃক্রম যতই বাড়িতে লাগিল ততই তিনি যৌবনের চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া নিজের জীবনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি দক্ষিণাত্যের মুসলমানদিগের শৌর্য্য, বীর্য্য ও সম্পদের কথা শুনিয়াছিলেন এবং দিল্লীর মোগলসম্রাটের অসীম প্রতাপ ও মহিমার কথাও অবগত হইয়াছিলেন। অন্যদিকে হিন্দুদিগের গৃহবিচ্ছেদ, শক্তিহীনতা ও হিন্দুগৌরব-রবির অস্তমিত হওয়ার পরিচয়ও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুসলমানদিগের অধীনে পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় কার্য্য গ্রহণ করিয়া বিলাসিতা ও আলস্যে কালযাপন করিবার ভাব তাঁহার মনের মধ্যে কখনও স্থান পায় নাই। তাঁহার মাতার সংসর্গে থাকিয়া সংযম, বৈরাগ্য, ত্যাগশীলতা ও সাংসারিক সকল প্রকার সুখবর্জ্জনের স্পৃহা তাঁহার জীবনকে অধিকার করিয়াছিল। তৎসঙ্গে হিন্দুদিগের প্রতি মুসলমানদিগের অত্যাচার ও তাঁহাদের লুপ্ত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া তিনি স্থির করিলেন, যে-কোন প্রকারে হউক হিন্দুজাতির পুনরুত্থান সাধন করিতেই হইবে। বিশেষতঃ যখন তিনি দেখিতেন বা শ্রবণ করিতেন কোন কোন কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন, অবিবেচক মুসলমান সেনাপতি অথবা কর্ম্মচারী হিন্দুদেবদেবীর মন্দির ও মূর্ত্তি চূর্ণবিচূর্ণ করিতেছেন, তখন অন্তরে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিতেন ও তাহার প্রতীকারের জন্য অস্থির হইয়া উঠিতেন। সাধারণ মানুষ যে সময়ে আমোদ আহ্লাদ ও সংসারের সুখভোগে নিমজ্জিত হয়, বিধাতার প্রেরিত বিশেষ বিশেষ

মানুষ সেই সময়ে সকল সুখের আশা পরিত্যাগ করিয়া আপনার জীবনের বিশেষ কার্য্য স্মরণ করেন ও তাহার সাধনে হৃদয় মন নিয়োগ করিয়া থাকেন। শিবাজীও ষোড়শ বৎসর বয়সে যৌবনের সকল চপলতা পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানবৃদ্ধ প্রবীণ ব্যক্তির ন্যায় গাম্ভীর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক আপনার জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত হইলেন। তিনি স্থির করিলেন হিন্দু-শক্তিকে পুনরায় জাগ্রত করিয়া হিন্দুধর্ম্ম ও জাতিকে রক্ষা করিতে হইবে এবং ভারতভূমিতে হিন্দুর গৌরব-পতাকাকে পুনরায় উড্ডীন করিতে হইবে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে মাবলাদিগের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন। দিবসের অনেক সময় তাহাদিগের সহিত যাপন করিতেন। দরিদ্র মাবলাদিগের নানাপ্রকার অভাব মোচন করিতেন। ক্রমে ক্রমে তাহারা শিবাজীর বশীভূত হইতে লাগিল। ইহার দ্বারা যেমন একদিকে তাহাদের সহিত প্রেমের যোগ স্থাপিত হইল অন্যদিকে তাহাদিগের সহিত শিকারে প্রবৃত্ত হইয়া পর্ব্বতে ও অরণ্যের মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহার শরীর শক্তিশালী ও ক্লেশসহিষ্ণু হইতে লাগিল। মাবলাগণ তাঁহাকে আপনাদের নিতান্ত আত্মীয় মনে করিয়া তাঁহার প্রতি এমন অনুরক্ত হইয়া পড়িল যে সকল সময়ে তাহারা তাঁহার পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিত। এইরূপে তাহাদিগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণও তাঁহার বশীভূত হইল। ভবিষ্যতে এই মাবলাদিগকে লইয়া তিনি আপনার অজেয় সৈন্যদল গঠন করিয়াছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে তিনজনের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা স্থাপিত হইয়াছিল।—জেসজি কঙ্ক, তানাজি মালসুরে এবং বাজী ফলসকার। এই তিনজন সেনাপতিরূপে তাঁহার সৈন্যদলকে পরিচালিত করিয়া অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিবাজীর বয়স যখন বার বৎসর, তখন তিনি এক সিল নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহাতে মারাট্টা ভাষাতে এই কথা লেখা ছিল, "চন্দ্রকে মানুষ প্রথমে ছোট দেখে, কিন্তু সে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণচন্দ্র হয়। এই সিল সাহাজীর পুত্র শিবাজীর উপযুক্ত।"

১৬৪৩ খৃঃ অব্দে শিবাজী ষোল বৎসর বয়সে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। রোহিদা দুর্গের নিকটে রোহিদেশ্বর মন্দিরে তিনি একজন পুরোহিত নিযুক্ত করেন এবং দাদাজী দেশপাণ্ডে নামক জনৈক বিজাপুরি কর্ম্মচারীকে স্ববশে আনয়ন করেন। এই সংবাদ বিজাপুরে উপস্থিত হইলে দেশপাণ্ডেকে জ্ঞাপন ক... হয় তিনি যেন শিবাজীর সংসর্গ না করেন। ইহাতে দেশপাণ্ডের পিতা অত্যন্ত ভীত হইলেন বটে, কিন্তু পুত্র, শিবাজীর সংসর্গ পরিত্যাগ করিলেন না। ১৬৪৬ অব্দে তোরণা দুর্গের প্রতি শিবাজীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ইহা তাঁহার পিতার জায়গীরের নিকটেই ছিল। এই দুর্গে একজন সেনাপতি ও একদল বিজাপুরি সৈন্য, রক্ষকস্বরূপে অবস্থান করিত। বর্ষাকালে যখন শত্রুদিগের আগমনের সম্ভাবনা থাকিত না, তখন সৈন্যগণ দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া নিম্নে বাস করিত। এই সুযোগে একদিবস শিবাজী, য়েসজী কঙ্ক, তানাজী মালসুরে, বাজী ফশলকার এবং এক সহস্র মাবলা সৈন্য লইয়া তোরণা আক্রমণ করতঃ বিনা যুদ্ধে দুর্গ অধিকার করেন।

এই দুর্গ অধিকার করিয়া ইহাকে সুদৃঢ় করিবার জন্য তিনি নানাপ্রকার জীর্ণ সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। একদিন ঐ দুর্গের একস্থান খনন করিতে করিতে প্রচুর পরিমাণে সুবর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হয়েন।

শিবাজী যখন দুর্গ সংস্কার-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন বিজাপুরে এই সংবাদ উপস্থিত হইলে বিজাপুর-রাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু শিবাজী তাঁহাকে লিখিলেন "তোরণা দুর্গের নায়ক যেরূপ অসাবধান, তাহাতে তাঁহাকে এই পদে নিযুক্ত না করিয়া আমাকেই নিযুক্ত করা ভাল, কারণ তাঁহার উপর এইরূপ দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার দেওয়া উচিত নয়।" সুলতান শিবাজীর বুদ্ধি কৌশলে পরাস্ত হইয়া তাঁহার পিতার জায়গীরের সহিত তোরণা দুর্গও যুক্ত করিয়া দিলেন। বিজাপুর-রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া শিবাজী তোরণা দুর্গ সংস্কার করিয়া ইহার পাঁচ মাইল পূর্ব্বে রাজগড় নামে এক সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

শিবাজীর এই প্রকার সাহস দেখিয়া মোরো পিঙ্গলে, অন্নাজীদত্ত, নীরাজীপন্থ, রাওজী সোমনাথ, দত্তজী গোপীনাথ, রঘুনাথ পন্থ এবং গঙ্গাজী মাঙ্গোজী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ মুগ্ধ হয়েন এবং তাঁহার সহিত যোগদান করেন। দাদাজী, তাঁহার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করেন। দাদাজী ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি জানিতেন সাহাজী এবং তিনি নিজে বিজাপুরের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং বিজাপুরের বিরুদ্ধে এই প্রকার কার্য্যের তিনি কখনও সমর্থন করিতে পারেন না। কিন্তু শিবাজী, দাদাজীর আদেশ প্রতিপালন করিলেন না। অগত্যা বাধ্য হইয়া দাদাজী, সাহাজীকে এই সংবাদ প্রেরণ করেন। এই সময়ে সাহাজী মান্দ্রাজ অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকার জন্য দাদাজীর পত্রের কোন উত্তর প্রেরণ করিতে পারেন নাই।

বিজাপুর-রাজ শিবাজীর এই প্রকার ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সাহাজীকে ইহা জ্ঞাপন করেন এবং এ সম্বন্ধে তাঁহার বলিবার কি আছে তাহা জানিতে ইচ্ছা করেন। সাহাজী, বিজাপুরের এক উত্তর প্রেরণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শিবাজীকে আদেশ করিলেন তিনি যেন রাজগড়

দুর্গকে গোলা গুলি প্রভৃতি দ্বারা দৃঢ় করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। দাদাজীর বয়স এই সময়ে প্রায় সপ্ততি বৎসর। জরা ও নানাপ্রকার দুশ্চিন্তাভারে প্রপীড়িত হইয়া তিনি শয্যাশায়ী হয়েন। শিবাজী প্রাণপণে তাঁহার চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। দাদাজী আপনার অন্তিমকাল সন্নিকট জানিয়া তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং শিবাজীর হস্তে ধনাগারের চাবি দিয়া সকলকে শিবাজীর আদেশ সম্মান ও প্রতিপালন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তৎপরে শিবাজীকে আহ্বান করিয়া অনেক জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদান করিলেন এবং যাহাতে তিনি চিরদিন জন্মভূমির পবিত্র সেবাতে আপনার সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োগ করেন, সেই বিষয়ে অনুরোধ করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন। বলা বাহুল্য শিবাজী তাঁহার মৃত্যুতে অত্যন্ত ব্যথিত ও কাতর হয়েন।

দাদাজীর মৃত্যুকালে ফিরঙ্গজী নর্শালা এবং শম্ভাজী মোহিতে ব্যতীত আর সমস্ত কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। ফিরঙ্গজী, দাদাজীর মৃত্যুর পরে চাকানের কর্তৃত্বভার পরিত্যাগ করিয়া শিবাজীর হস্তে অর্পণ করেন, কিন্তু শিবাজী ফিরঙ্গজীকে সেই পদে নিযুক্ত করিয়া তাহার সঙ্গে আরও দুই একটী গ্রামের শাসন-ভার প্রদান করেন। শম্ভাজী মোহিতের উপর সুপার কর্তৃত্বভার অর্পিত ছিল। তিনি শিবাজীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করিলেন। সাহাজীর দ্বিতীয়া পত্নী তুকাবাই, শম্ভাজী মোহিতের ভগ্নী। সাহাজী যখন তুকাবাইকে বিবাহ করেন, তখন জিজাবাই আপত্তি করিয়াছিলেন, এই জন্য শম্ভাজী মোহিতের সহিত শিবাজীর মনোমালিন্য ছিল এবং এই কারণে তিনি শিবাজীর অধীনতা স্বীকার করেন নাই। তিনি যখন সাহাজীর কর্ম্মচারী, তখন এ সম্বন্ধে সাহাজীর আদেশের অপেক্ষা করিতেছিলেন। শিবাজীর অধীনতা স্বীকার না করাতে তিনি

এক রাত্রিতে তিনশত সৈন্য লইয়া সুপা আক্রমণ করেন এবং শম্ভাজীকে বন্দী করিয়া বাঙ্গালোরে পিতার নিকট প্রেরণ করিলেন। এক্ষণে শিবাজী তাঁহার পিতার সমস্ত জায়গীর নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া সুশৃঙ্খলার সহিত সমস্ত কার্য্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন।

এই সময়ে তিনি মধ্যে মধ্যে মাবলাদিগকে এবং তাঁহার অধীনস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়া জন্মভূমির স্বাধীনতা লাভ ও নিজেদের ধর্ম্ম রক্ষার জন্য পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া বাস করা যে কি কষ্টকর এবং স্বাধীনতার অনুপম আনন্দের মধ্যে জীবন যাপন করা যে কত সুখকর তাহা তিনি সকলকে বুঝাইতেন। জন্মভূমির জন্য সকল প্রকার ক্লেশ সহ্য করা যে প্রশংসনীয় এবং ধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করা যে প্রত্যেক মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য তাহা তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়স্থিত জ্বলন্ত ভাবসমূহ সকলের প্রাণকে স্পর্শ করিত এবং তাহারা উৎসাহিত হইয়া যে আনন্দধ্বনি করিত তাহা বায়ুমণ্ডলকে কম্পমান করিয়া দিগ্‌দিগন্তে বিকীর্ণ হইত। শিবাজীর বাল্যবন্ধু বীরবর তানাজী একদিন তাঁহার নিকট কোণ্ডানা দুর্গ আক্রমণের প্রস্তাব করিলে শিবাজী তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করেন। একদিন রাত্রিতে তানাজী কতকগুলি বলবান মাবলা সৈন্য সমভিব্যাহারে এই দুর্গ আক্রমণ করিলেন। নিদ্রিত মুসলমানগণ দুর্গ রক্ষার উপায় না দেখিয়া তাঁহার হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিল। এই দুর্গ পরে সিংহগড় নামে পরিচিত হইয়াছিল। শিবাজী, তানাজীর বুদ্ধি, সাহস ও ক্ষিপ্রকারিতা দর্শনে প্রীতিলাভ করিয়া তাঁহাকে ঐ দুর্গের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন। পরে এই দুর্গকে অজেয় করিবার জন্য তিনি নানাপ্রকার অস্ত্র ও সমরোপযোগী অন্যান্য আবশ্যকীয় বস্তুর দ্বারা পূর্ণ করিবার বিশেষ বন্দোবস্ত

করেন। তিনি মুসলমানদিগের সহিত অচিরে ঘোর সংগ্রামের আশঙ্কা করিয়া সৈন্যদিগকে সর্ব্বদা যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত থাকিতে আদেশ করেন এবং তিন সহস্র অশ্বারোহী ও দশ সহস্র মাবলা পদাতিক সৈন্য নিযুক্ত করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে শিবাজী শ্রবণ করেন যে পুরন্দর দুর্গের অধিপতির মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার তিনপুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্গ অধিকার করাতে অন্য দুই পুত্র অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল। এইরূপে তিন ভ্রাতার মধ্যে ঘোরতর কলহ উপস্থিত হওয়াতে তাহারা মধ্যস্থতা করিবার জন্য শিবাজীকে অনুরোধ করে। কিন্তু শিবাজী তাহাদের কলহ মিটাইতে অসমর্থ হইয়া দুর্গ অধিকার করেন এবং তিন ভ্রাতাকে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন। এই দুর্গ রক্ষার জন্য তিনি বিখ্যাত দুর্গনির্ম্মাতা মোরো পিঙ্গলকে নিযুক্ত করেন।

দুর্গ সমূহকে রক্ষা ও সজ্জিত করিবার জন্য তাঁহর প্রচুর অর্থ ব্যয় হইল। এই সময়ে কল্যাণের শাসনকর্ত্তা বিজাপুরে অনেক অর্থ প্রেরণ করেন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শিবাজী তিন শত অশ্বারোহী লইয়া রক্ষকদিগকে আক্রমণ করিয়া সমস্ত অর্থ অধিকার করেন। বিজাপুরের রাজস্ব লুণ্ঠন করার অর্থ বিজাপুরের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া। সুতরাং এক্ষণে তিনি আর আত্মগোপন করা অনাবশ্যক বোধ করিয়া ক্রমে ক্রমে নয়টি দুর্গ অধিকার করেন। ইহার মধ্যে লোহগড়, রাজমাচী ও রাইরি দুর্গ প্রধান। শিবাজী যখন এই সমস্ত দুর্গ অধিকারে ব্যাপৃত ছিলেন তখন আবাজী সোনদেব নামে তাঁহার এক সেনাপতি কল্যাণ প্রদেশ আক্রমণ করেন এবং ইহার শাসনকর্ত্তা মৌলানা আহম্মদকে পুত্রবধূ সহ বন্দী করিয়া শিবাজীর নিকটে আনয়ন করেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন শিবাজী এই রূপবতী রমণী-রত্ন লাভ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন এবং তাঁহাকে উপযুক্তরূপে পুরস্কৃত

করিবেন। বীরকেশরী শিবাজী উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় আপনার জ্যোতির্ম্ময় প্রভাব দ্বারা সমস্ত সভাকে আলোকিত করিয়া বসিয়া আছেন এমন সময়ে দেখা গেল সোনদেব স্বর্ণ, রৌপ্য, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি লুণ্ঠনজাত নানাপ্রকার দ্রব্যসম্ভার সহ সভামধ্যে আগমন করিতেছেন। পশ্চাতে শ্বেতশ্মশ্রু, শুক্লকেশ, দৃঢ়বপু, শৃঙ্খলাবদ্ধ মৌলানা আহম্মদ রোষকষায়িত নয়নে সকলের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে আসিতেছেন এবং তাঁহার পশ্চাতে রক্তবসনাবৃত সুন্দর শিবিকাতে আরোহণ করিয়া পুত্রবধূ আসিতেছেন। সভাস্থ সকলে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিয়াছেন এমন সময়ে সোনদেব বলিলেন "মহারাজ, আজ আপনার জন্য কি মহামূল্য রত্ন আনিয়াছি, একবার কৃপা করিয়া দৃষ্টিপাত করুন এবং এই উপহার গ্রহণ করিয়া আমার সকল ক্লেশ ও পরিশ্রম সার্থক করুন। বন্দিনীরা চিরকাল বিজেতার ভোগ্যা হইয়া থাকে, অতএব এই রমণী চিরদিন আপনার চরণসেবা করিয়া আপনার জীবনকে ধন্য করুক।" অতঃপর সোনদেবের আদেশানুসারে বন্দিনীকে শিবিকা হইতে বাহির করা হইল এবং পরে তাঁহাকে অবগুণ্ঠন মুক্ত করা হইল। সভাস্থ সকলে তাঁহার রূপলাবণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। শিবাজী তাঁহার প্রতি স্থির দৃষ্টিপাত করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন এবং মাতা জিজাবাইকে স্মরণ করিয়া বলিলেন "মা, তোমার কোন চিন্তা নাই। আমার জননী যদি তোমার মত সুন্দরী হইতেন তাহা হইলে আমি কেমন সুন্দর হইতাম! তুমি সন্তানের প্রদত্ত এই বস্ত্র ও অলঙ্কার গ্রহণ কর এবং যেথানে ইচ্ছা অনায়াসে যাইতে পার। তোমার পূজনীয় শ্বশুর মহাশয়কেও মুক্তিদান করিলাম।" এইরূপে বন্দীদ্বয়কে মুক্ত করিয়া ও তাঁহাদিগকে যথেষ্ট উপহার প্রদান করিয়া শিবাজী সভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হায়! এমন সংযমী, ধর্ম্মপরায়ণ

ত্যাগশীল, দেবচরিত্র বীরকেও মানুষ, দস্যু, নরহন্তা, বিশ্বাসঘাতক, শয়তানের অবতার প্রভৃতি কুৎসিত ভাষাতে অভিহিত করিয়া জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিতে পারে। শিবাজী, আবাজী সোনদেবকে কল্যাণ প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদে স্থাপন করিলেন।

কল্যাণের সংবাদ বিজাপুরে পৌছিলে মহম্মদ আদিলশাহ ভাবিলেন সাহাজী যদি শিবাজীকে সাহায্য না করিতেন তাহাহইলে তিনি কখনও এইরূপ কার্য্য করিতে সাহস করিতেন না। শিবাজী তরুণ বয়স্ক অনভিজ্ঞ যুবক মাত্র আর তাঁহার সহচরেরা কয়েকজন পার্ব্বত্য মাবলা। ইহাদিগের শক্তি ও সাহস কখন এত অধিক হইতে পারে না যাহাতে তাহারা বিজাপুরের শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে। ইহা স্থির করিয়া তিনি সাহাজীকে তাঁহার পুত্রের অন্যায় ব্যবহার সম্বন্ধে প্রতিবাদ করেন এবং শিবাজীকেও এক পত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে তাঁহার রাজদ্রোহ ও অন্যায় ব্যবহার সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বিজাপুরে আগমন করিতে আদেশ করেন। সাহাজী তদুত্তরে নবাবকে জানাইলেন এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নিরপরাধী। তিনি শিবাজীকে অনেকবার বিজাপুরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। বস্তুতঃ সাহাজী যখন শুনিলেন যে শিবাজী বিজাপুরের অধিকৃত স্থান সমূহ আক্রমণ করিতেছেন তখন তিনি তাঁহাকে এইপ্রকার কার্য্য হইতে নিরস্ত হইতে বলিয়াছিলেন কিন্তু শিবাজী তাহার উত্তরে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার সার মর্ম্ম এই ছিল যে মুসলমানদিগের অত্যাচার ক্রমে এত বাড়িয়া গিয়াছে যে তাহা আর সহ্য করা যায় না। তাহারা হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছে, দেবমন্দির সমূহ ভগ্ন করিতেছে, হিন্দু রমণীগণকে বন্দী করিয়া লইয়া তাহাদের সম্বন্ধে যথেচ্ছা ব্যবহার করিতেছে।

তিনি যে বিজাপুরের গ্রাম সকল লুণ্ঠন করিতেছেন তাহা এই জন্য যে বিজাপুরের কর্ম্মচারীরা আপনাদিগের বিলাসপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যখন কৃষকদিগের শস্য, রমণীদিগের অলঙ্কার এবং দরিদ্র প্রজাদিগের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিতেছে এবং তিনি যখন এই বিষয়ে নবাবকে অবগত করিয়াও তাহার প্রতিকার করিতে পারেন নাই তখন এই অত্যাচার ও অবিচারের প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক। যখন মুসলমানেরা বিজয় নগর ধ্বংস করিয়াছিল তখন হিন্দুদিগের উপর কি অত্যাচার না করিয়াছিল। তিন রাজ্যের মুসলমানেরা সন্ধি করিয়া অমরাবতী তুল্য বিজয় নগরকে বলে ও কৌশলে বিধ্বস্ত করতঃ হিন্দু গৌরবকে চিরদিনের জন্য দাক্ষিণাত্য হইতে অপসারিত করিয়াছে। * মুসলমানেরা যখন হিন্দুদিগের সম্মান রক্ষা করিতেছে না, তখন প্রত্যেক হিন্দুর কর্ত্তব্য যাহাতে আত্মসম্মান রক্ষিত হয়।

* The Raja of Bijaynagar long maintained his place among the powers of the Deccan, taking parts in the wars and confederecies of the Mohammadan kings but at length in 1565 the musalmans became jealous of the power and presumption of the infidel ruler, and formed a league against Ram Raja (Ninety five years old) the prince on the throne at the time. A great battle took place on the Kisna, near Talicot * * * * * The barbarous spirit of those days, seemed also to be renewed in it, for on the defeat of the Hindus, their old and brave Raja, being taken prisoner, was put to death in cold blood and his head was kept till lately at Bijapur as a trophy. (Elphinstone's History of India. P. 477). They slaughtered the people without mercy ; broke down the temples and palaces and wreaked such savage

সাহাজী পুত্রের নিকট হইতে এইপ্রকার উত্তর পাইয়া বিজাপুরের নবাবকে লিখিলেন যে শিবাজী তাঁহার বাধ্য নয়, সুতরাং নবাব তাঁহার সম্বন্ধে যাহা ভাল বোধ করেন তাহা করিতে পারেন। নবাব সাহাজীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না এবং তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্য বাজী ঘোড়ফড়কে নিযুক্ত করেন। বাজী ঘোড়ফড়ের প্রতি তাঁহার এই আদেশ ছিল যে তিনি গোপনে যেন তাঁহাকে বন্দী করার চেষ্টা করেন, কারণ সাহাজীর তখন অতুল প্রতাপ ও সম্মান। সাক্ষাৎভাবে তাঁহাকে বন্দী করার চেষ্টা করিলে তিনি নিশ্চয় বিদ্রোহী হইবেন এবং তাহা হইলে বিজাপুরের বিপদের সম্ভাবনা। বাজী ঘোড়ফড়ে সাহাজীর বন্ধু ছিলেন। তিনি একদিন সাহাজীকে নিমন্

---

vengeance on the abode of the kings, that, with the exception of a few great stone-built temples and walls, nothing now remains but a heap of ruins to mark the spot where once the stately buildings stood. They demolished the statues and even succeeded in breaking the limbs of the huge Narasinha monolith. * * * * They lit huge fires in the magnificently decorated buildings forming the temple of Vitthalasvami near the river, and smashed its exquisite stone sculptures. With fire and sword with crowbars and axes, they carried on day after day their work of destruction. Never perhaps in the history of the world has such have been wrought so suddenly, on so splendid a city ; teaming with a wealthy and industrious population in the full plentitude of prosperity one day, and on the next seized, pillaged, and reduced to ruins, amid scenes of savage massacre and horrors begging description. (A forgotten Empire by Robert Sewell P. 207—208)

করিলেন। সাহাজী বন্ধুর নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য তাঁহার বাটীতে আগমন করিলে ঘোড়ফড়ে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দী করেন এবং নবাবের নিকট প্রেরণ করেন।

সাহাজী সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাকে নিরপরাধী প্রমাণ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু বিজাপুর-রাজ তাঁহার কোন কথাই বিশ্বাস করিলেন না। অবশেষে রাজমিস্ত্রী আনয়ন করিয়া একজন লোক অবস্থান করিতে পারে এমন একটী স্থান নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার মধ্যে বীর সাহাজীকে স্থাপন পূর্ব্বক সম্মুখের প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন। প্রাচীর ধীরে ধীরে উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজা বলিতে লাগিলেন "নিজের অপরাধ স্বীকার কর, নচেৎ অবশিষ্ট মুক্তস্থান অবরুদ্ধ করিয়া তোমাকে হত্যা করা হইবে।" নির্ভীক সাহাজী তখনও দৃঢ়তার সহিত বলিলেন "আমার পুত্র আমার বিনা পরামর্শে আপনার রাজ্য অধিকার করিয়াছে, এ সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধী।" বিজাপুর-রাজ অবশিষ্ট অংশ বন্ধ করিতে নিষেধ করিয়া সাহাজীকে বলিলেন তিনি যেন শিবাজীকে বিজাপুরে আসিতে আদেশ করেন। শিবাজী যদি না আসেন, তবে ঐ মুক্তস্থানটুকু বন্ধ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হইবে। শিবাজী পিতার পত্র পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তিনি যদি বিজাপুরে গমন করেন, তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যু নিশ্চিত। কিন্তু যদি তিনি আপনার জীবনরক্ষার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে কয়েকদিনের মধ্যে পিতার মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হওয়াও সুনিশ্চিত। কি ক্লেশের মধ্যে সাহাজীকে দিন যাপন করিতে হইতেছে, তিনি যখন চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার পক্ষে স্থির হইয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি এই নিদারুণ সংবাদ তাঁহার সহধর্ম্মিণী সইবাইয়ের নিকট প্রদান করিলে তিনিও অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলিলেন "পূজনীয়

পিতৃদেবকে বন্দী করিয়া এই প্রকার অত্যাচার করিতেছে, কবে হয়ত শুনিব নিষ্ঠুর নবাব তাঁহাকে একেবারে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। এ অবস্থাতে মানুষ স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। আমি স্ত্রীলোক, আমি আপনাকে আর কি সৎপরামর্শ দিতে পারি, তবে আমার যাহা ভাল বোধ হইতেছে তাহা আপনার নিকট প্রকাশ করি। আপনি যদি দিল্লীর সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে সম্রাটের আদেশে পিতার মুক্তি সাধিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে আপনি যে স্বদেশ-উদ্ধার-ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, তাহা বিফল হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। অতএব যাহাতে আপনার এই পবিত্র ব্রত ভঙ্গ না হয় অথচ পিতৃদেবের উদ্ধার সাধিত হয়, তাহার উপায় চিন্তা করুন।" অকূল চিন্তা-সাগরে নিমজ্জমান শিবাজী, পত্নীর এইরূপ সৎপরামর্শ প্রাপ্ত হইয়া যেন কূল প্রাপ্ত হইলেন।

তিনি রঘুনাথ পন্থকে, দিল্লীশ্বর সাহজাহানের নিকট প্রেরণ করিয়া এই সংবাদ দিলেন যে সম্রাট যদি তাঁহার পিতার পূর্ব্ব অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া বিজাপুরের কারাগার হইতে মুক্তিদান করেন, তাহা হইলে তিনি সম্রাটের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করিতে পারেন। সম্রাট, শিবাজীর বল ও বুদ্ধির কথা ইতিপূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে গ্রহণ করিলে দাক্ষিণাত্যে মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সম্ভাবনা, এই চিন্তা করিয়া শিবাজীর দূতকে সাদরে গ্রহণ করেন ও শিবাজীকে পঞ্চ সহস্র অশ্বের মনসবদারের পদে নিযুক্ত করেন। তৎসঙ্গে বিজাপুরে এই আদেশ-পত্র প্রেরণ করেন যেন সাহাজীকে অচিরে মুক্তি দান করা হয়। সম্রাট, সাহাজীকেও এই সংবাদ প্রেরণ করেন যে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করিলেন এবং তাঁহাকে দিল্লীর একজন প্রধান অমাত্যরূপে গ্রহণ করিলেন।†

† পরিশিষ্ট (ঘ)

সাহাজীর মুক্তি সম্বন্ধে অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয় বলেন যে সম্রাট এ বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার মতে সারজা খাঁ ও রণদৌলা খাঁ বিজাপুরের এই দুইজন প্রধান অমাত্যের মধ্যস্থতাতে সাহাজী মুক্তিলাভ করেন।* সাহাজী মুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে বিজাপুরের মধ্যেই অবরুদ্ধ হইয়া থাকিতে হইল।



* I. therefore, hold that Malahar Ram Rao, the hereditary Secretary and Record Keeper of Shivaji's descendants, is right when he ascribes the release of Shahaji to the friendly mediation of Sharza khan and the bail of Randaula khan, two leading nobles of Bijapur and says not a word about any Moghul exertion for his liberation. Prof. J. N. Sircir's Shivaji P. 41]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সাহাজীর মুক্তির পর হইতে চারি বৎসর কাল শিবাজী আর কোন নূতন দুর্গ বা স্থান অধিকার করিতে চেষ্টা করেন নাই। এই সময়ের মধ্যে তিনি তাঁহার অধিকৃত দুর্গ সকল রক্ষা এবং নিজ শক্তি বৃদ্ধির আয়োজন করিতেছিলেন। একবার তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্য বিজাপুর হইতে দশ সহস্র পদাতিক সৈন্য কঙ্কনে প্রেরিত হয়। বাজী শ্যামরাজ নামে জনৈক মারাট্টা তাহাদের নায়ক হইয়া মহদে উপস্থিত হয়েন। কিন্তু শিবাজী তৎকালে চোলে অবস্থান করিতেছিলেন, সুতরাং বিজাপুর-সৈন্যদল বিফল মনোরথ হইল। শিবাজী নিরাপদে রায়গড়ে প্রস্থান করেন। তাঁহার একদল সৈন্য বাজী শ্যামরাজকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার সৈন্যদলকে বিধ্বস্ত করাতে বাজী শ্যামরাজ বাধ্য হইয়া পলায়ন করেন।

সাহাজী যখন বিজাপুরে বাস করিতেছিলেন তখন তিনি অনেকবার বিজাপুর হইতে অন্য স্থানে যাইবার জন্য সুলতানের অনুমতি চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সুলতান তাঁহাকে সে অনুমতি প্রদান করেন নাই। এই অবস্থাতে সাহাজী মনের ক্ষোভে ও দুঃখে দিন যাপন করিতেছিলেন। অবশেষে এরূপ এক ঘটনা উপস্থিত হইল যাহাতে তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল। সাহাজীর অনুপস্থিতিতে কর্ণাট প্রদেশে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। নবাব অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিলেন না তখন বাধ্য হইয়া বীরবর সাহাজীকে প্রেরণ করেন। সাহাজী কর্ণাটে উপস্থিত হইয়া শিবাজীকে লিখিয়া পাঠাইলেন "তুমি যদি আমার পুত্র হও তবে বিশ্বাসঘাতক ও কাপুরুষ বাজী ঘোড়পড়েকে শাস্তি

দিতে কদাচ অন্যথা করিবে না। বলা বাহুল্য পিতৃভক্ত শিবাজী তাঁহার এই আদেশ পালন করিয়া পিতার অপমানের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন।

পাঠকের স্মরণ আছে শিবাজী কথকতা শুনিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনি ইহাতে এত অনুরক্ত ছিলেন যে অনেক সময় কথকতা শুনিবার জন্য আপনার জীবনকে বিপন্ন করিতে ও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। মারাট্টা জাতির অভ্যুত্থানের ইতিহাসে ভক্ত তুকারাম ও গুরু রামদাস স্বামীর নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। ধর্ম্মের শক্তি চিরকাল অজেয়। শারীরিক শক্তির সহিত ইহার তুলনা হয় না। যদিও ইহা সত্য যে শারীরিক শক্তির উন্নতি ও বিকাশ ভিন্ন কোন জাতি কথনও পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে সক্ষম হয় নাই, কিন্তু ইহা তদপেক্ষা অধিকতর সত্য যে এই শারীরিক শক্তির বিকাশ সাধনে নীতি ও ধর্ম্ম একমাত্র সহায়। জগতের যে-সমস্ত জাতি কেবল পাশবিক বলের উপর নির্ভর করিয়া আপনাদিগকে শক্তিশালী করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে তাহারা এই প্রমাণ করিয়াছে যে তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। প্রাচীন রোম ও ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল পাশ্চাত্য জাতি সভ্যতার উন্নততম শিখরে আরোহণ করিয়াছেন বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন, তাঁহাদের বিষয় চিন্তা করিলে কি আমরা ইহার প্রমাণ পাই না? জর্ম্মণ যুদ্ধের পরে ইউরোপে যে ভীষণ অশান্তির অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে এবং যে অগ্নির মধ্যে পড়িয়া নরনারী দগ্ধ হইতেছে, তাহা কি ইহা প্রমাণ করিতেছে না যে মানুষ যখন নীতি ও ধর্ম্ম বর্জ্জিত হইয়া সংসারে সুখভোগ করিতে চায় এবং জাতীয় জীবনকে রক্ষা করিতে প্রয়াসী হয়, তখন জগতের ন্যায়বান ও ধর্ম্মাবহ বিধাতা তাহাদের সকল চেষ্টা ও পরিশ্রমকে ব্যর্থ করিয়া দেখাইয়া দেন যে ধর্ম্ম ও নীতি জাতি-গঠন ও সংরক্ষণের মূলীভূত প্রধান সহায়?

এক্ষণে পাশ্চাত্য সভ্যজাতিসমূহ বাক্যে না হইলেও কার্য্যগত জীবনে যে সংশয়বাদী ও নাস্তিকের ন্যায় জীবন যাপন করিতেছেন এবং তাহারই ফলে যে তাঁহারা আর শান্তিরক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছেন না, তাহা সকলেই বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন। বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কারণ সম্বন্ধে ইংরাজের এক ধার্ম্মিক ও চিন্তাশীল পণ্ডিত যাহা বলিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম এই "মানবজগতের উপর দিয়া বর্ত্তমান সময়ে যে এক ঘোরতর প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া স্বাধীনতা, ন্যায়পরতা, দয়া, প্রেম ও ধর্ম্ম প্রভৃতি মানবজীবনের উচ্চ বৃত্তি সমূহকে ধ্বংস করিয়াছে ইহার কারণ কি? কিছুদিন হইতে আমরা সভ্যতার অভিমানে স্ফীত হইয়া ধরাবক্ষে বিচরণ করিতেছি। আমাদের উচ্চ চিন্তা সমূহকে নষ্ট করিয়াছি, ধর্ম্মকে উপহাস ও বিদ্রূপ করিয়াছি। হঠাৎ "কলচরের" পাতলা আবরণ অপসারিত হওয়াতে আমাদের সভ্যতার ত্রুটি ও দুর্ব্বলতা সকল বাহির হইয়া পড়িতেছে। যখন আমরা স্মরণ করি যে বিগত বিশ বৎসর কাল আমাদের দেশে নূতন দর্শনশাস্ত্র, নূতন নীতিতত্ত্ব, ঈশ্বরে অবিশ্বাস এবং অসংযত জীবনযাপন প্রভৃতি মনুষ্য সমাজের অনুপযুক্ত ভাব সকল যে ভাবে চলিতেছিল তখন এমন কি সাংসারিক ব্যক্তিগণ ও ভাবিতে বাধ্য হয়েন যে এই ভীষণ যুদ্ধ ও তজ্জনিত দুঃখ ক্লেশ আরও পূর্ব্বে কেন আসে নাই।"*

এ সম্বন্ধে আর এক বিদুষী রমণীর উক্তির সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই যে বর্ত্তমান সময়ে যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, সমস্ত পৃথিবীকে আন্দোলিত করিতেছে তাহার আগমন কি নিষ্প্রয়োজন? যে সকল জাতিরা যুদ্ধে মত্ত হইয়াছে তাহারা কি বিশ্বপাতার নিয়ম প্রতিপালন করিয়াছিল? এই সকল জাতির মধ্যে কেহ কেহ ঈশ্বর বিশ্বাসে সংশয়ী হইয়া নাস্তিকের ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছে।

---

* পরিশিষ্ট ঙ দেখ।

আমাদের যে অমর আত্মা রহিয়াছে তাহা অনেক সময় অস্বীকার করিয়াছে। ঈশ্বর আমাদিগকে যে সুখ সম্পদ দিয়াছিলেন তাহার জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া নিজদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছি ও আত্ম-পূজাতে জীবন যাপন করিয়াছি। ভাল আহার, উত্তম পরিচ্ছদ ও সাংসারিক সুখের দ্বারা আমাদের প্রাকৃতজীবনের সেবা করিয়াছি। ইহার ফলে আমাদের ধনস্পৃহা ও সুখলালসা ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইয়াছে, কেবল অর্থ, পদমর্য্যাদা, শক্তি, সম্মান আমাদের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। আমাদের জীবনে অহঙ্কার, অসংযত-চিন্তা ও ঈশ্বর-দ্রোহী ভাব সমুহ আমাদিগকে স্বাধীন না করিয়া অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছে।*

শিবাজী-চরিত্রের একটী বিশেষ ভাব এই যে সাধুভক্তি তাঁহার জীবনে অতি আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভক্ত তুকারাম তাঁহাকে কি প্রকার আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহার সম্বন্ধে একটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। শিবাজী যখন বিজাপুরের সহিত সকল প্রকার বিরোধ হইতে বিরত ছিলেন তখন তিনি রাজকার্য্যে অবহেলা করিয়া অনেক সময় তুকারামের কথকতা শুনিতে যাইতেন। "তুকারাম ইন্দ্রায়নী নদীর তীরবর্ত্তী দেহুগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেহু পুণার আট ক্রোশ পশ্চিমোত্তর অংশে অবস্থিত। দেহুর অদূরবর্ত্তী লোহগ্রামবাসীগণের ধর্ম্মানুরাগে আকৃষ্ট হইয়া তুকারাম অনেক সময় তথায় কীর্ত্তন ও কথকতা করিতেন। লোহগ্রামে শিবাজীর সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া মহীপতি উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পর আরও অনেক স্থলে উভয়ের মিলন হইয়াছিল।"

* পরিশিষ্ট (চ) দেখ।



পণ্ডরপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিঠোবা

একদিন শিবাজী সভামধ্যে তুকারামকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য তাঁহার নিকট এক দূত প্রেরণ করেন। "তুকারাম, শিবাজীর নাম অবগত ছিলেন, এবং শিবাজীকে ধর্ম্মানুরাগী ও স্বজাতিবৎসল জানিয়া মনে মনে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু তাঁহার বহুজনাকীর্ণ ও ঐশ্বর্য্যাড়ম্বর পূর্ণ সভায় গমন করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ হইতেই তুকারাম নির্জ্জনতাপ্রিয় হইয়াছিলেন। ধনাঢ্য লোকদিগের নিকট গমন করিলে পাছে তাঁহাদিগের প্রদত্ত উপহারাদি গ্রহণ করিতে হয়, এই ভয়ে তিনি সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতেন।" শিবাজীর দূতকে ভক্ত তুকারাম বলিলেন "আমি পাপী, নরাধম। আমার বস্ত্র নাই, আমার শরীর জীর্ণ শীর্ণ, আমি দেখিতে অত্যন্ত কদাকার। আমি কাননে পর্ব্বতে থাকিয়া অসভ্যের মত দিনাতিপাত করিয়া থাকি। কত গুণী, ও জ্ঞানী তাঁহার সভার মধ্যে রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করা শিবাজীর উপযুক্ত কার্য্য হইবে।" এই বলিয়া কয়েক ছত্র লিখিয়া শিবাজীর পত্রের উত্তর দিলেন। তিনি লিখিলেন:—

"গরীয়ান্ যেইজন সাধু সদাচার,
কঠোর সংযমে নিত্য দিন গত যার।
ব্রত, প্রায়শ্চিত্ত সদা করে অনুষ্ঠান,
কামনা থাকিলে সে ত নীচের সমান।
তুকা বলে ধনি জন! তোমাদের মান
নশ্বর, আমরা কিন্তু চির ভাগ্যবান্।"

তৎপরে নিম্নলিখিত ভাবে তিনি শিবাজীকে তাঁহার রাজকার্য্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন:—

"এই মহাযোগ সদা সাধিও যতনে,
শুভ যাহা, ঘৃণা কভু করিও না মনে।

যে কার্য্য করিলে হয় পাপের সঞ্চার,
যতনে করিও তাহা নিত্য পরিহার।
তোমার অধীন যদি থাকে খলজন,
বচনে তাদের কভু নাহি দিও মন।
গুণী কেবা, রাজ্য তব কেবা রক্ষা করে,
বিচার করিয়া সদা দেখিও অন্তরে।
সকলিত বুঝ; আমি কি শিখাব নীত,
অনাথ, দুর্ব্বলে ত্যাগ নহে রাজোচিত।
শুনিলে এগুণ তব প্রীতি পাব মনে,
কাজ নাই, বীরবর, বৃথা দরশনে।
সাক্ষাতে না হবে এবে কোন ফলোদয়,
বৃথা কাজে দিন মাত্র হবে অপব্যয়।
দু' একটি কাজ যাহা ভাল বুঝি মনে,
হ'ক ভ্রম তাই লয়ে রহিব যতনে।
সর্ব্বজীবে এক আত্মা দেব নারায়ণ,
এই সার কথা সদা রাখিও স্মরণ।
আত্মারামে চিত্ত সদা স্থাপন করিবে,
গুরু রামদাসে নিজ আত্মায় হেরিবে।
মানব জনম তব ধন্য নরপতি!
তোমার গৌরবে আজ পূর্ণ বসুমতী।"

এই পত্র পাইয়া শিবাজী নানাপ্রকার উপহার দ্রব্য সঙ্গে লইয়া তুকারামের নিকট উপস্থিত হইলেন। তুকারামকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া একটী পাত্র স্বর্ণমুদ্রায় পূর্ণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন। নিস্পৃহ তুকারাম তাহা গ্রহণ করিলেন না, সুতরাং শিবাজী তাহা ব্রাহ্মণদিগের

মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। অতঃপর তুকারাম শিবাজীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "রাজপুত্র! যাহারা হরির সেবক, তাঁহাদিগের নিকট ক্ষুদ্র পিপীলিকা ও রাজাধিরাজ উভয়েই তুল্য, তুমি আমাকে যে উপহার প্রদান করিয়াছ তাহার সহিত মৃত্তিকার কোন পার্থক্য নাই। হরিভক্ত হইয়া আমরা কলির প্রধান বন্ধন মোহ ও আশা পরিত্যাগ করিতে শিখিয়াছি। বিঠোবাই আমাদিগের সর্ব্বস্ব; তাঁহার কৃপায় আমরা ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছি। বিঠোবা আমাদিগের জনক-জননী; তাঁহার বলে আমরা অসীম বলীয়ান্। সমগ্র বৈকুণ্ঠ এক্ষণে আমাদিগের গৃহে আসিয়াছে এবং সর্ব্বত্র আমাদিগের প্রভুতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ধন, প্রভুতা ও বল এই তিনটীতেই রাজার রাজপদ; কিন্তু বিঠোবার কৃপায় এই তিন বিষয়েই আমরা রাজাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমাকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য যদি তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আমি যাহাতে আনন্দ করি, তুমিও তাহা কর। হরিনাম গান কর; কণ্ঠে তুলসীমালা ধারণ কর এবং একাদশী ব্রত পালন করিয়া আপনাকে হরিদাসরূপে পরিণত কর, তাহা হইলেই আমার সন্তোষ বিধান করা হইবে।"

শিবাজী তুকারামের উপদেশ শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহার সংকীর্ত্তন ও কথকতা শ্রবণ করিবার জন্য কয়েকদিন লোহগ্রামে অবস্থান করিলেন। একদিন তুকারাম নিম্নলিখিত ভাবে একটী সংকীর্ত্তন করিলেন:—

"হরি! তুমি মম পিতা, তুমি মম মাতা হে!
সুহৃদ সখা তুমি, তুমি মম ধন, জন;
প্রাণ-রমণ তুমি, শান্তি সদন হে।
আপন বলিতে মম তোমা বিনা কেহ নাই,

সাধনের ধন তুমি, তুমিই শরণ হে।
ত্রিভুবন পূর্ণ করি, রহিয়াছ তুমি হরি
তব দরশন বিনা বৃথা এ নয়ন হে।
তব গুণ যে রসনা, কভু না করে ঘোষণা
বিনাশ মঙ্গল তার কি ফল রহিয়া হে।
যথা তব অধিষ্ঠান, সেই পুণ্য-তীর্থস্থান
না ভ্রমিল যদি পদ কি ফল তাহার হে।
সব সুখ ত্যাজ্য করি তব শ্রীচরণে হরি
তনু, মন প্রাণ মম করেছি অর্পণ হে।
বিনা তব গুণ-গাথা, আমার জ্ঞানের কথা
বিফল প্রয়াস শুধু; চাহি না শুনিতে হে
এ বিষম ভবনদী, তরিবারে চাহ যদি,
এস সবে সে চরণে লইবে শরণ হে।"

সংকীর্ত্তন করিতে করিতে তুকারামের নয়ন যুগল হইতে দরদরধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল; হৃদয়ের মধ্য হইতে মধুর ভাবধারা নিঃসৃত হইয়া শ্রোতৃবর্গকে আকুল করিয়া তুলিল। সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে লাগিলেন। শিবাজী মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন তুকারাম যে সম্পদের অধিকারী হইয়াছেন, তাহা দেবতাগণেরও দুর্লভ। এই সম্পদ জীবনে লাভ করিতে না পারিলে মনুষ্য জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়। তিনি স্থির করিলেন এই স্থানে আরও কিছুদিন অবস্থান করিয়া তুকারামের সঙ্গলাভ করিবেন।

শিবাজীর রাজকার্য্যে অবহেলা দর্শন করিয়া তাঁহার কর্ম্মচারীগণ ভীত হইলেন এবং জিজাবাইকে এই সংবাদ লিখিয়া পাঠাইলেন। জিজা-বাই তাহা শুনিয়া তুকারামের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন—

"আমার একমাত্র পুত্র আপনার উপদেশ শ্রবণ করা অবধি সাংসারিক কার্য্যে উদাসীন হইয়াছে। সমস্ত মহারাষ্ট্র প্রদেশ যাহার দিকে তাকাইয়া হিন্দুগৌরব-রবির পুনরুত্থানের সম্ভাবনার আশায় দিনযাপন করিতেছে সে যদি আপনার কর্ত্তব্য পালনে এইরূপ অমনোযোগী হয় তাহা হইলে তাহার দ্বারা এই মহৎকার্য্য কি প্রকারে সম্পন্ন হইতে পারে? আপনি দয়া করিয়া তাহাকে এমন উপদেশ প্রদান করুন যাহাতে সে পুনরায় রাজকার্য্যে অনুরাগী হইয়া আপনার কর্ত্তব্য পালন করে।" তুকারাম তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন "শিবাজী সংকীর্ত্তন শুনিতে আসিলে আমি তাঁহাকে সদুপদেশ প্রদান দ্বারা যাহাতে তিনি আপনার কার্য্যে মনোযোগী হয়েন তাহার চেষ্টা করিব : আপনি চিন্তিতা হইবেন না ; বিঠোবার ভজন করুন্, তিনি আপনার দুঃখ দূর করিবেন।"

অতঃপর শিবাজী সংকীর্ত্তন শুনিতে আসিলে তুকারাম তাঁহাকে বলিলেন "সৎকর্ম্মই সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র তরণী। ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারগণ বলেন স্বধর্ম্ম প্রতিপালন ভিন্ন পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই, অপরের ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট হইলেও তাহার আচরণে কোন ফললাভ হয় না। বিধাতা মানবসমাজ সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন এবং সকলেই নিজের নিজের ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে, ইহাই শ্রুতির আদেশ। যে শ্রুতিবাক্য প্রতিপালন না করে, সে অধঃপতিত হয়। সম্মুখ যুদ্ধে শত্রুজয় ও প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। ভোগ সুখাভিলাষী ব্যক্তি নিজের অবয়বের পুষ্টিসাধন করিয়া যেরূপ পরিতৃপ্তি লাভ করে, নরপতিগণও স্ব স্ব প্রজাপুঞ্জকে সুখী দেখিয়া সেইরূপ আনন্দলাভ করেন। সদ্বিবেকের সহিত প্রজাপালন অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মহত্তর ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। ক্ষত্রিয়গণ অনৈষ্ঠুর্য্য, সত্যনিষ্ঠা, প্রজাপুঞ্জের সুখে সহানুভূতি, সর্ব্বভূতে দয়া এবং সর্ব্বকালে

হরিস্মরণ দ্বারা ভগবানের করুণা লাভ করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে অরণ্যাশ্রয়ের কোন প্রয়োজন নাই, ভগবান স্বয়ং আসিয়াই তাঁহাদিগকে দর্শন দান করেন।”

এই উপদেশে শিবাজীর দিব্যজ্ঞান লাভ হইল। তিনি আপনার কর্ত্তব্য পালন না করিয়া যে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতেছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন। তৎপরে কিছুদিন মাতার সহিত তুকারামের সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া স্বীয় রাজধানীতে গমন করেন। ইহার পর হইতে তিনি সঙ্কীর্ত্তনের এত অনুরাগী হইয়া পড়েন যে “একবার পুনায় তুকারামের সঙ্কীর্ত্তন কালে শিবাজী পুনা হইতে পনর মাইল দূরবর্ত্তী সিংহগড়ে অবস্থান করিতেছিলেন; তখন প্রতিদিনই সিংহগড় হইতে পুনায় গমনাগমন করিতেন। মহীপতি বলেন যে এই উপলক্ষে একবার কতকগুলি মুসলমান সৈনিক, সুযোগ বুঝিয়া, শিবাজীকে সঙ্কীর্ত্তন স্থলে ধৃত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল” কিন্তু ভগবানের কৃপাতে তাঁহাকে ধরিতে পারে নাই, বরং তাহাদিগকে বিধ্বস্ত হইয়া পলায়ন করিতে হইয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমরা শিবাজীর উপরে তুকারামের প্রভাব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে শিবাজীর অন্য একজন পরামর্শদাতা বা গুরুর সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ইঁহার নাম স্বামী রামদাস। রামদাসের জ্ঞান, তুকারামের ভক্তি ও শিবাজীর বাহুবল এই তিন একত্রে মিলিত হইয়া মহারাষ্ট্র প্রদেশে যে স্বদেশ-প্রেম ও হিন্দু-স্বরাজ্যের মহা উদ্দীপনা আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহারই জন্য এখনও মহারাষ্ট্র প্রদেশ বীরপ্রসবিনী রাজপুতানার পার্শ্বে স্থান লাভ করিবার সম্পূর্ণ যোগ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। বস্তুতঃ এই তিন মহাপুরুষের সম্মিলন না হইলে মহারাষ্ট্র প্রদেশে জাতীয় জীবনের বিকাশ হইত কিনা গভীর সন্দেহের বিষয়।*

"মহারাষ্ট্রের জাম্বগ্রামে ১৫৩০ শকে, কীলক সম্বৎসরে চৈত্রমাসে রামনবমীর দিনে দ্বিপ্রহরের সময় এই মহাপুরুষের জন্ম হয়। পিতার নাম সূর্য্যাজী পন্ত, মাতার নাম রাণু বাই। তিন বৎসরের এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, নাম গঙ্গাধর। পিতা সূর্য্যাজী যখন গঙ্গাধরকে শুভদিন দেখিয়া দীক্ষা দিবার আয়োজন করেন, সেদিন নারায়ণের (পিতৃদত্ত নাম) চিত্তও বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। পিতার নিকট আবেদন কিন্তু নিষ্ফল হইল। কারণ তিনি তখন নিতান্ত অপরিণত বয়স্ক বালক। ক্ষোভে ও দুঃখে নারায়ণ পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। পথ চলিতে চলিতে উপস্থিত হইলেন এক নদীর তীরে, প্রবল প্লাবনে তাহার উভয় কূল ভাসিয়া গিয়াছে। বিপুল কল্লোলে বিরাট জলরাশি প্রবাহিত হইতেছে

---

* পরিশিষ্ট (ছ) দেখ

কিন্তু নারায়ণ ভয় পাইলেন না। তিনি সেই প্রবল প্রবাহে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ছয় ক্রোশ সন্তরণ করিতে করিতে সূর্য্যোদয় হইল; তখন এক গ্রামের সমীপে তিনি সানন্দে নদীর তীর দেখিলেন। এক ব্রাহ্মণ দয়াপরবশ হইয়া বালককে বস্ত্র ও উপবীত দিলেন। নারায়ণ সেই গ্রাম হইতে নদীর তীরপথে আবার চলিতে লাগিলেন। আসিলেন গোদাবরীর পুণ্যতীরে পঞ্চবটী ক্ষেত্রে শ্রীরামের দেউল আছে সেইখানে। এইখানে ধ্যান ধারণায় তাঁহার বার বৎসর কাটিয়া গেল। তিনি আবার দেশ পর্য্যটনে বাহির হইলেন, দেশের অবস্থা দেখিবার জন্য। যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার চিত্ত দ্রব হইল। তিনি দেশের তৎকালীন অবস্থার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই বড় করুণ। ধন সম্পদ সমস্ত গিয়াছে, কেবল দেশমাত্র পড়িয়া আছে, সুতরাং অনেকের সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। মানুষের খাইবার ধান্য নাই। বিছানায় পাতিবার বা গায়ে দিবার কাপড় নাই, ঘর করিবার উপাদান নাই, লোকে কি করিবে? কোন কাজেই মঙ্গল দেখিতে পাই না, কোন উপায় মনে আসে না, লোক অত্যন্ত চিন্তা প্রবাহে পড়িয়া গিয়াছে। প্রাণীমাত্রই দুঃখী, কাহাকেও সুখী দেখিতে পাই না। কঠিন কাল পড়িয়াছে দেখিয়া কেহই আর কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করে না।

"এই দারুণ অভাব দেখিয়া রামদাসের হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে। কেবল এই অন্নকষ্টে মহারাষ্ট্রের দুঃখ পর্য্যবসিত হয় নাই। দেশে রাজার শাসন নাই; অশান্তি উপদ্রব চতুর্দ্দিকে, নারীর সম্মানও নিরাপদ নহে। অনাহারে কেহ মরিতেছে, কেহ দেশত্যাগ করিতেছে, কত গ্রাম পরিত্যক্ত হইতেছে, সমস্ত শস্য ধান্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে, কত সুন্দরী নানা কষ্ট পাইয়া মরিতেছে। দেশে তখন সর্ব্বত্রই পশুবলের প্রাধান্য। দৈহিক শক্তির রাজত্বে বোধ হয় আর কখনও সেখানকার

লোক এমন অবনত মস্তকে গ্রহণ করে নাই, তাহা রামদাস বড় কষ্টে লিখিয়াছেন, ন্যায় ধ্বংস হইয়াছে, সকলে স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।

"রামদাস সন্ন্যাসী, কিন্তু সংসারবিরাগী নহেন। সংসারের হিতে দেশের হিতে তিনি আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সুতরাং দেশের এই দারুণ দুর্দ্দিনে তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীই চিরদিন লোক শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সেকালে যাঁহারা শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই সংসার বিরাগী। শাস্ত্র হইতে তাঁহারা বৈরাগ্যের উপদেশগুলিই উপবাসক্ষিন্ন স্বদেশবাসীগণের জন্য বাছিয়া বাহির করিতেন। তাঁহারা বলিতেন—এই যে জগৎ, ইহা মিথ্যা, সত্যের আভাস মাত্রও এখানে পাইবে না। স্ত্রী পুত্র কন্যাও মিথ্যা তাহাদের মায়ারজ্জুতে আবদ্ধ হইও না। তাহারা যদি চক্ষুর সম্মুখে অনাহারে দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া মরে, তবুও বিচলিত হইও না, শান্ত ও সমাহিত হইয়া কেবল ভগবানের নাম কীর্ত্তন কর। অনাহারে ক্লিষ্ট পুত্র-কলত্রের করুণ ক্রন্দনধ্বনি মৃদঙ্গ ও করতালের বাদ্যে ডুবাইয়া দাও; মৃদঙ্গ করতাল না মিলে যদি, পাথরের ত অভাব নাই, পাথর বাজাইয়া নাম কীর্ত্তন কর। উপবাস? উপবাসে ভয় পাইও না, ইহকালে উপবাস কর, পরকালে ইন্দ্রপুরীতে যাইয়া পারিজাতের মালা পরিয়া পেট ভরিয়া অমৃত খাইবে। এই শিক্ষায় লোকের মন স্বভাবতঃই কর্ম্মবিমুখ হইয়া উঠিল, কিন্তু সাধুসন্তগণের বেদান্তমহিমা অজস্র কীর্ত্তনেও সাধারণের চিত্ত জ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হইল না। রামদাস বুঝিলেন যাহারা এতদিন কেবল শুনিয়া আসিয়াছে সংসার অসার, তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে প্রপঞ্চেই পরমার্থ মিলে। দেশে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, কারণ মূর্খ, ভগবানের মাহাত্ম্য কি করিয়া বুঝিবে? করতালের

শঙ্কে পেট ভরে না। তুলসীর পাতা যতই পবিত্র হউক না, তাহার কাষ্ঠে রান্না হয় না, আম, কাঁটাল, কলা প্রভৃতির মত তাহাতে সুস্বাদু ফল ফলে না। দেশের আর্থিক দুরবস্থা দূর করিতে হইলে লোকের নিকট ধর্ম্মের সহিত কর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে হইবে। রামদাস এইজন্য একটী নবীন সম্প্রদায় গঠন করিলেন। তাঁহার শিষ্যেরা জনসেবাতেই জীবন নিয়োজিত করিয়াছিলেন, কর্ম্মের ও জ্ঞানের মহিমা বিশেষ ভাবে প্রচার করাই তাঁহাদের জীবনের ব্রত হইয়াছিল। সমর্থ রামদাসস্বামী এই উদ্দেশ্যে একদল শিষ্যকে সুশিক্ষিত করিয়া দেশের বিভিন্ন স্থানে মঠ স্থাপন করিলেন। তিনি নিজে রহিলেন সজ্জন-গড়ের চাফল মঠে। কল্যাণ স্বামীকে সীনা নদীর তীরে ডোমগাঁওয়ে মঠ বাঁধিয়া দিলেন। উদ্ধব স্বামীর উপর গোদাবরীর দুই তীরে দুইটি মঠের ভার ন্যস্ত হইল। এইরূপ দেবদাস, বালকরাম, ত্র্যম্বক গোসাঞি, গোবিন্দ রামচন্দ্র প্রভৃতি শিষ্য মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে রামদাসী মঠের মোহন্ত হইয়া বসিলেন। নবীন সম্প্রদায়ের মঠে দেশ ছাইয়া গেল। এই সকল মঠবাসী শিষ্যদিগকে রামদাস স্বামী উপদেশ দিলেন—

"শরীর পরোপকারে লাগাইবে। সকলের কার্য্য করিবে, কাহারও বিষয়ে যেন কম না হয়। অপরের দুঃখে দুঃখিত হইবে, অপরের সন্তোষে সুখী হইবে। মিষ্ট বাক্যে প্রাণী মাত্রেরই একতা সম্পাদন করিবে। সকলের অন্যায় ক্ষমা করিবে, সকলের কার্য্য করিবে, অপরকে নিজের তুল্য মনে করিবে। আলস্য সম্পূর্ণরূপে দমন করিবে, প্রভূত পরিশ্রম করিবে, কাহাকেও ঈর্ষাযুক্ত বাক্য বলিবে না। যাহা রোপণ করা যায় তাহাই অঙ্কুরিত হয়, অতএব যেরূপ বলিবে সেইরূপ উত্তর পাইবে, তবে কি নিমিত্ত কর্কশ বাক্য বলিবে? নিজে কর্ম্ম করিবে, অপরের উপদ্রব সহ্য করিয়া যাইবে। শরীর ক্ষয় করিয়াও নানাপ্রকার কীর্ত্তি

রাখিবে। এই ধর্ম্ম লোক সেবার ধর্ম্ম। এই উপদেশ সাধারণ শিষ্যদিগের প্রতি।"

"মঠধারী মোহন্ত-শিষ্যদিগকে স্বামী বলিতেছেন—চন্দন যে পর্য্যন্ত ক্ষয় হয় নাই, সে পর্য্যন্ত তাহার গন্ধ জানা যায় নাই, চন্দন ও অন্যান্য বৃক্ষ একই শ্রেণীতে ছিল। যে জন কথার অনুরূপ কার্য্য করে, নিজে করিয়া উপদেশ দেয়, লোক তাহার কথাই সত্য বলিয়া মানে। সমস্তই খুব বড় চাই, সুতরাং খুব কড়াকড়িও চাই, মঠ করিয়া অহঙ্কার করিও না। যাহা কিছু করিবার তাহাতে আলস্য করিবে না। আলস্য করিলে পরমার্থের অনেক হানি হয়। সন্তরণকারী নিমজ্জনোন্মুখকে রক্ষা করিবে, সামর্থ্য থাকিতে ডুবিতে দিবে না, বিবেকী পুরুষ মূর্খকে জ্ঞানবান করিবে।"

"ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে যে রামদাস স্বামী তাঁহার শিষ্যদিগের উপর যুগপৎ লোকশিক্ষা ও লোকসেবার ভার দিয়াছিলেন। এমন কঠিন ভার সহসা কাহারও উপর দেওয়া চলে না। সুতরাং রামদাস স্বামী সহসা কাহাকেও প্রথমে তাঁহার মোহন্ত শিষ্যেরা সন্ন্যাস ও দীক্ষা গ্রহণেচ্ছু যুবককে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। তার পর উপযুক্ত বিবেচনা করিলে তাহাকে সকলে রামদাস স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দিতেন। রামদাস বয়স্ক ব্যক্তিকে সাধারণতঃ সন্ন্যাস দিতেন না, কারণ তিনি প্রচার করিতেছিলেন—সংসারীর কর্ত্তব্য, কর্ম্মের মহিমা। উপযুক্ত তরুণেরা দেশসেবার মন্ত্র গ্রহণ করিতে আসিলে তাঁহার নিকট হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিত না।

"বাঙ্গালীর ন্যায় মহারাষ্ট্রীয়েরা মহিলাদিগকে অন্তঃপুর কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখে নাই। মহারাষ্ট্রে বহু বীর রমণী অসিহস্তে সমরভূমিতে আপনাদের শৌর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। সাবিত্রী বাই নামে একজন প্রভু-কায়স্থ মহিলা অকুতোভয়ে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের মুসলমান-

বিজয়ী সেনার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আবার অহল্যা বাইয়ের মত বহু প্রতিভাশালিনী মহিলা আপনাদের শাসন দক্ষতার জন্য ভারতের ইতিহাসে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। হিন্দু রামদাস, ব্রাহ্মণ রামদাস, ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের পৃষ্ঠপোষক রামদাস দেশ-সেবার অধিকার হইতে রমণী-দিগকে বঞ্চিত রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে অকাবাই ও বেণাবাইয়ের নাম মহারাষ্ট্রের সকলের নিকট পরিচিত। অকাবাইয়ের উপর রামদাস সকল মঠের রক্ষনের ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। বেণা-বাইয়ের উপর ছিল গ্রন্থপাঠ ও ব্যাখ্যার ভার। এই বেণাবাই সীতা স্বয়ম্বর নামক একখানি সুন্দর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। আপাবাই নামে আর একটী সুকণ্ঠ মহিলা কীর্ত্তন করিতেন, রামদাস স্বামীও কখনও কখনও তাঁহার কীর্ত্তন-সভায় উপস্থিত থাকিতেন। এইরূপ বাছিয়া বাছিয়া যোগ্য জনের উপর যোগ্যভার ন্যস্ত হইত, কিন্তু সকল শিষ্য বা সকল শিষ্যাকে রামদাস সকল কার্য্য করিবার অধিকার দেন নাই। কোন নিয়মের ব্যতিক্রম তিনি দেখিতে পারিতেন না, মঠের শৃঙ্খলার এতটুকু হানি হইলেই তিনি অপরাধীকে গুরুতর শারীরিক দণ্ড দিতেন। একবার তিনি তাঁহার এক মোহন্ত শিষ্যকে বেত মারিয়াছিলেন।

"রামদাস দেশসেবার নিমিত্ত সাহিত্যসেবাও করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে ছোট ছোট কবিতা, অভঙ্গ রামায়ণের কুন্দরা ও যুদ্ধকাণ্ড এবং দাসবোধ পাওয়া গিয়াছে। দাসবোধ রামদাসের অক্ষয় কীর্ত্তি। শিখদিগের যেমন গ্রন্থসাহেব, রামদাসী সম্প্রদায়ের সেইরূপ দাসবোধ। বেদ ও পুরাণ অপেক্ষাও তাহারা এই গ্রন্থখানির সম্মান করে, কোন কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইলে তাঁহারা মীমাংসার সন্ধান দাসবোধেই পায়। রামদাস লিখিতেন সমস্ত মহারাষ্ট্রবাসীর জন্য। সুতরাং তাঁহার রচনায় পণ্ডিতী ভাষার বড় অভাব। পদগুলি সরল,

মধুর, কিন্তু সজীব। রামদাসের ব্যক্তিত্ব তাহার অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত, পড়িলে মনে হয় যেন স্বামী রামদাস সম্মুখে আসিয়া বসিয়াছেন। কিন্তু এই রচনার সরলতাই দাসবোধের একমাত্র বা সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব নহে। এই দাসবোধের একাদশ দশকে স্বামী রামদাস সাধারণ ধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিয়া স্বদেশ প্রেম-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। এইখানে তিনি বলিয়াছেন হরিনাম কীর্ত্তনের মত রাজনীতি চর্চ্চা ও প্রত্যেক গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই গ্রন্থেই তিনি বৈরাগ্য পরমার্থবাদের পরিবর্ত্তে অতি অভিনব প্রপঞ্চ পরমার্থবাদ প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার ভাব কখনও ভাষার পেঁচে অস্পষ্ট হয় নাই, অর্থ অলঙ্কারের ভারে চাপা পড়িয়া যায় নাই। তাই তাঁহার আনন্দ —বন ভুবনের স্বপ্নে যেমন পররাষ্ট্রলোলুপ পাপীর সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, সেইরূপ দাসবোধেও স্বভাবতঃই বিধর্ম্মী দুর্জ্জনের কথা আসিয়া পড়িয়াছে এক কথায় বলা যায় দাসবোধ, স্বদেশ-প্রেমের বেদ। * *

"শিবাজী ও রামদাস উভয়েই দেশভক্ত। উভয়েরই জীবনের আদর্শ এক। সুতরাং পন্থা বিভিন্ন হইলেও তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সাক্ষাৎ হওয়ার পর শিবাজী রামদাসকে খুব ভক্তি করিতেন, তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, কারণ স্বামী সমর্থ শিবাজী অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। * * * * তাঁহারা উভয়েই স্বাধীনভাবে দেশমাতৃকার সেবা আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই ব্রতই তাঁহাদিগকে জীবনের মধ্যপথে মিলিত করিয়াছিল। শিবাজীর ভক্তি ও রামদাসের স্নেহ তাঁহাদের জীবনের ব্রত উদ্যাপনে পরস্পরের সহায়তা করিয়াছে।" *

---

* শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন লিখিত ১৩২৭ সালের মাঘের প্রবাসীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে পরিবর্ত্তিত আকারে গৃহীত।

স্বামী রামদাস, মহারাষ্ট্রে কেবল যে জাতীয় শক্তির জাগরণের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা নহে, কিন্তু যাহাতে মারাট্টা জাতি জাগ্রত হইয়া জীবিত থাকিতে পারে তাহার জন্য শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন কোন জাতিকে জাগ্রত করা বিশেষ আয়াসসাধ্য হইলেও তাহাকে জীবিত রাখা অধিকতর আয়াসসাধ্য। মারাট্টা জাতির পতনের কারণ এই যে তাহারা রামদাস ও শিবাজীর মহৎ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল। সাধারণের এই বিশ্বাস যে ইংরাজগণ মুসলমান সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকগণ বলেন যে বাঙ্গলা ও মান্দ্রাজ অঞ্চল ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত প্রদেশ হিন্দু রাজাদিগের অধীন ছিল এবং মারাট্টা জাতি এই সকল হিন্দু রাজাদিগের উপর প্রভুত্ব করিতেন। যখন মুসলমান শক্তি *ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছিল, তখন হিন্দু রাজাগণ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিলেন,* স্বতরাং ভারতবর্ষ জয় করিবার জন্য ইংরাজজাতির হিন্দু রাজাদিগকে পরাস্ত করার প্রয়োজন হইয়াছিল। *

স্বামী রামদাস তাঁহার "দাসবোধে" কিপ্রকার শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহার একটু আভাস নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—"এই গ্রন্থে অক্ষর পরিচয় ও লিপি পদ্ধতি হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাপত্যবিদ্যা পর্য্যন্ত

* For all practical purposes, therefore, it may be safely stated that except in Bengal and on the Madras coast, the chief power in the country was in the hands of the Native Hindu rulers controlled by the Maratta confederacy. The Mahomadan influence had spent itself and the Hindus had asserted their position and become independent rulers of the country, with whom alone the British power had to contend for supremacy—Rise of the Maratta Power.

প্রায় সমস্ত লৌকিক জ্ঞানের উপদেশ দৃষ্ট হয়। দেশের দুরবস্থাদির বর্ণনা, পরাধীন জাতির অবলম্বনীয় নীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের সহিত ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভের উপায় সমস্তই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। উদ্যান-রচনা, পণ্যশালা স্থাপন ও দুর্গনির্ম্মাণ পদ্ধতি বিষয়েও রামদাস উপদেশ দানে বিরত হন নাই। দেশের দুরবস্থা ও তন্নিবারণের উপায় সম্বন্ধে তাঁহার উক্তির একাংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতেই পাঠক দেখিতে পাইবেন রামদাস সাহিত্য-ক্ষেত্রে কিরূপ বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, যবনগণ বহুদিবস হইতে অত্যাচার করিতেছে, তাহাদিগকে শাস্তি দিতে পারে, হিন্দুগণের মধ্যে এমন পুরুষ কেহই নাই। দুষ্টগণের অত্যাচারে দেব-ব্রাহ্মণের উচ্ছেদ ঘটিয়াছে, সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়াছে। তীর্থক্ষেত্র সকল বিধ্বস্ত, ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান সমূহ অপবিত্রীকৃত ও সমস্ত দেশ বিপ্লবপূর্ণ হইয়াছে। ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছে। পাপীগণের বলবৃদ্ধি হওয়ায় ধার্ম্মিকগণ দুর্ব্বল হইয়াছেন ও দেবতাগণ অত্যাচার ভয়ে লুক্কায়িতভাবে রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ তিলক মালা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া যবনদিগের অনুযায়ী হইয়াছে। সকলেরই পূর্ব্বসম্মান লোপ পাইয়াছে। যবনগণ দুর্ব্বল প্রজাকুলের প্রতি বিবিধ কটুভাষা প্রয়োগ করে ও তাহাদিগকে নানাপ্রকার যন্ত্রণা দেয়। অতএব ধর্ম্মরক্ষার জন্যে সকলে জীবন বিসর্জ্জন কর। দেশের ম্লেচ্ছভাব দূরীভূত কর, যাবতীয় মরাঠা একত্র ও একমতাবলম্বী হও। আপনাদিগের মহারাষ্ট্র ধর্ম্মের বিস্তার কর। দেবতাগণকে মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক সকলে একোদ্যমে উত্থিত হইয়া তুমুল বিপ্লব উপস্থিত কর। অধ্যবসায় সহকারে সকলে চতুর্দ্দিক হইতে ম্লেচ্ছদিগের উপর পতিত হও। স্বদেশদ্রোহীদিগের বিনাশ পূর্ব্বক দেশ রক্ষা কর। ধর্ম্মস্থাপনের জন্য নূতন দেশ জয় কর

এবং চারিদিকে মহারাষ্ট্র-ধর্ম্ম ও মহারাষ্ট্র রাজ্য বিস্তার কর। এমন সময় থাকিতে যাহারা সতর্ক না হইবে, তাহাদিগকে পরে অনুতপ্ত হইতে হইবে।" * এই প্রকার শিক্ষা দ্বারা শিবাজীর বীরহৃদয় যে স্বজাতি-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া সমস্ত মারাট্টা জাতিকে মিলিত করিয়া এক মহাজাতিতে পরিণত করিবে এবং দাক্ষিণাত্যের মুসলমান নরপতিগণের ও অসীম প্রতাপশালী দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া হিন্দু-স্বরাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। অতঃপর আমরা যথাস্থানে শিবাজীর প্রতি রামদাসের উপদেশের একটি বিস্তৃত বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব।



* বিশ্বকোষ, ১৪শ খণ্ড, ৪৩৪ পৃষ্ঠা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে শিবাজী কিছুদিনের জন্ম নূতন রাজ্য বা দুর্গ অধিকার করিতে চেষ্টা করেন নাই। যখন তিনি দেখিলেন তাঁহার শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজন হইয়াছে, নচেৎ তাঁহার আশা পূর্ণ হয় না, তখন আরও দক্ষিণে আপনার রাজ্য স্থাপনের জন্য প্রয়াস করিতে লাগিলেন। জাবলি নামে একটী ক্ষুদ্র প্রদেশ দাক্ষিণাত্যে প্রবেশের পথে তাঁহার বাধা স্বরূপ রহিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে মোর নামক একটি মারাট্টা বংশ বিজাপুরের সুলতানের নিকট হইতে এইস্থান প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহারা অষ্টম পুরুষ পর্য্যন্ত এইস্থানে রাজত্ব করেন এবং তন্নিকটবর্ত্তী অনেক স্থান অধিকার করিয়া প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হয়েন। তাঁহাদের অধীনে ১২০০০ মাবলা পদাতিক সৈন্য কার্য্য করিত। তাঁহারা বিজাপুরের সুলতানের নিকট হইতে চন্দ্ররাও এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়া জাবলিতে বাস করিতেছিলেন। শিবাজী ভাবিলেন জাবলি যদি তাঁহার অধীনে না আসে, তবে সমস্ত মহারাষ্ট্রকে একভাবে উদ্দীপিত করা যায় না, এইজন্য জাবলি আক্রমণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে ইতিহাসে দুই বিভিন্ন মত দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন বিজাপুর-রাজ শিবাজীকে বন্দী করার জন্য চন্দ্ররাওকে গোপনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শিবাজী প্রথমে চন্দ্ররাওকে এজন্য ক্ষমা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে চন্দ্ররাও অকৃতজ্ঞের ন্যায় পুনরায় বাজী ঘোড়পড়ের সহিত চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিবার চেষ্টা করেন। এইবার শিবাজী আর ক্ষমা না করিয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় মত এই যে শিবাজী যখন দেখিলেন জাবলিকে নিজের অধীনে না আনিলে

আরও দক্ষিণে প্রবেশ করা যায় না, তখন তিনি রঘুনাথ বল্লাল নামক তাঁহার জনৈক কর্ম্মচারীকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন অর্থাৎ যাহাতে চন্দ্ররাও শিবাজীর সহিত যোগদান করেন তাহার জন্য চেষ্টা করেন। তাঁহার দ্বারা চন্দ্ররাওকে এই বলিয়া পাঠাইলেন যে শিবাজী তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহেন। তাঁহার নিকটে দ্বিতীয় প্রস্তাব করিলেন এই যে শিবাজী যে মহৎকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, সে বিষয়ে চন্দ্ররাওয়ের সহায়তা অত্যন্ত প্রয়োজন, নচেৎ তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে না। বংশহিসাবে শিবাজী নিম্নশ্রেণীভুক্ত বলিয়া চন্দ্ররাও তাঁহার কন্যার সহিত বিবাহ দিতে অস্বীকার করেন এবং দ্বিতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে বিজাপুরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সম্মত হইলেন না। রঘুনাথ, চন্দ্ররাওর সহিত প্রথম আলাপেই বুঝিতে পারিলেন, তিনি মদ্যপায়ী এবং অনেক সময় অসাবধান হইয়া থাকেন। রঘুনাথ, শিবাজীর উভয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সংবাদ তাঁহাকে প্রেরণ করিয়া বলিলেন তিনি যেন সসৈন্যে জাবলিতে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। দ্বিতীয় দিন রঘুনাথ, চন্দ্ররাওর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বিবাহ সম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলাপ করেন এবং সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন। সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথের জনৈক সহচর চন্দ্ররাওর ভ্রাতা সূর্য্যরাওকে হত্যা করে। শিবাজী পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিলেন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি সসৈন্যে জাবলি আক্রমণ করেন এবং চন্দ্ররাওর সৈন্যদলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া এই স্থান অধিকার করেন। চন্দ্ররাওর দুই পুত্র এবং সমস্ত পরিবার ধৃত হইলেন। কিন্তু হনুমন্ত রাও নামক তাঁহার জনৈক আত্মীয় অন্যস্থানে পলায়ন করিলেন। শিবাজী তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য শম্ভুজী কাবজীকে প্রেরণ করেন।

আমরা এই দুইটি মত স্থিরভাবে আলোচনা করিলে দেখিতে পাই

প্রথমোক্ত মত যদি সত্য হয়, তবে চন্দ্ররাওকে হত্যা করিয়া শিবাজী অন্যায় করেন নাই। কিন্তু দ্বিতীয় মত যদি সত্য হয়, তবে শিবাজীকে বাস্তবিকই অপরাধী বলিতে হয়। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদিগকে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। শিবাজী নিজের সুখস্পৃহা চরিতার্থ অথবা সাংসারিক সম্পদলাভ করিবার ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া রাজ্যস্থাপন বা রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেন নাই। তিনি চিরকাল অতি সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য এই ছিল যে যে-কোন প্রকারে হউক অত্যাচারী মুসলমানদিগের অধীনতা-পাশ হইতে নিজের জাতিকে মুক্তিদান করিতে হইবে এবং জীবনাপেক্ষা লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে যত কিছু কণ্টক ছিল তাহা উৎপাটিত করাই শিবাজীর লক্ষ্য ছিল। এই জন্যই তিনি তাঁহার পিতার পুনার জায়গীর নিজহস্তে গ্রহণ করিয়া সকল শাসনকর্ত্তাদিগকে নিজের অধীনে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আমাদের আরও একটী বিষয় স্মরণ করিতে হইবে। তাহা এই যে শিবাজী ধর্ম্মরক্ষার জন্য যে-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা কখনও বুদ্ধ, যীশু বা চৈতন্যের অবলম্বিত প্রণালী হইতে পারে না।

জাবলি অধিকার করাতে একদিকে দক্ষিণ ও পশ্চিমে রাজ্যবিস্তার করিবার যেমন সুযোগ হইয়াছিল অন্যদিকে তেমন সহ্যাদ্রি পর্ব্বতের অধিবাসী সমস্ত মাবলাগণের উপর তাঁহার আধিপত্য স্থাপন করিবার সুবিধা হইল। জাবলিতে তিনি অনেক ধন রত্নও লাভ করিলেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরে শিবাজী জাবলি হইতে দুই মাইল দূরে প্রতাপগড় নামে এক নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আপনার আরাধ্যা ভবানী দেবীর মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। প্রতাপগড়ে ভবানী মূর্ত্তি স্থাপন করা সম্বন্ধে একটী

গল্প আছে। ভোঁসলে পরিবার চিরকালই ভবানী-ভক্ত। তাঁহারা বৎসরে অন্ততঃ একবার তুলজাপুরের ভবানী-মন্দিরে গমন করিয়া তাঁহার পূজা করিতেন। বিজাপুরের বিদ্রোহী হওয়াতে শিবাজীর পক্ষে তুলজাপুরে গমন করা বিপজ্জনক ভাবিয়া তিনি রাইরিতে ভবানী-মন্দির স্থাপনের অভিলাষ করিয়াছিলেন। এক দিবস রাত্রিতে ভবানী তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া বলিলেন রাইরিতে মন্দির প্রতিষ্ঠা করা অপেক্ষা মহাব্লেশ্বরের কোন স্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়া ভাল। পরদিন শিবাজী সেই স্থানে গমন করিয়া উপযুক্ত স্থানের অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন একটী প্রস্তর খণ্ডের উপর 'লিঙ্গ'-চিহ্ন খোদিত রহিয়াছে। শিবাজী এই স্থানে মন্দির এবং ইহার চতুর্দ্দিকে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। তদনুসারে মোরোপিঙ্গলে এক সুদৃঢ় দুর্গ ও এক সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ভবানীর আবির্ভাব ও স্থান নির্ব্বাচনে তাঁহার অভিপ্রায় সম্বন্ধে কাহারও সংশয় থাকিলে আমাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু স্থানটি যে অতি মনোরম এবং মন্দির নির্ম্মাণের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সমতল ভূমি হইতে ১০০০ ফিট উর্দ্ধে উত্থিত একটী পাহাড়। পাহাড়ের পাদদেশস্থিত রাস্তা হইতে উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলে দর্শকের প্রাণে আনন্দের সঞ্চার হয়। পাহাড়ের উপর হইতে নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলে গিরিশঙ্কট এবং গিরিবর্ত্ম সমূহ নয়নগোচর হয়, সুতরাং শত্রুদিগের গমনাগমন লক্ষ্য করিবার পক্ষে অত্যন্ত সহায়তা করে। এই স্থানে মোরো, মন্দির এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন।

এ পর্য্যন্ত শিবাজী মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন নাই। মোগলসম্রাটের লোকবল ও অর্থবলের সীমা নাই। কোন কারণে তিনি যদি শিবাজীর উপর বিরক্ত হয়েন তাহা হইলে হিন্দু স্বরাজ্য স্থাপনের সকল

আশা নষ্ট হইবে। এই জন্য তিনি বুদ্ধিকৌশলে বিজাপুর ও দাক্ষিণাত্যের মোগল শক্তিকে দুর্ব্বল করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৬৫৩ খৃঃ অব্দে সম্রাট সাজেহানের পুত্র আরংজেব প্রখর বুদ্ধি ও প্রবলপরাক্রমের সহিত দাক্ষিণাত্য শাসন করিতেছিলেন। সুতরাং বিজাপুর অথবা শিবাজী কোনরূপে তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করিতে সাহস করেন নাই। ১৬৫৬ খৃঃ অব্দে মহম্মদ আদিল সাহের মৃত্যু হইলে আরঞ্জেব বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করেন। শিবাজী, আহমদনগরের মোগল শাসনকর্ত্তা মুলতাফৎ খাঁকে জানাইলেন যদি মোগল সম্রাট তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন তাহা হইলে তিনি আরঞ্জেবের সহিত যোগদান করিবেন। শিবাজী আরঙ্গাবাদে আরঞ্জেবের নিকট ও এক দূত প্রেরণ করেন। তিনি আরঞ্জেবকে বলেন যদি মোগল সম্রাট, বিজাপুরের যে সমস্ত দুর্গ ও স্থান এ পর্যান্ত শিবাজী অধিকার করিয়াছেন তাহার উপর তাঁহার কর্ত্তৃত্বের দাবী স্বীকার করেন তাহা হইলে শিবাজী তাঁহার সহিত যোগদান করিয়া বিজাপুরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন। আরঞ্জেব তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে স্বীকার করিলেন। এদিকে বিজাপুর আপনার বিপদ দেখিয়া শিবাজীর সহায়তা প্রার্থনা করেন। শিবাজী এই সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি তিন সহস্র অশ্বারোহী সমেত মিনাজী ভোঁসলে এবং কাশিকে মোগলরাজ্য আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা ভীমা নদী পার হইয়া চামারগণ্ডা ও রাইসিন আক্রমণ করেন এবং অন্যান্য স্থান লুণ্ঠন করিতে করিতে আহমদনগরের নিকট উপস্থিত হয়েন। ঠিক্ সেই সময়ে শিবাজী জুন্নার আক্রমণ করেন। তিনি এক রজনীতে রজ্জু আরোহিনী সংলগ্ন করিয়া জুন্নার সহরের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক সহরের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং রক্ষকদিগকে বিনাশ করিয়া দুই শত অশ্ব, তিন লক্ষ হন এবং নানাপ্রকার বহুমূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রাপ্ত হয়েন।

আরঙ্গেব এই সংবাদ শ্রবণে যৎপরোনাস্তি কুপিত [illegible]নাপতিদিগকে আদেশ করিলেন শিবাজীর সমস্ত দুর্গ যেন অচিরে ভূমিসাৎ করা হয়, গ্রামবাসীদিগের সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন করা হয় এবং তাহাদিগকে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করা হয়। তাঁহার আদেশ ক্রমে নসিরি খাঁ ও ইরাজ খাঁ তিন সহস্র অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে চামারগণ্ডার অভিমুখে যাত্রা করেন এবং শিবাজীকে পরাস্ত করেন। তখন পর্য্যন্ত শিবাজী জুন্নারে অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু যখন মোগলসেনা জুন্নারে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন বাধ্য হইয়া তিনি ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া আহমদনগরের দিকে পলায়ন করেন। তৎপরে নসিরি খাঁর সৈন্য জুন্নারে উপস্থিত হইলে দুই দলে ভীষণ যুদ্ধ হয়। তাহাতে মোগল সৈন্য জয়লাভ করিল এবং অনেক মারাট্টা সৈন্য হতাহত হইল। অতঃপর আরঙ্গেব নসিরি খাঁকে শিবাজীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে সসৈন্যে বিনাশ করিতে আদেশ করেন। কিন্তু বর্ষার আগমনে নসিরি খাঁ তাঁহার আদেশ পালন করিতে পারিলেন না।

এই সময়ে সম্রাট সাজেহান রোগশয্যায় শায়িত হওয়াতে দিল্লীর সিংহাসন লাভ সম্বন্ধে তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইল। রাজপুত্র আরঙ্গেব বিজাপুরের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া কর্ম্মচারীদিগের উপর শিবাজীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার ভার অর্পণ করিয়া দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করেন। শিবাজী দেখিলেন এইবার তাঁহার দুর্গ ও রাজ্যরক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠিল, কারণ বিজাপুর ও আরঙ্গেব মিলিত হইলে কোনপ্রকারে তিনি আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন না। এইজন্য তিনি এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। আরঙ্গেবের আগ্রা যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তাঁহার নিকট একদূত প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, আরঙ্গেব যদি তাঁহার সমস্ত ত্রুটি মার্জ্জনা করেন, তাহা হইলে তিনি

তাঁহার অধীনে থাকিয়া মোগলদিগকে সাহায্য করিবেন। তাহার উত্তরে আরঙ্গেব লিখিলেন "তুমি যে অপরাধ করিয়াছ, তাহার মার্জ্জনা হইতে পারে না, কিন্তু তুমি যখন অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমাভিক্ষা করিতেছ তখন তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তোমার পিতার জায়গীর সমূহ এবং কঙ্কন প্রদেশের দুর্গ ও রাজ্য যদি তুমি পুনরায় পাইতে চাও তাহা হইলে সোন পণ্ডিতকে ৫০০ অশ্বারোহীর সহিত আমার নিকটে প্রেরণ করিবে এবং তুমি স্বয়ং আমার রাজ্যের সীমান্ত স্থান সকল রক্ষা করিবে। তুমি শীঘ্র সোন পণ্ডিতকে পাঠাইয়া দিও, তাহা হইলে তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে।

আরঙ্গেব শিবাজীর প্রতি মৌখিক সদ্ভাব দেখাইলেন বটে, কিন্তু তিনি আপনার সেনাপতি ও কর্ম্মচারীদিগকে সাবধান করিয়া এবং আদিল-সাহাকে শিবাজীর সম্বন্ধে সাবধান হইতে পরামর্শ দিয়া আগ্রা যাত্রা করেন। তৎপরে আরঙ্গেব দুই বৎসর কাল দাক্ষিণাত্যে আসিতে পারেন নাই। এই সময়ে বিজাপুরের বিধবা বড়ি সাহেবা বিজাপুরের রাজকার্য্য পরিচালন করেন। তিনি অত্যন্ত চতুর ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। এক্ষণে মোগলদিগের সহিত বিরোধের সম্ভাবনা না থাকাতে তিনি আপনার রাজ্য নানাপ্রকারে সুদৃঢ় করিতে চেষ্টা করেন। বেগম একদিবস সাহাজীকে আহ্বান করিয়া শিবাজীর বিদ্রোহীতার জন্য তাঁহাকে শাসন করিতে বলাতে সাহাজী বলিলেন শিবাজীকে শাসন করা তাঁহার সাধ্যাতীত, সুতরাং বিজাপুর আপনার ইচ্ছানুযায়ী তাহাকে শাসন করিতে পারেন। কিন্তু শিবাজী তখন এরূপ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তাঁহার বুদ্ধি, সাহস ও রণচাতুর্য্যের সংবাদ চতুর্দ্দিকে এত বিস্তৃত হইয়াছিল যে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে কেহই সাহস করিল না। অবশেষে আফজল খাঁ এই দুঃসাহসিক কার্য্য সম্পন্ন

করিতে অগ্রসর হয়েন। মোগলদিগের সহিত সংগ্রা[illegible] বিজাপুরের অনেক সৈন্য হত হওয়াতে আফজল খাঁ কেবল [illegible] দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া শিব[illegible] বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। এই সময়ে শিবাজীর সৈন্যসংখ্যা প্রায় ষাট সহস্র হইয়াছিল। সুতরাং শিবাজীর সহিত সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া আফজল খাঁর নিকট সমীচীন বোধ হইল না, তিনি বন্ধুভাবে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, এই কপটনীতি অবলম্বন করিলেন। *

আফজল খাঁ, শিবাজীর বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার [illegible] সভার মধ্যে সদর্পে এই কথা বলিয়া গেলেন যে অশ্ব হইতে অ[illegible] না করিয়াই তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনিবেন। তিনি পথিমধ্যে [illegible]য় সকল ভগ্ন করিতে করিতে ও গোহত্যা করিতে করিতে তুলজ[illegible] উপস্থিত হইলেন। তুলজাপুর মারাট্টাদিগের একটী প্রধান তীর্থ[illegible] এই স্থানে ভবানীর মন্দির বিশেষ বিখ্যাত। ভবানীকে দর্শন [illegible]র জন্য প্রতিদিন বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। ভবানী, [illegible]াজীর আরাধ্যা দেবী। শিবাজীর প্রতি ঘৃণা ও ঈর্ষা বশতঃ [illegible]জল খাঁ ভবানী মূর্ত্তিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে আদেশ দিলেন। অ[illegible]ল খাঁর আগমন সংবাদ ইতিপূর্ব্বে প্রচারিত হওয়াতে পুরোহিতগণ [illegible] হইতেই দেবী মূর্ত্তিকে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। ভবানী মূর্ত্তিকে নষ্ট করিতে অসমর্থ হইয়া আফজল খাঁ একটী গোবধ করতঃ মন্দিরের চারিদিকে

---

* Against Shivaji the queen this year sent Abdulla Khan with an army of 12000 horse and foot and because she knew with that strength he was not able to resist Shivaji, she councelled him to pretend friendshlp with his enemy, which he did.

ঐ শোণিত বিকীর্ণ করিতে আদেশ দিলেন * আফজল খাঁ কৃষ্ণাজী ভাস্করকে শিবাজীর নিকট প্রেরণ করিয়া বলিলেন, তাঁহার পিতা সাহাজী বিজাপুরের একজন পুরাতন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী, সুতরাং তাঁহারও কর্ত্তব্য বিজাপুরের অধীনে তিনি কর্ম্ম গ্রহণ করেন। যদি তিনি আফজল খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করেন তাহা হইলে তাঁহার পূর্ব্বকৃত অপরাধ তিনি ক্ষমা করিবেন। কঙ্কন প্রদেশ এবং তাঁহার অধিকৃত দুর্গ সকল তাঁহাকেই প্রদত্ত হইবে। তাঁহার সাহস ও বীরত্ব দেখিয়া তিনি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছেন, এক্ষণে তিনি বিজাপুরের বশ্যতা স্বীকার করিলে তাঁহার উপযুক্ত পদে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

একটী প্রবাদ বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তাহা এই যে বিপদ কখন একাকী আসে না, কিন্তু অন্যান্য বিপদকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হয়। বিজাপুরের বিজয়ী সৈনিকদল বীর আফজল খাঁর অধীনে প্রতাপগড় দুর্গের নিকটস্থ হইয়া একদিকে ভীষণ রবে যুদ্ধের দুন্দুভি বাজাইতেছে অন্যদিকে শিবাজীর অন্তঃপুরে তাঁহার সকল অবস্থাতে ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী, আপদ বিপদে সুপরামর্শদাত্রী বীর

---

* At Tuljapore he ordered the stone image of Bhavani to be broken and powdered into dust in a hand-mill—J. N. Sircar. He (Afzal khan) therefore marched al most due north from Bijapore to Tuljapore. This was and still is, a favourite shrine of Bhavany and was especially dear to the Bhonsley family. Knowing this Afzal khan resolved to desecrate it * * Unable to destroy the image Afzal khan had a cow killed and its blood sprinkled throughout the temple—Kincaid and Parasnis H. of the Mahratta people.

রমণী সইবাই ভীষণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া শয্যা[illegible] হইয়াছেন। চিকিৎসকগণের সকল বুদ্ধি ও ঔষধের শক্তিকে [illegible] করিয়া রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। সইবাইয়ের শরী[illegible]শঃই দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। জিজাবাই পুত্রবধূর [illegible]াপার্শ্বে বসিয়া দিবারাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় সেবা করিতেছে[illegible] কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইতেছে না। এই সময়ে একদিবস শি[illegible]ত্নীর শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া শারীরিক কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা [illegible]ন। নির্জ্জন গৃহে বহুদিন পরে পতি পত্নী একত্র মিলিত হইয়া [illegible]জ্যের সংবাদ আদান প্রদানের পর সইবাই বলিলেন আজ আমার [illegible]তিথি, তাই নববস্ত্র ও অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়াছি। বলত আমায় কে[illegible] দেখাচ্ছে?" শিবাজী হাসিয়া উত্তর করিলেন "ঠিক শিবাজীর [illegible] মত।" তৎপরে সইবাই বলিলেন "আজ তোমার নিকট আমার [illegible] প্রার্থনা আছে, তাহা কি পূর্ণ করিবে? আমার প্রাণের ধন শম্ভু[illegible] আজ তোমার চরণে সমর্পণ করিলাম। সে তোমার পুত্র, সু[illegible] সে যদি কোন অপরাধ করে, পুত্র বলিয়া হতভাগ্যকে ক্ষমা করিও।" শিবাজী জিজ্ঞাসা করিলেন "সে তো দুগ্ধপোষ্য শিশু, সে [illegible]ণ কিছুই

---

* শম্ভুজী ১৫৭৯ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ শুদি দ্বাদশীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সইবাই ১৫৮১ শকাব্দের ভাদ্রপদের বদি চতুর্দ্দশীতে পরলোক গমন করেন। শম্ভুজির নিষ্ঠুরতার সম্বন্ধে Grant Duff লিখিয়াছেন:—The barbarity of his disposition was displayed from the moment he passed the gate of Raigarh. Annaji Datta was put in irons, thrown into prison and his property confiscated. Raja Ram was also confined; Soyera Bye was seized and when brought before Sambhuji, he insulted her in the grossest manner, accused her of having

জানে না, তাহার জন্য এ প্রার্থনা কেন? সইবাই উত্তর করিলেন "আমি জানি সে অত্যন্ত কুপুত্র হইবে, তোমার নাম কলঙ্কিত করিবে।" এই বলিয়া সইবাই বলিলেন "তুমি আমার নিকটে এস, আমি তোমার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া প্রাণ ভরিয়া ঐ মুখচন্দ্র দর্শন করি।" বীরবর শিবাজী পত্নীর মস্তক স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে প্রিয়তমা পত্নীর জীবন সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এমন সময়ে সইবাই বলিলেন "আমার বহু ভাগ্যফলে তোমার ন্যায় স্বামীরত্ন লাভ করিয়াছিলাম। ভবানী অনন্তকাল আমাকে তোমার সেবার জন্য তোমার সঙ্গে মিলিত করিয়া আমার জীবন ধন্য করুন। আমাকে এখন বিদায় দাও, আমি মৃত্যুর আহ্বান ধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। আজ আমার জন্মতিথি এবং মৃত্যুদিনও বটে। তোমার পদধূলি মস্তকে দাও।" এই বলিয়া শিবাজীর পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিয়া বীর রমণী সাধ্বী সইবাই চিরদিনের জন্য নয়নদ্বয় নিমীলিত করিলেন!

শিবাজীর নিকট আজ সমস্ত জগত অন্ধকারময় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার হৃদয়ে সংসারের অসারতার ছায়া পতিত হইয়া তাঁহাকে সংসার সম্বন্ধে উদাসীন করিয়া তুলিল। তিনি ভাবিলেন বিজাপুরের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া মহারাষ্ট্রকে পূর্ব্বের ন্যায় রাখিয়া গুরু রামদাস

poisoned Shivaji, loaded her with every epithet of abuse and ordered her to be put to a cruel and lingering death. The Mahratta officers attached to her cause, were beheaded; and one, particularly obnoxious was precipitated from the top of the rock of Raigurh.

স্বামী ও ভক্ত তুকারামের সঙ্গে জীবনের অবশিষ্ট অংশ যাপন করিবেন। আফজল খাঁর নিকট গমন করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন এবং যাহাতে বিজাপুরের সহিত সন্ধি হয় তাহার জন্য অনুরোধ করিবেন। আবার তাঁহার মনে হইতে লাগিল তাহা হইলে এতদিনের পরিশ্রম ও ক্লেশ কি সমস্ত ব্যর্থ হইবে। সমস্ত মহারাষ্ট্র যে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, মুসলমানের শাণিত ছুরিকাভয়ে ভীতা, মাতৃ-স্বরূপিণী গাভী সকল তাঁহার বাহুবলের দ্বারা রক্ষিত হইবে এই আশাতে আশান্বিত হইয়া বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া রোমন্থন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, মারাট্টা জাতীর দেবদেবীগণ আপনাদের লাঞ্ছনা ও অপমান হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য তাঁহাকে যে বারংবার আহ্বান করিতেছেন, এই সমস্ত স্মরণ করিয়া তাঁহার শোকাভিভূত হৃদয় শান্ত হইল আপনার গুরুতর কর্ত্তব্যের কথা মনে পড়িল। তিনি ভাবিলেন গুরুদেবের কথা ভুলিব না, দেশের কৃষকের অবস্থা ও দারিদ্র্যের ক্লেশ ভুলিব না, আমার মাতা ও ভগ্নীদিগের সতীত্ব-গৌরব রক্ষা করিতে বিস্মৃত হইয়া সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় জীবন যাপন করিতে পারিব না। এইপ্রকার মানসিক সংগ্রামে তিনি এতই আত্মবিস্মৃত ও উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে তরবারি গ্রহণ করিবার জন্য অজ্ঞাতভাবে আপনার কটিদেশে হস্ত স্থাপন করিলেন। এমন সময়ে জিজাবাইয়ের ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার শ্রবণে প্রবেশ করাতে তিনি আত্মস্থ হইয়া বাহিরে গেলেন। সেখানে তাঁহার বন্ধু ও সেনাপতি তানাজী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।



প্রতাপগড়স্থিতা শিবাজীর আরাধ্যা

দেবী ভবানী

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কিছুকাল পরে শিবাজী আফজল খাঁ সম্বন্ধে তানাজী ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। প্রায় সকল কর্ম্মচারী তাঁহাকে আফজল খাঁর সহিত যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন আফজল খাঁ বিজাপুর হইতে এতদূরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে কেহই তাহার সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে নাই, বিশেষতঃ প্রতাপগড়ে যে মারাট্টা সৈন্য ছিল তাহাদের সংখ্যা বিজাপুরী সৈন্য অপেক্ষা অনেক অল্প। এঅবস্থাতে আফজলের সহিত যুদ্ধ করা সমীচীন হইবে না। শিবাজী চিন্তা করিলেন তিনি যদি আফজলের বশ্যতা স্বীকার করেন তাহা হইলে তাঁহার স্বাধীনতা লাভের আশা চিরদিনের জন্য নষ্ট হইবে এবং যাবজ্জীবন তাঁহাকে বিজাপুরের একজন সাধারণ কর্ম্মচারীর ন্যায় জীবন যাপন করিতে হইবে। কিন্তু যদি আফজলের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে বিজাপুরের সহিত পুনর্মিলনের আশা আর থাকিবে না এবং তাহা হইলে তাঁহাকে একাকী বিজাপুর, মোগলসম্রাট এবং অন্যান্য শত্রুদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া আপনার জীবন, রাজ্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইবে। শিবাজী এই অবস্থাতে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অত্যন্ত অশান্তির মধ্যে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার একটী নিয়ম এই ছিল যে যখন তিনি এইরূপ সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতেন তখন তাঁহার ইষ্টদেবতা ভবানীর ধ্যানে নিযুক্ত হইতেন। এইরূপ কথিত আছে যে ধ্যানের সময় তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। সেই অচৈতন্য অবস্থাতে ভবানী তাঁহার মধ্যে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার

উদ্ধারের উপায় নির্দ্দেশ করিতেন। সেই সময়ে কোন কর্ম্মচারী তাঁহার নিকটে থাকিতেন এবং শিবাজী সেই অচৈতন্য অবস্থাতে যাহা উচ্চারণ করিতেন তিনি তাহা লিখিয়া রাখিতেন। যখন তাঁহার চৈতন্য হইত তখন তিনি সেইমত কার্য্য করিতেন। এইরূপ কার্য্য করিয়া তিনি কখনও বিপদগ্রস্ত অথবা বিফল মনোরথ হয়েন নাই। আফজল খাঁর আগমনে তিনি সেই প্রণালী অবলম্বন করিলেন। এইরূপ বর্ণিত আছে যে ভবানী তাঁহার অন্তরে প্রকাশিত হইয়া বলিলেন "বৎস তুমি চিন্তিত হইও না, তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক, আফজল খাঁ তোমার হস্তে নিহত হইবে।" ভবানীর এই সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহার সমস্ত চিন্তা ও উদ্বেগ বিদূরিত হইল। তিনি মাতার নিকটে ইহা নিবেদন করিলে জিজাবাই বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন "শিববা, তুমি যে সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া এতদিন পর্য্যন্ত ভবানীর কৃপাতে সফলতা লাভ করিয়াছ তাহা অতি পুণ্য কার্য্য। এই প্রকার পুণ্য কার্য্য যাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় তাহার মাতা পরম সৌভাগ্যবতী, অতএব তুমি চিরকালই এই প্রকার মহৎকার্য্য সাধনে আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়া জীবনকে ধন্য ও পবিত্র কর। আশীর্ব্বাদ করি তুমি বিজয়ী হও।" শিবাজী মাতার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ভক্তি-গদগদ চিত্তে তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহার কর্ম্মচারীরা ভবানীর এই ভবিষ্যৎবাণী শ্রবণ করিয়া এবং আপনাদিগের ও স্বদেশের মর্য্যাদা রক্ষা করা মনুষ্যোচিত কার্য্য ইহা স্মরণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার জন্য শিবাজীকে পরামর্শ দিলেন। এই যুদ্ধে যদি তাঁহার মৃত্যু হয় সেই আশঙ্কা করিয়া তাঁহার প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে রাজ্য শাসন সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরামর্শ দিয়া শিবাজী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কঙ্কন এবং

ঘাট হইতে মোরো ত্রিম্বাক পিঙ্গলে এবং নেতাজী পলকরকে সসৈন্যে প্রতাপগড়ে আসিবার জন্য আদেশ করিলেন।

আফজল খাঁর দূত কৃষ্ণাজী ভাস্কর শিবাজীর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে আফজলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। শিবাজী কৃষ্ণাজী ভাস্করের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন শিবাজীর সহিত আফজলের সাক্ষাৎ করিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি। কৃষ্ণাজী বলিলেন শিবাজীর অনিষ্ট-সাধন করাই আফজলের মনোগত অভিপ্রায়। তৎপরে শিবাজী গোপীনাথ পন্থকে দূতস্বরূপ খাঁর নিকটে প্রেরণ করেন। গোপীনাথ, খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন তিনি যদি শিবাজীকে অভয়দান করেন, তবে শিবাজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন। খাঁ, ইহাতে সম্মত হইলেন। এদিকে গোপীনাথ অনেক অর্থদ্বারা আফজলের লোকদিগকে বশীভূত করিয়া জানিতে পারিলেন যে সম্মুখ যুদ্ধে শিবাজীকে বন্দী করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া আফজল কৌশলক্রমে তাঁহাকে বন্দী করিবেন, ইহা স্থির করিয়াছেন। গোপীনাথের নিকট হইতে ইহা শ্রবণ করিয়া শিবাজী আফজলকে বলিয়া পাঠাইলেন যদি তিনি প্রতাপগড়ের নিকট আসেন তাহা হইলে তিনি সাক্ষাৎ করিতে সম্মত আছেন। আফজল খাঁ তাহাই করিলেন। শিবাজীর আদেশে প্রতাপগড় হইতে ওয়াই পর্য্যন্ত গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়া রাস্তা প্রস্তুত হইল এবং বিজাপুরের সৈন্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আহার্য্য দ্রব্য সংগৃহীত হইল। প্রতাপগড়ের এক মাইল নিম্নে একটী পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইয়া আফজল খাঁ গোপীনাথকে শিবাজীর নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহার আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। পরদিন সাক্ষাতের দিন। প্রতাপগড় দুর্গের নিম্নে একটী উচ্চস্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়া শিবাজী দুর্গ হইতে ঐস্থান পর্য্যন্ত রাস্তার দুইপার্শ্বে সাহসী ও সমরকুশল সৈন্যদিগকে লুক্কায়িতভাবে অবস্থান করিতে

আদেশ দিলেন। সাক্ষাতের জন্য যে শিবির সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা বহুমূল্য বস্ত্রাদিদ্বারা সুসজ্জিত হইল। তাঁহার বাহিরের পরিচ্ছদের নিম্নে লৌহবর্ম্ম পরিধান করিয়া মস্তককে রক্ষা করিবার জন্য শিরস্ত্রাণের মধ্যে লৌহনির্ম্মিত টুপি রাখিলেন। বামহস্তের মধ্যে বাঘনখ এবং দক্ষিণ হস্তে বিচ্ছু রাখিয়া আফজলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। জীব মহল ও শম্ভুজী কাজী নামক দুইজন যোদ্ধাকে সঙ্গে লইলেন। যখন তাঁহারা দুর্গ হইতে অবতরণ করিতেছেন তখন দেখিলেন যেন কোন স্বর্গের দেবী তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হইলেন। শিবাজী মাতাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করাতে জিজাবাই আশীর্ব্বাদ করিলেন, "বৎস বিজয়ী হও"। তাঁহার আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া শিবাজী নিজকার্য্যে অগ্রসর হইলেন।

আফজল খাঁ দুইজন সৈনিক ও সৈয়দ বান্দানামক সুবিখ্যাত অসি-ধারীকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্ব হইতে শিবিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। শিবাজী অগ্রসর হইয়া সৈয়দ বান্দাকে দেখিতে পাইয়া বলিয়া পাঠাইলেন সৈয়দ বান্দা ঐস্থানে উপস্থিত থাকিলে তিনি সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না। সৈয়দ বান্দাকে অগত্যা সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে হইল। শিবাজী মঞ্চে আরোহণ করিয়া আফজলকে অভিবাদন করিলেন। খাঁ কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। খর্ব্বকায় শিবাজীর মস্তক দীর্ঘাকার আফজলের স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিল। আফজল খাঁ শিবাজীকে আলিঙ্গন করিতে যাইয়া তাঁহার গ্রীবাদেশ বাম বাহুদ্বারা চাপিয়া ধরিলেন এবং দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ তরবারি গ্রহণ করিয়া শিবাজীর শরীরে আঘাত করিলেন। কিন্তু পরিচ্ছদের নিম্নে বর্ম্ম থাকাতে সেই ভীষণ আঘাত ব্যর্থ হইল। এদিকে তাঁহার গলদেশ আফজলের বাহুর আবেষ্টনে থাকাতে তাঁহার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে তিনি

প্রকৃতিস্থ হইয়া বামহস্তস্থিত বাঘনখ, খাঁর কটিদেশে প্রবেশ করাইয়া দক্ষিণ হস্তের বিচ্ছুদ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন। তখন খাঁ আহত হইয়া শিবাজীর গলদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। শিবাজী তৎক্ষণাৎ সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইলেন। তখন খাঁ চীৎকার করিয়া বলিলেন "বিশ্বাসঘাতকতা, ভীষণ হত্যা, সাহায্য কর, সাহায্য কর।" তাঁহার চীৎকারে তাঁহার সঙ্গীগণ নিকটে আসিলেন। সৈয়দ বান্দা দীর্ঘ তরবারি দ্বারা শিবাজীর মস্তকে এরূপ সজোরে আঘাত করিলেন যে শিবাজীর লৌহনির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ কিঞ্চিৎ পরিমাণে কাটিয়া গেল। শিবাজী তৎক্ষণাৎ জীবমহলের নিকট হইতে তরবারি গ্রহণ করিয়া সৈয়দ বান্দার সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। জীবমহল তখন অন্য তরবারি দ্বারা সৈয়দের দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলিলেন। পরে তাঁহাকে হত্যা করিলেন। ইতিমধ্যে বাহকেরা খাঁকে শিবিকার মধ্যে উত্তোলন করিয়া আপনাদের শিবিরের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু শম্ভুজী কবজী বাহকদিগের চরণে আঘাত করাতে তাহারা যখন শিবিকা মাটীতে রাখিয়া দিল, তখন তিনি আফজলকে হত্যা করিয়া তাঁহার মস্তক আনিয়া শিবাজীকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিলেন। শিবাজী সেই রক্তাক্ত মস্তক হস্তে লইয়া প্রথমে মাতার চরণ বন্দনা করেন। জিজাবাই দুর্গের উপর হইতে সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলেন। পুত্রের বিজয়ে তিনি আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। শিবাজী, খাঁর মস্তক প্রতাপগড় পাহাড়ে সমাধিস্থ করিয়া ভবানীকে উপহার প্রদান করিলেন। এই সমাধি আফজল বুরুজ নামে খ্যাত। খাঁর তরবারি এখনও পর্য্যন্ত শিবাজীর বংশধরগণ রক্ষা করিতেছেন।

আফজল খাঁকে হত্যা করিয়া শিবাজী তাঁহার দুই সহচরসহ প্রতাপগড় দুর্গে আসিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভীষণরবে গগণমণ্ডলকে বিদীর্ণ করিয়া কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল। পূর্ব্ব হইতে এই প্রকার নির্দ্দিষ্ট

ছিল যে কামানের শব্দ শ্রবণ করিলে মারাট্টা সৈনিকদল বিজাপুরী সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিবে। তদনুসারে মোরো ত্রিম্বাক এবং নেতাজী পালকরের সৈন্যদল এবং সহস্র সহস্র মাবলা সৈন্য জঙ্গলের মধ্য হইতে বাহির হইয়া বিজাপুরের সৈন্যের উপর পতিত হইল। একদিকে শিবাজীর সৈন্যগণ বীর সেনাপতিগণের অধীনে পরিচালিত হইয়া আশা ও আনন্দে উৎফুল্ল, অন্যদিকে বিজাপুরীদল আফজল খাঁর হত্যার সংবাদে এবং সেনাপতিদিগের আদেশের অভাবে উচ্ছৃঙ্খল ও অবসাদগ্রস্ত। বিজাপুরীদল পলায়ন করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু শিবাজীর সৈন্য তাহাদিগকে চতুর্দ্দিক হইতে বেষ্টন করাতে তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইল। প্রায় তিন ঘণ্টা যুদ্ধের পর বিজাপুরীদল সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল। যাহারা দন্তে তৃণ লইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল, তাহারা রক্ষা পাইল কিন্তু অন্যান্য সকলে হত হইল। এইরূপে প্রায় ৩০০০ বিজাপুরী সৈন্য নিধনপ্রাপ্ত হইল। মাবলা পদাতিক সৈন্যগণ পলাতক হস্তী এবং উষ্ট্রদিগকেও আহত করিল। এই যুদ্ধে শিবাজী ৬৫ হস্তী, ৪০০০ অশ্ব, ১২০০ উষ্ট্র, ২০০০ বস্তা কাপড় এবং দশ লক্ষ মুদ্রা প্রাপ্ত হয়েন। আফজল খাঁর দুই পুত্র, একজন উচ্চপদস্থ মুসলমান সর্দ্দার এবং দুইজন মারাট্টা কর্ম্মচারী বন্দী হয়েন। যে সমস্ত স্ত্রীলোক, শিশু, ব্রাহ্মণ এবং কুলী [illegible] হইয়াছিল, শিবাজীর আদেশে তাহারা তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করিল।

আফজল খাঁর হত্যার কয়েক দিন পরে প্রতাপগড় দুর্গের নিম্নে এক দরবারের আয়োজন হইল। তাহাতে শিবাজী বন্দীদিগের এবং নিজের দলস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি যে প্রকার মহত্ত্ব ও প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করিলেন, তাহা জগতের ইতিহাসে দুর্ল্লভ। শত্রুদিগের মধ্যে যাহারা বন্দী হইয়াছিল তাহাদিগকে অর্থ, খাদ্য এবং অন্যান্য উপহার প্রদান করিয়া বিদায় দেওয়া হইল। নিজের সৈন্যদিগের মধ্যে যাহারা বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল

তাহাদিগকে পুরস্কৃত করা হইল। যাঁহারা এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল তাহাদের বালক পুত্রদিগকে পিতার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। নিঃসন্তান সৈন্যদিগের বিধবাদিগকে স্বামীর বৃত্তির অর্দ্ধাংশ প্রদত্ত হইল। আহত সৈনিকদিগকে আঘাতের গুরুত্ব অনুসারে ২৫ হইতে ২০০ হন্ প্রদত্ত হইল। কর্ম্মচারীদিগকে হস্তী অশ্ব, পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, এবং ভূমি দান করা হইল। আফজল খাঁর নিধন এবং বিজাপুরী সৈন্যদলের ধ্বংস প্রাপ্তিতে মারাট্টা সৈনিকগণ আনন্দে উৎসাহিত হইয়া দক্ষিণ কঙ্কণ এবং কোলাপুরে প্রবেশ করিয়া পানহালা দুর্গ অধিকার করে এবং আরও অনেক স্থানে আপনাদের বিজয় পতাকা উড্ডীন করে।

আফজল খাঁর হত্যার ব্যাপার একটী গভীর ঐতিহাসিক রহস্য। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এই ব্যাপারে কেবল শিবাজীর বিশ্বাসঘাতকতা ও কপট ব্যবহার দর্শন করিয়া তাঁহাকে শয়তানের অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, অন্যদিকে মারাট্টা ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী প্রমাণ করিয়া তাঁহার অসাধারণ বীরত্ব ও বুদ্ধি কৌশলের জন্য তাঁহাকে শঙ্করের অবতার জ্ঞানে হৃদয়ের পূজা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই দুই সম্পূর্ণ বিরোধী মতের সমালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু এ সম্বন্ধে যাঁহারা গভীর গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সুবিখ্যাত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের মন্তব্য আমরা এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। উক্ত দুই বিপরীত মত পক্ষপাতীত্ব দোষে দুষ্ট, ইহা যদি মানিতে হয়, তবে তদানীন্তন ইংরাজদিগের পত্রাদিতে যাহা দৃষ্ট হয়, তাহাকে সত্য ও অপক্ষপাত বলিয়া গ্রহণ করিলে কোন আপত্তি থাকিবার কারণ নাই, কারণ তখন পর্য্যন্ত ইংরাজগণ একপ্রকার উদাসীনভাবে বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা বলেন শিবাজীর সহিত সম্মুখ সংগ্রামে বিজাপুর সৈনিকগণ জয়লাভ করিতে পারিবে না, ইহা জানিয়া আফজল

খাঁকে আদেশ করা হইয়াছিল তিনি যেন বন্ধুভাবে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বন্দী বা হত্যা করিতে চেষ্টা করেন। শিবাজীর গুপ্তচর-সমূহ ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলে তিনি আফজলের দূত কৃষ্ণাজী ভাস্করকে অর্থের দ্বারা বশীভূত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে খাঁর প্রকৃত অভিপ্রায় অবগত হইয়াছিলেন। রাজনীতি, চিরকাল এই প্রকার কপট উপায় সমর্থন করিয়া আসিতেছে, সুতরাং এজন্য শিবাজীকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইতে পারে না অন্ততঃ রাজনীতির দিক্ হইতে নয়। *

এক্ষণে আমরা আফজল খাঁর হত্যা-ব্যাপারের অন্য একটী বিষয়ের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইতেছি। শিবাজী এবং আফজলের মধ্যে প্রথম আক্রমণকারী কে? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমরা খাঁর একটি ভীষণ নিষ্ঠুরতার বিষয় উল্লেখ করিব। যদিও আফজল বিজাপুর হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার সময় সদর্পে বলিয়াছিলেন যে শিবাজীকে মূষিকের ন্যায় বন্দী করিয়া আনিবেন, তথাপি তাঁহার নিজের জীবন সম্বন্ধে অত্যন্ত সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। এই প্রকার কথিত আছে যে বিজাপুর হইতে

* No careful student of the sources can deny that Afz[illegible] kh[illegible]n intended to arrest or kill Shivaji by treachery at the [illegible]view. The absolutely contemporary and impartial English fa[illegible] record (Rajapur letter, 10 oct. 1659) tells us that Afzal Khan was instructed by his Government to secure Shivaji by "pretending friendship with him" as he could not be resisted by armed strength, and that the latter learning of the design, made the intended treachery recoil on the Khan's head. This exactly supports the Marathi Chronicles on the point that Shivaji's spies learnt from Afzal's officers of the khan's plan to arrest him by treachery at the pretended interview and that Afzal's envoy Krishnaji Bhaskar was also induced to divulge this secret of his master. *[J. N, Sarkar's Shivaji.]*

যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তিনি ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন এই যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু নিশ্চিত। ইহাতে তাঁহার বিশ্বাস এত দৃঢ় হইয়াছিল যে পাছে তাঁহার পত্নীরা তাঁহার মৃত্যুর পর কলঙ্কিত হয়েন, এজন্য যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে হত্যা করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। * এই ঘটনা এবং বিজাপুর হইতে যাত্রা

---

* It is said that the astrologers predicted that he would never return ; and so impressed was he by their words that he set his house in order before starting and he is also said to have drowned his sixty four wives.

H. cousen's Bijapore Architecture

অধ্যাপক সরকার মহাশয় এ সম্বন্ধে বলেন :—At his village of Afzalpur close to Bijapur city, the gloomy legend sprang up that before starting on this fatal expedition, he had a premonition of his coming end and killed and buried all his 63 wives lest they share another's bed after his death. The peasants still point to the height from which these hapless victims of man's jealousy were hurled into a deep pool of water, the channel through which their drowned bodies were dragged out with hooks, the place where they were shrouded and the 63 tombs of the same shape, size, and age, standing close together in regular rows on the same platform, where they were laid in rest. Where his mansion once stood with its teaming population the traveller now beholds a lonely wilderness of tall grass, brambles and broken buildings, the fittest emblem of his ruined greatness. * * * * other traditions tell us that ill omens dogged his steps from the very out set of his campaign against Shivaji. J. N. Sirkir's Shivaji

বেগমদের পুষ্করিণীর জলে ডুবাইয়া, পুষ্করিণীর ধারে তাহাদের সারি সারি গোর দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যুদ্ধ-যাত্রায় নিষ্ক্রান্ত হইলেন। গল্পটা সত্য কি না বলা যায় না ; কিন্তু এক ধরণের এতগুলি সারি সারি স্ত্রীলোকের গোর দেখিয়া উহা নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত বোম্বাই চিত্র।

করিবার সময় তাঁহার সদর্প ব্যবহার এই দুইটি বিষয় একত্রিত করিয়া চিন্তা করিলে শিবাজী ও খাঁ ইঁহাদের মধ্যে প্রথম আক্রমণকারী কে এই প্রশ্নের উত্তর লাভে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারি। দ্বিতীয়তঃ মুসলমান ঐতিহাসিক কাফি খাঁ বলেন এবং গ্রাণ্ট ডফ ইঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বলেন যে শিবাজী প্রথমে বাঘনখ ও বিচ্ছু দ্বারা আফজল খাঁকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। এ স্থলে আমাদের একটী বিষয় চিন্তা করিবার আছে। সকলেই স্বীকার করেন যে শিবাজী সাক্ষাৎ করিতে আসিলে আফজল খাঁ তাঁহার বাম বাহু দ্বারা আলিঙ্গন ছলে শিবাজীর গলদেশ চাপিয়া ধরেন। এখানে বিচার্য্য এই যে বাঘনখ ও বিচ্ছুর ন্যায় শাণিত অস্ত্র দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যখন আফজলের উদর বিদীর্ণ হইল, তখন সেই অবস্থাতে কি আফজল শিবাজীকে চাপিয়া ধরিতে পারেন? ঐ সকল অস্ত্রের দ্বারা যে আফজল ভীষণ[illegible] আহত হইয়াছিলেন তাহা সকলেই স্বীকার করিতেছেন। ঐ অ[illegible]ত কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার চৈতন্য বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল, [illegible]রাং দেখা যাইতেছে যে শিবাজী প্রথমে খাঁকে আক্রমণ করেন নাই, [illegible] আফজলই শিবাজীর সহিত প্রথমে বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ, আফজলকে হত্যা করিয়া শিবাজী গুরু রামদাসের সহিত যখন সাক্ষাৎ করেন তখন তিনি বলিতেছেন "আফজল খাঁ যখন আমাকে বাহু দ্বারা দৃঢ় রূপে চাপিয়া ধরিল, তখন আমার চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল, কিন্তু আপনার আশীর্ব্বাদে আমি চৈতনালাভ করিয়া তাহার বাহুর বেষ্টন হইতে মুক্তিলাভ করিলাম। *

---

* When at our interview Abdulla caught me under his arm, I was not in my senses and but for the swami's blessings I could not have escaped from his grip.

চতুর্থতঃ, কেহ কেহ বলেন শিবাজীর অভিপ্রায় যদি সাধু ছিল, তবে তিনি সাক্ষাৎ করিতে যাইবার পূর্ব্বে আপনাকে এত সুরক্ষিত করিয়া যাইবার কি প্রয়োজন ছিল এবং তাঁহার সৈন্যদিগকে গোপনভাবে অবস্থান করিবার আদেশেরই বা কি প্রয়োজন ছিল? ইহার উত্তরে এই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে সেই সময়ে বিজাপুরের শক্তি খর্ব্ব হইয়া যাওয়াতে তাহারা কোন প্রকার অন্যায় কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইত না। নিজেদের বিশ্বাসী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগকেও হত্যা করিতে সঙ্কোচ বোধ করে নাই। শিবাজী জানিতেন তাঁহার প্রতি বিজাপুর কি প্রকার রুষ্ট ও বিরক্ত হইয়াছিল। সেই জন্য আত্মরক্ষার্থ তিনি যথাসাধ্য আয়োজন করিয়া খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি যদি তাহা না করিতেন তবে কেহই তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারিত না।*

---

* No careful student of history, however, can hold that Shiva took other than legitimate precaution. For one thing he was an exceptionally careful and foresighted man and the Bijapuries proportionately careless and pufied up. Second, Siva must have known that murder and treachery were the usual weapons of a decadent state like Bijapur verging on extinction. The blood-red page of muslim history flame with a deeper crimson when we go to the Deccan. There the noble "Queen" Chand Bibi, the marvellously gifted soldier—statesman Mahmud Guwan (the Todarmal of the south), the devoted minister Madam Panth, the faithful Vizir Changiz Khan, the old and active agent Morar Jagdeo, and even Shivaji's maternal grand-father Lukhji Jadab Rao had fallen victims to the violence of Muslim sovereigns and nobles. In view of the provocation he had given and the character of the Bijapur court, Shivaji would have been wanting in common sense if he had not taken the precautions, against a treacherous attack, that he actually took. Above all the whole record of Shivaji's life is a standing evidence against the theory that he daubed his hand in the blood of an invited guest. [Prof. J. N. Sircir in the modern Review—1907

পঞ্চমতঃ, কেহ কেহ বলেন আফজল বিশ্বাসঘাতকতার সহিত শিবাজীকে বধ করিবেন, যদি তাঁহার এই প্রকার অভিপ্রায় থকিত, তাহা হইলে তিনি কেন আপনার সৈনিকদিগকে শিবাজীর সৈন্যদলকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে আদেশ করেন নাই? ইহার উত্তর এই যে আফজল জানিতেন শিবাজী নিহত হইলে তাঁহার সৈন্যদল এত দুর্ব্বল ও অসহায় হইয়া পড়িবে যে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার কোন প্রয়োজন হইবে না। যাহা হউক এই সমস্ত বিষয় ধীর ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় আফজল খাঁই শিবাজীকে প্রথমে আক্রমণ করিয়াছিলেন।*

* পরিশিষ্ট (জ) দেখ।



নবম পরিচ্ছেদ।

আমরা এই পরিচ্ছেদে ভারতবর্ষে হিন্দুরাজত্বের পতনের কারণ সম্বন্ধে সঙ্ক্ষেপে আলোচনা করিব। স্বামী রামদাস যদিও সন্ন্যাসী ছিলেন, তথাপি দেশের স্বাধীনতা ও হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য শিবাজীকে কত গভীর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি হিন্দুর পতনের যে সমস্ত কারণ নির্দ্দেশ করিয়া শিবাজীকে পুনরায় হিন্দু রাজত্ব স্থাপনের উপদেশ দিয়াছিলেন আমরা যদি তাহা চিন্তা করি তাহা হইলে ভারতের বর্ত্তমান নবজাগরণের দিনে আমরা অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারিব।

একদিবস প্রভাতের পূর্ব্বে গুরু রামদাস শিবাজীর সহিত ধীরে ধীরে নির্জ্জন অরণ্যের মধ্য দিয়া নাসিকের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। গ্রহণান্তে স্নান করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। রামদাস অগ্রে এবং বীরবর শিবাজী, গুরুদেবের ছত্র, দণ্ড, কমণ্ডলু প্রভৃতি স্কন্ধে লইয়া নগ্নপদে পশ্চাতে যাইতেছেন। শিবাজী ভাবিতেছিলেন যে দিন হইতে তিনি গুরুদেবকে তাঁহার রাজ্য ও ধন সম্পত্তি অর্পণ করিয়াছেন সেদিন হইতে তাঁহার প্রাণে কি শান্তি, কি আনন্দ! ভূতলে শয়ন করিয়া যৎসামান্য আহার্য্য দ্বারা জীবনধারণ করিলে প্রাণে যে শান্তি পাওয়া যায়, তাহা বোধ হয় পৃথিবীর রাজাধিরাজেরাও প্রাপ্ত হয়েন না। রামদাসের সঙ্গলাভ করিয়া যদি তাঁহাকে আজীবন এইরূপ দরিদ্রের ন্যায় জীবন যাপন করিতে হয়, তাহাতে তাঁহার কোন ক্ষতি নাই। পরক্ষণেই ভাবিতেছেন তাঁহার কোন অতৃপ্তি অভাব নাই, কিন্তু তবুও প্রাণ যেন কিজন্য সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন হইয়া রহিয়াছে। গুরুদেবের নিকট হইতে যখন ভারতের গৌরবপূর্ণ অতীত কাহিনী শ্রবণ করেন, তখন হৃদয়তন্ত্রী যে কি মধুর ভাবে বাজিয়া উঠে, তাহা চিন্তা করিলে

এই ভাবই মনের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠে যে এখনও তাঁহার সন্ন্যাসের সময় আসে নাই। হিন্দুজাতি বহুকাল হইতে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আপনাদের শক্তিতে অবিশ্বাসী হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা এক সময়ে সম্মুখ সংগ্রামে আপনাদের সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া ভুবনবিজয়ী সেকেন্দরকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিল, যাহারা শকহূন জাতিদিগকে যুদ্ধে বিধ্বস্ত করিয়াছিল, তাহারা এরূপ কাপুরুষ হইয়া গিয়াছে যে মুসলমানের নামে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। এই জন্যই তানাজী মোগলশক্তি ও বিজাপুরের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে পরামর্শ দিয়াছিল। হিন্দু ভীরু ও কাপুরুষ এ কলঙ্ক মোচন করিতে হইবে। আরংজেব এখন মনে করিতেছেন দাক্ষিণাত্যে নূতন তেজে উদীয়মান মারাট্টা জাতি তাঁহার প্রতিদ্বন্দী। গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর আছে বটে, কিন্তু তাহারা শক্তিহীন। মোগল শক্তিকে যদি পরাস্ত করিতে পারা যায়, তবে হিন্দুজাতি পুনরায় কলঙ্ক-মুক্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ভারতাকাশে উদিত হইতে সমর্থ হইবে। এই প্রকার চিন্তাতে মগ্ন হইয়া শিবাজী অগ্রসর হইতেছেন এমন সময়ে স্বামী রামদাস বলিলেন "শিবাজী, তুমি তো দাক্ষিণাত্যের মুসলমানদিগকে একপ্রকার হীনবল করিয়াছ, এখন মোগল সম্রাটের সম্বন্ধে কি ভাবিতেছ?"

শিবাজী উত্তর করিলেন "গুরুদেব, আমি এ সম্বন্ধে উদাসীন নই। যবনের দাসত্ব করিতে করিতে আমরা একেবারে মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িয়াছি। আর তো সহ্য করিতে পারি না, কিন্তু মোগলের অপরিসীম শক্তির বিরুদ্ধে আমরা কেমন করিয়া দণ্ডায়মান হইব? শুনিয়াছি বাঙ্গলা দেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক বীর জন্মিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা ও স্বরাজ্য সংস্থাপন করিতে কত চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মোগল সৈনিকেরা বিপুল বিক্রমে তাঁহাকে বারংবার আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত

করিয়াছে।” রামদাস বলিলেন “হিন্দুজাতি কেন এপ্রকার হীনবল হইয়াছে, তুমি কি তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়াছ? সমস্ত ভারতবর্ষে হিন্দুজাতির মধ্যে একতার অভাব কি এই দুর্ব্বলতার কারণ নহে? পূর্ব্বকথা একবার চিন্তা করিয়া দেখ। আমাদের দেশে কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, স্বদেশ ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য চিন্তা করিতেন কিন্তু নিম্নজাতি দেশের জন্য চিন্তা করিতে জানিত না। তাহারা ভাবিত সমাজে তাহাদের জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, স্বাধীন হইলেও সেই স্থানই তাহাদের জন্য থাকিবে। তাহারা কখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের সহিত একাসনে বসিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না, তাঁহাদের ন্যায় উচ্চ রাজ-কার্য্যাদিতে তাহাদের অধিকার থাকিবে না। সুতরাং তাহাদের পক্ষে স্বাধীনতা ও পরাধীনতা কেবল কথার কথা মাত্র। তার পর দেখ ভারতে হিন্দু ও বৌদ্ধ বহুকাল হইতে একত্রে বাস করিতেছে বটে কিন্তু ধর্ম্মমতের পার্থক্যের জন্য তাহাদের মনের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত কত অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য জাতি রহিয়াছে—তাহারা সমাজের ঘৃণিত হইয়া জীবন যাপন করিতেছে।”

শিবাজী বলিলেন “সেইজন্য আমি ভাবিতেছিলাম যে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে আমরা কি জয়লাভ করিতে পারিব? মহারাষ্ট্রে কি আমাদের সকলের মধ্যে একতা আছে? একেত আমরা সকল বিষয়ে ক্ষুদ্র, তাহাতে আমাদের পরস্পরের মধ্যে যদি একতা না থাকে তাহা হইলে মোগলদিগের সহিত সংঘর্ষে আমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।”

রামদাস বলিলেন “তুমি ঠিক বলিয়াছ, কিন্তু আমি দেখিতেছি হিন্দুর গৌরব-রবি পুনরায় যেন রক্তিম আভায় ভারতাকাশকে অনুরঞ্জিত করিয়া উদিত হইতেছে। তাহার কারণ বলিতেছি। প্রথমতঃ দাক্ষিণাত্যের মুসলমানগণ পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে।

তাহাদের রণ-কৌশল, অনেক পরিমাণে মারাট্টাগণ শিক্ষা করিয়াছে। মুসলমানগণ বিলাস-পরায়ণ হইয়া মনুষ্যত্ব নষ্ট করিতেছে। * কিন্তু আমাদের সৈনিকগণ কঠোর আত্মসংযমের দ্বারা ক্রমাগতঃ মনুষ্যত্ব লাভের পথে অগ্রসর হইতেছে। তাহারা যৎসামান্য আহার পাইলেই সন্তুষ্ট, ভূতলে শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিতে অভ্যস্ত। আরংজেবের সৈন্য অর্থের জন্য যুদ্ধ করে, কিন্তু আমাদের সৈন্য স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। দ্বিতীয়তঃ, এক্ষণে সমস্ত মহারাষ্ট্রে দ্বন্দ্ব ও দ্বেষ দেখা যায় না, এক মহা অনুপ্রাণণের দ্বারা সকলে জাগ্রত হইতেছে। তৃতীয়তঃ এক্ষণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র সকলে গুণানুসারে যথাযোগ্য স্থান লাভ করিতেছে। মেষপালক ও কৃষক যদি যথোপযুক্ত গুণশালী হয়, তবে সেনাপতির উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পক্ষে তাহার কোন বাধা নাই। সেই জন্য সকলে ভাবিতেছে—দেশ আমার, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই দেশাত্মবোধই জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রধান উপাদান। † চতুর্থতঃ,

---

* এই ভোগাভিলাষ এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে গোয়ালিয়র দুর্গে প্রাণদণ্ডের জন্য রক্ষিত মুরাদ কারাগার মধ্যেও আপনার উপপত্নীর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে নাই। বাদশাহ হইতে নগণ্য কর্ম্মচারী এবং সেনাপতি হইতে সাধারণ সৈন্য পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য এরূপ উন্মত্ত ছিল যে লোকলজ্জা ধর্ম্মভয় কিছুই বিবেচ্য ছিল না। মানুসির মোগল রাজসভার ও মোগল অন্তঃপুরের বর্ণনা পাঠ করিলে মোগল-ঐশ্বর্য্য ও মোগল-প্রতাপকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়। (শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত 'শিবাজী')।

† The relative importance of the Brahman and the Prabhu elements on one side and the Movli and Maratha elements on the other, will be fully realised from the fact that in Grant Duft's History the name of twenty Brahman leaders and four Prabhus

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, দেশের নারীবৃন্দ পুরুষদিগকে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত। সমাজের মধ্যে নারীশক্তিই প্রধান শক্তি। তাঁহাদের আত্মবোধ না জন্মিলে কোন জাতি কখন সবল হইতে পারে না। রাজপুতনার প্রাতঃস্মরণীয়া বীর রমণীগণের কথা স্মরণ কর। পতি পুত্রদিগকে স্বহস্তে যুদ্ধের বেশে সজ্জিত করিয়া রণক্ষেত্রে প্রেরণ করতঃ অন্তঃপুরে চিতানল রচনা করিয়া রাখিলেন, প্রয়োজন হইলে নারী জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য তাহাতে প্রবেশ করিয়া স্বামী পুত্রের সহিত মিলিত হইতে পারিবেন। এ সমস্ত কাহিনী চিরদিন জগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। এক্ষণে দেখিতেছি এই শক্তি আমাদের দেশের নারীগণের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। তোমার মাতা জিজাবাইয়ের কথা স্মরণ কর, তিনি তোমাকে তোমার জীবনের মহাব্রত সাধনে কি প্রকার সহায়তা করিতেছেন। তোমার পত্নী সইবাই তোমার এই মহৎ কার্য্যে তোমাকে কি প্রকার সাহস ও উৎসাহ দিতেন। আমার শিষ্যা আকাবাই প্রভৃতি মহারাষ্ট্রের গৃহে গৃহে গমন করিয়া সকলকে কি প্রকারে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে। ভারতের রমণীগণ যতদিন পর্য্যন্ত আপনাদের শক্তি সম্বন্ধে অবিশ্বাসী থাকিয়া অতি সামান্য

---

are mentioned as against twenty Mavli and Maratha leaders. There are about fifty Brahman and Prabhu leaders mentioned as against forty Mavli and Maratha leaders in the narrative of Chitnis's great Bakhar.

The strength of the organisation did not depend on a temporary elevation of the high classes, but it had deeper hold on the vast mass of the rural population cowherds and shepherds, Brahmans and non-Brahmans even Mussulmans felt its influence and acknowledged its power.

[Ranade's Rise of the Maratha Power]

ও তুচ্ছ কার্য্যে আপনাদিগের জীবন যাপন করিবেন, যতদিন তাঁহারা আপনাদিগকে জগতের অন্তরালবর্ত্তিনী সেই মহতী আদ্যাশক্তির অনুপ্রকাশ বলিয়া বুঝিতে না পারিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতের প্রাচীন গৌরবের পুনঃ প্রকাশ অসম্ভব, কিন্তু সুখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে মহারাষ্ট্রদেশে নারীশক্তি ধীরে ধীরে জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে।

পঞ্চমতঃ, মহারাষ্ট্রবাসীগণ এক্ষণে কেবল ক্ষাত্র্যবলে বলীয়ান নহে, কিন্তু তাহারা ধর্ম্মের শক্তিতেও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। উদারতা ও বিশ্বব্যাপী প্রেম, ধর্ম্মের লক্ষণ; অনুদারতা ও হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ধর্ম্মহীনতার পরিচায়ক। বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন আর বিরোধ, বিদ্বেষের ভাব দেখা যায় না। * অন্ত্যজ হউন আর যবনই হউন, গুণানুসারে মহারাষ্ট্রবাসী এক্ষণে তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা করিয়াছে। † এই উদারতা আমাদের জাত্যভিমানকে বিচূর্ণ করিয়া সকলকে প্রেমসূত্রে আবদ্ধ করিতেছে। বৃক্ষকে সজীব রাখিতে হইলে

---

* রামদাস স্বামীর ও শিবাজীর পরস্পর সম্বন্ধে এই উদারতার পূর্ণ পরিণতি হইয়াছিল। রামদাস স্বামী শ্রীরামচন্দ্রের এবং শিবাজী ভবানীর সেবক ছিলেন; কিন্তু বিষ্ণুভক্ত ও শক্তি উপাসকের চিরপরিচিত বিদ্বেষের পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগের মধ্যে একাধারে গুরু-শিষ্য, পিতা-পুত্র এবং সেব্য-সেবক সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল। [শিবাজী]

† সেখ মহম্মদ মুসলমান ছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণতার জন্য ইনি মহারাষ্ট্রের সাধুগণের মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের সময়ে সাধু হরিদাসের কথাও স্মরণীয়। সেখ মহম্মদ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে:—

Shaik Mahomed, being sent by his father to practise the butcher's trade, first cut his own finger with his knife to see how the animal would feel and the pain he felt drove him to forswear his trade and retire from the world in which such pain had to be inflicted for earning one's livelihood.

যেমন তাহার মূলে জল সিঞ্চন করিলে সমস্ত শাখা প্রশাখা ও পত্র পুষ্প জীবিত থাকে, তেমনি কোন জাতিকে শক্তিশালী করিতে হইলে সেই জাতিকে ধর্ম্মে উন্নত করিতে হইবে, তাহা হইলে প্রকৃতির এক অচিন্তনীয়, দুরবগাহ্য নিয়মানুসারে সেই জাতির জড়তা, আলস্য, দৈন্য, সঙ্কীর্ণতা বিদূরিত হইবে এবং অবশেষে সেই জাতি এক প্রবল শক্তিশালী জাতি হইয়া মহা গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে পারিবে। এখন তুমি চিন্তা করিয়া দেখ মারাট্টা জাতির উত্থান সম্ভব কি না। *

"এ বিষয়ে আরও একটী যুক্তি আছে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড কেবল ভৌতিক নিয়মে পরিচালিত হয় না, কারণ অন্ধ শক্তি জ্ঞান বিনা কোন মঙ্গল কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না। জগত সংসারের সমস্ত আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা ও নিয়মের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে এ সকলের মূলে

---

* It (the religious movement) modified the strictness of the old spirit of caste exclusiveness. It raised the Shudra classes to a position of spiritual power and social importance almost equal to that of the Brahmans. It gave sanctity to the family relations and raised the status of woman. It made the nation more humane, at the same time more prone to hold together by mutual toleration. It suggested and partly carried out a plan of reconciliation with the Mahomedan It subordinated the importance of rites and ceremonies, and of pilgrimages and fasts, and of learning and contemplation to the higher excellence of worship by means of love and faith. It checked the excesses of polytheism. It tended in all these ways to raise the nation generally to a higher level of capacity, both of thought and action and prepared it, in a way no other nation in India was prepared, to take the lead in re-establishing a united native power in the place of foreign domination

[Rise of the Maratha Power]

এক আধ্যাত্মিকী শক্তি নিয়ত কার্য্য করিতেছে। এক্ষণে মোগলেরা যে প্রকার ধর্ম্মবিহীন হইয়া পড়িতেছে তাহাতে তাহাদের হস্ত হইতে শক্তি স্খলিত হইয়া পড়িবে। মোগলের অন্তঃপুরে কি নিষ্ঠুর পৈশাচিক ঘটনা নিত্য ঘটিতেছে তাহা তোমার অবিদিত নাই। নিরপরাধিনী অন্তঃপুর মহিলাদিগের উষ্ণদীর্ঘনিশ্বাসে মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসের পথে বসিয়াছে। * মহামতি আকবর যেদিন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই দিন হইতে মোগলসাম্রাজ্য বিনাশের পথে চলিয়াছে। সম্রাট জাহাঙ্গীর কি প্রকার নিষ্ঠুর ছিল তাহা স্মরণ কর, অপরাধীদিগকে শূলে বসাইয়া অথবা তাহাদের ত্বক্ উন্মোচন করিয়া কি ভীষণ ক্লেশের সহিত মৃত্যুমুখে প্রেরণের আদেশ করিত!† রাজ্যলোভে ভ্রাতৃ-রক্ত পান করিতে সঙ্কোচ বোধ করে নাই। আরংজেব সিংহাসন লাভ করিবার জন্য পিতাকে

---

* A more terrible fate awaited the captive ladies who survived. Mother's and daughters of kings, they were robbed of their religion and forced to lead the infamous life of the Moghul harem, to be the unloved plaything of their master's passion for a day or two and then to be doomed to sigh out their days like bond-women, without the dignity of a wife or the joy of a mother. Sweeter for them would have been death from the hands of their dear ones than submission to a race that knew no generosity to the fallen, no chivalry to the weaker sex. [Prof. J. N. Sircir's History of Aurangzib]

† Selim (Jahangir) was so exasperated against them, that in the fury of his passion he ordered the wakianavees (intelligencer) to be flayed, one of the accomplices to be castrated, and the other severely beaten. These cruel paninshments, which were executed in his presence, put an end to the conspiracy.

[Eliott's history of India]

আজীবন একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। মুসলমান ধর্ম্মকে জয়যুক্ত করিবার জন্য হিন্দুর হিন্দুত্ব নষ্ট করিতে ব্যস্ত। ধর্ম্ম কখন ইহা সহ্য করিতে পারেন না। ইহাদিগের পতন অনিবার্য্য কারণ

পাপে ধ্বংস, পুণ্যে স্থিতি বিধি বিধাতার ;
করে পাপ হিন্দু, নাহি পাবে অব্যাহতি ;
করে পাপ মুসলমান, না পাবে নিস্তার।*

নিশ্চয় জানিও আমি দেখিতেছি হিন্দুদিগের হস্তে ইহাদিগের আর নিস্তার নাই। নিজেদের শক্তিতে বিশ্বাসী হও এবং ধর্ম্মের অজেয় শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন কর। এক সময়ে হিন্দুরা শক্তির উপাসনা করিয়া শক্তিশালী হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা শক্তিহীন ও বিজিত হইয়া রহিয়াছে। জয় পরাজয়ের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, ফলাফলের ভার বিধাতার হস্তে ন্যস্ত করিয়া কর্ত্তব্য-কার্য্যে অগ্রসর হও। তোমার রাজ্য তুমি যে আমাকে দান করিয়াছিলে, তাহা আমি তোমাকে প্রত্যর্পণ করিলাম। তুমি আমার প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন ও পালন কর। তোমার ইচ্ছামত যুদ্ধ অথবা সন্ধি করিও। কেবল আমি ইচ্ছা করি :—

গৈরিক-রঞ্জিত রবে পতাকা তোমার ;
হেরিবে যখন, তব পড়িবে স্মরণে,
এ রাজ্য ভোগীর নয় যোগী সন্ন্যাসীর।†

---

* শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত 'শিবাজী'

† Shivaji from a sense of gratitude to his spiritual teacher, made a gift of his kingdom and Ramdas gave it back to him as a trust to be managed in the public interest.

In token of the work of liberation being carried on, not for personal aggrandisement but for higher purposes of service to god

স্বামী রামদাস শিবাজীকে এইরূপ মহামূল্য উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন "এক্ষণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় সেই অনুসারে কার্য্য কর। আমি চিরকাল হিন্দুজাতির কল্যাণের জন্য তপস্যা করিতেছি, এখনও সেইজন্য আমি তীর্থবাসে চলিলাম। আশীর্ব্বাদ করি তোমার কল্যাণ হউক" এই বলিয়া তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন, শিবাজীও গুরুর পদধূলি মস্তকে লইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

---

and man, the national standard received at the suggestion of Ramdas, its favourite orange colour which was and is the colour of the cloths worn by anchorites and devotees.

[Ranade's Rise of the maratha Power]



কোরাণ পাঠে ব্যাপৃত আরংজীব